তরঙ্গ রোধিবে কে

শ্রীদিলীপকুমার রায়
সুর সুধাকর

গ্রন্থম্
২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

পরিমার্জিত গ্রন্থম-সংস্করণ
২৯শে শ্রাবণ ১৩৬৬
১৫ই আগষ্ট ১৯৫৯

মূল্য—ছ' টাকা

একমাত্র পরিবেশক পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৮৮বি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭
হইতে শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও গ্রন্থম্-এর পক্ষে
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা কর্তৃক ২২।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত।

উৎসর্গ

শ্রীমান্ তরুণ রায়কে

স্বভাবে কেবল তরুণ যে নয়—
অন্তরে রূপকার ;
বচনে মঞ্জুভাষী শুধু নয়—
মনে প্রাণে যে উদার ;
দৃষ্টি তীক্ষ্ণ যার শুধু নয়
শ্রদ্ধালু সন্ধানে ;
বহু বিচিত্র মানুষের জয়
গায় যে নিরভিমানে ;
তার করে দেই উপহার এই
জীবন তরঙ্গের
জয় যৌবন-কলঝংকার
সুন্দর স্বপ্নের ॥

ইতি

১লা জানুয়ারি, ১৯৫৮
পুণা

স্নেহাধীন
দিলীপদা

নব-সংস্করণের ভূমিকা

"তরঙ্গ রোধিবে কে"-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। মনে হয়, এ-উপন্যাসটির মধ্যে মানুষের অন্তরের অসীম আকুতির সঙ্গে তার মন প্রাণের নানা তরঙ্গের চিরন্তন বিরোধের ছবি আমার অন্য উপন্যাসগুলির চেয়ে বেশি উজ্জ্বল ও গভীর হ'য়ে ফুটেছে। এ-সংস্করণে আগেকার সংস্করণের অনেক অবান্তর প্রসঙ্গই বাদ দিলাম —কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি এতে ক'রে স্ফুটতর হবে ব'লে।

আমার "দোলা" উপন্যাসে চীনের সভ্যতা তথা আন্তর দৃষ্টিভঙ্গি ফোটাতে চেষ্টা করেছি। এ-উপন্যাসটিতে সুইড ও জাপানি সভ্যতার কথা বলতে চেষ্টা করেছি সাধ্যমত প্রাঞ্জল ক'রে। তবে অতীন্দ্রিয় অনেক বোধ ও নিহিতার্থ পুরোপুরি ভাষায় বলা যায় না, বলতে হয় সঙ্কেতে, ইঙ্গিতে ও আভাসে, একথাটি মনে রাখলে হয়ত এ-উপন্যাসটির প্রাণের কথাটি বোঝা পাঠকের পক্ষে একটু সহজ হবে। ইতি,

১লা জানুয়ারি, ১৯৫৮। শ্রীদিলীপকুমার রায়

পুণা

১

মলয়ের দোষ ছিল অগুন্তি—বলত সবাই একবাক্যে। কিন্তু সেরা দোষটা যে কী সে নিয়ে মতভেদ ছিল। কেউ বলত ও মধুকর, কেউ বলত—প্রজাপতি, কেউ বলত—বিলেতে পড়াশুনো করতে এসে কাব্যরোমান্টিক হলেন আড্ডাধারী ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হেলেনা বলত—ওর সব চেয়ে বড় দোষ ও সবাইকে থ ক'রে দিতে চায় উদ্ভট কথা ব'লে। এ-বিদ্যেটি ও শিখেছিল ম্যাকার্থির কাছে যে প্রায়ই বলত মুচকি হেসে: "রয়াল বেঙ্গল টাইগার! ভুৎ—ব্রেজিলিয়ান ক্যাট দেখেছ?—তারই একটু বাড়ন্ত সংস্করণ।" অলডাস হক্সলি লিখলেন: "তাজমহল! ধেৎ!"

নিখুঁতের মধ্যে খুঁত বের করা, যাতে সবাই থ, তাতে একটু বাঁকা হেসে আড়চোখে তাকানো—হাঁ—"সা চাতুরী চাতুরী।"

মলয়ের মন সায় দিত এ-চাতুরীতে। বলত: "সুইজর্লণ্ড? হুঁ—ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যে একেবারে চলে না এমন নয়—কিন্তু প্রাণের গুলবাগানে ফুল ফোটায় না। দেখতে হয় তো—সুইডেন।"

—"ভেনিসের চেয়েও?"

—"নিশ্চয়।"

—"কেন? ভেনিস কি—?"

—"কিন্তু গায়ে যে দুর্বাস!—ষ্টকহল্‌ম্ সৌরভময়ী—পরিচ্ছন্ন, ভেনিসের মত মতিচ্ছন্ন তো হয় নি ওর। আর সুন্দরীর অঙ্গেই না দুর্বাস সবচেয়ে দুঃসহ—কেন না অঙ্গশ্রী জাগায় যে গন্ধশ্রীর প্রত্যাশা। ষ্টকহল্‌মের বাঁকে বাঁকে ভেনিসের আবর্জনা জ'মে নেই। ওর বীচিমালা দিনে নৃত্যময়ী কিরণচঞ্চলা—রাতে আকাশের তারকশিখার দীপাধার।"

—"তার পর?"

—"গ্রাণ্ড হোটেলের সাম্‌নের মঞ্চ থেকে যখন সল্‌টস্‌জোবাড্‌নে নৌকো ক'রে পাড়ি দেওয়া যায়···মালের হ্রদের মোহানায় বাল্টিক-সমুদ্রের সঙ্গম-দৃশ্য যখন চর্মচক্ষে উপভোগ করা যায়···সময় পেলে রাজধানীর বিরাট

চিত্রগৃহে ঢুঁ মেরে রাশি রাশি ছবির মিছিলে যখন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়া যায় …যেখানে সেখানে নীরবক্ষে কাফেতে কফি-সেবনে মানবজীবনের বনেদি পানীয় তৃষ্ণা যখন মিটে আসে—"

—"কেবল—"বলত ঐ প্রতিপক্ষদের কেউ কেউ তেরছ চাহনি হেনে —"অত ঠাণ্ডা বরফে কবোষ্ণা ঝর্ণারাণীকে মিলল কোথায় হে সন্ধানী? শুধু বাহ্য ব্যাখ্যানেই আমাদের ভুলিয়ে রাখলে ভায়া, 'আগে কইলে' না কিছুতেই!"

কেবল ঐ এক বাণে মলয় জখম হ'ত। কারণ ছিল।

২

মলয় আর যাই হোক না কেন ভঙ্গি করত না। সুইডেনের প্রতি ওর টান ছিল শুধু আন্তরিক নয়—রোমান্টিক : শুভদৃষ্টির শিহরণ। জাহাজ সেই যেদিন ষ্টকহল্‌মে মন্দ মন্দ প্রবেশ করল—ওর মনের পাখি উঠল গান গেয়ে। কতরঙা ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের মধ্যে ছবির মত সব ভিলা, পাইন বার্চ ফার গাছের অপর্যাপ্তি, হ্রদ থেকে বেরিয়েছে নদী, নদী থেকে লহরী, লহরী থেকে গতির লাস্যলীলা! আর সেতুর মিছিল বসেছে সুইডেনে। ছোট বড় সোজা বাঁকা হাজারো সুন্দর স্থলপথ জলবক্ষে!…

তারপরেই ষ্টকহল্‌মের অপূর্ব হর্ম্যরাজি, প্রাসাদ, পার্ক, ষ্ট্র্যাণ্ড, রাস্তা-ঘাটের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা; বিজলি-বাতির সহস্রদ্যুতি। সবই একযোগে ওকে ডাক দিল। তার পর থেকে যখনই নাগরিক জীবনে ওর এতটুকু বিতৃষ্ণা আসত ও যেত ছুটে ওর চিত্তহরা নরলাণ্ডে, লাপলাণ্ডে, পল্লী-সমাজে, স্বাস্থ্যময়ী গোলাপ-রাণী উইসবিতে। প্রাসাদদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগত কালমারের প্রাসাদ —ওলাণ্ড দ্বীপের সাম্‌নেই : যেখানে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সন্ধিতে নরওয়ে সুইডেন ও ডেনমার্কের মধ্যে কিছুদিনের জন্যে আপোষ হয়। এ প্রাসাদটি ওর আরও ভালো লাগত এর চারদিকে রোমান্সের ঘেরাটোপটির জন্যে। সুইডেনের সম্রাট চতুর্দশ এরিক এক পল্লীবালাকে বিবাহ করার দরুন এই প্রাসাদে বন্দীমত হ'য়ে ছিলেন অনেক দিন। তিনিই রেনেসাঁসের সৌন্দর্য-স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সলিল-সৌধটি এত সুন্দর ক'রে গড়েছিলেন, প্রাসাদের ছাদ, প্যানেল প্রভৃতিতে তিনিই আল্পনা আঁকিয়েছিলেন নিপুণ জর্মন শিল্পী ডেকে।

এখানে এসে মাঝে মাঝেই কাটত ওর ভাববিলাসে—কল্পনাচারণে। এ প্রাসাদটি থেকে চারধারের অপরূপ দিগন্তবিতত সাগরমেলা দেখে চোখ কি ওর কোনোদিনও ক্লান্ত হ'ল?

এই প্রাসাদেই হঠাৎ ওর দেখা হেলেনা হাইবার্গের সঙ্গে।

৩

সেদিনও মলয় এম্‌নিই ঘুরে ফিরে দেখছে এধার ওধার। ওর এক ইংরেজ বন্ধু ওকে নিয়ে গিয়েছিল কালমারের দেশলাই ফ্যাক্টরি দেখাতে। কী খারাপ যে লেগেছিল! বন্ধুটি ঐ ফ্যাক্টরিতেই কাজ করত। তাকে দেশলাইয়ের গন্ধক ডিপোর জিম্মায় রেখে মলয় হোটেলে গিয়ে স্নানস্নিগ্ধ হ'য়ে ঝটিতি এল বালটিক সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল:

যতদূর চায় আঁখি···শিহরায় অরুণ-আবীর রাঙা জল···
মাটির বাঁধন টুটেছে···জীবন বাজায় মাদল সমুছল···
কার উদ্দেশে ধায় দেশে দেশে জানে না পরাণ—তবু ধায়!
প্রতি উর্মির সম্ভাষে বর মেলে কার—হিয়া ছাড়া পায়?

সত্যি!···এ-জগতে কেন মানুষ রচেছে এত শত কারখানা, চুল্লী, চিম্‌নি!···প্রকৃতির বৈভবের সঙ্গে মানুষের অভাবের এ কী অহি-নকুল সম্বন্ধ!···অথচ এইমাত্র দেখে এল যে অগ্নিকুণ্ড—তাকে নৈলেই বা চলে কই?

সেদিন জুলাই মাস। ওদেশের ঋতুরাজ···ভরা নিদাঘ। গাছে গাছে রঙের রাস। সূর্যের ছেলেমানুষি দেখে মেঘের সে যে কত ঢঙেরই হাত-তালি! সন্ধ্যা—না, বিকেল আটটা বলাই ভালো। ল্যাণ্ড অফ দি মিডনাইট সান্-এর আভাষ এখানেই মেলে বৈ কি। মেঘ দীর্ণ ক'রে এক ফালি আলো সমুদ্রবক্ষে নেচে নেচে চলে—। যেখানে যেখানে তার চরণধ্বনি উঠছে বেজে—আশে পাশে পড়ছে ছায়ার নৈঃশব্দ্য। আলোর প্রপাত ঝরঝরিয়ে লাগল এসে কালমারের চূড়ার 'পরে। তার পরেই সামনের বীথিকায়। তারপরেই ঐ যে—বালটিক সাগর-বক্ষে। কী সুন্দর! মলয় দেখে মুগ্ধ নেত্রে।

হঠাৎ চোখে পড়ে একটি মেয়ে···অদূরে। এ কী! স্নান করছে? এ সময়ে বড় কেউ স্নান করে না তো! একটু এগিয়ে গেল। দুর্গের পাদমূলেই।

মেয়েটির মাথায় লাল্‌চে রবারের টুপি।

হঠাৎ কেমন ক'রে টুপিটি গেল ভেসে। মেয়েটি অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে উঠল।

স্রোত মলয়ের দিকেই টুপিটিকে আনল টেনে। ছুটে গিয়ে হাতের ছড়িটা বাড়াতেই নাগাল পেল।—যেই ছড়ির সোনা-বাঁধানো মুখটা দিয়ে টুপিটা কায়দা ক'রে ধরেছে অম্‌নি পা ফসকে বেটক্করে প'ড়ে গেল হাঁটু-জলে।

মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু হেসেও ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

* * * * *

মলয়ের হাতের রিষ্ট ওয়াচ গেছে ভেঙে—প্রায় আজানু সিক্ত, কপালটা ঈষৎ জ্বলছে যেন!

মেয়েটি লজ্জিত হ'য়ে হাসি চেপে বলল সুইডিশ ভাষায়: "কী সর্বনাশ—একেবারে নেয়ে উঠলেন!"

মলয় বীরোচিত হেসে তার হাতে পলাতককে ফিরিয়ে দিয়ে দুর্গা ব'লে ওদেরই ভাষায় কোনমতে বলল: "কিছুই না—এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে।"

—"তা কখনো হয়? চলুন আমাদের ওখানে—বাবা আছেন, তাঁর পোষাকে এক রকম ক'রে চালিয়ে নিন ঘণ্টাখানেক—বিজলি-চুল্লীতে ততক্ষণে আপনার কাপড়-চোপড় শুকিয়ে খটখটে হ'য়ে উঠবে।"

—"না না"—

—"না না কেন? আমার এমন রাগ হচ্ছে আমার দুষ্টু টুপিটার উপর।"

—"আমার কিন্তু হচ্ছে না।"

—"আপনার মেজাজ বুঝি মাখন?"

—"না টোস্টের চেয়েও খিটখিটে হ'তে পারি—কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার সঙ্গে এই সব কথার বিনিময় হচ্ছে যার কল্যাণে তার উপর রাগ আসে?"

—"ধন্যবাদ," ও বলে প্রীতকণ্ঠে, "কিন্তু আমার সঙ্গে দুটো কথার জন্যে এতখানি উৎফুল্লতা?—যে-জগতে কথার জ্বালায় সবাই অস্থির!"

—"তবু কথা না বললেও তো মন ওঠে পোড়াকাঠের মত শুকিয়ে।"

মেয়েটি ফিক্‌ ক'রে হাসে, বলে: "বাক্যবাগীশ কাউকে আনলেন না কেন সঙ্গে করে?"

—"এসেছিলাম—এক বন্ধুকে। কিন্তু এখানে এসেই তিনি ডুব দিলেন কর্মিষ্ঠতার অথই জলে!"

—"বনে না?"

—"বেবন্তির অন্য কারণও আছে।"

—"যথা?"

মলয় একটু ইতস্তত ক'রে বলে: "আমি ভারতবাসী, তিনি ইংরেজ—খাদ্য ও খাদক।"

তরুণী হাততালি দিয়ে বলে: "ভারতবর্ষ থেকে আসছেন আপনি? চলুন চলুন। বাবা যে ভারতীয় দর্শনের অথৈ জলে সাঁতার কাটছেন আজ বিশ বছর।"

মলয়ের হাসি পেল…মুগ্ধও হ'ল ওর সরলতা দেখে: "বটে? আমিও যে দর্শনের ছাত্র—অন্তত বার্লিনে বছরখানেক ক্যান্ট হেগেল প্লেটোর লেকচার শুনেছি একথা হলফ ক'রে বলতে পারি।"

"বেশ হয়েছে," ও বলে আরো খুসি হয়ে, "বাবার সঙ্গে যা বনবে। চলুন না। কাছেই।"

—"আপনারা এখানকারই বাসিন্দা বুঝি?"

—"না। বাবা উপ্‌সালার প্রফেসর। ওঁর নাম শুনে থাকবেন হয়ত: এরিক হাইবার্গ। এখানে তাঁর পৈতৃক ভিলা আছে। কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন—তাই গ্রীষ্মটা আমরা এখানেই কাটাই। আপনাকে দেখলে তিনি এত খুসি হবেন—"

—"কেন?"

—"বললাম না আপনাদের দর্শনের 'পরে বাবার অগাধ শ্রদ্ধা। আসবেন না?"

—"বিলক্ষণ! আসব না?" বলল মলয় পুলকিত কণ্ঠে, "কেবল—কি জানেন—এ ভিজে কাপড়ে সুভদ্রগৃহে চড়াও হই কী ক'রে বলুন দেখি? আচ্ছা, হোটেল থেকে কাপড় ছেড়ে এলে হয় না?"

—"হয়," ও বলে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে, "কেবল—"

—"কী?"

—"আসবেন তো ঠিক?"

—"গরজটা কার শুনি?"

—"ধন্যবাদ। আপনি তো খাসা ভদ্র।"

—"আপনিই বা কম কি?—কিন্তু কথা-কাটাকাটি রেখে আগে বলুন দেখি আপনাদের ঠিকানাটা"—মলয় পকেটবই বের করে।

—"ঠিকানার দরকার নেই—ওই দেখুন, ও—ই—দেখতে পাচ্ছেন? ওই লাল টালি?"

মলয় বাড়িটি চকিতে চিনে নিল কিন্তু দেখতে লাগল লাল টালিকে নয়।

রাঙা রবির আদর এলিয়ে পড়েছে ওর বেগ্‌নি রঙের সাঁতারু প্রচ্ছদের উপর। ঢেউখেলানো ভিজে সোনালি চুল। ছবি তো এরই নাম! বলিষ্ঠ গড়ন, অথচ রেখায় রেখায় কোমলতা—'পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা'—

হঠাৎ চোখোচোখি। ওর গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠল: "আমাকে দেখবার সুযোগ ফুরিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু বাড়িটি ভালো ক'রে দেখে না রাখলে স—ব যাবে ভেস্তে।"

—"ও বাড়ির নক্সা এঁকে দিতে পারি, জানেন?" বলে মলয় ওর লজ্জা সত্ত্বেও সপ্রতিভ ভাবে আশ্বস্ত হ'য়ে।

—"তাহ'লে এখন বিদায়—সন্ধ্যায় বাকি কথাবার্তা হবে--"

—"ধন্যবাদ, কেবল" মলয় কুণ্ঠা বোধ করে, "কেবল, অর্থাৎ ইয়ে—কথাবার্তা হওয়ার পথে ঈষৎ কাঁটা আছে।"

—"কী?" বলে ও বিস্মিত ভাবে।

—"আপনাদের সুইডিশ ভাষায় আমার দৌড়—"

—"কোনো একটা সভ্য ভাষা জানেন তো? বাবার মুখে তে—র, না, বারটা ভাষায় খই ফোটে"—জনক-গর্বে জানকীর মুখ ওঠে দীপ্ত হয়ে।

—"আপনার?"

—"ইংরাজি বুঝতে পারি, ফরাসিতে মান না বাঁচলেও কাজ চালাতে পারি, তবে জর্মনে বোধ হয় টাল সামলাতে পারি। আপনার?"

—"ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে পারি, ফরাসিতে উপদেশ, জর্মনে বড় জোর দুটো বিশ্রম্ভালাপের বেশি না।"

—"আমরা তাহ'লে জর্মন ভাষায়ই কথা কইব"—মেয়েটি বলে উজ্জ্বল কণ্ঠে—"অবিশ্যি উপদেশ বা বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা হ'লে প্রাণের মায়া ছেড়ে ফরাসি বা ইংরাজিতে ফুলঝুরি কাটবেন, আমি খুব মন দিয়েই শুনব।"

মলয় খুব হাসে: "ধন্যবাদ ফ্রয়লাইন—"*

—"হেলেনা—হেলেনা হাইবার্গ। আপনার? হের্ †—?"

—"মলয়—মলয় সুর।"

—"কী? সুর?"

—"অক্ষরে অক্ষরে।"

—"সু—র। বাঃ বেশ শ্রুতিমধুর তো? কিন্তু মানে?"

—"গেটের Mignon কবিতাটি জানেন তো?"

—"জানি না? ওটা যে বিখ্যাত গান। কিন্তু ও-গানে আপনার নামের মানে রয়েছে?"

—"অবিকল: ঐ কি লাইন যেন?—Ein sanfter wind—ঐ দেখুন—" (একটি মৃদু সমীর)

হেলেনা তৎক্ষণাৎ পাদপূরণ করল: "vom blauen Himmel weht?" (নীল আকাশ থেকে দুলছে)

—"সাবাস স্মৃতিশক্তি।" ব'লে মলয় হাততালি দিল।

—"থামুন, হাততালি দেবার কথা আমার—" ব'লে কথাবৎ কার্য ক'রে বলল: "সত্যি হাততালি দেবার মতই নাম বৈকি।—কিন্তু অন্য নামটা?"

—"সেটা আরো সরেস—সুর, মলয়, সুর।"

—"সুর?"

—"অবিকল। এবং ওর মানেও অম্‌নি তাজা: melodie"

—"কী কাণ্ড? দুটো নামেরই এমন—"

—"যোগাযোগ প্রায় হয় না—না?"

—"কই হয়? এই বেচারি আমাকেই দেখুন না। বাবা কত ভেবেচিন্তে শেষটা ট্রয় থেকে এমন জগদ্বিখ্যাত অপরূপ নাম যদি বা রাখলেন—কিন্তু হাইবার্গের সঙ্গে মিলল কই?"

মলয় ভারি কৌতুক বোধ করে সত্যিই: সুইড মেয়েরা আতিথেয় এ-ই সে জানত, কিন্তু সেই সঙ্গে যে এ জন অকুণ্ঠিতা গল্পিনীও, জানত কে? বলল: "বদ্‌লে নিলেই পারেন হাইবার্গকে।"

মুহূর্তে গম্ভীর হ'য়ে গেল ওর মুখ। বলল: "সে কি হয়? —কিন্তু ঐ

---

* Fraulein—কুমারী, † Herr—শ্রীযুক্ত।

দেখুন ভুলেই গেছি কথা কইতে কইতে : আপনার ভিজে কাপড়েই দিয়েছি গল্প জুড়ে—"

—"তাতে কি ? আপনারই কি শুকন কাপড় ?"

ও ফের হাসে : "আমি যে স্নান করছিলাম—বা রে।"

—"আমিও তো বীরপনা করছিলাম—কম কি ?"

—"বীরপনা ?"

—"কুমারীর শিরস্ত্রাণ-উদ্ধার ! বলেন কি ? এ নিয়ে সাগা লেখা চলত না কি আপনাদের দেশে ?"

ও খুসিভরা স্বরে বলে : "আপনি বেশ কথা বলেন তো ?"

—"আপনিই বুঝি কেও-কেটা ?"

—"ও কি ? রগ বেয়ে রক্ত পড়ছে না ? দেখি নি তো এতক্ষণ !"

—"না না—"

মেয়েটি কুপিত স্বরে বলল : "না না মানে ? স্পষ্ট দেখছি লাল রক্ত ! এসব বীরপনা নিয়ে সাগা লেখা গেলেও নামঞ্জুর। চলুন আমাদের ভিলায়—অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে পটি—"

—"না না—"

কে শোনে ?

*   *   *   *   *

প্রফেসর ওকে পরতে দিলেন নিজের জুতো মোজা পেণ্টলুন—মলয়ের হোটেল ছিল কি না অনেকটা দূরে।

৪

এক একটা সময়ে মন হ'য়ে দাঁড়ায় সেই শ্রেণীর তালা যাতে চাবি লাগাতে না লাগাতে খোলে। এ বিদেশে নিরালায় ওদের মনের আগল খুলতে দেরি হ'ল না। অধ্যাপককেও ওর ভারি ভালো লেগে গেল—রোজই রঙবেরঙের আলোচনা—প্রায়ই একত্র খাওয়া দাওয়া—এখানে ওখানে পিকনিক, ভ্রমণ—তার উপর চারিদিকের আবহাওয়ার আনুকূল্য। মনে হ'ল ওর যেন একটি হারানো স্বর বেজে উঠেছে যথা-পর্দায়।

হাওয়া ঠিক বইলে পালটি যখন ঠিক তোলা হয় নৌকো এগোয় এম্‌নিই তর্ তর্ ক'রে।

সপ্তাহ দুই পরেই ও উঠে এল ওঁদের সুন্দর ভিলাটিতে। ওঁরা পীড়াপীড়ি করল ব'লেও বটে, মলয়ের আতিথ্যে অরুচি ছিল না ব'লেও বটে। প্রফেসরের সঙ্গে হ'ত দর্শনের আলোচনা, হেলেনা তাতে যোগ দিত প্রায়ই। আবার হেলেনার সঙ্গেও হ'ত কত যে কথা! প্রফেসর তাতে যোগ দিতেন না বটে কিন্তু সায় থাকত সর্বদাই। অন্যমনস্ক মানুষটি···কিন্তু অন্তরটি দরদে ভরা। কন্যা-অন্ত প্রাণ। বন্ধুও সে, সাথীও সে, শিষ্যাও সে, সখীও সে। পিতা পুত্রীর মধ্যে এমন মধুর সৌহার্দ্য মলয় কখনো দেখে নি এর আগে।

ওরা মাত্র তিনজন এ-পরিবারে। পিতা পুত্রী ও নোরা—প্রফেসরের পালিতা কন্যা। ঘরের কাজকর্ম করে কিন্তু পরিচারিকা নয়—যদিও ঠিক সমান পদবীর মেয়েও না। তবু আদরের তার ক্রটি ছিল না। অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে হ'লেও হেলেনার থাকারও যে ধরন—তারও তাই। ওঁদের পরিবেশণ ক'রে সে-ও বসত ওঁদেরই টেবিলে।

প্রফেসর উপ্সালাতে পড়াতেন সোয়েডেনবর্গ, ক্যাণ্ট, হেরাক্লিটাস, প্লেটো ও ভারতীয় দর্শন। কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। তবু হেমন্তকাল শীতকালটা কাটাতেন ঐ উপ্সালাতেই। মাঝে মাঝে এখনও সৌখিন ক্লাস নিতেন—দর্শনের প্রাইভেট গবেষণা করে যে সব ছাত্ররা শুধু তাদের জন্যে। অবসর নিয়ে অবধি য়ুরোপীয় দর্শন ছেড়ে মশগুল ভারতীয় দর্শনেই বেশি। বিশেষ ক'রে কালমারে অবস্থানের সময় থাকতেন ভারতীয় দর্শনাদির পুঁথি-পত্রেরই অগাধ জলে মীনের মত আনন্দে।

মলয় তাঁর কাছে একটু একটু ক'রে সোয়েডেনবর্গ পড়তে আরম্ভ করল। সোয়েডেনবর্গের সিম্বলিস্ম্ তার ভারি ভালো লাগত। য়ুরোপে দার্শনিকদের মধ্যে যে এ ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী ছিল এ সে জানত না। "এ-বহির্জগৎ যে এক অদৃশ্য জগতের প্রতীক" একথা এমন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জোর দিয়ে আর কোনো আধুনিক য়ুরোপীয় দার্শনিকই বলেন নি। অন্তত সে কাউকে বলতে শোনে নি। তাছাড়া এমন তীক্ষ্ণ অথচ পাকা বুদ্ধি!

শুধু পাকা নয়—বিরাট। এত বড় বৈজ্ঞানিক মনের সঙ্গে এত বড় মিসটিক মনের যোগাযোগ বোধ হয় হয় নি আর কোনো দেশে। এ সমন্বয়ও বুঝি এক সুইডেনেই সম্ভব—প্রফেসর বলতেন সংযত উচ্ছ্বাসে। কত যে শুনত শিখত সে তাঁর কাছে। আর সোয়েডেনবর্গের মাধ্যমে সে যেন প্রফেসরের পরিচয়ও পেল আরো বেশি। সত্যিঃ শ্রদ্ধার্হ মানুষ বটে। বৈদগ্ধ্যের

প্রতিমূর্তি। খাওয়া দাওয়া বেশভূষা প্রভৃতি ছিল তাঁর কাছে সত্যিই গৌণ। হেলেনাকে নইলে এ অন্যমনস্ক ভাবে-ভোলা মানুষটির জীবনযাত্রা প্রায় অচল হ'ত। ও তাঁকে তিরস্কারও করত ঠিক যেমন মা করে শিশুকে। বেমিল জুতো—টাই ও পিরানের অহিনকুল সহযোগ, এক কোটের সঙ্গে আরেক পেণ্টুলুন—সাজসজ্জার হরেক রমক রোমাঞ্চকর লজ্জা তাকেই করতে হ'ত নিবারণ। আরো মুস্কিল এই যে, মেয়ের হাতে নিত্য শাসিত হ'য়েও বাপের চৈতন্য হ'ত না। রোগী যদি রোগকে রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করে তবে রোগও সারতে চায় না। মেয়ের শাসন যেন ছিল তাঁর চিত্তবিনোদন। সুতরাং তাতে শায়েস্তা হবে কে? ভুল ক'রে এত প্রাণখোলা হাসি হাসতেও মলয় কাউকে দেখে নি এ দেশে—বিশেষ এমন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ যে এমন শিশুর মত হেসে কুটিপাটি হ'তে পারে তা না দেখলে বিশ্বাসই হয় না।

মলয় শুনত তাঁর কথা বেশি হেলেনার কাছে—তাঁর বিদ্যা মনীষা দার্শনিক তন্ময়তার কথা। বহুবর্ষব্যাপী দার্শনিক সাধনা ক'বে যে মানুষের ব্যবহারিক চেতনারও রূপান্তর ঘটে একথা সে কানে শুনেছিল বটে কিন্তু চোখে দেখে নি। এই প্রথম চাক্ষুষ করল। বৃদ্ধ নিজের জগৎ করেছিলেন রচনা। ঠিক ধ্যানের জগৎ বললে একটু বেশি বলা হবে: কিন্তু শুদ্ধ চিন্তার জগৎ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ সে-জগতে আত্মবিরোধ ছিল না। সে-স্তরে আসীন হ'য়ে যখন তিনি কথা বলতেন—যখন কোন্ কোন্ চিন্তাধারা থেকে কোন্ কোন্ ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে এসেছে ব্যাখ্যা করতেন—যখন এক একটা অনুভব থেকে এক একটা দর্শন গ'ড়ে ওঠার ইতিহাস তাঁর উৎসাহকম্প্র কণ্ঠে বিবৃত করতেন—তখন সত্যিই মনে হ'ত যে, বৃদ্ধের চেতনার ভারকেন্দ্র এ বস্তু-জগতের বাইরে কোথাও ন্যস্ত। মনে হ'ত লৌকিক আচারের জগৎ সামাজিকতার জগৎ কলধ্বনির জগৎ থেকে বহু দূরে আসীন তাঁর প্রাণ-সম্বিতের অভিনিবেশ। মুগ্ধ হ'তে হ'ত সত্যই তাঁর চেতনার এ ক্রমারোহণে। সম্ভ্রম আসত মনে: কী পরিমাণ জীবনব্যাপী চিন্তাচর্চার ফলে তাঁকে এ আরোহণীর পৈঠাগুলি একের পর এক গ'ড়ে তুলতে হয়েছে!

হেলেনাও শুনত একমনে। মলয় তখন দেখত তার আর এক রূপ। আশ্চর্য—ঐ গল্পোচ্ছলা মেয়ের চটুলতা প্রগল্‌ভতা সামাজিকতা সব যেন সে-সময়ে যেত লুপ্ত হ'য়ে! তন্ময় হ'য়ে শুনত সে দেহের স্তর থেকে মানুষ কত যুগের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় ধাপে ধাপে উঠেছে প্রাণের স্তরে, মনের স্তরে, শুদ্ধ

বুদ্ধির স্তরে। পিতার কথা শুনতে শুনতে ওর দৃষ্টি, স্বর—এমন কি হাসিও যেত বদ্‌লে! কটাক্ষে আর বিদ্যুৎ ঝরত না সে সময়ে—ফুটে উঠত স্তিমিত দৃষ্টি। মুখে শান্ত সংহতি।

কত সময়েই এ সব মলয় লক্ষ্য করেছে! য়ুরোপে কোনো মেয়ের মধ্যে এ দ্বৈরূপ্য এত স্পষ্ট ফুটতে এর আগে সে দেখে নি কখনো। কারণ, হেলেনার প্রগল্‌ভতার মেলামেশার মেজাজ যখন প্রকট হ'ত তখন কে বলবে—এ-মেয়ে বিশুদ্ধ দর্শনে এমন তন্ময় হ'তে পারে—চিন্তার শুষ্ক ব্যবচ্ছেদে এমন গভীর রস পেতে পারে? পুরুষের মধ্যে এ ধরনের অসঙ্গতি দেখা যায় অনেক সময়েই—কিন্তু নারীর মধ্যে এ-ধরনের দ্বৈরূপ্য যে এত স্পষ্ট হ'য়ে পরস্পরকে প্রকাশ করতে পারে, এক পরিবেশের মধ্যে তার যে-রূপ ফুটে ওঠে অন্য পরিবেশের মধ্যে সে-রূপ যে অকল্পনীয় হ'য়ে উঠতে পারে এ মলয় কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। পুরুষ বেশি ক'রে দেখায় ব্যক্তিত্বকে, নারী—তার নারীত্বকে: এ-ই সে জানত মোটামুটি সত্য ব'লে। কিন্তু হেলেনাকে দেখে তার মনে হ'ল শিক্ষায় নারীর যৌন সংস্কারও যেতে পারে বদ্‌লে। তার মনের প্রাণের স্বধর্মও হয়ত পারে—কে বলবে?

কিন্তু হেলেনার মধ্যে ঠিক এ-বদল হ'য়েছিল বলা যায় না। মলয় স্পষ্ট দেখত দুটো মানুষ থাকে ওর মধ্যে। একটা ডাকে সাড়া দেয় যে-রূপসত্তাটি, অন্য ডাক তার কানেও পৌঁছয় না। ওরা পাশাপাশি ঘর করে—যখন এ প্রকট হয় তখন ও গা-ঢাকা দেয়, যখন ও জেগে ওঠে তখন এ পড়ে ঘুমিয়ে।

হেলেনার উভয় রূপই তাকে টানত। একজন টানত তার প্রাণকে, আর একজন মনকে: না, হয়ত অন্তরকেও। কারণ হেলেনার সঙ্গে প্রফেসরের এখানে একটু প্রভেদ ছিল। দর্শনের অগাধ জলে তাঁর মনই শুধু হ'ত ডুবুরী, কিন্তু হেলেনার ডুব দিত যেন সমগ্র অন্তর, ব্যক্তিসত্তা। শুধু বুদ্ধির ঝাঁপ-দেওয়া নয়—অনুভবও হ'ত মজ্জনানন্দের সরিক—বিস্ময়ের অংশীদার। এটা বার বার লক্ষ্য ক'রে মলয়ের মনে হ'ত: এদের মধ্যে বেশি মিসটিক বুঝি পিতা নয়—কন্যা। দুজন দর্শনের কাছে চাইত আলাদা পুষ্টি, আলাদা প্রেরণা, আলাদা দিশা। তাই কি?

ওদের সংস্পর্শে কী তৃপ্তিতেই যে মলয়ের দিন কাটে!

৫

প্রফেসরের সময় এল উপ্‌সালায় ফেরার। তিনি মলয়কে বললেন: "চলো না কেন মলয়, কয়েক মাস থাকবে আমাদের ওখানে—উপ্‌সালায়।"

হয়ত না বললেও চলবে যে মলয়কে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হয়নি। ওদের ছাড়তে হবে ভাবতেও তার মন কেমন করছিল। শুধু প্রফেসর ও হেলেনাই নয়, নোরাকেও তার মনে হ'ত এত আপনার জন! বিদেশে আত্মীয় স্পর্শ—ভালো না লাগে কার? বিশেষ ভালো লাগত ওর নোরার কাছে হেলেনার কথা শুনতে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে: সহজেই বলত মনের কথা। বলত হেলেনার বাল্য-জীবনের কথা—তার কত দয়ামায়া, গভীর পিতৃভক্তি—রকমারি মিষ্টি স্মৃতিচারণ! ওর কাছেই মলয় প্রথম শোনে হেলেনার মা-র কথা: ল্যাপ্‌ মেয়ে রক্তে যাঁর বইত তরল আগুন। হেলেনা মা-র কাছ থেকে পেয়েছে উচ্ছল প্রাণশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সামাজিকতা: বাপের কাছ থেকে—অন্তর্মুখিতা, ভাব-সংযম, নৈঃশব্দ্য। নোরা তার গ্রাম্য ভাষায় কত খবর যে দিত পিতাপুত্রীর মনের! কত আবছা রহস্য তার অনর্গল কথায় হ'য়ে উঠত স্বচ্ছ। কেবল সে সাবধান করে দিত ওকে যেন হেলেনাকে না বলে: দিদি বড় চাপা মেয়ে—বিশেষত পারিবারিক প্রসঙ্গে, তাই এসব ঘরোয়া কথা নোরা ওর কাছে গল্প করেছে জানলে খুসি হবে না। মলয় কোথায় ঈষৎ বেদনা-বোধ করত, ভাবত: কেন হেলেনা এত চাপা? কিন্তু—সবাই কি সব কিছু পারে?—বলত ও নিজেকেই। এতে সান্ত্বনা যে ঠিক পেত তা নয়—তবে হেলেনাকে খানিকটা বুঝতে শিখত। অপরকে জানবে এ ছিল যে ওর স্বভাব-তৃষা। অপরের মনের পরশ—এর চেয়ে চাইবার বস্তু আর কী আছে জীবনে? তাই কত সময়েই যে ও নোরার সঙ্গে বেড়াতে গেছে শুধু হেলেনার কথাই শুনতে। নোরা এমন সরল আনন্দে বলত দিদির অস্তুতি গুণপনার কথা—!...মলয়ের হৃদয় উঠত আরো আর্দ্র হ'য়ে, এই

অশিক্ষিতা গ্রাম্যমেয়েটি হেলেনাকে শুধু ভালোবাসত না—হেলেনার সঙ্গে ওর মন-জানাজানি ছিল তেম্‌নিই সহজ যেমন সহজে বাতাসের সঙ্গে হয় বীথিমর্মরের। এটা সম্ভব হয়েছিল আরো এইজন্যে যে নোরা বুদ্ধিহীনা ছিল না। তাই তো হেলেনার আত্মবিরোধ সে অমন সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখাত। বলত: "দিদির সঙ্গে একটু মিশলেই ওর মধ্যে দুটো রূপ দেখতে পাবে মলয়: ভাবুকতা, আর বেপরোয়া মেলামেশার প্রবৃত্তি।"

মলয় বলত এটা ও লক্ষ্য করেছে।

নোরা বলত: "কিন্তু এ মেলামেশা ঠিক সামাজিকতাও নয়। ও আদপেই সামাজিক নয়। বাবা যখন উপ্‌সালা থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি তখন মাঝে মাঝেই পার্টি প্রভৃতি দিতে হ'ত তাঁকে। তাতে দিদিই অতিথি অভ্যাগতকে ওর প্রাণশক্তি দিয়ে মাতিয়ে রাখত—কিন্তু আবার লোকজনের হৈ-চৈও বেশিক্ষণ সইতে পারত না। বাবার ছাত্ররা ওর দিকে ঝুঁকত—ওকে দেখে আকৃষ্ট না হবে কে বলো?—কিন্তু ও তাদের একটু বেশি কাছে আসতে দেখলেই হটে যেত—যেন ভয়ে। তাই অনেকে ওকে গুমুরে বলে। কিন্তু বাইরেটা ওর যেমনিই হোক—ভিতরে ও সত্যিই গুমুরে নয়।"

মলয় বলত এ-ও ওর চোখে পড়েছে।

"আমার মন সব চেয়ে খুসি হয়েছে মলয়," নোরা খুসি হ'য়ে বলত, "যে, ও তোমাকে দূরে ঠেলে নি তেমন ক'রে। আহা, ও বড় একলা। তোমার সঙ্গে ওর বনেছে। ভগবান করুন এ-ভাব যেন তোমাদের টেঁকে। সুখ দেবার ও সুখ পাবার সব সরঞ্জামই ওর চরিত্রে আছে, কিন্তু সামাজিক জীবনে ও সুখ পায়নি—পাবেও না।"

—"পায় নি জানি—কিন্তু পাবেও না কেন?"

—"কেন—ঠিক বলতে পারি না," নোরা বলত, "তবে আমার ধারণা।"

—"তবু?" বলত মলয় সকৌতূহলে। হেলেনার সম্বন্ধে ওর কৌতূহলের অবধি ছিল না।

—"বলা কঠিন—তবে আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে ওর বাবা মা-র মধ্যে যে বেবনতি ছিল সে দুটো স্রোত ওর মধ্যেও হামেশাই কাটাকাটি করে, যদিও ও এ কথা মানতে চায় না।"

মলয় ওর এ-স্বচ্ছ বিশ্লেষণে অবাক্ হত—কারণ এটা ওরও মনে হয়েছে

যে কতবার! শুধাত: "ওর মনে কি কোনো চাপা দুঃখ আছে নোরা? কিম্বা কোনো কাল্পনিক বেদনা?"

এই একটা প্রসঙ্গে নোরা চুপ ক'রে যেত। বলত: "হয়ত ও-ই কোনো দিন বলবে—সুদ্ধু এই কথা ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, লক্ষ্মীটি।"

* * * *

প্রফেসরের কাছে মলয় পেত অফুরন্ত জ্ঞানের খোরাক। প্রশ্নে প্রশ্নে তাঁকে সে উদ্‌ব্যস্ত ক'রে মারত—কত দার্শনিক তত্ত্ব বুঝতে না পারলে বার বার করত জিজ্ঞাসা—আর প্রশ্নবাদে ওর যে কী আনন্দ—! প্রায়ই মনে পড়ত ওর গীতার একটা শ্লোক যে জ্ঞান চাইতে হয় জ্ঞানীদের প্রণাম ক'রে, প্রশ্ন ক'রে ও সেবা ক'রে। শেষেরটার সুযোগ ওর অবশ্য আদৌ ছিল না—সেটা ছিল হেলেনা ও নোরার এজমালি সম্পত্তি—কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রশ্ন করতে ওর জুড়ি মেলা ভার।

সব চেয়ে ভালো লাগত—এখানকার অবাধ স্বাধীনতা। হেলেনার সঙ্গে ওর মেলামেশা ছিল নির্বাধ—কারণ গৃহকর্তা যিনি, কোনো শঙ্কার ছায়াপাতও হ'ত না তাঁর দার্শনিক শিশু সরল মনে। যখন তখন যেখানে সেখানে ওরা যেত বেড়াতে। হেলেনা তো সামাজিক মেয়ে নয় যে এ সব বিষয়ে সামাজিকতার কোনো বিধিনিষেধ মানবে। লোকনিন্দাকে ও গ্রাহ্যও করে না—করবার প্রয়োজনও ছিল না—কারণ ওর কানে পৌঁছতই না কে কী বলছে ওদের মেলামেশা নিয়ে। মুক্তপর্ণা বিহঙ্গী সে—পাখা মেলাই তার স্বধর্ম, নিচু দিকে তাকাতেও যে সে নারাজ। তাছাড়া অবাধ উন্মুক্তির মানুষ হওয়ার ফলে বুঝি এ-চেতনাই ওর মধ্যে তেমন বিকাশ লাভ করে নি যে সংসারে সমাজ ব'লে কিছু একটা আছে। ও বাস করত নিজের জগতে। সে জগতে ওকে মনের খোরাক জোগাতেন ওর একাধারে পিতা বন্ধু গুরু; প্রাণের খোরাক জোগাত সুইডেনের নিসর্গ-শোভা; আর অন্তরে সহজ বিশ্বস্ততার ভর ছিল ছোট বোনেরো বাড়া নোরার 'পরে।

এ জগতে মলয় যখন প্রবেশের অধিকার পেল ঠিক সেই সন্ধিলগ্নেই তার মনেও একটা গূঢ় তৃষ্ণা জেগে উঠছিল। য়ুরোপের নিছক সুশীলতা বিলাস ও আতিথেয়তার সম্পদে ওর মন আর ভরছিল না। ওর চিত্তাকাশ চাইছিল একটা নতুন বর্ণরাগ।

৬

সেদিন হেলেনা ওকে প'ড়ে শোনাচ্ছিল ওর এক প্রিয় কবি ভ্লাদিমির সোলোভিয়েফের একটি রুষ কবিতার জর্মন অনুবাদ :

Lieber Freund, kannst du's nicht sehen ?—
Alles was das Auge wahrnimmt,
Ist ein Abglanz nur, ein schatten
And'rer, unsichtbarer Dinge,

Lieber Freund, kannst du's nicht hören ?—
Dieses Lebens Lärm and Toben
Ist ja nur ein falsches Echo
And'rer, jubelnder Akkorde.

Lieber Freund, kannst bu's nicht spüren ?—
Ist denn nichts, das ewig bliebe ?
Doch : das Grüssen zweier Herzen,
Still gesagt durch stumme Liebe.

মলয় পর দিন এ কবিতাটির বাংলা অনুবাদ ওকে শোনালো। ওদের কাব্যচর্চা এম্নি ভাবে হ'ত প্রায়ই—হেলেনা ওকে নানান্ জর্মন, ডেনিশ, নরওয়েজিয়ান কবিতা শোনাতো ও বুঝিয়ে দিত, মলয় সে সবের অনুবাদ ক'রে ওকে পালটে শোনাত—কারণ হেলেনার বড় ভালো লাগত বাংলা ভাষার ধ্বনি-ঝঙ্কার :

ওগো প্রিয় সখা, দেখিতে কি নাহি পাও :
যা কিছু তোমার নয়নতারায় ফলে

সবি শুধু এক অলখ আলোর ছায়া—
গহনলোকে যে অবিকম্পিত জ্বলে ?

ওগো প্রিয়সখা, শুনিতে কি নাহি পাও :
জীবনের যত ধ্বনিধূম কলরব

সবি আনন্দ-সুষমা-সঙ্গীতের
অলীক প্রতিধ্বনি—মায়া-ছলরব ?

প্রিয় সখা, তব অন্তরে কি শুধাও :
আছে কি মরতে কোনো বাণী অমরণী ?
আছে : অমুখর প্রেমের উচ্চারণে
দুইটি প্রাণের উছল সম্মিলনী।

কবিতাটির ঝোড়ো হাওয়ায় মলয়ের মনের একটা দোদুল্যমান পর্দা যেন হঠাৎ স'রে গেল। ও দেখতে পেল ও কী চাইছিল : এম্‌নি কোনো হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা—কোনো স্নিগ্ধ মাধুরীর একান্ত সান্নিধ্য। প্রেম বললে হয়ত ঠিক বর্ণনা হবে না—তবে এমন কোনো নিবিড় অন্তর-পরশ যাতে জীবনের নিঃসঙ্গতার দুর্ভার কাটে। মন ওর শুধাত : পাওয়া কি যায় এ-হেন পরশ-পাথর! কে জানে? জীবনের কতটুকু রহস্যেরই বা ও তল পেয়েছে? শুনেছে অবশ্য কত কী—প্রেমের সম্বন্ধে। কিন্তু মলয় সব চেয়ে অপছন্দ করত—পরের মুখে ঝাল খাওয়া। জীবন কী বস্তু ও জানে না, জানবে—আনন্দ কী হয়ত চেনে না, চিনবে—প্রার্থনীয় কী সম্পদ বোঝে না, বুঝবে—কেবল, আর কারুর নজিরে কি এজাহারে না। অগম পথে একলা চলতে হয় চলবে, কিন্তু পরাসক্ত পরবশ জীবনের সুলভ সুখের কাঙাল হবে না : অপ্রাপ্তির যত দুঃখদাহনই আসুক না কেন মাথায় ক'রে নেবে, কিন্তু অল্পের পসারী হ'য়ে হেসে খেলে দিন ক্যাটাবে না—ভয় করবে না। পারবে কি না জানে না অবশ্য—কিন্তু পণ ওর এই-ই, স্বপ্ন ওর নেপথ্যলোকেই—দৃশ্যলোকে না।

বোধ হয় তাই ও ভ্রাম্যমাণ জীবনের সুলভ বিলাস ছেড়ে এ নির্জন কালমারে এতদিন ছিল। ওর সুখলালিত জন্ম-অশান্ত প্রাণমন এ-স্বস্তিনিলয়ে সময়ে সময়ে যে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত না এমন কথা বললে হবে সত্যের অপলাপ, কিন্তু তবুও প্রফেসরের শান্ত একমুখী জীবনধারার কুলুধ্বনি ওকে কেন যে ডাকত—হেলেনার স্নিগ্ধ স্থিতিশক্তি ওর গতি-দীক্ষিত অন্তরে কী এক কৌমুদী যে দিত বিছিয়ে! নিছক চলাকে ও খুবই বিশ্বাস করে এসেছে এতদিন : কিন্তু সম্প্রতি ওর যেন কি-একটা বদল হচ্ছে ধীরে···অতি ধীরে···গোচর বহির্লোকে নয়—যেন প্রাণেরও পারে কোন্ এক নেপথ্যলোকে। আজকাল ওর হৃদয়ের নিভৃত তারে কি একটা অকূলবিবাগী সুর রণিয়ে ওঠে থেকে থেকে···মনে

হয়, এই দিশাহীন প্রাণতরঙ্গে উধাও হ'য়ে শুধু ভেসে চলার মধ্যে টুকরো সুখ থাকতে পারে হয়ত, কিন্তু কোনো পরম স্থায়ী তৃপ্তি নেই···জীবনে এই ভাঙা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছায়া তটে তটে ক্ষণিক নোঙর বেঁধে মিলবে না যা চায় ওর অন্তর। কী চায় ও?···তা-ই কি ধ্রুব জানে? কেবল এইটুকু জানে যে এসব অধ্রুব ঊর্মিবিলাস নয়। তাই তো ও ভর্তি হ'ল উপ্‌সালার বিশ্ববিদ্যালয়ে: বিদ্যার্জন করতে নয়—মনপ্রাণের হাজারো বিক্ষিপ্ত আবিলতা থিতিয়ে যেতে দিতে, নিজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে।

স্বেচ্ছাবিহারী বিহঙ্গমও যে আকাশ ছেড়ে নীড় চায় এ-ও তো একটা অভিনব আত্মপরিচয়!

৭

আত্মপরিচয়! অভিনব আত্মপরিচয়! কিন্তু ঠিক কোথায় তার অভিনবতা? ভাবে মলয় কতই যে—হেলেনাদের সংস্পর্শে এসে! শুধু ভাবাও তো নয়, এই সূত্রে ধীরে ধীরে কতরঙা সূক্ষ্মবোধের পাপড়ি খোলে যেন! তাই দিনে দিনে ও অনুভব করে যে আত্মবোধের কেন্দ্র ভিতরে হ'লেও তার প্রভাব পড়ে বাইরে ছড়িয়ে। এমনি ক'রেই না অন্তর্মুখী হয় বহির্মুখী—বিশ্বতোমুখী। তাই কি তত্ত্বজ্ঞরা বলেন যে, গভীরতাই হ'ল উচ্চতা—বিন্দুকে জানলেই সিন্ধুকে চেনা যায়?

কেবল, দুঃখ এই যে, চেনা মানেই সব সময়ে সুখ নয়। ওদের সঙ্গে মাস ছয়েক কাটানোর পরে মলয়ের কল্পনালোকে ওদের ছবির পরিপ্রেক্ষণিকা ধীরে ধীরে যায় বদলে। যেখানে ছিল সান্নিধ্য, আসে ব্যবধান। ছিল নৈশ্চিন্ত্য, আসে জিজ্ঞাসা। ছিল নিষ্কুণ্ঠা, আসে সঙ্কোচ। ফলে সত্যের পরিচয় হয় বটে বেশি ক'রে, কিন্তু সত্য তো খালি গোলাপের দূতীগিরিই করে না: সে যে আনে কাঁটার ব্যথা, স্বপ্নভঙ্গ।

মলয়ের অভিজ্ঞতালোকে এমনি একটি সত্য দিল নির্মল আকাশে মেঘের মত।

প্রথম দিকে এ-সত্য তত দুঃখবহ হ'য়ে আসে নি। ব্যবধান-বোধের তখন যে সবে শুরু। কিন্তু ক্রমশ নানা সূত্রে নানা নির্দেশে ও টের পেত হেলেনারা তাদের ব্যথার কী একটা বড় ইতিহাস ওর কাছে প্রাণপণে গোপন ক'রেই গেছে।

এতে আপত্তি করার কী আছে?

সত্য কথা। কিন্তু এ তো হ'ল যুক্তির প্রবোধ, সুবিবেচনার ভালো-মানুষি। হৃদয়ের প্রত্যাশা তো যুক্তির ধার ধারে না। তাছাড়া মলয় চিরদিন সুখলালিত, বিলাসে-মানুষ: যা চেয়েছে মোটের উপর পেয়েই এসেছে—এক আকাশের চাঁদ ছাড়া। হাইবার্গ পরিবারে—বিশেষ ক'রে হেলেনার কাছেই—ও প্রথম হ'ল প্রত্যাখ্যাত না হোক—প্রতিহত! কাছে এসেও সে ধরা দিল কই? স্নেহ করেও বাসল না তো ভালো!

এমনি ওর মনে হত নিরন্তরই—বিঁধত—চলতে ফিরতে খচ খচ ক'রে।

নোরা ওকে শুধু বলেছিল—প্রফেসরের একটি ছেলে আছে। এর বেশি নোরা বলে নি, বলতে যাবার মুখে থেকে থেকে হঠাৎ থেমে যেত। এতে মলয়কে আরো বাজত এই জন্যে যে সুইডরা স্বভাবে চাপা নয়। বাস্তবিক এমন খাঁটি অমায়িক জাত মলয় য়ুরোপে আর দেখে নি। উইস্‌বিতে ও দেখেছিল নানা শ্রেণীর লোক নাচে পরস্পরের সঙ্গে, কিন্তু আচরণে তাদের শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ এমন কি পংক্তিভেদ পর্যন্ত ধরা পড়ে না। ওদের বুর্জোয়া, য়োমান্, দোকানি, কৃষাণরা যখন নৃত্যাগারে মিশত—মিশ খেত, আড়ষ্টতার বাষ্পও থাকত না কোথাও। এ নিয়ে ওরা গর্ব করে—করতে পারে, মানতেই হবে—যেখানে খাঁটি অমায়িকতা ত্বক মাংস ধমনী ভেদ ক'রে মজ্জায় এসে পৌঁছেছে। এ-ও কম কথা নয়।

অথচ মজা এই যে এই অমায়িকতাই যেন বুনত আরো ঘন পর্দা বিদেশীর সঙ্গে লেনদেনে—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যে, বিদেশী অতিথি বন্ধু হতে পারে, শ্রদ্ধেয় হতে পারে, কিন্তু অন্তরঙ্গতা—স্বদেশের দান, পরিজনের দান।

তবে এটা প্রথম আলাপের সময়ে ধরা যায় না। দূরের দেখা এক, কাছের দেখা আর।

৮

প্রাতরাশের টেবিলে হেলেনা ওকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দেয় সামোভার থেকে। ওরা সবাই সামোভার বড় ভালোবাসে অনেক রুষদরদী সুইডদের মত।

প্রফেসর হঠাৎ বললেন: "মলয়, আজ আমাকে একটু বিশেষ কাজে দু'চার দিনের জন্যে যেতে হচ্ছে ষ্টকহল্‌ম্‌ ছেড়ে।"

"কোথায়"—মুখে এল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ মলয় সামলে নিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়।...সেই একই অনুযোগ উদ্বেল হ'য়ে ওঠে! হঠাৎ চম্‌কে ওঠে: এ কী! হেলেনার চোখ অশ্রুস্ফীত! মলয়ের সঙ্গে ওর দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই ও চোখ নামিয়ে নেয়। মলয় বাইরের দিকে তাকায়।

অদূরে 'শাতো'-র চূড়া দেখা যাচ্ছে। সাম্‌নে কলকণ্ঠী ফাইরিস নদী চলেছে গান গেয়ে—সূর্যের ঝিকিমিকি তালে।

একটু বাদে প্রফেসর বললেন: "হেলেনা রইল অবশ্য।" ব'লে একটু থেমে: "আমার—মানে ছেলের অসুখ, ক্রিসটিয়ানিয়ায়।"

—"ও।"

*　*　*　*　*

মলয়ই প্রথম কথা কইল: "আমি যদি কোনো কাজে আসতে পারি—"

প্রফেসর ধন্যবাদ দিয়ে বললেন: "না—না—"

এমনি সময়ে পরিচারিকার প্রবেশ, হাতে একটি তার।

তারটি প'ড়ে প্রফেসর বললেন: "হেলি, মা! আমাকে সকালের গাড়িতেই যেতে হবে।"

হেলেনা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: "কী বাবা?"

বৃদ্ধ উত্তর না দিয়ে শুধু তার হাতে তারটি দিলেন।

মলয় উঠে বলল: "আচ্ছা, তাহ'লে আমি উঠি এখন—হেলেনা আপনাকে প্যাক-ট্যাক করায়—"

"—না না মলয়—সে হ'তেই পারে না—" বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন—"আমার ট্রেনের এক ঘণ্টা দেরি আছে—আর প্যাক করবার কীই বা আছে বলো? সে হবে 'খনি—"

—"তা হ'লে চলুন আপনার যা যা দরকার গুছিয়ে দিই—হেলেনাকে যখন সামোভারের ভারই দিলেন।"

বৃদ্ধকে ষ্টেশনে তুলে দিয়ে মলয় কী করবে ভেবে পায় না—মনটা কেমন যেন ফের উদাস-উদাস...নোঙরহারা...

ওর আজকাল মাঝে মাঝেই এমনি অকারণই উদাসী ভাব জাগত। ও য়ুরোপে এসেছিল চার বছর আগে অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে। মনে হ'ত—

দুহাতে প্রাণ-সম্পদ বিলোলেও দেউলে হবার ভয় ওর নেই। মেলামেশায় মীটিঙে মজলিশে, অভিনয় পিকনিক তর্ক আলোচনা খেলাধুলো পড়াশুনো গানবাজনায় নিজেকে সহস্র ধারায় উৎসারিত ক'রেও ওর উৎসাহ নিঃশেষ হ'ত না। দার্শনিক এক্লেক্টিক আমিয়েলের একটা কথা ওর মনের মধ্যে কেবলই ঘোরাফেরা করত: "Chacun ne comprend que ce qu'il retrouve en soi"*

য়ুরোপের প্রাণবত্তা ও তাই কি বুঝেছিল এত নিবিড় ভাবে তীব্রভাবে —মর্মে মর্মে? তাই কি ও নিজের প্রাণ-সমুদ্রের রঙ-বেরঙের উচ্ছ্বাস আবেশ চঞ্চলতা প্রতিফলিত দেখত য়ুরোপের অগণ্য প্রাণ-বুদ্বুদে? মনে হ'ত ওর— এই বুদ্বুদরাই শুধু সুখী, এরাই জানে জীবন-উর্মিলায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলতে। প্রতি নতুন মুখ ওর মনে জাগাত ঔৎসুক্য। প্রাণের আকাশে নিত্য লাগত রূপের আগুন···কতরঙা যে তার শিখা! সময়ে সময়ে নিকষ কালোও ওর প্রাণের দোললীলায় আলো হ'য়ে উঠত—শুধু ঐ আলোর পানে চেয়ে চেয়ে। বাইরে থেকে শুধু যে ওর আনন্দ আহরণ করার ক্ষমতাই অসামান্য ছিল তা-ই নয়—আনন্দ বিলোবার শক্তিতেও ও ছিল জন্মসমৃদ্ধ।

কিন্তু ধীরে ধীরে যেমন উজ্জ্বল অপরাহ্ণও হার মানে ছায়ার কাছে···অতি ধীরে···অতি সজাগ না থাকলে ধরতে পারা যায় না···অথচ একটু বাদেই দেখা যায় যেখানে ছিল শুধু আলোর কলধ্বনি সেখানে ঘনিয়ে এসেছে ছায়ার দল।

কোত্থেকে একটা বৈরাগী সুর বেজে উঠত হৃদয়ের গভীরে:

যারে পেলে ভাই তারে পাও নাই; কাটিলে নেশার ঘোর
দেখিবে তখন মেলে নি মিলন—গাঁথো মালা বিনা ডোর!
ডাকে আলোবেশে যে তোমারে—শেষে হবে সে ছায়ার ছায়া
যারে ভাবো কালো তারে বাসো ভালো: এ-আলো মায়ার মায়া।

ঠিক এই সন্ধি-লগ্নেই ওর জীবনে আসে য়ুমা। তার স্মৃতি আজও ওর চিত্তা-কাশকে রাঙিয়ে তোলে বৈ কি ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু যত দিন যায় মনে প্রশ্ন জাগে: তাকে পেলেও কি ও সুখী হ'ত? সে ধরা দিলেও কি ও তাকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে পারত? সুর বাজে ঘুরে ফিরে:

* আমাদের মধ্যে যা আছে তাই আমরা বাইরে দেখি—বুঝি।

চেয়েছিলে যারে পেতে যদি তারে—মিলনে বিরহ-বীণা
উঠিত যে রণি', নবারুণমণি হ'ত যে ছায়াবিলীনা!

তবু ও চাইত এ-সব কাটিয়ে উঠতে। থেকে থেকে দৃঢ় সঙ্কল্প করত মিথ্যে সেন্টিমেন্টালিটি নিয়ে ঘর করবে না আর, জীবনে যা পাওয়া যায়, পাবার আছে চাইবে তাকেই বলিষ্ঠ সুরে। হা-হুতাশ পুরুষের সাজে না।

হেলেনাদের সঙ্গ লাভ ক'রে প্রথম কিছুদিন ও যেন ফিরে পেয়েছিল ওর এই আধ-হারানো পুরুষালি প্রাণ-মুখরতা। বিষাদের গভীরায়মান সুর এসেছিল খানিকটা ফিকে হ'য়ে। কিন্তু যে-ই কোনো সূত্রে নিরাশা আসত··· কোনো কিছু চেয়ে না পেত···সে-ই আবার সে স্তিমিত বিধুর সুরটি উঠত উজ্জ্বল হ'য়ে।

আজও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি: বৃদ্ধের ম্লান মুখ, হেলেনার অশ্রুস্ফীত মায়াময় চোখ দুটি ওর স্মৃতিপটে কেবলই উঠছিল ফুটে···আর মনে বেজে উঠছিল সেই উদাস সুর। হেলনাকে কি ও চায়? পেলে তার বেদনা দূর করার মত কোনো সুধার সম্বল ওর আছে কি? মানুষ কি পারে মানুষকে সত্য কোনো পাথেয় দিতে?

নিটোল পরিপূর্ণ পাওয়ার মধ্যেও শূন্যতার বেদনা কোন্ রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে—কেউ কি জানে? সোনামুঠি কী ক'রে ধূলামুঠি হয় মুহূর্তে? অথচ··· তবু মানুষ চায়···চায়···চায় বলে শুধু কবলে পেলেই পাওয়া হ'ল···আর তাতেই নাকি প্রাণলীলার সার্থকতা!···

৯

উপ্সালার বটানিকাল গার্ডেনে এই সব নাম-না-জানা চিন্তাবিলাসে মনের অবস্থা যখন বেশ একটু ঘোরালো গোছের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তখন মলয় ফিরল।

পৌছল অসময়ে—ঠিক যখন হেলেনা বাগানের একটা লতাবিতানের তলে একটি বেদিকার উপরে ব'সে। দুই করতলে তার মুখখানি ন্যস্ত।

মলয়ের বুকের মধ্যে কি যেন একটা কোমলতার ঢেউ ওঠে দুলে। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস চেপে সন্তর্পণে ফেরে···এমন সময়ে একটা কাঁকর সাধল বাদ।

হেলেনা মুখ তুলল—চমকে।

কাঁদছিল বৈকি। লজ্জায় ওর মুখখানি উঠল টকটকে রাঙা হয়ে। এভাবে যে মলয় ওকে দেখবে— এমন আচম্‌কা—

মলয় কুণ্ঠিত : "ক্ষমা কোরো হেলেনা—আমি—"

হেলেনা রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ম্লান হাসল : "না না মলয়। বোসো না।" সরে বসল—মাথার চুলগুলো একটু ঠিকঠাক ক'রে।

ও বসল পাশে কুণ্ঠিত ভাবে। একটু পরে শুধু বলল : "আচ্ছা হেলেনা —খাবার সময় দেখা হবে।"

হেলেনা বলল : "ষ্টেপানির ওখানে খেয়েছ কিছু তো?"

মলয় বলল : "তার ওখানে যাওয়াই হয় নি।"

—"ওমা! সে কি? তাহলে সকাল থেকে উপোস ক'রে আছ বলো?"

—"বাঃ উপোস কেন হ'তে যাবে?"—

—"হয়ে—চে, তবু বলো কেন হ'তে যাবে? না আর কথাটি না। বোসো আমি ডিম ভেজে আনছি।"

"—পাগলামি কোরোনা হেলেনা। তোমাদের এ দুঃসময়ে—তাছাড়া মানে, সত্যিই আজ ক্ষিধে নেই যে।"

—"তাহ'লে অগত্যা অক্ষিধেয়েই খেতে হবে," হেলেনা উঠে দাঁড়ায়, "বোসো এখানেই। পালিয়ো না কিন্তু।"

—"যদিই ধরো পালাই?"

—"তাহলে—"

—"কী শাস্তি দেবে শুনি?"

—"আর একটিও মনের কথা বলব না।"

—"মরি মরি! মনের কথার যেন বান ডেকে যায় প্রত্যহ।"

হেলেনা সকটাক্ষে বলল : "কী?"

—"না কিছু না, সত্যি কিছু মনে কোরো না।"

হেলেনা ওর দিকে একটু চেয়ে রইল, কপালে ওর কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল চিন্তার, একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে বলল : "আচ্ছা রোসো একটু। পাঁচ মিনিট। লক্ষ্মীটি।"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা, বসছি। আমার তো পাখা নেই যে উধাও হব।"

—"হলেও হেলেনা পিছু নেবে—মেয়েদের তো চেনো না, সাবধান!"

মলয় হাসে : "হেলেনা। সংসারে কে যে কাকে চেনে—"

—"আর থাক মশাই দার্শনিকতা ঢে-র হয়েছে।"

১০

হেলেনা যেন রুখে উঠেই পুরো প্রাতরাশের সরঞ্জাম এনেছে সাজিয়ে। নোরার হাতে ট্রে-তে নেই কি? পরিজ, অমলেট, টোষ্ট, বেকন্, জ্যাম, পনীর, ওর নিজের হাতে প্রকাণ্ড সামোভার।

—"এ করেছ কী হেলেনা? আর ঘণ্টাখানেক বাদেই যে খেতে বসতে হবে।"

—"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আরো অনেক কিছু ঘটে যাবে, খাও।"

নোরা হেসে বলল: "খাও নির্ভয়ে মলয়, না হয় ঘণ্টা দুই বাদেই বসব খেতে, আজ তো আর বাবা নেই—বেপরোয়া।"

ব'লেই নোরা মৃদু হেসে ঘাড় হেলিয়ে ওদের ছোট্ট মেয়েলি অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

* * * *

বেদিকায় ওরা পাশাপাশি ব'সে চুপ ক'রে চেয়ে। বাইরে ফাইরিস নদী চলেছে একটানা অশ্রান্ত ছন্দে। সূর্যদেব মেঘের ষড়যন্ত্রে পরাস্ত। বেলা হয়েছে মনেই হয় না। দূরে গির্জাটা যেন একটা পাতলা বাষ্পের ঘোমটা 'পরে উঁকি মারছে।

—"এবার? কী করা যাবে?"

—"কী করতে চাও?"

মলয় কুণ্ঠিত স্বরে বলল: "যদি একলা থাকতে চাও—"

হেলেনার মুখে মেঘ আসে ছেয়ে। ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: "একলা?—তুমি চাও?"

—"আমি একলা থাকতে চাইব কী দুঃখে হেলেনা?" মলয়ের মুখে হাসি ওঠে ফুটে।

হেলেনাও হাসল: "একলা থাকতে চায় কি মানুষ শুধু দুঃখে?"

মলয় হেলেনার হাতের 'পরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। খানিকক্ষণ উভয়েই নিশ্চুপ।

হেলেনা হঠাৎ বলে: "সামনে ডালিয়া, এপাশে ম্যাগ্নোলিয়া, দেখছ মলয়?"

—"দেখছি।"

—"ক্ষণায়ু এরা। তবু ফোটে। ঝরে। তবু সমাপ্তি নেই। ঝড়ে দুঃখ পায়, শিশিরে দল মেলতে পায় না। তবু এদের বুকে বিশ্বাস আছে—নবজন্মের। নয় কি?"

মলয় ওর দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে খানিক, পরে বলে: "জানো হেলেনা, নোরা কি বলে?"

—"নোরা?"

—"হ্যাঁ। বলে: তোমার দুটো দিক আছে স্বতোবিরোধী: একটা তোমার মা-র কাছ থেকে পাওয়া: চঞ্চল, অশান্ত। অন্যটা তোমার বাবার কাছ থেকে: শান্তি তার চোখের আলো, বুকের নিশ্বাস, আশার আকাশ। তাই য়ুরোপের শুধু নব জন্মের বাণী, গতির বাণী চঞ্চলতার বাণীই যে তোমার অভিজ্ঞান তা বলা চলে না। তুমি শুধু প্রাণশীলাই নও—স্বপ্নশীলাও।"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে ধরা গলায় বলে: "তবে···সময়ে সময়ে তোমারো কি মনে হয় না মলয়—কেন বৃথা এ-স্বপ্ন দেখা?"

ওর চোখে জল টল টল ক'রে ওঠে হঠাৎ।

—"হেলেনা!" মলয় ওর একটা হাত নেয় নিজের হাতের মধ্যে টেনে।

হেলেনা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ঢাকে।

মলয় তার সোনালি চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলায় শুধু।

কী বলবে?

হেলেনা মলয়ের কোলে মুখ লুকোয়—অকস্মাৎ।

মলয় ওর গালে হাত রেখে আদর করে ডাকে: "হেলেনা!"

উত্তরে শুধু ওর চাপা কান্নার শব্দ—

কান্না থেমেছে, তবু ও ওঠে না।

—"কী হেলেনা?" মলয় ঈষৎ উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে।

—"ভয় নেই," হেলেনা মুখ তোলে, "আমার হিষ্টিরিয়া নেই।"

মলয় শুধু হাসে··· নরম হাসি।

—"শুনবে? আমার মা-র কথা?"

মলয় আশ্চর্য হয়ে কী বলতে গিয়েই থেমে যায়।

—"বলতে পারি নি এজন্যে দুঃখ হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক—কিন্তু চাইলেও কি সব সময়ে সব কথা বলা যায় ভাই ?"

—"যায় না ?"

—"না, আমাদের স্বভাবে এমন একটা গোপনিকতা থাকেই যার মধ্যে শুধু রহস্যই নেই, আছে পবিত্রতাও। সে যে অর্ঘ। তাই একে নিবেদন করতে হয় ভক্তের মতই। এ পারে মানুষ কখন বলো ?"

—"তুমিই বলো।"

—"যখন ভক্তি জাগে, প্রেম জাগে—তখনই নিভৃতিকে বে-আব্রু করা চলে—কেন না কেবল তখনই এ-বিশ্রব্ধ আলাপ হ'য়ে ওঠে আত্মদান, নইলে সে তো বেহায়াপনা।"

—"এ-ভৎর্সনা কাকে হেলেনা ? আমি তো প্রত্যাশা করি নি—"

—"কেন অসত্য বলছ মলয় ?"

মলয় মুখ নিচু করে থাকে···ওর মুষ্টি শ্লথ হয়ে আসে, হেলেনার হাত ছেড়ে দেয়।

—"রাগ কোরো না", হেলেনা ওর হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে, "কি জানো ? আমরা সুইড জাত, এখনো মধ্যযুগের গৃহশীলতা আমাদের ঘিরে আছে। তাই এখনো পারিবারিক সম্বন্ধ আমাদের কাছে বড় পবিত্র। তাই তো এত ভয়—পাছে না বোঝো এ-সব বন্ধনের গ্রন্থি কত আঁট—আমাদের কাছে। তাই বলি নি—তোমাকে অবিশ্বাস করি ব'লে নয়।"

মলয়ের ক্ষোভ জল হ'য়ে যায় : "আমাকে ক্ষমা কোরো হেলেনা—"

হেলেনা আর্দ্র কণ্ঠে বলল : "ক্ষমা করার যখন কিছুই নেই তখন এত সঙ্কোচের ঘটা কেন ?"

মলয় ওর দিকে তাকিয়ে বলল : "কেন আন্দাজ করতে পারো না ?"

হেলেনা বলল : "পারি। আমাকে জীবন সম্বন্ধে যত অনভিজ্ঞ দেখায় তত সরলা আমি নই। তাই জানি যে, একটা হৃদয় যখন চায় আর একটা হৃদয়ের মুখোমুখি হ'তে তখনো বাধা কিছু থাকেই। সে-বাধা শুধু আমাদের গোপনিকতারই নয়—আত্মাদরেরও। নিজেকে যে-কোন পথেই দেবার পথে সবচেয়ে অন্তরায় তো সে-ই।"

—"তাই না," হেলেনা ব'লে চলে, "সমস্ত কোমল আবেগের প্রকাশেই

অভিমানী মনের এত সঙ্কোচ। তাছাড়া···তাছাড়া দিলেই যে নেওয়ার দায়িত্ব আসে—কিন্তু, না মলয়, কিছুতেই বোঝাতে পারছি না—"

—"বেশ পারছ হেলেনা!"

—"বারবারই কি অনুভব করোনি যে আমাদের দৈনন্দিনতার রঙ এত ধূসর যে তাতে আবেগের রঙ লেগেও লাগতে চায় না? উচ্ছ্বাসের একটা গাঢ়তা আছে—তাই মনের তরল মুহূর্তের কাছে সে ঘেঁষতেই চায় না।" ব'লে আবার একটু থেমে যেন কুণ্ঠিত স্বরেই বলে: "তাই না আমাদের আর্ট হাল্কা কথাকে নিয়ে ঘর করতেই বেশি ভালোবাসে।"

মলয় একটু চুপ করে থেকে বলে: "ঠিক সেই জন্যেই কি মনের কথা বলতে এত বাধা?"

হেলেনা মৃদু স্বরে বলে: "শুধু ঐ জন্যেই নয়। আর একটা মস্ত কারণ এই যে-সব শক্তি আমাদের নিয়ে পুতুল খেলে তারা চায় না আমরা কোথাও নোঙর বাঁধি, শান্তি পাই। ঐ যে বলছিলাম না—শান্তি মানে তরঙ্গের সমাপ্তি—নৈঃশব্দ্যের পদার্পণ। আজকের প্রাণচঞ্চল মানুষ এর চেয়ে ভয় করে আর কাকে?"

—"এত কথা তুমি ভাবলে কবে হেলেনা?" ওর কণ্ঠে বিস্ময় ওঠে জেগে।

—"আমার দেহের চেয়ে আমার মনের বয়স অনেক বেশি—বলিনি তোমায়?"

—"সে তো ঠাট্টা ক'রে।"

—"না মলয়। যারা তীব্রভাবে বাঁচে তাদের এমনিই হয়। য়ুরোপে বিশেষত সুইডেনে—আমরা, সবাই না হোক অনেকেই, বড় বেশি তীব্রভাবে বাঁচি। তাই আয়ুর অনুপাতে আমাদের অনুভবকে কষা চলে না।"

—"তীব্রভাবে বাঁচা বলতে কী—"

—"বলতে চাইছি দুঃখের সঙ্গে, ব্যথার সঙ্গে কণ্ঠীবদল। আমার শৈশব থেকেই হয়েছে এটা। শুনবে?"

—"যদি···যদি সত্যিই বলতে চাও।"

হেলেনা চকিতে ওর চোখের দিকে তাকায়: "চাইতে পারি—একথা মনে হয় নি তোমার কখনো?"

—"হয়েছিল দু একবার—কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস হয় নি।"

—"কেন?"

—"কোনো মেয়ের—যাকে ভালো—শ্রদ্ধা করি—এমন কোনো মেয়ের—অন্তরঙ্গতার পরশটুকু পাবার লোভ আমার নিবিড় হ'লেও এ-প্রাপ্তির যোগ্যতা আমার আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।"

হেলেনা মৃদু হাসে: "মিথ্যুক!"

—"না হেলেনা। আমার মধ্যে একটা গড়পড়তা গর্বী মলয় আছে মানি—কিন্তু তাতেই আমার পূর্ণ পরিচয় নয়। মেয়েদের প্রত্যেক ছোট্ট স্নেহস্পর্শও আমার কাছে মহার্ঘ!"

হেলেনা স্পষ্ট কণ্ঠে বলে: "তাই তোমাকে হয়ত মেয়েরা—এত—" ব'লেই থেমে যায়…গাল দুটিতে ওর গোলাপ ওঠে ফুটে।

আবার সেই কুণ্ঠা!…মলয়ের মনে ঘোরাফেরা করে সেই কথাটাই বার বার: বলার মত কথা বলবার, শোনার মত কথা শোনবার সুযোগ জীবনে কত কম আসে! অথচ এলে হৃদয় বাঞ্ছিতকে বেশিক্ষণ সইতে পারে কই? এর কারণ কি হেলেনা যা বলল: মানুষের আত্মাদর?

নোরা এসে হাজির: ট্রে নিয়ে যেতে।

—"আর কিছু চাই মলয়?"

—"না নোরা। ধন্যবাদ।"

হেলেনা বলল: "নোরা। আজ আমরা একটু দেরিতে খাবো। তোমার ক্ষিধে পেলে আমাদের খাবার সাজিয়ে রেখে খেয়ে নিও ভাই।"

—"সে কি হয়? আমি সব গরম রাখবার ব্যবস্থা করব ভেবো না। আজ বাবা নেই—আমার তো আর কোনো কাজই নেই বাড়িতে।"

—"ধন্যবাদ নোরা।" ব'লে হাতের ঘড়ি দেখে বলল: "এখন পৌনে বারটা—একটায় যাব তবে, কেমন?"

হাসিমুখে "বেশ তো দিদি," ব'লেই নোরা স'রে যায়।

হেলেনা ওর দিকে তাকিয়ে বলে: "আহা—এত লক্ষ্মী মেয়ে!"…

১১

হেলেনা বলল: "শুরু করতে হয় আমার দিদিমা থেকে।"

—"মা-র মা তো?"

—"হ্যাঁ। এক বিখ্যাত ভাইকিং দস্যুরাজবংশে তাঁর জন্ম। এখনো

তাঁর পৈতৃক আবাসে নথিপত্র মেলে আমাদের পূর্বপুরুষদের জাঁকালো কীর্তিকলাপে ভরা।"

মলয় হাসে: "বংশগৌরব তাহলে তোমরাও করো ?"

—"উঃ—বিশেষত বনেদি সুইডদের মধ্যে। বাবা প্রায়ই একটা কথা বলেন হেসে: যে, সুইড জাত আর কোনো গুণে অদ্বিতীয় যদি না-ও হয়, বংশগর্বে তাদের জুড়ি নেই"—হেলেনার চোখে হাসির আলো ওঠে জ্ব'লে—"আর গর্ব শুধু যে বংশের সুকীর্তি নিয়ে তা-ই নয়।"

—"মানে ?"

—"মানে, কীর্তি হলেই হল—সু কি কু যায় আসে না।"

মলয় উত্তর দিতে গিয়েই থেমে যায়। হেলেনা বলে: "এ-প্রসঙ্গ তুললাম তোমাকে শুধু ব'লে রাখতে যে মা এ-হেন বংশেরই মেয়ে। তাঁর জন্মভূমি—সুইডিশ লাপলাণ্ডে ডাগ্‌্রাপর্বতের পাদমূলে। আঙুর শাকসব্‌জি হয় সেখানে প্রচুর। জানোই তো মধ্যরাত্রেও মাসের পর মাস সেখানে সূর্যদেব অস্ত যান না। জমিদারি ছিল তাঁদের যথেষ্ট। অন্যদিকে শীতকালে অসহ্য শীত—চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্যদেব মেঘের হারেমে পর্দানশীন। ওদিকে গ্রীষ্মে আবার তাঁর মার্তণ্ডপ্রতাপের অবধি নেই—বিষম গরম। এক কথায় সবই সেখানে অতিরিক্ত—কি শীত কী গ্রীষ্ম। সেখানকার বাসিন্দাদের স্বভাবেও এই প্রবলতার ছোঁয়াচ লেগেছে।

"এমনি পরিবেশের মধ্যে—খোলা হাওয়ায় খোলা মাঠের আবেষ্টনীতে মানুষ আমার মা। তার ওপর ছেলেবেলা থেকে দিদিমার উদ্দীপ্ত কণ্ঠে শুনে এসেছেন ভাইকিং দস্যুকাহিনী। মা খুব ভালো শিকারী ছিলেন। ও-অঞ্চলের পুরুষ নিমরডরাও আগ্নেয়াস্ত্রে তাঁর কাছে দীক্ষা নিত। অব্যর্থ নিশানা যে: সিন্ধুঘোটকও দু একটা মেরেছিলেন—শুনতে পাই।"

"মোট কথা," হেলেনা বলে, "শক্তির অব্যাহত প্রকাশ—যা অসামান্য তার প্রতি লোভ—কাজটা ভালোই হোক বা মন্দই হোক কী আসে যায় ? পুরুষদের অনুরাগের চেয়ে তাদের সম্ভ্রমের অর্ঘের প্রতিই পক্ষ-পাতিত্ব—এই ধরনের আবেগ ও প্রকাশতন্ত্রেই মা-র বাল্যদীক্ষা।

"যৌবনে তাঁকে উপ্‌সালায় পাঠান দিদিমা। অনেকটা দাদামশায়ের পীড়াপীড়িতেই। কেন না দিদিমা চাইতেন মেয়ে হোক বনবালা। কিন্তু দাদামশায়ের রক্তের মধ্যে ছিল নাগরিকতা। তাছাড়া উপ্‌সালায় তিনি

নিজে কিছুদিন পড়েছিলেন। ঠিক হল উপ্‌সালায় তিনি একটি ডেরার ব্যবস্থা করবেন ফাইরিসের ধারে—মেয়ের জন্যে।

"দিদিমা রইলেন লাপলাণ্ডে, মাকে নিয়ে দাদামশায় এলেন উপ্‌সালায়। মার বয়স তখন ষোল হবে। অবশ্য য়ুনিভার্সিটিতে শিক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না—বিদ্যার কোঠায় ছিল এক মস্ত শূন্য! তবু প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে দুচারজন অধ্যাপকের কাছে পড়তেন ও উপ্‌সালার বিশ্ববিদ্যালয়ের জল-হাওয়া নিশ্বাসের মধ্যে নিতেন টেনে।"

—"সেই সূত্রে বুঝি তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ তাঁর?"

—"হ্যাঁ। বাবার তখনই তরুণ অধ্যাপকদের মধ্যে বেশ নাম হয়েছে তাঁর বিদ্যা মনীষা ভাবুকতার জন্যে—" পিতৃগর্বে হেলেনার ম্লান মুখ ক্ষণকালের জন্যে ওঠে দীপ্ত হয়ে—"মা এলেন তাঁর কাছে বিশেষ ক'রে ভাষা শিখতে। বাবার ভাষার দিকে একটা সহজ প্রতিভা ছিল: ঐ তরুণ বয়সেই ইংরেজি, ফরাসি ও জর্মন ভাষা খুব চমৎকার বলতে পারতেন —আরও দু তিনটে ভাষা চলনসৈ শিখছিলেন: ইতালিয়ান রুষ ও স্পানিশ।

"মা অপরূপ সুন্দরী ছিলেন বলব না। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ছিল বিধাতার এক বিস্ময়কর রচনা। লাপলাণ্ডের মেয়ে—গালে গোলাপ ফুটে থাকত সর্বদাই। প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে পদবিক্ষেপে পেশীর আকুঞ্চনে দেহের জড়তাই থাকত ভয়ে জড়সড় হয়ে। তাঁকে দেখলে 'মাটির দেহ' বলার জো-টি ছিল না: মনে হ'ত বিজ্ঞান ভুল করে নি: জড় পরমাণু আসলে বৈদ্যুত প্রবাহ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। নারীর দেহে যে এমন স্বাস্থ্য তথা তেজ উছলে পড়া সম্ভব সেটা তাঁর দেহ না দেখলে কল্পনা করা যেত না। এমন কি পুরুষরাও তাঁর নিটোল স্বাস্থ্যকে ঈর্ষা করত।"

"কেবল—কী করে শুরু করব?—মুশকিল হল কি—বাবার সঙ্গে তাঁর মিল এতটুকু ছিল না—শুধু একটা ক্ষেত্রে ছাড়া অবশ্য।"

—"কী?"

—"প্রাণশক্তি। উভয়েরই প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত। কিন্তু এখানেও দুজনের মূলধন সগোত্র হলেও—তাকে খাটিয়েছিলেন ওঁরা সম্পূর্ণ আলাদা ঢঙে—আলাদা ধারায়। তাই একই ওজস্ দুজনের চরিত্রে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছিল: বাবার প্রাণশক্তির জোয়ার যেমন উঠতও অন্তরের সমুদ্র

থেকে—তেমনি ভাঁটিয়ে লয় পেতও ঐখানেই—অন্তঃশীলা ছিল তাঁর প্রাণের প্রতি ঢেউ। মা-র শক্তি উপচে পড়ত ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে। বাবার কাছে শুনতাম—ষোল বৎসর বয়স থেকে এ-প্রবণতা তাঁর এতটুকু বদলায় নি।

"এর পরিণাম কী দাঁড়াল বুঝতেই পারছ: অর্থাৎ মা বাবার সঙ্গে বিবাহে সুখী হন নি। এক জনের চেতনা ছিল অন্তর্মুখী: অন্যজনার—বহির্মুখী। আর সব চেয়ে বিপদ: দুজনেই তেজস্বিতায় সমান—কাজেই সংঘাত ছাড়া সামঞ্জস্য সম্ভবও ছিল না।"

মলয় বলল: "বিবাহ করার সময়ে তোমার বাবা বুঝতে পারেন নি এ-বেবনতির কথা?"

—"পেরেছিলেন। কিন্তু—" কুণ্ঠাকে দাবিয়ে রেখে হেলেনা বলে—"বাবার কাছে শুনেছি প্রথম যৌবনে তাঁরও ছিল কিনা বিষম পৌরুষের দম্ভ, বৈদগ্ধ্যের গর্ব। তাঁর ধারনা ছিল: মেয়েদের বাগে আনব এ-সঙ্কল্প দৃঢ় হ'লে মরদ যে সে ব্যর্থকাম হ'তেই পারে না। তাছাড়া অশিক্ষিতা কিশোরীকে বদলাতে পারবে না বয়স্ক ডাকসাহিটে অধ্যাপক? সাক্ষাৎ ইস্পাতকে হাপরে তরল ক'রে গ'ড়ে পিটে নেওয়া যায় আর কুসুমকোমলা অবলাকে মনের মত ক'রে রচনা করা যাবে না? কিন্তু এ-উপক্রমণিকার এবার সমাপ্তি টানি—"

—"না না, সংক্ষেপ কোরো না। এ-ইতিহাস আমার এত ভালো লাগছে—গল্পের চেয়ে সত্য আমার কাছে ঢের বেশি রোমান্টিক জেনো! —কেবল একটা কথা—"

—"বলো স্বচ্ছন্দে।"

মলয় কুণ্ঠিত সুরে বলল: "আমার কৌতূহল জাগছিল—তোমার বাবা বিবাহের সময় কি তোমার মা-র সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন সত্য? না মোহ?"

হেলেনা ম্লান হাসে: "এ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং বিধাতাও দিতে পারেন না যে মলয়—আমি দেব কী ক'রে বলো? বাবা নিজেও জানতেন না—বলেছেন আমাকে।"

—"ভালোবাসা থেকে মোহকে সীমাঙ্কিত করা কি একেবারেই অসম্ভব বলতে চাও?"

—"আমি জানি না মলয়। বাবাই যখন জানেন না, তখন আমার

অল্পপরিসরের অভিজ্ঞতায় ও দুই ঝোড়ো অতিথিকে যাচাই করব কোন নিকষে বলো ?"

—"নিকষ নেই একেবারেই ?" কোথায় যেন ওর ব্যথা বাজে।

—"তাও জানি না। বাবা বলেন: তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, নারীর প্রতি পুরুষের যে-প্রবল টান সেটা খুব বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই আকস্মিক— যেহেতু বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণেই ওর জন্ম, স্থিতি, লয়।"

—"মানে ?"

—"বাবা প্রায়ই বলতেন আমাকে—মনে রেখো আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনি, তাঁর জীবনের এমন কথা নেই যা তিনি আমাকে বলেন নি বা বলতে পারেন না। তাই খোলাখুলিই বলতেন—এখনও বলেন— যৌন প্রেমকে দেখায় পার্সনাল কিন্তু জগতে এর চেয়ে ইম্পার্সনাল শক্তি কমই আছে। যে-শক্তি দুর্দান্ত ল্যাপ মেয়েকে ঠেলে দেয় প্রশান্ত অধ্যাপকের বাহু-বন্ধনে, মানুষের বহু-বৈদগ্ধ্য, বহু-সংযম, বহু-নৈতিকতা সবের নাগপাশ কাটে মুহূর্তের উত্তেজনায়—সে কি গ্রাহ্য করে কোন্ পতঙ্গকে ডাকল কোন্ শিখায় ? নিজের শক্তিপ্রয়োগেই যে ওর পরম সার্থকতা। জীবজগৎকে চালায়ও ও-ই—কেবল একটা ছদ্মবেশ প'রে— বিভ্রম জাগিয়ে যে, মানুষ যা করছে করছে স্বেচ্ছায়।"

—"ছদ্মবেশ বলতে কী বুঝছ ঠিক— বলবে ?"

—"এই যে শক্তি, এই যে টান এ কী ভাবে সক্রিয় হয় বলো তো ? শুধু আমাদের এই ধাঁধা লাগিয়েই নয় কি যে আমাদের ভালোবাসা হ'ল আমাদের সৃষ্টি—ব্যক্তিগত সম্পত্তি ? একেই বলছি ঐ শক্তির ছদ্মবেশ। কেন না ভালোবাসা যাকে বলি তার নেশা ও-ই ঘনিয়ে তোলে, অথচ আমাদের ভাবায় যে এ-আবেশ গাঢ় হ'ল আমাদের প্রাণের জাদুতে। এরই একটা নাম মায়া। কেন না ভালোবাসা যাকে বলি তাকে রচে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রাণশক্তি: সে বিশ্ব-জনীন, সার্বভৌম। তার আবর্তে যে-ই পড়বে তাকেই খেতে হবে অশ্রান্ত ঘুরপাক—অথচ মজা এই যে মজ্জমান দুর্ভাগারো মনে হবে এ-আবর্ত তার নিজেরই রচনা—কলাকারু। কবিকে দিয়ে প্রেমের জয়গানের বার আনা প্রেরণা দেয় এই শক্তিই—কেবল নিজেকে আড়ালে রেখে।"

মলয়ের রক্ত যেন দুলে ওঠে : ওর চিত্তাকাশে ঝিলিক দিয়ে ওঠে যুমার একটা প্রায়োক্তি। হেলেনার কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি।

—"ভাবছ : এ আমার কথার কথা ?"

—"না হেলেনা—এ তোমার অন্তরের উপলব্ধি হয়ত নয় কিন্তু এ-কথার পিছনে তোমার অন্তরের সাড়া না থাকলেও সায় আছে। আমি শুধু ভাবছি—এটা কী ক'রে সম্ভব হ'ল।"

হেলেনা চিন্তিত সুরে বলে : "বাবা বলেন গভীর উপলব্ধি সবই অন্তরে উপ্ত হ'য়ে থাকে বীজের মতন। বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে তারা শুধু অঙ্কুরে পল্লবে রূপ নেয় এইমাত্র। কিন্তু যাক এ গবেষণা, শোনো।"

মলয় বলল : "রোসো একটু : তোমার বাবা তোমার মা-কে দেখে যখন মুগ্ধ হন তখন কী দেখে সব চেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ? নিজেদের প্রকৃতির এই বৈষম্য ?"

—"বাবা বলেন মা-র প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তিই মানুষকে সব চেয়ে মাতাল করে। রূপ বন্ধ্যা—রাঙা মাটির মতন। তাতে ফসল ফলবে কী ক'রে যদি না তলে থাকে প্রাণশক্তির উচ্ছল উদ্দাম প্রবাহ ? অন্তত আমাদের দেশে সব চেয়ে মনকেও টানে প্রাণ, দেহকেও টানে প্রাণ। বাবা বলেন, এক অন্তরাত্মা এ-দুর্জয় প্রাণশক্তির প্রভাবপরিধির বাইরে, কিন্তু তবু প্রাণশক্তি পারে তাকেও খানিকটা ঢেকে রাখতে—ভুলিয়ে ভালিয়ে। সেইজন্যেই তো এত জীবন হয় ব্যর্থ, এত ফুল অবেলায় যায় ঝ'রে, এত রসধারা ডোবে মরুপথে। তাই মা-র হাসি নৃত্য গান বেপরোয়া প্রাণের বহুমুখী প্লাবন বাবাকে ভাসিয়ে নিয়ে না গেলেও চমকে দিয়েছিল বৈ কি। বাবা প্রায়ই বলেন—এ-ধরনের মেয়ে তিনি আর কখনো দেখেন নি। গতির বিদ্যুৎ যেন জমাট হয়ে নারীদেহ ধরেছে! সে সত্যিই একটা সৃষ্টি—প্রাণদেবতার।"

মলয় উৎসুক হ'য়ে শোনে···হেলেনা ব'লে চলে :—

"বিবাহের কয়েক মাস পর থেকেই ওঁদের সংঘর্ষ হয় শুরু। ক্রমে আসে অসুখ মনস্তাপ—যত আনুষঙ্গিক আছে সবই— কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হ'য়ে উঠল অস্কারের জন্মের পর থেকে।

"ওঁদের বিবাহের বৎসরখানেকের মধ্যেই অস্কারের জন্ম হয়। দেখতে সে ছিল মা-র মতন—অবিকল! মা-ও তাকে ভালোবাসতেন তাঁর সর্বগ্রাসী প্রাণশক্তি দিয়ে আঁকড়ে। তাঁর আদর্শ ছিল ছেলে হবে দ্বিতীয় নিমরড,

আধুনিক ভাইকিং, গাস্‌টভাস অ্যাডলফাস, নেহাৎ পক্ষে সেসিল রোড্‌স্‌ই সই। নামকরণের সময়ে তাই তিনি বায়না ধরলেন ওর নাম দিতে হবে অ্যাডলফাস—কি না 'উত্তরের সিংহ'—জানো তো সম্রাট অ্যাডলফাসের ডাক নাম ছিল ?"

মলয় ঘাড় নাড়ে।

"কিন্তু বাবাও বসলেন বেঁকে। ছেলে মিলিটারিস্টের মুখোষ প'রে অমানুষ হবে এ তিনি ভাবতেন না। বাবা চাইতেন ছেলে হবে সভ্য, সুশীল, বিদ্বান, অন্তর্মুখী। মা চাইতেন ছেলে হবে বিদ্যুৎকর্মী, অদ্ভুতধর্মী, বেপরোয়া। মা ওকে আগলাতেন ঠিক যেমন আগ্রহে ব্যাঘ্রী আগলায় শাবককে—এমন কি জন্মদাতার কাছ থেকেও। ওদিকে বাবা চাইতেন ওকে 'মানুষ' করতে 'সভ্য' করতে। কত উপায়ে যে চাইতেন ওর দৃষ্টি ফেরাতে মানুষের উচ্চতম স্বপ্নের দিকে প্রেমের দিকে আদর্শের দিকে—কিন্তু অস্কার বাবার শিক্ষার লাগামে বাগ মানত না—নিত্যই তুলত শিরপা। অপর পক্ষে মা চাইতেন আমাকে বন্দুক ছোড়ায় পাকা হ'তে, ঘোড়ায়-চড়া শেখাতে, পাহাড়ে পর্বতে না হোক বনে জঙ্গলে ঘুরতে—কিন্তু আমি বাবার শিক্ষায় শিখতাম গান বাজনা ও পড়াশুনো। মানুষের যে-সাধনা তাকে গুহা থেকে টেনে এনেছে মর্মর প্রাসাদে, যে-স্বপ্নের তপস্যা তাকে স্বার্থ থেকে টেনে এনেছে পরার্থের দীক্ষায় তার প্রতি শ্রদ্ধা আমার ততই বাড়ত যতই আহত হ'তাম দেখে অস্কারের অসহিষ্ণুতা, শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা, ঊর্ধ্বতৃষ্ণার প্রতি অবজ্ঞা।

"কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে অস্কার ও আমার মধ্যে স্বভাবের বৈপরীত্য ছিল যেমন অলঙ্ঘ্য তেমনিই প্রবল। এ-টান না থাকলে হয়ত ঘরকন্নায় দুটো শিবিরে দ্বন্দ্ব চলত না এমন অশ্রান্ত ভাবে।

"কিন্তু আশ্চর্য এই যে আমাদের ভাব-বৈপরীত্যের বাধা স্নেহের ক্ষেত্রে কোনো আড়ালই আনতে পারে নি। এ-ও এক ভারি অঘটন যে, আমাদের প্রকৃতির সম্বন্ধ ছিল অহিনকুলের, অথচ আমাদের টানটা ছিল বিপরীত বৈদ্যুতপ্রবাহের মতনই স্বয়ংসিদ্ধ। কোনো ভাই বোনই বুঝি পরস্পরকে এমন স্বভাব-নিরপেক্ষ হ'য়ে ভালোবাসে নি।

"সে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস হয় না যেন। অস্কারের মুখে মেঘের ছায়া কি চোখে অশ্রুর আভা দেখলেও আমার বুকের মধ্যে উঠত টনটন ক'রে। জানতাম অবশ্য যে বাবার শাস্তির ক্ষতিপূরণ ওর মিলবেই, তবু শাস্তির সময়ে

মা বাধা দিতে পারতেন না দেখেও ওর ক্লিষ্ট মনকে আশ্রয় দেবার জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠত।

"কিন্তু," হঠাৎ থেমে হেলেনা শুধায়: "হয়ত এসব শুনতে শুনতে তোমার মনে হচ্ছে যে সাজিয়ে বলছি, না?"

—"না হেলেনা—তোমার বেদনার ভূমিকায় এ-দুঃখের শোনা ইতিহাস আমার চোখের সামনে যেন দেখা ঘটনার মতই জীবন্ত হ'য়ে উঠছে। বলো তুমি অকুণ্ঠে।"

—"কী আর বলব মলয়?" হেলেনা বলে ক্লিষ্ট কণ্ঠে, "এজগতে জন্মেছি যে দুজন মানুষের মধ্যস্থতায়, তাদের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ দেখে মন আমার ব্যথায় নুয়ে পড়ত।"

হেলেনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে: "ছেলেবেলায় মনে আছে—একদিন অস্কার একটি টলটলে মুক্তাকে পাঁকমাখা ঘোড়ার স্পার দিয়ে থেঁতলে নষ্ট করে। বাবা এজন্যে তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু মা দেন আস্কারা—শাস্তির পরে। বলেন সৌখিনের প্রতি দরদ মানায় শুধু ক্লীবকে।

"বাবার চোখে সেদিন জল দেখেছিলাম প্রথম। কিন্তু মার প্রশ্রয় পেয়ে অস্কার এর পরে সুন্দর ফুলকে জুতোর তলায় মাড়াত, প্রজাপতিকে কাঁটা বিঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখত, ঘোড়ায় চ'ড়ে তাকে চাব্‌কে চাব্‌কে মেরেও ফেলত বা কখনো। প্রতিক্ষেত্রেই বাবার হ'ত হার, মা-র জয়। কিন্তু কী মূল্য দিয়ে যে এ-জয় মা কিনতেন যদি জানতেন সে-সময়ে!

"দুঃখে বেদনায় শেষটায় একদিন আমি আর থাকতে পারলাম না—বিশেষ বাবার শোক দেখে। সংযম ছিল তাঁর রাজকীয় চরিত্রের মুকুটমণি। তবুও এক একদিন আমার সামনে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর চোখের জল মানত না বাধা। কারণ অস্কার তাঁকে শুধু যে মানত না তাই নয়—করত অবজ্ঞা। আর মা-র নিরবচ্ছিন্ন প্রশয়েই তার এ শোচনীয় পরিণতি সম্ভব হয়েছিল, নইলে এমনধারা অস্বাভাবিক বর্বরতা কখনই তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারত না।

"মনে আছে শেষটায় একদিন বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে আমি বলেছিলাম: 'বাবা, যত নষ্টের মূল—মা। ওকে দাও দূর ক'রে।' বাবা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন: 'ছি মা। ওকথা বলতে নেই। ও অসহায়: কেউ নেই ওর। আর তাড়িয়ে দিলে ও কি বাঁচবে? এম্‌নিই

এই অশ্রান্ত দ্বন্দ্বে ওকে ক্ষয়রোগে ধরেছে জানো তো?' কত যে তাঁর অনুকম্পা স্নেহ—মার 'পরে! অথচ মা এ-ভালোবাসার মূল্য দিতেন না এ-বেদনায় সময়ে সময়ে আমার মনে হ'ত ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই।

"মা-ও কম দুঃখ পেতেন না। সত্যিই ক্ষয়রোগের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর। অতি বলিষ্ঠ শরীরের ধ্বংসশেষ, তাই বোঝা যেত না এখনো। তবে মাঝে মাঝেই কাশতেন আর ঘুষঘুষে জ্বর তো লেগেই ছিল।"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে ম্লান কণ্ঠে বলতে লাগল: "কিন্তু ব্যাধিতেও মার রোখ কমল না এতটুকু। তাই নিজের দোষ বুঝলেও তিনি বলতেন প্রায়ই: ভুল আর যার হোক তাঁর হয় নি। বাবার কাছে তর্কে কোণঠেশা হ'লে গুম্‌রোতেন: 'এ আমার স্বভাব এরিক, কেন বকছ মিছে?' বাবা কত বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে, স্বভাবকে মেনে নেওয়ার মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন মনুষ্যত্ব নেই, কিন্তু মা বলিষ্ঠদের মধ্যে অনেকের মতন এবিষয়ে ছিলেন ঘোর নিয়তিবাদী। এ-ও কম দুঃখের কথা নয়: কাজেই বাবাকে শেষটায় হাল ছেড়ে দিতে হ'ল।

"তবু যাহোক ভাঙা দাঁড় মেরামত ক'রে ছেঁড়াপাল জোড়াতাড়া দিয়ে জীবনতরী এতদিন তবু চলছিল একরকম ক'রে এতশত ঝড়ঝাপ্‌টারো মাঝখানে—এমন সময় হঠাৎ পড়ল বাজ, সাথী—ভূমিকম্প। বলি।

"বলেছি অস্কার মা-র প্রশ্রয় পেত খুব বেশি। যখন বাবা ও মা-র মনান্তরে ও সংঘর্ষে সবাইকার প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ তখন মা করতেন কি— রণে দিতেন ভঙ্গ: আশ্রয় নিতেন লাপলাণ্ডে তাঁর পিতৃগৃহে। সেখানে অস্কার ছাড়া পেত পুরোপুরি। আমি মা-র পীড়াপীড়িতে দু-একবার গিয়েছিলাম সেখানে। দাদামশায়কে আমার ভালো লাগলেও দিদিমাকে আমি সইতে পারতাম না। বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, তিনি জোট পাকাতেন মা ও অস্কারের সঙ্গে বাবার বিরুদ্ধে। এ-সময়ে আমি উঠতাম ফুঁশিয়ে—তাড়না লাভ হ'ত প্রচুর, কিন্তু আরো বেশি দণ্ড দিতে যখন ওরা আমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে চাইত তখন আবার অস্কার লড়ত আমার হ'য়ে। সে সব সইতে পারত কিন্তু আমার শাস্তি বা চোখের জল সইতে পারত না। কাজেই আমার শাসন বেশিদূর এগোয় নি ও-তরফ থেকেও। তা ছাড়া এর পর থেকে মা-র সঙ্গে আমার প্রায় ছাড়াছাড়ি মতনই হ'য়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় না তৃতীয়বারের পর আর লাপলাণ্ডমুখোই হই নি।

"কিন্তু এই শেষবার যখন ও-অঞ্চলে যাই তখনই বিলক্ষণ শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলাম অস্কারের রকমসকম দেখে। উপ্‌সালায় সংযমের তবু একটা ঠাট বজায় ছিল। ওখানে তা-ও হ'ল লুপ্ত—একাকার। অস্কার মদ ধরে ওখানেই। ক্রমে যা হবার: মাঝে মাঝেই মাতাল হ'য়ে কুস্থানে রাত কাটিয়ে আসত। দুএকবার প্রতিবেশীদের কাছে মারও খেয়েছিল তাদের মেয়েদের প্রতি নজর দেওয়ার দরুন। এ-পরিণতি ঘটেছিল অবশ্য দুএকদিনে নয়, কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছিল ওর কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে।

"এতদিনে মা-র বোধহয় চৈতন্য হ'ল। কিন্তু দেখতে দেখতে উচ্ছৃঙ্খল কৈশোরের পরই এল প্রমত্ত যৌবন তার উদ্দামতা নিয়ে। একে দেহে ওর পার্বত্য বন্যতা, তার উপর বাঘের মতন রক্তস্বাদ পেয়েছে, নখীদন্তীকে তখন আর রোখে কে?

"ছেলে একটু আধটু বেচাল হবে এতে আপত্তি ছিল না মা-র বা দিদিমার: পুরুষ মানুষ—উচ্ছৃঙ্খল তো হবেই। কিন্তু বাড়াবাড়ি বেশি হ'লে শান্তিভঙ্গ হয়ই। 'পৌরুষ' ব'লে যুক্তিপ্রশ্রয়ে এসবকে যতই সমর্থন করি না কেন—পৌরুষ যখন নগ্ন পাশবিকতায় এসে ঠেকে তখন সওয়া একটু শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়ই। সভ্যতার নানান্ কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করি না কেন—আরণ্যক সভ্যতার সরল বন্যতায় আর ফিরে যেতে পারি না কিছুতেই। বর্বরতা আমাদের রক্তে চারিয়ে থাকলেও তাকে উদগ্র হ'য়ে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ই।

"ফলে মা ও বাবার মধ্যে এই সময়ে একটা ক্ষণিক সন্ধিমতন হয়। কিন্তু তখন রোগ চিকিৎসার বাইরে চ'লে গেছে। বিষবৃক্ষের অঙ্কুরে মুকুল ফলেছে।

"হ'ল কি, লাপলাণ্ডে দিদিমার এক প্রজা ছিল—কাঠুরে। হঠাৎ সে গাছ চাপা পড়ে একদিন। তারই মেয়ে নোরা।"

মলয় বলল: "আমাদের নোরা?'

—"হ্যাঁ। ওর বয়স তখন সবে চোদ্দ কি পনের। অনাথা। মা-র দয়া হ'ল—ফুটফুটে মেয়েটি। আদর ক'রে ঘরে ঠাঁই দিলেন গৃহস্থালীর কাজকর্ম করবে।" একটু থেমে কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল: "সে সময়ে ও একরকম পরিচারিকার মতনই থাকত বৈ কি। মা যতই ওকে স্নেহ

করুন না কেন ওকে দিয়ে ষোলআনা কাজ উশুল ক'রে নেবার বেলায় তাঁর গৃহিণীপনার ত্রুটি ছিল না এতটুকু। যাক একথা।"

হেলেনা একটু ইতস্তত ক'রে অবশেষে যেন জোর ক'রেই শুরু করল: "ছবি তো হ আমারই চোখে প'ড়ে গেল। একটা নির্জন কুঞ্জ মতন জায়গায় অস্কার আর ও।

"বুঝতে বাকি রইল না। বাবাকে দৌড়ে এসে বললাম। বাবা ত্রস্ত হ'য়ে মা-কে বললেন ডেকে। কারণ অস্কারের হাতে এ-ব্যাপার কতদূর গড়াবে কল্পনা করা কারুর পক্ষেই কঠিন ছিল না।

"মা বিশ্বাসই করলেন না। আমাকে যা তা বললেন। বাবা ক্লাসে পড়াতে যেতেই আমাকে ঘরে পুরে যা মারলেন—!"

—"মারলেন!"

—"মা মাঝে মাঝেই মারতেন আমাকে বাবার অসাক্ষাতে। রাগ ক'রে গায়ে হাত তোলায় দিদিমার দাদামশায়ের কারও আপত্তি ছিল না। তাই এতে অগৌরবের কিছু আছে সে-শিক্ষা মা-র কোনোদিন হয়ই নি। এবার তাঁর রাক্ষুসী রাগ বেশি হওয়ায় প্রহারের মাত্রাও ছাড়িয়ে গিয়েছিল: মা রেগে আমাকে মেরেছিলেন শঙ্করমাছের লেজওয়ালা চাবুক দিয়ে: কপালে এ-দাগ তারই।"

বাঁ ভুরুর ঠিক উপরেই সিঁথির একটু পাশে পাতা-কাটা চুল সরিয়ে ও দেখাল।

—"উঃ!" মলয়ের শরীরের মধ্যে দিয়ে শিরশিরিয়ে ওঠে, প্রায় এক ইঞ্চি শুভ্রাভ রেখা! "মা হয়ে"—

কথাটা শেষ হ'ল না। হেলেনার চোখে জল উপছে পড়ে।

১২

সামনে দুটি ডালিয়া থেকে থেকে ঝিরঝিরে হাওয়ায় হেলে দোলে। হেলেনা আনমনা চোখে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। পরে ফের শুরু করে বিষণ্ণ স্বরে: "বাবা ফিরে দেখলেন আদরিণী মেয়ে শয্যাশায়ী। নোরা কাঁদতে কাঁদতে বলল সব। ও-ই মা-র ও আমার মাঝখানে পাগলের মতন ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে মাকে নিরস্ত করে। তবুও চিবুকের নীচে বেশ একটু কেটে

গিয়েছিল মার চাবুকের উঠ্‌তি টানে। বাবাকে এসব যখন বলছে তখনও ওর সর্বদেহ কাঁপছে—আতঙ্কে।

"বাবা ওর মাথায় চুমো দিয়ে বললেন: 'ভয় কি মা? হেলেনাকে তুমি বাঁচিয়েছই বৈ কি একরকম—এ আমি ভুলব না।' ব'লে আমার কাছে আসতেই তাঁর বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আমি ভেঙে পড়লাম। বাবা আমাকে আদরে আদরে ছেয়ে দিলেন। শেষে শুধু বললেন: 'মা, ভালোই হয়েছে। মন-স্থির করতে পারছিলাম না। তাই এ-শাস্তির আমার দরকার ছিল।'

"ঠিক এই সময়ে মা এলেন। সঙ্গে অস্কার। আমি তখনও বাবার বুকের মধ্যে দেখে ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন: 'এমনি প্রশ্রয়ে প্রশ্রয়েই না মেয়ের মাথাটি খাওয়া হয়েছে, আহা বাপের দরদ যেন—'

"বাবা চক্ষের নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'একেবারে চুপ'—চোখে তাঁর বিদ্যুৎ উঠল জ্ব'লে। আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে উঠল, বাবার এমন পাথরের মতন কঠিন মুখ কখনো দেখি নি এর আগে। মা-ও চমকে উঠেই যেন পাথর হ'য়ে গেলেন। তাঁর চোখেও নামল ভয়ের ছায়া। ভাবো—মার প্রাণে আতঙ্ক। অভাবনীয়! কিন্তু সত্য।

"বাবা শান্ত দৃঢ়স্বরে বললেন: 'এল্‌মা, আমি ঢের স'য়েছি, কিন্তু আর সইলে অন্যায় হবে। তবু আর একবার তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি শোধরাবার: কিন্তু এই শেষবার—মনে রেখো।' কথা শুনে বোধ হয় মা-র ভয় খানিকটা কেটে গেল, তিনি আস্ফালনের সুর ধরলেন: কী করবে তুমি শুনি! বাবা বললেন: 'এখান থেকে পাঠিয়ে দেব—তোমার সাধের পিতৃগৃহে—সভ্য সমাজ তোমাদের জন্যে নয়।' না, আর একটিও কথা না—মুখ বুঁজে শুধু শোনো—কী সর্তে এখানে তুমি থাকতে পারবে: আজ থেকে ঘরকন্নার সব ভার নোরার—তুমি থাকবে অতিথির মত। বাড়ির ওপর তলা তোমাকে আর তোমার আদরের ছেলেকে ছেড়ে দিচ্ছি—নিচের তলায় থাকব আমরা।"

—"তার পর?"

—"অস্কার বসেছিল আমার বিছানার কিনারায়, লাফিয়ে উঠল। বলল: 'কী? মা-র অপমান করতে তুমি সাহস করো ঐ চাকরানিটাকে দিয়ে?'

কোণে ছিল একটা প্রকাণ্ড মোটা বেতের লাঠি। মুণ্ডুটা তার সোনার—ভিতরে শিশে। খুব ভারি। বাবা শান্তচরণে সেটা নিয়ে এলেন। আমরা

সবাই নির্বাক—সব বুঝেও কারুর যেন সাড়া নেই—যেমন হঠাৎ বিভীষিকা দেখলে হয় না ?"

—"তার পর ?"

—"বাবা লাঠিটার তলার দিকটা ধরে দোরের দিকে সেটাকে প্রসারিত করে বললেন : 'বেরিয়ে যাও—'

"মা এসে দাঁড়ালেন মাঝে। বাবা বললেন : 'এল্‌মা, স'রে যাও, অস্কার এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে না গেলে তুমি তো তুমি আমার মধ্যে যে সত্যিকারের মানুষ র'য়েছে সে-ও ওকে রক্ষা করতে পারবে না।'

"মা পেছিয়ে গেলেন ভয়ে। অস্কারের হাত ধরে বললেন : 'বেশ, আমিও চললাম, আয় অস্কার।' ব'লে ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে গেলেন। সোজা লাপলাণ্ডের ট্রেনে।

"তার পরই নোরা ভেঙে পড়ল, সে কী কান্না! আর থামে না।

"আমি উঠে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম : কী হ'য়েছে বোন্? বলো। কোনো ভয় নেই।

"ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল : সে অন্তঃসত্ত্বা।

"নোরাকে এক বন্ধু ডাক্তারের জিম্মায় রেখে বাবা পরের দিনই রওনা হলেন লাপলাণ্ড—আমাকে সঙ্গে ক'রে। যখন পৌঁছলাম তখন ঘরের এক কোণে অস্কার মদ খাচ্ছে, আর এক কোণে মা গুম্ হ'য়ে ব'সে।

"বাবা বললেন : 'অস্কার, নোরাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।' মা বিদ্যুদ্বেগে উঠে ছেলেকে যেন আগলিয়ে বললেন : 'দাসীকে!' বাবা বললেন : 'তাকেই। আর কারণ কী—তুমি জানো।' মা বললেন : 'ও মিথ্যা বলেছে। এ কাজ আমার অস্কার করতেই পারে না।' বাবা বললেন : 'তর্কাতর্কি করতে আমি এখানে আসি নি' ব'লে অস্কারের সামনে থেকে বোতল ও গেলাস টান মেরে গৃহচুল্লিতে ফেলে দিয়ে বললেন : 'এই, আয় আমার সঙ্গে এক্ষুনি। চুপ—একটি কথাও না।'

"অস্কার নতমস্তকে ফিরে এলো। বাইরে সে যেম্‌নি জোয়ান, অন্তরে তেম্‌নি ভীরু।

"মা এলেন পরদিনই। বাবা নোরাকে ডাকিয়ে তাঁর সামনেই নিজের পাশে বসিয়ে কণ্ঠালিঙ্গন করে বললেন : 'ভয় নেই মা, তুমি এখন থেকে আমার হেলিরই ছোট বোন জেনো—এ ঘর দোরে ওরও যতটা অধিকার তোমারও

তভটা। তোমাদের বিয়ে আমি দিতে চাইতাম না—শুধু তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবেই একাজ করছি। বিয়ের পরই অস্কারকে পাঠিয়ে দেব বিদেশে। কিম্বা লাপলাণ্ডে ওর দিদিমার ওখানে, ভেবো না।'

"মা চেঁচিয়ে উঠলেন, কাঁদতে লাগলেন, ভয় দেখালেন গৃহত্যাগিনী হবেন ব'লে—কিন্তু বাবা অচল অটল।

"এই সময়"—হেলেনা বলল—"দেখলাম একটা অচিন্তনীয় দৃশ্য মলয়: যে, প্রাণশক্তিই বলের উৎস নয়। তার চেয়েও বড় শক্তির উৎস আছে আমাদের অন্তরের কোনো গুপ্ত স্তরে। অমন বলিষ্ঠ মা আর ঐ দুর্দান্ত ছেলে, দুজনেই মানল তো বশ মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতন। গির্জায় বিজ্ঞপ্তি দিলেন বাবা নিজে গিয়ে। বিবাহ হবে ক্রিসমাসের মধ্যেই আর পনের দিনের মাত্র অপেক্ষা।" ব'লে হেলেনা একটু থামল।

"এমন সময়ে আমাদের ষ্টকহল্‌মে এল এক নর্তকী। অস্কার তার সঙ্গে হ'ল উধাও বাবার সিন্দুক ভেঙে পঁচিশ হাজার ক্রোন নিয়ে।

"ছেলে শুধু লম্পট নয় চোর—তার ওপর ফেরার। এতেই মা ভেঙে পড়লেন। সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। কুড়ি বৎসরের দাম্পত্য দ্বন্দ্বে তাঁর যে-ক্ষয়রোগ ধরেছিল সে এবার দ্রুত যক্ষ্মার রূপ নিল। তিন মাসের মধ্যেই সব শেষ।"

গলা ওর ধ'রে আসে ঈষৎ। একটু বাদে বলে স্বর নামিয়ে:

—"বাবার অস্কারমুখী সমস্ত স্নেহ সেখানে ঘা খেয়ে ফিরে গিয়ে পড়ল নোরার উপরে। বেচারি হ'ল মৃতবৎসা। দুঃখে আফিং খেয়েছিল। অতি কষ্টে বাঁচে। বাবা ওকে বুকে টেনে অশ্রুনেত্রে বললেন: 'ছোট্ট মা আমার। এখন থেকে আমার একটি মেয়ে একটি ছেলে নয়—সুদ্ধু দুটি মেয়ে।' সেই থেকে নোরা সত্যি সত্যিই হ'ল আমাদের পরিবারেরই। তবু ও ছাড়ে না, পরিচারিকা তাড়িয়ে দিল জোর ক'রেই: 'দাসীর কী দরকার এ ছোট্ট গৃহস্থালিতে?' কখনো কখনো আমরাও রুখে উঠি, বলি—'না, দাসী রাখতেই হবে—এত খাটুনি তোমার'—ও বলে কেঁদে: 'সেবা না করব তো বেঁচে থাকব কী নিয়ে?' বাবাকে ও পুজো করে দেবতার মতন। না ক'রে পারে কেউ—যে তাঁকে জানে?"

দুফোঁটা গৌরবের অশ্রু পিতৃবৎসলার চোখে টলটল ক'রে ওঠে।…

—"আর অস্কার?" বলে মলয় একটু পরে।

"অস্কারের খবর পাই নি আমরা প্রায় দুবছর। পরে যা হবার। সে সব জঘন্য কাহিনী নাই বা বললাম।"

মলয় কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে আত্মসংবরণ ক'রে শুধু বলল: "সে এখন—"

—"মরণাপন্ন"—হেলেনার চোখে জল উথ্‌লে ওঠে আবার।

—"আমি কত যেতে চাইলাম—বাবা অচল অটল: আমি গিয়ে কী করব?"

—"কোথায় সে?"

—"ক্রিস্‌টিয়ানিয়ার কাছে একটা আরোগ্যালয়ে।"

—"কী অসুখ?"

—"বলতে চাই না মলয়, ক্ষমা কোরো।"

—"তুমিই ক্ষমা কোরো হেলেনা—আমি এমিনই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।"

হেলেনা উদ্গত অশ্রু ব্লাউসের হাতায় চকিতে মুছে বলল: "তাতে তো কোনো দোষ হয় নি মলয়; তবে—তবে বুঝতেই তো পারো?" একটু থেমে: "সব চেয়ে দুঃখ এই মলয় যে, অস্কারের মনটা ছোট ছিল না—ওর হৃদয়টা সত্যিই ছিল মহৎ।"

—"মহৎ—?"

—"সেদিন ওর শরীর অসুস্থ—গেল বছর। বার্গেনে একটি বাড়িতে আগুন লাগে। জ্বলন্ত গৃহ থেকে একটি ছোট শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে ওর সমস্ত দেহ মুখ পুড়ে গিয়েছিল। বাঁচবার আশা ছিল না—বাঁচে দৈবাৎ। বাবার কাছে আজই শুনলাম।"

মলয় স্তম্ভিত হ'য়ে একটু চুপ ক'রে রইল, পরে বলল: "তবে যে বললে—"

হেলেনা ম্লান হেসে বলল: "ঐ তো মলয়, কোন্ পথের পথিক যে কার ইঙ্গিতে পথ ছেড়ে বিপথে পা দেয়—"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "কিন্তু এ-যাত্রা? বাঁচবে না?"

—"বাঁচতেও পারে হয়ত। তবে চিরজীবন ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়েই হয়ত কাটাতে হবে। ধরতে গেলে সেই আগুনে পোড়ার সময় থেকেই ওর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়েছে। তার ওপর—" একটু থেমে: "বুঝতেই তো পারো কুৎসিত ব্যাধি—সারবার নয়।" একটু থেমে: "আর, এমন জীবন টেনে বাড়িয়েই

বা কী হবে বলো ?" ব'লেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। মলয় ওর চোখ মুছিয়ে দিল গাঢ় স্নেহে। ও মুখ তুলল। হেলেনা ব্লাউসের ভিতর থেকে একটা চিঠি দিল।

১৩

মলয় পড়ে :

"প্রিয় হেলি,

আমি আজ আরোগ্যালয়ে। আমার খবর শুনে থাকবে ষ্টেপানির কাছে। কী বল্‌ব বলো ? কেবল তোমাকে আর বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে বড়। বাঁচার আশা এখনো হয়ত আছে, কিন্তু ইচ্ছে সত্যিই নেই। কী হবে বেঁচে ? মা নেই—বাবাকে আজন্ম কেবল দুঃখই দিয়েছি, যখন ইচ্ছে করলে সুখ দিতে পারতাম। এখন ভেঙে পড়েছি—ইচ্ছে করলেও সুখী করতে পারব না তাঁকে বা আর কাউকে। কেবল একটা মিনতি : নোরাকে বোলো না আমার এ-অসুখের কথা। আর যদি পারো তার একটা বিয়ে দিও। আমি একটা লটারিতে পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়েছিলাম আমেরিকায়। হাজার দশেকের বেশি উড়িয়ে দেবার সময় পাই নি। বাকি টাকা রইল ওরই জন্যে—আর আমি যখন থাকব না তখন বোলো ওকে যে, সে-সময়ে প্রবৃত্তির মোহ কাটিয়ে যদি ওকে বিয়ে করতাম তাহ'লে হয়ত এ-জীবনের শুক্‌ন শাখায়ও ফুল ফুটত। কে জানে ? কিন্তু জীবনের সার্থকতা কোন্ পথে কেউ কি আগে থাকতে বলতে পারে ? কিসের তাড়নায় যে মানুষ চলে কোন্ মরীচিকার পানে—কেন এমন হয়—কেউ কি জানে ?

যাই হোক বোন্। এইটুকু কেবল বিশ্বাস কোরো—জীবনে আমার যত গ্লানিই থাকুক না কেন—তোমার স্নেহ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল আমার আঁধার আকাশে সব কালোকে আলো ক'রে। সেই তোমাকে যদি আজ একবার দেখতে পেতাম !"

* * * *

ও তখনও কাঁদছে—মলয়ের কোলে মাথা রেখে উপুড় হ'য়ে।

মলয় ওর গুচ্ছ গুচ্ছ ঢেউখেলানো সোনালি চুলে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দেয়।···

১৪

—"মন কেমন করে কি খুব বেশি, হেলেনা ?"

হেলেনা আনমনা তাকিয়ে থাকে ঐ ডালিয়া দুটির দিকে। চোখে জলের রেখা চিকিয়ে ওঠে ফের। ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয় মলয়।

*   *   *   *   *

—"দিই তার ক'রে ?"

—"কাকে ?" হেলেনা চমকে ওর চোখের 'পরে চোখ রাখে।

—"কাকে আবার ?—তোমার বাবাকে। লিখে দিই অস্কারকে তুমি দেখতে চাও।"

হেলেনা ঘাড় নাড়ে : "সে কি হয় ?"

—"কেন ?"

—"বাবার ইচ্ছে নয়—গেলে তিনি দুঃখ পাবেন।"

—"কিন্তু সত্যি কি পেতে পারেন ? এমন সময়ে ? অমন কোমল প্রাণ যাঁর ?"

হেলেনা একটু চুপ করে থেকে বলে : "না মলয়, সে হয় না। বাবা যেমন কোমল তেমনি অটল।" ব'লে একটু থেমে : "যাবার আগেও তিনি আমাকে বলে গেছেন—আমাকে তিনি অস্কারের ছায়াও মাড়াতে দিতে চান না।"

১৫

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর হেলেনা নিজের শয়নকক্ষে আশ্রয় নেয়।

মলয় একা একা অর্থহীন পদবিক্ষেপে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়··· কতক্ষণ যে—খেয়ালই নেই।

কত কথাই মনে হয় !···

কী সব শক্তি খেলায় যে মানুষকে নিয়ে···কেন ?···এসব ঘটে কেমন

ক'রে? দুটো ছবি একই জীবনের—ব্যবধান শুধু সময়ের। কিন্তু যখন রূপান্তর ঘটে চিনবার জো থাকে না যেন!···

কী ভাবে মানুষ, আর কী হয়!···

কোত্থেকে কে আসে কার জীবনে···ক্ষণিকের অতিথি···অমনি সব প্রাণের সাধের তরী বন্দরে এসে ডোবে।

তবু মানুষ ফের গড়ে···ভেঙে যায় সব সাধ, সব নির্মিতির নৈপুণ্য যায় নিভে···তবু রচনার তার শ্রান্তি কই? কোন্ মায়ার খেলায় ঘটে এমন? ওঠা পড়া···শেষ অবধি ওঠে ক'জন···তবু এই নিয়েই তো থাকে পনের আনা লোক মেতে···প্রাণের ফেনিল তরঙ্গে চলে ভেসে ভেসে!···

ধূলো আঁধি আধি ব্যাধি পদে পদে আশাভঙ্গ—তবু চোখে স্বপ্নের কাজল মোছে না তো!···কোথা থেকে পায় মানুষ এত শক্তি?···এই শূন্যতা নিয়ে, মিথ্যে খেলেনা নিয়ে থাকার? শক্তি নয় এ? মরীচিকার পিছনে ছুটে বার বার ঠকে···তবু ছুটবার অফুরন্ত শক্তি··· অশ্রান্ত প্রেরণা···একে শক্তি ছাড়া কী নাম দেবে? কে জোগায় এ-শক্তি? কেউ কি জানে?

সব চেয়ে তার রোমাঞ্চ জাগে ভাবতে—কোথাকার ঢেউ কোন্ পারে গিয়ে জাগায় কাঁপন! কোথায় ছিল হেলেনা? কালমারে দেখা তো একান্তই দৈবাৎ। অথচ—ভাবতে ধাঁধা লাগে—ঐটুকু আকস্মিক দৃষ্টি-বিনিময় যদি না হ'ত তবে পরিচয় তো আর হ'ত না সারা জীবনে। অথচ একটা সামান্য স্নানবিহারের সূত্রে যে চকিত শুভদৃষ্টির সম্ভাষণ তা হ'য়ে দাঁড়ায় এমন গাঢ়বন্ধ—দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি!···সৃষ্টিই তো। হেলেনার হৃদয়ের বেদনার পরশটুকুর সৌরভে আজ ওর প্রাণের বাগানে ফুল ফোটেনি কি ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে?···কতরঙা আশা-আকাঙ্ক্ষা···হর্ষ-বিষাদ··· জল্পনা-কল্পনার হেলাদোলা···কানাকানি···মন জানাজানি!

হঠাৎ ওর মনে কিসের একটা ঝিলিক খেলে যায়: সত্যি হেলেনার অনুভব আকাঙ্ক্ষা হয়ত মূলত ওর থেকে ভিন্নভঙ্গি। নয়? অস্বীকার করতে এত ইচ্ছা হয়!—কিন্তু পারে কই? মনের কোথায় যেন ব্যথা বাজে। হেলেনা ওর বড় প্রিয়—ও-ও তো হেলেনার কম প্রিয় নয়। তবু···হেলেনা কি ওকে চেনে? না, ও-ই হেলেনাকে বোঝে? বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে যে···সংসারে কেউ কি কাউকে চেনে?···

১৬

সান্ধ্য আহার সমাধা হ'লে ওরা সবে বসেছে বারান্দায় এমন সময়ে তার এল। হেলেনা প'ড়ে দেয় মলয়ের হাতে :

"অস্কার ভালো আছে, ভেবো না। আমার ফিরতে হয়ত দশ পনের দিন হবে। ডাক্তার বলেছে এ যাত্রা বেঁচে যাবে বোধ হয়। কাজেই তোমার আসতে হবে না। আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হোয়ো না মা।"

মলয় প'ড়ে হেলেনার দিকে তাকায়।

কী আশ্চর্য!—ওর আচ্ছন্ন মুখে যেন হঠাৎ নতুন রবির অমল ছবি উঠেছে ফুটে—মাত্র এই ভরসাটুকুতে যে ভাই বাঁচবে।

মলয় স্নিগ্ধ হাসে। ওর হাতের মধ্যে টেনে নেয় হেলেনার একটা হাত।

উভয়েই নিশ্চুপ। কেবল মলয়ের থেকে থেকে মনে হয় খানিক আগের জেগে স্বপন দেখার কথা। হেলেনাকে বলবে কি?

—"কী ভাবছ মলয়?" হেলেনার মুখের হাসির মধ্যে বিষণ্ণতায়ও ফুটে উঠেছে এমন এক নির্মল প্রসন্নতা!...ওর দৃষ্টির ছন্দই যেন বদলে গেছে। মলয়ের বুকের রক্তে লাগে দোলা। ভুল তো তবে ও করে নি।

শুধায় : "কথা কইছ না যে?"

—"ভাবছি। এইমাত্র একটা স্বপ্ন মতন দেখলাম—জেগে।"

—"স্বপ্ন মতন?—জেগে? কোথায়?"

—"নদীতীরে—জানো তো আজকাল থেকে থেকে যে-ধরনের স্বপ্নমতন দেখি। শুনবে?"

—"শুনব না?"

—"স্বপ্ন দেখলাম কি : যেন...একটা ঢেউয়ের ওপর চলছে একটা পাখি। ইন্দ্রনীল-রঙের ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া তার দেহ। সোনার পাখা দিয়ে যেন সে দিচ্ছে সাঁতার।"

—"তার পর?"

"পাখিতে দেয় জলে সাঁতার! আশ্চর্য লাগল বৈকি। কিন্তু তার কাছে যেতেই দেখি কি : সেটা পাখি আদৌ নয়।"

—"কী তবে!"

—"একটা ছোট্ট কী বলব—পরী মতন। বলল : 'এসো হেলেনা।'

"বললাম : 'কোথায়?'

"সে বলল : 'লক্ষ্য জেনে কী হবে? বিশ্বাস করো আমাকে। ভালো লাগে না তোমার এই মলিন বাসনার জগৎ ছেড়ে নীল ঢেউয়ের অসীম খেয়ায় ভেসে যেতে?'

"আমি বললাম : 'লাগে···কিন্তু ভয় করে তবু···যা চাই তা যদি না পাই ওখানে?'

"সে বলল : 'কী চাও তুমি কি জানো?'

"আমি উত্তর দিতে গিয়ে কথা খুঁজে পেলাম না। এমন সময়ে ঘোর কেটে গেল—অমনি সব মিলিয়ে গেল।"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "এ কি স্বপ্ন মনে হয় তোমার?"

—"কী মনে হয় বলব?"

—"কী?"

—"এ-সব দেখার শক্তি আমি পেতাম না যদি তোমার কথা শুনে ধ্যান করতে না শিখতাম।"

মলয়ের মনে কোমলতার ঢল নামে, বলে : "এ-কথা আমাকে তো বলো নি এতদিন হেলেনা?"

হেলেনা মুখ নিচু ক'রে বলে : "বলতে ভরসা পাই নি, পাছে বলো সেন্টিমেন্টাল।" মলয় ওর হাত দুটি ধ'রে নিজের কোলের মধ্যে নিয়ে চুম্বন করে। হেলেনা সাড়া দেয় : কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে—ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে!

সারারাত ও আনন্দে ঘুমুতে পারে না। শুধু একটি চুম্বন। তবু সব যেন বদলে যায়। মনে গুনগুনিয়ে ওঠে কবির :

One simple kiss
Can alter earth for ever. Out of what
Imagination, or whar far fore thought

Of Time, came Love in beauty new and strange
With eyes of light, my earth and sky to change!

বাসনা বুদ্‌বুদ্? কে বলে? যার বরে একটি ছোট চুম্বনে ভূলোকে দ্যুলোকের রঙ বদলে যায় সে-বাসনার জগৎ কে ছেড়ে যেতে চায়?—.

১৭

ভোরে উঠেই ওরা দুজনে নদীর ধারে একটা চক্র দিয়ে এসেছে। সুইডেনের নিদাঘ: ফুলে ফলে লতায় পাতায় চারদিক ঝলমলিয়ে উঠেছে। ওদের মনেও লেগেছে সে-ঝলমলানির প্রতিচ্ছটা।

নোরা সামোভারে চা এনে ওদের পেয়ালায় ঢেলে দিয়ে বসল পাশে।

হেলেনা ধন্যবাদান্তে ওর পরিজে দুধ ঢেলে দিল: "এখন মাথাব্যথাটা কেমন নোরা?"

—"প্রায় নেই বললেই হয় দিদি! রাতে যে সুন্দর মাথা টিপে দিলে তারপর ব্যথা কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাবে বলো?"

—"সুন্দর ক'রে মাথা টিপে-দেওয়ার বিদ্যেয় তো ভাই ছোট বোনের কাছেই দিদির হাতেখড়ি—কিন্তু সে-কথা যাক্—আজ আমরা যাব ষ্টকহল্‌মে ইবসেনের একটা নাটক দেখতে—তুমিও চলো না ভাই।"

—"সে কেমন ক'রে হবে? ঘরের কাজ রান্নাবাড়া—"

—"আহা ওখানেই সেটা সেরে নেব—ঘরের কাজ তো রোজই আছে।"

—"আজ থাক," বলে নোরা একটু ভেবে।

—"চলো না—লক্ষ্মীটি।"

—"না দিদি, কিছু মনে করো না—আজ তোমরাই যাও।"

—"সে কি হয়? তুমি একলাটি থাকবে আর আমরা—"

—"তাতে কী?" নোরা হেসে ওঠে, "বা রে! ভুলে যাচ্ছ—আমি পাহাড়ি মেয়ে? কত রাত কত দিন ডাণ্ড্রা পাহাড়ের তলায় খোড়ো ঘরে ঠায় একলা কাটিয়েছি জানো না?—বাবা মা দুজনেই শিকারে বেরিয়ে যেতেন তো হর্‌দমই।"

—"জানি বোন", বলে হেলেনা স্নিগ্ধ হেসে, "তুমি যেমন অভয়া তেমনি লক্ষ্মী মেয়ে। আমরা তাহ'লে একটার সময়ে খেয়েই বেরুব। কিন্তু রাতে

ফিরতে যদি নটার বেশি দেরি হ'য়ে যায়—তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পোড়ো, আচ্ছা ?"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা, আমার ভাবনা অত ভাবে না।" নোরা হাসিভরা মুখে বেরিয়ে যায়—একবার শুধু হেলেনাকে চোখ ঠেরে।

রুটিতে মাখম মাখাতে মাখাতে মলয় বলে: "ষ্টকহল্‌মে কী নাটক দেখতে যাবে ইবসেনের ?"

—"নরওয়ে থেকে," হেলেনা হাতের কাগজটা দেখায়, "একটা বিখ্যাত দল এসেছে নরওয়েজিয়ান ভাষায় ইবসেনের "হেডা গেব্লার" অভিনয় করবে। জর্জ ব্র্যাণ্ড স্বয়ং এদের সেরা অভিনেতাকে মহলা দিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। সবাই বলছে ইবসেনের নাটক এত ভালো অভিনয় বহুদিন দেখা যায় নি।"

বিখ্যাত ক্রিটিক জর্জ ব্র্যাণ্ড! তিনি নিজে এদের তালিম দিয়ে গিয়েছিলেন! লোকে বলে ইবসেনের ছিলেন তিনি তেমনি বিশেষজ্ঞ যেমন গ্যারিক—শেক্সপীয়রের। আর ইবসেনের নাটক—যিনি য়ুরোপে আনেন নাটকের এক নব যুগ!

১৮

চলল ওরা দুজনে। পরস্পরকে ওরা এত কাছে পেয়েছে আজ!··· এক নবীন নেশায় মন ওদের ভরপুর। প্রাণশক্তির উচ্ছলতা ···এ শূন্যবাদী ? কে বলে ? হেলেনার স্বপ্নকে উদ্ভট ব'লে মলয় দিল দূরে ঠেলে। ঠিক হ'ল ইবসেনের নাটক দেখার পর ওরা দেবেই দেবে রক্সেন হ্রদে পাড়ি। নৌকাবিহারে সারারাত কাটাবেই খোলা আকাশের নিচে।···

হেলেনা নিজে থেকেই ওর হাত টেনে নিল।

বাহুলগ্না সখীর সঙ্গে পথ চলতে যেন এক নতুন আনন্দ···

—"কী মলয়—ঠিক ক'রে বলো—সারারাত খোলা নৌকোয় রাত কাটাতে ভালো লাগবে তো ?"

—"যদি না লাগে ?" বলল মলয় কৃত্রিম উদ্বেগের সুরে।

হেলেনা রাগ করল: "যা—ও। যাব না আমি তোমার সঙ্গে।" হাত দিল ছেড়ে।

মলয় টপ্ ক'রে ওর হাত ধরতে গেল। কি ক'রে ওর ব্লাউসের একটা ঝালর না কি বলে তাতে আঙুল বেধে গেল ছিঁড়ে।

মলয় অস্ফুটস্বরে "আহা—হা—" বলতেই হেলেনা খিলখিলিয়ে হেসে ওর হাতে হাত দিল: "ভয় নেই—ক্ষমা করেছি।"

মলয়ের অনুতাপ কাটে না তবু।

—"ধিক্ মলয়, পুরুষ মানুষ দুর্ধর্ষ দার্শনিক দেশের প্রতিনিধি—সামান্য অবলার ব্লাউসের একটা তুচ্ছ হাতা ছিঁড়ে দিয়ে অমন মুখ ভার করে?"

—"করে। দার্শনিক হ'লেই যে দুর্ধর্ষ হ'তে হবে, এ-ধারণা যোগীদের সাজতে পারে কিন্তু ভোগীদের সাজে না।"

হেলেনার চোখে বিদ্যুৎ ঝরে: "তা'হলে কবুল করছ—তুমি ভোগী?"

—"কবে অন্য রকম কোনো ভান দেখিয়েছি?"

"ছি মলয়", বলে হেলেনা ম্লান কণ্ঠে, "তুমি যা-ই পারো না কেন—ভান যে করতে পারবে না এ তোমার অতি বড় শত্রুও স্বীকার করবে।"

মলয়ের মনটা কোথায় খুসি হয়। হেলেনা বলে: "কি ভাবছ?"

—"এইমাত্র আমার মনে বিদ্যুতের মতন যে একটা শিহরণ খেলে গেল তার স্বরূপ।"

—"শিহরণ? কি রকম?"

—"আমার ও-কথায় তুমি যে একটুও ব্যথা পেলে তাতে মনটার মধ্যে কেমন যেন একটা উল্লাস ঝিলিক দিয়ে গেল—কেন জানি না।"

হেলেনা মুখ টিপে হাসে: "আমি জানি: মলয়-সম্প্রদায় নিষ্ঠুর—থুড়ি পুরুষ ব'লে।"

—"মরি রে! যেন নিষ্ঠুরতায় হেলেনা-সম্প্রদায় একটুও কম যায়।"

—"যায় না?"

—"কক্ষনো না ভাবো কি তুমি যে ট্রয় ধ্বংস হয়েছিল শুধু সৈন্যদের নিষ্ঠুর বীরত্বে?"

—"তবে কি আমার সখীনাম্নীর—"

মলয় পাদপূরণ করল: "নিষ্ঠুর সায় ছিল ব'লেই।"

—"প্রমাণ?"

—"সখী, গত যুদ্ধের সময় যারা যুদ্ধে যেতে চাইত না তাদের মধ্যে কত লোককে আত্মহত্যা করতে হয়েছে মেয়েদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে খবর রাখো কি?"

হেলেনা গম্ভীর হয়ে গেল : "রাখি মলয়।"

—"ও কি হেলেনা ?"

হেলেনা মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগল।

—"ক্ষমা কোরো হেলেনা, যদি ঠাট্টা করতে গিয়ে—"

হেলেনা ওর ব্লাউসের হাতায় চকিতে অশ্রু গোপন ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বলল : "না মলয়, তোমার কোনো অপরাধই হয় নি—আমার একটা বড় ব্যথার জায়গায় ঘা পড়ল তাই হঠাৎ কি জানি কেন চোখ জলে ভরে এল। তুমিই আমাকে ক্ষমা কোরো।"

—"সে কি হেলেনা ?—এসো বসি একটু এই সামনের পার্কে।"

—"না না মলয়—দেরি হয়ে যাবে চলো।"

—"না আগে বলো।"

—"বলবার বিশেষ কিছু নেই। তবে কি জানি কেন অনেকদিন থেকে আমার মনটা ব্যথিয়ে ওঠে ভাবতে আমার মা-র নিষ্ঠুরতার কথা। আমি মনে মনে জানি যে মেয়েরা প্রকৃতিতে বেশি নিষ্ঠুর পুরুষের চেয়ে, কিন্তু মুখে একথা স্বীকার করি না।"

মলয় বিমনা হয়ে চুপ ক'রে রইল।

ট্রেনের বাঁশি।···

ওরা ছুটে গিয়ে ধরে। হেলেনার পদস্খলন হয় আর কি—মলয় ওকে বাহুবন্ধনে টেনে উঠিয়ে নেয় চলন্ত ট্রেনে।

এত স্নিগ্ধ লাগে এ-নিবিড় স্পর্শ—দৈবাৎ ব'লে আরো।

১৯

অভিনয় ম্যাটিনি : হল বাইরে—আকাশের আলোয়। গ্রীষ্মে এরকম প্রায়ই হয় সুইডেনে। কী ভালোই যে লাগে! মাঠে চেয়ার পেতে বসেছে দর্শকেরা, রঙ্গমঞ্চ মাঠেই খাড়া করা। আকাশের স্বর্ণাভ আলোয় অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে মোহময় মনে হয়।

ইবসেনের নাটক নরওয়েজিয়ান ভাষায়ই অভিনীত হওয়ার দরুন মলয় একবর্ণও বুঝল না, কিন্তু তবু অভিনয় ওর এত চমৎকার লাগে!···প্রাণ মন যখন বদান্য তখন না লেগে পারে ? ব্র্যাণ্ড সাহেব রিহার্সাল দিতে জানেন

বটে। অভিনয় শেষ হ'লে দর্শকদের সে কী হৈ চৈ: "ব্র্যাণ্ডের জয় হোক্।" টুপি খুলে সবাই করে জয়ধ্বনি। সব শেষে তারা ধরল সুইডেনের পুরোনো ভাইকিংদের গান। ওদেশে সুকণ্ঠ এত বেশি—বিশেষ কোরাস গানে—!

নাটক শেষ হ'লে চলতে চলতে হেলেনা বলল: "কেমন লাগল বলো।"

মলয়ের ভালো লেগেছিল খুবই, কিন্তু বলল একটু হাতে রেখে। কারণ ছিল। হেলেনা আজই ট্রেনে আসতে আসতে আবার ব'লে ফেলেছিল যে, ভারতীয়রা একটু বেশি উচ্ছ্বাস ভালোবাসে।

—"কী চুপ যে?—লাগে নি ভালো?"

—"না না লেগেছে বৈ কি।"

হেলেনার মুখ ফের ম্লান হ'য়ে আসে। ও আর কিছু না ব'লে চলতে লাগল।

—"ও কি হেলেনা?—আবার?"

—"না না মলয়—আঃ কী যে ছাই হ'য়েছে পোড়া চোখদুটোতে—কেবলই কিছু একটা পড়বে—"

মলয় হেসে ফেলে: "চোখে যে কথার ধ্বনি বালি হ'য়ে পড়ে এ তো জানা ছিল না।"

হেলেনা রাগ করে: "তা জানা থাকবে কেন? তোমাদের জাতের জানা আছে শুধু এই যে মেয়েরা যদি কোনো কিছু মুখ ফ'স্কে ব'লে ফেলে তবে তার আর ক্ষমা নেই।"

—"কে বলল?"

—"সব কথাই কি বলতে হয় মলয়? ট্রেনে তোমাদের উচ্ছ্বাসী ব'লে ফেলেছি সেটা কি আর জন্মে কোনোদিন মুছবে ও পৌরুষদৃপ্ত মন থেকে?"

মলয় কী বলবে?

২০

বেরুল ওরা পার্ক থেকে।

—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছ হেলেনা? রক্সেন হ্রদে যাবে না?"

—"নাঃ।"

—"সে কি?"

—"চলো বাড়ি ফিরি।"

—"সে কি !!"

—"ভালো লাগবে না আজ নৌ-বিহার।"

—"আর ভালো লাগবে বাড়ি—এমন সোনার গোধূলিতে?"

আকাশের উপুড় পেয়ালা থেকে সোনার সুরা কিরণের ছদ্মবেশে পড়ছে ঝ'রে। রাঙা সূর্যের মশালে মেঘের ধূসর পিলশুজে একের পর এক দেয়ালির বাতি উঠছে জ্ব'লে।...

* * * * *

ওরা পৌছল বের্ত্সেল্যুস পার্কের সামনে। সামনেই ষ্ট্র্যাণ্ড-ভাগেন। জলে অগণ্য ষ্টীমার নৌকা নোঙর-করা। সবার সামনে স্টকহল্মের নূতন নাট্য-প্রেক্ষাগৃহ। মলয় মুগ্ধনেত্রে চেয়ে বলে: "কী সুন্দর!"

হেলেনা বক্রকটাক্ষে বলল: "তবু ভালো।"

—"কী ভালো?"

—"কিছুও ভালো আছে তাহ'লে আমাদের।"

—"তোমাদের তো সব কিছুই ভালো হেলেনা," মলয় হাসল, "খারাপটা একচেটে শুধু আমাদেরই।"

ওর ঠোঁট দুটি কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল: "আ—হা।"

—"নয়?" মলয় হাসে।

—"কবে বলেছি এমন কথা?"

—"সব কথাই মুখে বলবার দরকার করে কি?"

—"মানে, প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করেছি, এই তো?"

—"করো নি?"

—"কক্ষনো না। আমি কেবল বলেছি—মরুক গে।"

—"হাতটা ছাড়িয়ে নিলে কেন? না হয় বলোই নি মানলাম।"

—"সব সময়েই হাতে হাত দিয়ে চলতে হবে না কি?"

মলয়কে বাজল।...দুজনে চলে মুখ বুঁজে।

* * * * *

মোড়ের মাথায়।

হেলেনা থেমে ওর মুখের পানে বার বার তাকায়।

—"এখনো রাগ পড়ল না?"

—"রাগ ?"

মলয় এমন মুখের ভাব করে যেন ও হয় শুকদেব না হয় সেন্ট জেরোম।

—"পাগলামি কোরো না মলয়। হাত দাও।"

—"কাজ কি হেলেনা ?"

হেলেনা হেসে ফেলল: "বাবা রে বাবা—তবু রটল—অভিমানিনী মেয়েরাই! কী? পথেই হাঁটু গাড়তে হবে নাকি ?"

মলয়ের বিমুখ ভাব জল হ'য়ে গেল। খপ্ ক'রে ওর বাহু নিজের বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "শোধবোধ। চলো হ্রদে।"

—"ভালো লাগবে কি তোমার ?"

—"লাগবে গো লাগবে মানময়ী, চলো।"

কিন্তু মোটরবোট মিলল না। আজকের দিনে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে অনেকেই তরণীযোগে করেছে নিরুদ্দেশ-যাত্রা। আধ ঘণ্টাখানেক বাদে মিলবে, জানালো এক পুলিস।

হেলেনা ওর দিকে তাকাল: "কী করা যায় এ আধ-ঘণ্টা ?"

—"ঐ কাফেটাতে চলো একটু বরফ-কফি সেবন করা যাক! যে গরম!"

—"তাই চলো। ওখানে আজ খুব ভালো অর্কেস্ট্রা বাজবে। একটি ল্যাপ্ মেয়ে গাইবে সুইডেনের লোকসঙ্গীত।"

২১

ওরা বসল গিয়ে রাস্তার ধারে একটি টেবিল সামনে নিয়ে।

সুহাসিনী পরিচারিকা মিষ্টি সম্ভাষণ ক'রে এসে দাঁড়াল।

মলয় বলল: "দুটো বরফ-কফি, একটু টার্ট আর—আর এক্লেয়ার।"

পরিচারিকা আরো হেসে বিদায় নিল ঘাড় নেড়ে।

ওরা দুজনে শুনতে থাকে: একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা গাইছেন "গাম্‌লা স্‌ভেয়া"-র গান।*

—"কী দেশভক্ত তোমরা হেলেনা?—আ মরি মরি! কাফেতেও স্বদেশের জয়গান ?"—

* সনাতন সুইডেন।

হেলেনা রুখে উঠল : "দেশভক্তি ভালো নয় ?"

মলয়ের ব্যঙ্গের সুর তীব্র নিখাদ থেকে নেমে এল সটাং কোমল গান্ধারে : "ভালো মানি। কেবল বাড়াবাড়ি ব'লেও একটা জিনিষ নেই কি ?"

—"আছে, মুখের কথায়। গানে আর্টে বাড়াবাড়ি আবার কি ?"

—"বা রে বা ! যেন আবেগ আর্টের পর্যায়ে পড়তে না পড়তে—"

—"জানি কারোমিয়ো, জানি। আর্টের আবেগও যতক্ষণ না শুদ্ধ হয় ততক্ষণ তা আর্টের পাংক্তেয় হয় না—সবই জানি—কেবল একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।"

—"যথা ?"

—"আর্টের আবেগও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। দেশভক্তি যখন সুন্দর হয় তখন তার মধ্যে যেটা ফুটে ওঠে মর্মস্পর্শী হয়ে তার নাম স্বাজাত্যবোধ নয়—কেন না সে হয়ে দাঁড়ায় তখন প্রতীক।"

—"কিসের ?"

—"যে-মাটি আমাদের প্রাণ দিয়েছে আলো জ্বালিয়েছে রস জুগিয়েছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। মনে রেখো—আমরা জাত-কৃষাণ। মাটির প্রতি প্রীতি আমাদের মজ্জাগত। লক্ষ্য করেছিলে কি ওর গানের শেষে দর্শকদের মধ্যে অনেকেরই চোখ চিক চিক করছিল ?"

—"করেছি। তবু আমাদেরই বলা হয় উচ্ছ্বাসী—" মলয় হাসে।

—"চুপ। ঐ শোনো।"

ল্যাপ মহিলা গান শুরু করলেন ফের।

হেলেনা ওর কানে কানে বলল : "এ গানটির বিষয় হচ্ছে ঐতিহাসিক। সুইডেনের গর্বিতা রাণী সিগ্রিদকে নরওয়ের রাজা ওলাফ অপমান করেন একবার।"

—"কেন ?"

—"রাণী খৃষ্টান হতে চান নি ব'লে। অবমানিতা সম্রাজ্ঞী প্রতিজ্ঞা করলেন প্রতিশোধ নেবেনই। নিলেনও : স্ভোলডারের যুদ্ধে সুইডেন ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ডের মিলিত বাহিনীর বিপক্ষে ওলাফকে যুদ্ধে প্রাণ দিতে হ'ল।"

*　　*　　*　　*　　*

গান শেষ হ'ল।

—"এই নিয়ে গান ?"

হেলেনা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হ'ল : "ভালো লাগল না এমন সুর ?"

মলয় ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল : "সুর তো ভালো—কিন্তু গানের বিষয়বস্তু ?"

—"আমরা এসব বিষয়ে বড় স্পর্শকাতর যে।"

—"কী সব ?"

—"আমাদের রাজারাণীর সম্মান।"

—"সেটাও কি ভালো ?" মলয়ের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।

—"মানে ?"

—"রাজা-রাণীও কি প্রতীক নাকি কিছুর ?"

—"খানিকটা বৈ কি। আডল্‌ফাসের মেয়ে রাণী ক্রিসটিনার কাহিনী তো জানো ?"

হেলেনার প্রতিবাদে রোখালো সুরে ওর অনুতাপ ফিকে হ'য়ে আসছিল—একথায় ব'লে উঠল : "জানি হেলেনা—ইতিহাসে পড়েছি প্রেমার্থীকে আস্কারা দিয়ে কাছে ডেকে যখন দেখলেন বেচারা তাঁর প্রেমে প'ড়ে গেল তখন তাকে রাণী বললেন রাণীর পাণিপ্রার্থী হওয়ার সাজা হচ্ছে আজীবন কারাগার—একেও কি সমর্থন করতে হবে রাণীর মান রাখা হ'ল বলে ?"

"না মলয়," হেলেনা বলে এবার অনুতপ্ত কণ্ঠে, "তুমি জানো আমি রাণী ক্রিসটিনাকে কত ঘৃণা করি। তাঁর সবই ছিল অভিনয়। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে ভাবতে যে রাণী ক্রিসটিনা শেষটায় রাজ্য ছেড়ে জেসুইটদের পাল্লায় পড়ে ধার্মিক সাজলেন। তাঁর এ-অভিনয়ের কথা কল্পনা করতেও সত্যি আমার গা-র মধ্যে এখনো রি রি ক'রে ওঠে।"

মলয় আশ্বস্ত কণ্ঠে হেসে বলল : "তবে তাঁর একটি কথা আমার ভালো লাগে।"

—"কী ?"

—"সেই যখন শুচিবেয়ে রাণীকে ওরা মহোৎসবে এক নাটকের অভিনয় দেখাচ্ছিল তখন রাণী জনান্তিকে সহচরীকে বলেছিলেন না—যাহোক্,

আমার ধার্মিক নটীপনায় প্রহসনের উত্তরে এরা আমাকে অন্তত একটা নাটকও দেখালো। এ না করলে কি ওদের ধর্মে সইত?"

হেলেনা হেসে উঠল: "আর সেই যে বলেছিলেন সেটা আরও চমৎকার যে, ঈশ্বরের জন্যে আমি রাণীগিরি ছাড়ার এই যে জাঁকালো অভিনয় করলাম সে শুধু সে-বেচারি নেই ব'লেই—কেন না ঈশ্বর সত্যি থাকলে কে সাহস করত এত বড় ভণ্ডামি করতে?"

মলয়ও হেসে উঠল।

এখানে ওদের মিল আছে। এক ধরনের সিনিসিস্‌মে ওরা দুজনেই সাড়া দেয়।

সিনিক ক্রোধও মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় বৈ কি—ভাবে মলয়। মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কেবল এ-ও কি ঐ চঞ্চল প্রাণশক্তির খামখেয়ালি! —ভাবে একবার। আসে দ্বিধা।

২২

"ঐ বাঁদিকে কোণের টেবিলটায় যে আপোলোটি ব'সে রয়েছেন," বলে হেলেনা হঠাৎ ফিসফিস ক'রে, "দেখ তাকে—এখনি না কিন্তু খবর্দার—ও ভাববে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি ওর দিকে। একটু বাদে—এমনি দুচারটে কথার পরে—যেন আচম্‌কা তাকালে—এই ভাব আর কি।"

মলয় চোরা কটাক্ষ করে কিশোরটির পানে। পাশে একটি কিশোরী।

হেলেনাকে বলে: "সত্যিই আপোলো। কী সুন্দর গড়ন, মুখশ্রী!"

—"বলি নি?" বলে হেলেনা খুসিভরা মুখে।

—"যেন তোমারি হাতে-গড়া চীজ—এমনি ঢঙে বললে কথাটা!"

* * * *

আপোলোর কথায়-বার্তায় হাসিতে এমন এক সহজ রূপযৌবন ও প্রাণশক্তি ঝ'রে পড়ছে···

হেলেনা বলে: "আমার মা-র যৌবনেও তাঁর দেহে এই লাবণ্য ঝরত—নির্বাধ জীবনীশক্তির।"

—"তোমাদের দেশের এ-শক্তিকে প্রশংসা না ক'রেই পারা যায় না হেলেনা। প্রাণের হাওয়া—তরঙ্গ—কলরোল—রোধ করা যায় না যেন একে!"

হেলেনার মুখ খুসিতে ছল্‌কে ওঠে: "রোধ করতে আমরা তো চাই না মনাস্মি—বলি নি কাল?"

মলয় একথার উত্তর না দিয়ে শুধু বলে: "দর্শনীয় বস্তু বৈকি। কেবল —আপোলোর পাশে ভিনাস ডি মিলো নেই এইটুকুই যা চুক।"

হেলেনা হেসে বলল: "সে-চুক ওর নয়। তাকে তুমি দখল করেছ যে। কেবল খবর্দার!—ঠুঁটো ভিনাস নয় তাই ব'লে।"

মিনিট কয়েক বাদে আর একটি ছেলে আপোলোর পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত দিল। ইতিমধ্যে তার সঙ্গিনী কখন বিদায় নিয়েছিল মলয় বা হেলেনার চোখে পড়ে নি। দুজনেরই হাতে খাতাপত্র। নবাগতের হাতে একটা মোটা আলবাম। বোঝা যায় উপ্‌সালার ছাত্র এরা দুজনেই। দেখতে দেখতে ওরা খুব গল্পে মেতে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

আরও মিনিট পনের বাদে।

দুজনের কথাবার্তার পর্দা ঈষৎ চড়েছে, মুখের ভাবও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে যেন দু একটা কথা কানে পৌঁছয় থেকে থেকে।

—"কী জাত ওরা?" বলে হেলেনা।

—"সুইড নয় যখন—তখন রুষ না হ'য়ে যায় না।"

—"তাৎপর্য?" হেলেনার বাঁকা ভুরু আরো বেঁকে যায়।

—"অত জোরে কথা বলে তোমাদের সুইড ছাড়া আর কোন্ জাত?"

—"জানা আছে গো মৃদুভাষী, জানা আছে। তবু যদি তোমার কথার দাপটে আমাদের গাছের বুল্‌বুল্‌দের উড়ে যেতে স্বচক্ষে না দেখ্‌তাম।"

সুহাসিনী আরও কিছু এক্লেয়ার পরিবেশণ ক'রে যান।

হেলেনা নিবিষ্ট চিত্তে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল খানিক, পরে মলয়ের দিকে ঝুঁকে স্বর খুব মৃদু ক'রে বলল: "খুব গলাগলি ভাব ওদের, মনে হয় না?"

—"হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহও হয়।"

কথাটা ও বলেছিল এমনিই, ঈষৎ হেসে, যেমন চটুল ভাবে বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে

বিজ্ঞতা করে। কিন্তু হেলেনা কথাটাকে গম্ভীর ভাবে নিল, বলল : "কী সন্দেহ ?"

—"না এমন কিছু নয়।"

—"না বলো।"

মলয় হেসে টপ ক'রে বলল : "আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে হেলেনা 'যত হাসি তত কান্না।' তোমাদের দেশের প্রাণবন্ত বন্ধুদের গলাগলি ভাব তো।"

হেলেনা ভ্রূভঙ্গ ক'রে বলে : "অর্থাৎ ?"

—"বারুদের সঙ্গে দেশলাইয়ের কাঠির ভাব—খুব কাছাকাছি আসে ওরা মানতেই হবে বৈকি।"

—"আ—হা, যেন আমাদের মধ্যে বিস্ফোরণ লেগেই আছে।"

—"লেগেই না থাক্—ক্রমেই বাড়ছে—এ তোমাকে মানতেই হবে।"

—"না, মানি না। এক নাটুকেপনায় ছাড়া অবশ্য—"

—"দেখ দেখ—" ব'লে মলয় অস্ফুটে চিৎকার ক'রে উঠল।

হেলেনা চমকে তাকায় ওদের দিকে।

আলবামের মধ্যে একটা ছবি দেখেই আপোলো দাঁড়িয়ে ওঠে। স্বর ওদের দেখতে দেখতে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। কথার পিঠে কথায় নবাগত আপোলোকে মারে ঘুষি। আপোলো মাথা নিচু করতেই ঘুষিটা ফ'স্কে কেমন ক'রে টেবিলের একটা ফুলদানির উপর পড়ে। তৎক্ষণাৎ টেবিলটা যায় উলটে। নক্ষত্রবেগে আপোলো নবাগতের টুঁটি চেপে ধরে। নবাগতের হাতের কাছে ছিল একটা কাঁটা সে উঠিয়ে নিয়ে ওর মণিবন্ধে বিঁধিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে আপোলো পাশের টেবিল থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে আক্রমণ করে। হৈ হৈ ব্যাপার !···চক্ষের নিমেষে ঘটে গেল সব।···

পরে যা হবার : লোকারণ্য। কয়েকজন এসে দুজনকে দিল ছাড়িয়ে। তার পর মুহূর্তেই নবাগত গড়িয়ে মাটিতে প'ড়ে যায়—অচেতন। ছুরিটা তার ঘাড়ের কাছে বিঁধে গেছে—রক্ত বেরুচ্ছে ফিন্‌কি দিয়ে।···

তুমুল কাণ্ড !···চেঁচামেচি পুলিস—ডাক্তার···যথা পর্যায়ে।

পুলিস এসে মলয় ও হেলেনার নাম লিখে নিল—যদি সাক্ষীর দরকার হয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মলয়কে দিতে হয় নাম। নিষ্ক্রিয় দর্শক হবারও কর্মফল আছে এ-দেশে।

২৩

মলয় তৎক্ষণাৎ বিল চুকিয়ে দিয়ে বাহুলগ্না হেলেনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে দপ্ দপ্ করছে ওর। হেলেনার বক্ষস্থলও দ্রুত উঠছে নামছে উত্তেজনায়, মুখ তুষারের মতন শাদা!...

বেরিয়েই পেল ওরা মোটর বোট। এই মাত্র একটি তরুণ ও তরুণী নামল।

মলয় হাঁকল: "উপ্সালা।"

অভিবাদন ক'রে ছতরির ওধারে গিয়ে বসল কর্ণধার।

ওরা দুজনে বসল এধারে—আড়ালে।

*　　*　　*　　*

কতক্ষণ যে ওরা আনমনা হ'য়ে ছিল জানে না কেউই।

মোটরবোট চলেছে নক্ষত্রবেগে, মলয় বলেছিল শীঘ্র পৌছনো চাই। দুধারে কত বাড়ি কত বীথিকা জলে কত আলোর ঝিকিমিকি...আশে পাশে কত গণ্ডোলা কত মোটর বোট...কিন্তু কিছুই বুঝি ওদের নজরে পড়ছিল না আজ। একটা গর্ভাঙ্ক—অমনি সব গেছে বদলে।

*　　*　　*　　*

প্রথম হেলেনাই কথা কইল: "কী ভাবছ?"

মলয় চমকে হাসার চেষ্টা করে: "এমন কিছু নয় বিশেষ।"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে যেন আপন মনেই বলে: "কী অশান্ত আমাদের জীবন—সত্যি। এ-সভ্যতার সমুখের পাদপ্রদীপের পিছনে মস্ত একটা অন্ধকার আছে হাঁ ক'রে—অস্বীকার করার উপায় নেই।"

মলয় একটু চুপ করে থেকে বলে: "সেটা ঠিক তোমাদের সভ্যতার দোষ নয় হেলেনা।"

—"না মলয়। ওসব কথায় আজকাল কোনো সান্ত্বনাই পাই না আমি—আজ তো পাবই না।"

—"আজ তো পাবই না মানে?"

—"রেস্তর"া থেকে বেরুবার আগে পরিচারিকাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কথা বলছিলাম না? তখন শুনলাম সব।"

—"কী?"

—"কী আর? সেই পুরোনো ইতিহাস। একটি মেয়ের ছুটি প্রণয়ী। কেবল আপোলো জানত না যে তার বাগদত্তা নবাগতের মডেলও বটে, রক্ষিতাও বটে। নবাগত অজান্তে ওর আলবামে মেয়েটির নগ্ন ছবি আপোলোকে দেখিয়ে ইয়ার্কি করে। ফল যা হবার।—অভাবনীয়!"

—"শোচনীয় বলো—কিন্তু অভাবনীয় কেন?"

—"বললাম না—ওরা ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু যে।"

—"এ-সব ট্রাজিডি তো বন্ধুদের মধ্যেই ঘটে হেলেনা—অজানা অচেনাও আততায়ী হয় বটে, কিন্তু সে অন্য ধরনের ব্যাপার।"

—"তবু—"

—"শুনবে আমার এক প্রিয় বন্ধুর কাহিনী?"

হেলেনা সকৌতূহলে তাকায়: "এই ধরনের ট্রাজিডি?"

—"এতটা হয়ত না—কিন্তু তাই বা বলি কী ক'রে। চলো বলব আজ। আর শুধু তার কথাই নয় অবশ্য। যেটা বলা তার চেয়ে কঠিন।"

—"যাকে নিয়ে ট্রাজিডি?"

—"হ্যাঁ। বলব ভেবেছি কতদিন কিন্তু পারি নি।"

—"পাছে ভুল বুঝি এই ভয়ে?"

—"খানিকটা বৈ কি। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই নয়—সাহস পাই নি ব'লেও বটে।"

—"কেন?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "বুঝতে কি পারো না?"

হেলেনা চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বলল: "তুমি কি ভাবো—"

—"কী?"

—"মেয়েরা এসব ক্ষমা করতে পারে না?"

—"পারে। কেবল, যেখানে সত্যি ভালোবাসে—মানে, ক্ষণিক টান নয়।"

হেলেনা ওর হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে: "ছি মলয়। একথা তোমার কাছে আশা করি নি। এইটুকু চিনেছ আমাকে?"

মলয় ওর দিকে একটু তাকিয়ে রইল, পরে বলল বিষণ্ণ স্বরে: "হেলেনা, যখন দেখি নিজেকেই কত কম চিনি তখন যাকে ভালোবাসি তাকে চিনি ব'লে ভরসা পেতেও যে বাধে।"

হেলেনা ওর কাঁধে মাথা রাখে। মলয় ওর কটিবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে নেয়।

হেলেনা মৃদুস্বরে বলল: "আমাকে বিশ্বাস করলে ঠকবে না এটুকু ভরসাও কি তোমায় নেই মলয়?"

মলয় ওর কপালে চুম্বন করে: "দুদিন আগে সত্যিই ছিলনা যে।"

হেলেনা ওর কণ্ঠালিঙ্গন করে বলে: "ছিল মলয়। যদি চোখ থাকত তোমার তো বুঝতে প্রথম দিন থেকেই ছিল—যদিও অজান্তে।"

মলয়ের হৃদয় আবার সেই রোমাঞ্চে ভ'রে যায়…এত চেনা তবু অচেনা! শুধু একটা বেদনা জাগে…এক সময়ে ওর মনে হয়েছিল বৈকি যে য়ুমাও এমনি ভালোবেসেছিল।

মোটর বোট বাঁশি বাজায়।—ঐ এসে গেছে ওরা।…এত শীঘ্র!…

২৪

ওরা বাড়িতে পৌছতেই নোরা পাংশুমুখে বলল: "হেলেনা, স্টকহল্‌মের হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করেছিল খানিক আগে: কে এক রুষ যুবক সেখানে মারা গেছে, উপ্‌সালার ছাত্র। বুঝলাম না—"

হেলেনা স্তম্ভিত হ'য়ে মলয়ের মুখের দিকে তাকালো। মলয় নোরাকে বলল ব্যাপারটা। সে তো শুনে কেঁদেই ফেলল।

—"ও কী নোরা?" মলয় কী বলবে ভেবেই পায় না।

হেলেনা তাকে নিয়ে গেল ওপরে জড়িয়ে ধরে।

* * * * *

অন্যমনস্ক চরণে ও বাইরে এল। ঘরের মধ্যে ভালো লাগে না। রুষ ছেলেটির কথা মনে হয়। মনটা সব বুঝেও ব্যথিয়ে ওঠে!…

কে সে, কোত্থেকে এসেছিল—কোন্ এক মোহিনীর স্বৈরিণীর মোহে পড়ল—কী হল? চোখের পাতা না ফেলতে বিপ্লব ঘ'টে গেল! তবু লোকে বলে এ-যুগে বিপ্লব ঘটে না আর! প্রতি জীবনেই তো প্রতি মুহূর্তে ঘটছে

বিপ্লব! স্বপ্নভঙ্গের দরুন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অজান্তে যে ওলট-পালট হয় দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে—তার চেয়ে নিদারুণ বিপ্লব কী হতে পারে? কোন্ এক ক্ষণবল্লভা বিপ্লব ঘটালো অস্কারের জীবনে। সরলা পল্লীবালা নোরা বিপ্লব ঘটালো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। মলয় নিজে? ঘটায় নি বিপ্লব ম্যাকার্থির জীবনে? য়ুমার জীবনে? হয়ত ঘটাবে হেলেনার জীবনেও…কে বলতে পারে? আজ ওর মন বলছে—না না এবার ও পেয়েছে বন্দর অবশেষে… কিন্তু কোন্ মুহূর্তে ক্ষণিকে তুফান যে ওকে তটভ্রষ্ট করবে—কে বলতে পারে?…

সন্ধ্যা ন'টা—কিন্তু আকাশের আলোর নেশা একটুও কাটে নি। পশ্চিম দিগন্ত থেকে সবুজ নীলের আভা মিশে এক অপরূপ দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। অদূরে গির্জাটা ঠায় দেখছে যেন সে আলোর মেলা। সামনে অশ্রান্তকাকলি ফাইরিস নদী ব'য়ে চলেছে—কোন্ নিরুদ্দেশ-যাত্রায় কেউ কি জানে?…

মন ওর উদাস হ'য়ে যায় ফের। কী অপল্‌কা এই মানুষের মন!… খানিক আগেই না কণ্ঠলগ্না হেলেনার কবোষ্ণ নিশ্বাস-স্পর্শে মনে হয়েছিল জীবনের অবসাদ ওর দূর হয়ে গেছে! আর এখন? কয়েক মিনিটের মধ্যে ফের কী ওলট-পালট শুধু একটা টেলিফোনে!…

পিছনেই কার ছায়া? চমকে ওঠে: "কে?"

—"আমি, মলয়!"

—"নোরা! হঠাৎ?"

—"হেলেনা একটু অসুস্থ বোধ করছে—তাই জিজ্ঞাসা করতে এলাম—তোমার খাবার দেব কি?"

মলয় বলল: "খাবার থাক্। একটা কথা বলবে নোরা? ঐ রুগ্ন ছেলেটির অপঘাতে তোমরা দুজনেই এত বিচলিত হ'লে কেন?"

নোরা ওর দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল: "হেলেনা বলেনি তোমাকে!"

"কিছু বলেছে—আভাসে," ব'লেই একটু থেমে মলয় শুধায়: "আরো কিছু আছে নাকি—রহস্য জাতীয়?"

নোরা মুখ নিচু ক'রে বলে: "এমন কিছু গোপন কথা নয়। তবে এ ধরনের ঘটনা অতীতে ঘটলে মনের একটা কোথায় কেমন যেন ক্ষত মতন থাকে?—ঠিক ক্ষত নয়…দাগ বলাই ভালো…একটু দুর্বল হয়ে থাকে সে নরম জায়গাটা…হয়ত বোঝাতে পারছি না…" একটু থেমে: ব্যাপারটা এই:

"অস্কার ঠিক এমনি ভাবেই অনেকদিন আগে এক জনকে ছোরা মেরেছিল নিউইয়র্কে।"

—"তারপর?"

—"তারপর যে জাপানি মেয়ের জন্যে এই কাণ্ড সে-ই ভয় পেয়ে ওকে ছেড়ে যায় সেই রাতেই। মেয়েটির নাম হয়ত তুমি শুনে থাকবে—য়ুরোপে আমেরিকায় তার যা নামডাক—য়ুমা।"

—"য়ুমা!"

—"তাকে তুমি চেন?" নোরা বলে আশ্চর্য হয়ে।

—"চিবুকে একটি কালো তিল?"

—"হ্যাঁ। কেন?"

মলয় আত্ম সংবরণ করে বলে: "না কিছু না।" বুকের রক্তে এবার ওর তুফান জেগে উঠেছে। য়ুমা!! অস্কারের ঈপ্সিতা!!!

নোরা শুধু ওর হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে।

* * * *

মলয়ই ফের কথা কয় প্রথমে: "য়ু—সেই জাপানি মেয়েটিকে দেখেছ তুমি?"

—"স্টকহল্‌মে যখন নাচতে এসেছিল দেখতে গিয়েছিলাম তো সবাই।—আর বিশেষ ক'রে চোখে পড়ত চিবুকে ওর ঐ তিলটি—ইংরাজিতে যাকে বলে বিউটি স্পট।"

মলয় উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ—এমনিই। একটু বাদে আবার বসে। আবার তক্ষুনি উঠে পায়চারি করে।

নোরাও উঠে দাঁড়ায়…একটু ইতস্তত করে বলে: "আমি এখন যাই মলয়, হেলেনার হয়ত কিছু দরকার—"

—"একটা কথা কেবল—"

নোরা ফিরে প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তাকায়।

—"য়ুমাকে হেলেনা দেখেছিল?"

—"অনেকবার। য়ুমা এসেছিল উপসালায়ও যে। ছিল প্রায় এক সপ্তাহ। রোজ আসত বাবার কাছে—তাঁর নানা অলোচনা ওর বড্ড ভালো লাগত—বলত।"

—"প্রফেসরের কাছে? য়ুমা?"

—"হ্যাঁ। আমাদের এই বাড়িতেই। ও নানা প্রশ্ন করত বাবাকে।"

মলয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নোরা ওর বাহুমূল স্পর্শ করে। মলয় চমকে ওঠে।

নোরা বলে: "ক্ষমা করো মলয়। কিন্তু না ব'লে আমি পারছি না। —আমি—আমি জানি শিক্ষিতদের মধ্যে এর নাম অনধিকার চর্চা…তবু… আমি তো শিক্ষিতা নই…অর্থাৎ মানে, য়ুমার সম্বন্ধে সব কথাই বোলো হেলেনাকে—কিছুই গোপন না ক'রে। আর—"

—"থামলে যে?"

—"বলতে যাচ্ছিলাম—যদিও বললে যে অমৃত ফল ফলবেই এমন কথা কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না। তবু—" ব'লে নোরা থেমে ওর দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলে—"আমার মনে হয়—জীবনকে আমরা বড় বেশি ভেবেচিন্তে বুঝতে গিয়েই জটিল মিথ্যার ফাঁদে পড়ি।"

মলয় বিস্মিত হ'য়ে তাকায় ওর পানে।

নোরা টপ ক'রে বলে মৃদু হেসে: "ভাবছ পাড়াগেঁয়ে মেয়েও এত প্রগলভা হয়!…না?"

মলয় নরম স্বরে বলে: "না নোরা, ভাবছিলাম আমি…হয়ত বুদ্ধির ফেরে প'ড়েই মানুষ এত ঘুরে মরে, কে জানে?—কেবল, একথা তোমার মুখে এমন স্বরে বেজে উঠতে পারে ভাবি নি…স্বীকার করছি…সরল ভাবেই।"

নোরার মুখে ফুটে ওঠে ম্লান হাসি, উত্তর দিতে যাবে এমন সময়ে হঠাৎ সামনে হেলেনার ঘরে আলো জ্বলে উঠল। নোরা বলল: "চললাম মলয়। —শুধু কথা দাও 'উপদেশ' ভাববে না এ সব?"

মলয় ওর দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে গাঢ় স্বরে বলে: "নোরা, হেলেনাকে যে এত ভালবাসে তার কথা আমি উপদেশ ভাবতে পারি?"

—"ভগবান তোমাদের সুখী করুন মলয়, শুভরাত্রি।"

ওর চোখে জল চিক চিক করে।…

—"শুভরাত্রি নোরা: না, একটা কথা শুধু। হয়ত আশ্চর্য লাগবে তোমার। তবু এ সত্য যে তোমার 'উপদেশ' আমাকে বিঁধেছে ঠিক সময়েই। আমার অনেক আগেই উচিত ছিল হেলেনাকে য়ুমার কথা বলা।"

২৫

মলয় একলা অনেকক্ষণ পায়চারি করে বাগানে।···একে সুইডেনের গোধূলি তার ওপর সামনে বাঁকা চাঁদ।···সামনের গোলাপ কুঞ্জ থেকে মৃদু উষ্ণ গন্ধ আসছে ভেসে। নিঃসঙ্গ কুঞ্জ! একটা বুলবুল ডাকে···তারই বা সাথী কই! ঐ সামনে নদীর রূপালি লহরী চলেছে কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায়··· ওরই বা দোসর কই এ নিরালা লগ্নে? ভাবতে-ভাবতে ও বসে একটি বেঞ্চিতে।

নোরার কথা কেবলই মনে হয়।···ওই কি কম একলা? কিন্তু তাই হয়ত এত মিষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে—এত সরল···সত্যে এমন সহজ মতি! তবু ওকে তো এতদিন সে অশিক্ষিতাই মনে ক'রে এসেছে। যতই ভদ্রতা করুক না কেন······মনে হয়নি তো কখনো যে ও ঠিক সুকুমারী হেলেনার সখী সহচরী। মানুষের শ্রেণীজ্ঞান কী প্রবল! অথচ এই অশিক্ষিতা মেয়েটিই কিনা ওর বিবেককে জাগিয়ে দিল। নইলে হয়ত মলয় হেলেনার কাছে য়ুমার কথা তুলতে ভরসাই পেত না—কে জানে?

হঠাৎ ও পিছনে পায়ের শব্দে চমকে ওঠে: "কে?"

—"আমি মলয়!"

—"হেলেনা?" ও উঠে দাঁড়ায় আশ্চর্য হ'য়ে।

—"হ্যাঁ, ঘুম হ'লনা। তাই ভাবলাম গল্প করি।"

—"কিন্তু শরীর—"

—"এখন খুব ভাল লাগছে মলয়, ভেবোনা। নোরা একটু কফি ক'রে দিল। খেয়ে বেশ সুস্থ লাগছে। তাছাড়া—"

—"কী?"

—"তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে করল।"

ও বসল মলয়ের পাশে: "আর একটু পাশ ঘেঁষে বসলেই বা।"

মলয় ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে হেসে বলল। "ব্যাপার কী?"

—"নোরা বলল যেসব কথা···"

মলয় হাসল কোমল হাসি : "ধরা পড়ে গেলে হেলেনা। বললেই হ'ত—এসেছি—গল্প করতে নয়—শুনতে।"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লে : "না শুধু গল্প শুনতেই নয়—সব আগে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে।"

—"কী ?"

—"ভাবছিলাম···জীবনে হয়ত সবই যোগাযোগ—তবু যে-য়ুমা এ'ল অম্বারের জীবনপথে সে য়ুমা এ'ল কিনা তোমারো জীবনে !"

মলয় একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল : "আমার জীবনে ঠিক ও ভাবে আসেনি কিন্তু।"

হেলেনা সতৃষ্ণ নয়নে ওর চোখের পানে তাকিয়ে বলল : "সত্যি কথা ?"

মলয় কুণ্ঠিত স্বরে বলে : "না—অর্ধ-সত্য—কবুল করছি। কিন্তু আজ বলবই বলব ষোলো আনা সত্য—কিছুই গোপন না ক'রে। নোরা ঠিকই বলেছে—আমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল।"

হেলেনা তাকায় ওর চোখের দিকে : "পারবে ?"

"পারব হেলেনা। আর কেন পারব শুনবে ?—তোমাকে সত্যি পেতে চাই ব'লে।"

হেলেনা ওর কাঁধে মাথা রাখে।

২৩

মলয় বলে : "য়ুমার সম্বন্ধে সব কথা বলতে হ'লে একটু পিছিয়ে যেতে হবে, বলতে হবে আমার এক প্রিয় বন্ধুর কথা। তার নাম ম্যকার্থি—কিন্তু না, যথপর্যায়েই বলি, শোনো।

"তোমাকে বলেছি আমি ধনী পিতার একমাত্র বিলাসী পুত্র। একথাও বলেছি যে আজন্ম সবাইকার আদরে ও প্রশ্রয়ে মানুষ আমি। এ ও আশা করি অকপটেই স্বীকার করেছি যে, এযাবৎ জীবন সম্বন্ধে কোনো গুরুতর দায়িত্ব জ্ঞানই আমার ছিল না ?"

হেলেনা হাসে : "করেছ। নিজেকে নানা ভাবে নিন্দা ক'রে যে এক ধরনের গর্বের খোরাক মেলে একথা কানেই শুনেছিলাম—তোমার মধ্যে তাকে প্রথম চোখে দেখি।"

মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলে: "য়ুরোপে আমি এসেছিলাম ঠিক কী চেয়ে—মাঝে মাঝে ভাবি। দেশ দেখতে? বেড়াতে! পড়াশুনো করতে? না তো।"

—"তবে?"

—"ভেবে পাইনা। স্বদেশ আমার খুবই ভালো লাগত। জাহাজে চ'ড়ে ফেরার ইচ্ছা হয় প্রবল। অক্সফোর্ডে ভর্তি হ'য়ে প্রথম তিনমাস যা কষ্ট পেয়েছিলাম বোধকরি নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনায়ও তেমন কষ্ট পাননি। এটা কিন্তু গর্ব নয় হেলেনা, এ জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত—বিশ্বাস কোরো।"

—"করছি গো করছি, বলো", হেলেনা হাসে।

—"তবে একটা তাগিদ ছিল আমার আন্তরিক; বিদেশী বিদেশিনীকে কাছ থেকে দেখা—তথা জানা।—না, এ-ও ঠিক বর্ণনা হোল না—বিদেশী বিদেশিনীকে শুধু জানাও নয়—চেনা, কাছে পাওয়া। জ্ঞান আমার কাছে অনাবশ্যক বলি না—কিন্তু গৌণ রসই আমার কাছে মুখ্য—আজ ব'লে নয় বরাবর। তাই তথ্যগত জ্ঞানের চেয়ে রসের ঘনিষ্ঠতাই চিরদিন আমার কাছে কাম্য হয়ে এসেছে।"

—"সাধু মলয়! কেন না তোমার সম্বন্ধে আমার মনের রায়ও এইই বটে।"

মলয় হাসল: "ধন্যবাদ। কেন না এটুকু বেশ সহজে মেনে নিতে পারলে পিঠপিঠ এটুকু বুঝতেও তোমার বাধবে না যে এ হেন আমি যে এখানে এসে পড়াশুনো বিশেষ করব না এ ধরা কথা। অক্সফোর্ডে সাহিত্য নিয়ে প্রায় ফেল মারি আর কি। যাহোক কোনো মতে মান রেখে চম্পট—পারিসে।

"সেখানে কিছুদিন শিখলাম ফরাসি ভাষা—সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তার পর যথাকালে পরীক্ষার ঠিক আগেই উধাও—বার্লিনে। সেখানে জর্মন ভাষায় দিগগজ পণ্ডিত হয়ে উঠলাম।" ব'লে মলয় হাসে ফের। তার পরে গম্ভীর হয়ে বলে: "নম্রতা করা বৃথা তোমার কাছে—ভাষার ওপর আমার একটা সহজ দখল ছিল, বিদ্যুদ্বেগে শিখতে পারতাম।"

—"বিদ্যুতের ব্যাটারি জোগাত কে?"

—"দুটো বিশ্বাস: প্রথম ম্যাকার্থির কথা যে, একটা নতুন ভাষা শেখা হ'ল প্রাণের একটা নতুন পাখা গজানো, দ্বিতীয়—ভাষা হ'ল বিদেশী বিদেশিনীর প্রাণের অন্তঃপুরের চাবি।"

—"ম্যাকার্থির সঙ্গে তোমার আলাপ হয় কোথায় ?"

—"বার্লিনে। সে ছিল আইরিশ—শিন ফেন। বার্লিনে সে পড়ত দর্শন। তার পাল্লায় প'ড়েই আমি দর্শনের ক্লাসে ভর্তি হই ও বুদ্ধির লকড়ি খেলায় অলস বুদ্ধিজীবীদের মত আমোদ পেতে শিখি।"

"তার সঙ্গে বেড়াতামও খুব। সে ছিল যেমন মজলিশি তেমনি বিচক্ষণ। তাছাড়া জাতে আইরিশ—স্নেহ তার উঠত হৃদয় থেকে—প্রায় artesian well এর মতন।"

—"জর্মনিতে সে দর্শন পড়তে গিয়েছিল কেন ?"

—"জ্ঞানের স্পৃহা ছিল তার গভীর। তাছাড়া তার মা ছিল জর্মন। তাই বিধবা হবার পর বার্লিনেই থাকতেন।"

—"ও।"

—"কিন্তু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সব চেয়ে বড় ভিত্তি ছিল দর্শন নয়—সাহিত্য।"

—"সাহিত্য ?"

—"হ্যাঁ। সে ছিল সত্যি কবি, তার ওপর ঔপন্যাসিক। উপন্যাস লিখতে শেখায় আমাকে সে-ই। তারই উৎসাহে আমি আবিষ্কার করি যে মিথ্যে গল্প লেখায় সত্য আমোদ আছে।

"তাকে আমার ছোট ছোট গল্প ইংরিজিতে তর্জমা ক'রে শোনাতাম। আমাদের দেশের জীবনের ধরনধারণ—কে জানে কেন—তার ভালো লাগত। কিন্তু থাক সে-কথা। তার কথাই বলি। সে প্রায়ই বলত আমাকে যে, আমাদের দেশের পরাধীনতার কথা শুনে তাদের জন্মভূমি আয়র্লণ্ডের কথা তার মনে হয়। আমরা যে তাদের সমদুঃখী। তখনো আয়র্লণ্ড স্বাধীন হয় নি—ব'লে রাখা দরকার। বলত : আমাদের জীবনের অন্তঃপুরের কথা এদেশে আর্টের রসে রসিয়ে, গল্পের মশলা দিয়ে রেঁধে য়ুরোপীয়দের পাতে পরিবেষণ করলে একটা মস্ত কাজ করা হবে। কারণ—বলত সে—আর্টের মাধ্যমেই মানুষ মানুষের সত্যি কাছে আসে।

"এ তার মুখের কথা ছিল না : সে সত্যই বিশ্বাস করত ম্যারেটের কথা যে real progress is progress in charity, তাই সে কেবলই এই মন্ত্র জপত যে সৌভ্রাত্রের পথেই আন্তর্জাতিকতার হবে নবজন্ম—আর সেই জন্মের নবারুণেই সব ভুলবোঝা ও হিংসাদ্বেষের ছায়া যাবে স'রে। বলত : যারা

বলে যে এ ধরনের বড় বড় কথা শুধুই কথা তারা বিজ্ঞ নয়—তারাই হ'ল অজ্ঞের শিরোমণি—কেন না তারা জানে না যে আজ যা শুধু কথা কথা কথা—কাল তা-ই হয় বাস্তব, আজ যা ভাবি কাল তা করি—আজ যার স্বপন দেখি কাল তাকেই চাক্ষুষ করি। তাই সে প্রায়ই বলত: হোক্ না কেন আমাদের, ভারতীয়দের, জীবন দুঃখে দৈন্যে ভরা—দুঃখের দৈন্যের ছবি যখন আর্টে ফুটে ওঠে কেবল তখনই তা সার্থক হয়—শোক তাপের কোঠা থেকে রসের কোঠায় কৌলীন্য লাভ ক'রে।"

—"তারপর?"

"আমরা থাকতাম শার্লতেনবুর্গে একটা ফ্লাটে। এত ভাব ছিল আমাদের যে পড়াশুনো করতাম প্রায়ই এক টেবিলে ব'সে। কত সময়ে দর্শনকে ধামাচাপা দিয়ে তমুল তর্ক—সাহিত্য নিয়ে, জীবন নিয়ে। কখনো বা স্রষ্টার মেজাজ ভর করলে এক একটা গল্প বলতাম বা শোনাতাম পাণ্ডুলিপিতে: সে তার প্লট সম্বন্ধে দিত নানা ইঙ্গিত—এখানে ভঙ্গিটা বদলাতে, সেখানে উচ্ছ্বাসটা কমাতে, ওখানে রেটরিকটার চেকনাই আর একটু চিকিয়ে তুলতে। আর এমন দরদের সঙ্গে করত যে গায়ে বাজত না। সে বলত প্রায়ই: 'মলয় এদেশে ওভাবে বললে ঠিক মানাবে না—কিন্তু বলছি না যে তোমাদের দেশের পক্ষে এ-ঢঙ সুষ্ঠু নয়।' কখনো বলত: 'তোমাদের নানা অনুভবেরই ভঙ্গি বড় চমৎকার! আমাদের কাছে বৈদেশিক লাগে ব'লে আরো চমৎকার। কিন্তু তবু কি জানো মনামি, প্রতি ভাষার একটা নিজস্ব মেজাজ আছে। কেমন জানো? একটি মেয়ে, যখন তার অরুচিকর পাণিপ্রার্থীর কাছে যায়—যায় তার নিজের রূঢ়তা বা সাবধানতা নিয়ে কিন্তু যখন সে যায় কারুর পাণিপ্রার্থিনী হ'য়ে তখন সে নিজেকে খানিকটা বল্লভের মেজাজমাফিক গ'ড়ে না নিয়েই পারে না। তাই তো এত ভারতীয়ের ইংরেজি লেখা প্রকাশক-স্বয়ম্বরাদের মন টানতে পারে না। ইংরেজি ভাষার মাল্যসভায় তোমরা আসো নিজের নিজের উগ্র বৈশিষ্ট্যকে একটুও মোলায়েম না ক'রে। প্রেমের নির্বাচন পেতে হ'লে কিছু ছাড়তে হয়!"

হেলেনা প্রীতকণ্ঠে বলল: "তার কথার বাঁধুনি ছিল বৈকি!"

—"তা আর ব'লে! কেবল এখানেও তার মধ্যে একটা স্বতোবিরোধ ছিল।"

—"স্বতোবিরোধ?"

—"আত্মবিরোধ আর কি। ইংরেজিতে যাকে বলে সফিস্‌টিকেটেড মানুষ সে ছিল তাই। এমন জটিল উল্টোপাল্টা প্রবৃত্তির জটলা আমি দুটি দেখি নি। প্রতি কথা ব'লে সে চাইত নিজের কথার পানে, আর ওজন করত শুধু বাণীকে না, বক্তাকেও, বলার ভঙ্গিকেও।—কিন্তু এসব কি তোমার ভালো লাগছে?"

হেলেনা ঠাট্টার সুর ধরল: "এ-যুগে কি সরল কেউ থাকতে পারে—শিক্ষার গোলোকধাঁধায় পড়লে? না, সরলতার ছবি বেশিক্ষণ সইতে পারে? মানুষ জটিলতার স্বাদ পেলে নির্বিরোধী সরলতায় কি আর মজতে পারে? না—সংক্ষেপ করতে পারবে না। আমি অন্তত এস্থীট নই জানো—সব জড়িয়ে মানুষকে জানতে চিনতে আমার কাছে ধাঁধা লাগলেও ভালো লাগে—যারা অনিবার্যতার দোহাই দিয়ে তাকে কেটেছেঁটে মুখরোচক ক'রে পরিবেষণ করার উকীল তাদের সঙ্কীর্ণ আর্টিষ্টিক ওকালতিই আমি বরদাস্ত করতে পারি নে।"

মলয় খুসি হয়ে বলল: "ঠিক এই কথাই ম্যাকও বলত। ক্ষমা কোরো নিজের কথা বলছি ব'লে—সে প্রায়ই বলত: তোমার গল্পের টেকনিকে নানা দোষ আছে মলয়, কিন্তু তবু তোমার ভাবভঙ্গি আমার এত বেশি ভালো লাগে কেন না তোমার মধ্যে যে ধারা সেটি এস্থেটিক ধারা নয়। তোমার গল্পে ফুটে ওঠে তোমাদের অন্তর্জগৎ তোমাদের অন্তর্মুখিতার মাদকতা নিয়ে, হেঁয়ালি নিয়ে, আবেশ নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে। য়ুরোপের গাল্লিক আর্ট নিজের সমাধি রচনা করেছে ভাব ছেড়ে শুধু তুচ্ছতা-সর্বস্ব রূপ-সর্বস্ব হ'তে চেয়ে—আধারকে ফোটানো ছেড়ে শুধু খেলনার মেলা সাজিয়ে—মন-প্রাণ-হৃদয়ের অতল তলের মণি-মাণিক ছেড়ে চেকনাই চিকিয়ে তুলতে চেয়ে।"

হেলেনা বলল: "খুব ঠিক কথা। বাবাও প্রায়ই বলেন এই কথা, জানো? বলেন: য়ুরোপের শিল্প কাব্য দার্শনিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মজেছে—হারিয়েছে ভবিষ্যৎ সস্তা নগদ বিদায়ের লোভে। তাই তো এ-যুগে গভীর সব কিছুই অবজ্ঞাত—যার ফলে আর্টের রূপসর্বস্বতা নিয়ে এত মাতামাতি—শুধু যেটুকু বহির্বস্তু হয়ে গ'ড়ে উঠল তাই নিয়েই মানুষের ঔৎসুক্য—যত কিছু অন্তরের রহস্য ফুটতে চাইছে তাকে দর্শন ব'লে করা হয়েছে জাতে ঠেলা।"

মলয় বলল: "ম্যাকও বলত এই কথাই অন্যভাবে। বলত: মলয়, য়ুরোপে আর যার সঙ্গেই মেশো এই সব কবি শিল্পীর সঙ্গে মিশোনা,

মিশোনা, মিশোনা। তাদের দান ফুরিয়ে গেছে। তাই এক সময়ে তাদের বাণী মানুষের ললিত সৃষ্টির সহায় ছিল একথা মেনে নিয়েও বলা চলে যে, এখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নব সৃষ্টির অন্তরায়: কেন না এখন মানুষের যে-গভীরতর চেতনা চাইছে রূপলোকে মূর্ত হ'তে, সে-চেতনাকে তাদের একপেশো এস্থেটিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ধরা যেতেই পারে না।"

—"এত ভালো লাগল এ-কথাগুলো মলয়! জানো, আমি য়ুরোপের সাহিত্যিকদের রসসাহিত্য পড়া ছেড়ে দিয়েছিই এই জন্যে। ভয়ের তাদের অন্ত নেই অন্তরাত্মার কোনো গভীর সত্য প্রকাশ করতে: পাছে লোকে হাসে। যে-জাত হাসির ভয়ে অন্তরের উজ্জ্বল নিবিড় আকূতিদের কণ্ঠরোধ করে সে-জাত বাইরে যতই হাঁকডাক করুক না কেন ভিতরে দেউলে জেনো। আর এইজন্যেই না আমাদের বাস্তবী তুচ্ছতা-সম্বল ঔপন্যাসিকদের দিন এসেছে ফুরিয়ে।"

—"ম্যাকও বলত এই কথা হেলেনা আশ্চর্য! বলত: 'মলয়, আমাদের আশা এখন এশিয়ায়—শুধু তার ধর্মের বা আধ্যাত্মিকতার জন্যেই নয়—তার আর্টের জন্যেও, কাব্যের জন্যেও। আমরা রূপ রূপ ক'রে হ'য়ে পড়েছি সহজ পথের পথিক। আনন্দের নামে চাই উত্তেজনার আমোদ, দর্শনের নামে চাই সিনিসিস্‌মের আত্মপ্রসাদ। আর্টের নামে চাই সস্তা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়বিলাস। তাই আমরা ভুলতে বসেছি যে, সব বড় রসই তপস্যার অপেক্ষা রাখে। জীবনের গভীর অনুভবের স্ফুরণকে যারা দর্শন ব'লে শিল্পে অস্পৃশ্য ক'রে রাখে তারা ভুলে যায় এই সাদা কথাটা যে অন্য সব বস্তুর ম'ত রসেরও আছে নানা স্তর, নানা ছন্দ, নানা হিল্লোল। যে-লোক শুধু দেহ-সুখের রস পায় তার কাছে প্রাণের রস দুর্বোধ্য। যে-লোক শুধু প্রাণশক্তির নাট্যরঙ্গেই রস পেয়েছে সে প্রায়ই টের পায় না কেমন ক'রে শুদ্ধ বুদ্ধির চর্চায়ও অন্তরে আনন্দের শিহরণ জাগে। আবার যে-লোক দেহ-মন-প্রাণকেই একান্ত ক'রে জানে সে এ-সবের অতীত লোকের কোনো গভীর আধ্যাত্মিক রসের কথা শুনতে না শুনতে ক্ষেপে ওঠে, বলে: এ তো রস নয়, এ দর্শন, এ ভাব, এ তত্ত্বকথা, এ অমুক, এ তমুক। গল্পে উপন্যাসে এ-সত্য যেমন ধরা পড়ে তেমন আর কিছুতেই পড়ে না। অতীত যুগের গল্পের বিকাশে কয়েকটা নীতি মেনে চলা হয়েছিল—তার দরকার ছিল ব'লে। অতএব এ-যুগের সব গল্পকেও গল্পোত্তীর্ণ হ'তে হবে সেই একই পথে। রূপকে রাখতে

হবে ডিক্টেটর, তাতে ভাবের গঙ্গাযাত্রা হয় হ'লই বা—কী যায় আসে? অতি তুচ্ছ অতি নোংরা অতি গড়পড়তা এদেরই ফুটিয়ে দেখাতে হবে এ-ই হ'ল আর্টের ব্রহ্মানন্দ। দুরদৃষ্ট ব্রহ্মের—যে তাঁর এমন সব পুজারী আজকের দিনে কয়েকটা কোড-ডগমার ঝাণ্ডা নিয়ে দাপাদাপি ক'রে সব গভীর সত্যের পরম সুরকে দিচ্ছে জাহান্নমে।'

"বলতে বলতে তার চোখে জ্ব'লে উঠত একটা নতুন আভা। সে সময়ে সময়ে কথার ঝোঁকে এতই উত্তেজিত হ'য়ে উঠত যে, এসব বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি শুরু ক'রে দিত, আর অনর্গল উদ্গীরণ করত তার নব আর্টের নবতম থিওরি, যাচাই করার নব প্রণালী, ভাবের রূপের নব সমন্বয়-তত্ত্ব, আর সবের পিছনে ছিল তার এই কথা যে, শুধু রূপকার হ'লে শিল্পীর মুক্তি নৈব নৈব চ, রূপের সুষমা হাজার অনবদ্য হোক না কেন। বলত: 'অতীতের আর্টিষ্টদের এই রূপগত পার্ফেকশনের আদর্শকেও ভাবী-কালের আর্টিষ্টের কাজে লাগাতে হবে গভীর ভাবের প্রোজ্জ্বল প্রকাশে। তাদের মনে রাখতেই হবে যে, বহির্বিলাসের রস হাজার উপাদেয় হোক না কেন—ক্ষণজীবী। সভ্য মানুষ হবে ক্রমে একাধারে ধ্যানী, কবি ও অনাবিষ্ট দার্শনিক।' ব'লে সময়ে সময়ে আমার কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বলত: "আর এ-সমন্বয় হবে শুধু তাদের দিয়ে যারা য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির মোহ কাটিয়েছে—যারা নয় সহজ পথের পথিক—যারা আমাদের বাইরের জীবনকে দেখতে শিখেছে অন্তর্জীবনের বিকাশের ক্ষেত্র—খেলার ময়দান হিসেবে।"

ক্রিং ক্রিং ক্রিং···

হেলেনা উঠে টেলিফোন ধরে।

—"বাবা!—"

*

—"অস্কার?"

*

—"কালমারে?"

*

—"নিশ্চয়ই।"

ওর মুখ আরো ফ্যাকাশে দেখায়:

"এখন কেমন আছ তুমি ?"

*   *   *   *

"কিছু ব্যস্ত হয়ো না বাবা—"ব'লে ম্যান্টেলপিসের উপরে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল : "এখন দশটা—বারটায় ট্রেন বললে না ?"

"ঢের সময় আছে। আমি নোরাকে নিয়ে এখনই রওনা হচ্ছি। কাল দুপুরের মধ্যেই আশাকরি দেখা হবে। কিছু ভেবো না বাবা, শুধু আজ ভাল ক'রে ঘুমুতে চেষ্টা করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর অস্কারের জন্য ভেবো না লক্ষ্মীটি! কেমন ?"

*   *   *   *

"হ্যাঁ হ্যাঁ জাহাজে ক'রেই ওকে নিয়ে আসব আমরা কালমারে—ভুল হবে না—ভেবো না।"

*   *   *   *

"মলয় ? এখানেই আছে, কথা বলবে ?"

মলয় উঠে হেলেনার হাত থেকে টেলিফোন নেয় :

—"কে প্রফেসর ?"

—"হ্যাঁ মলয়। আমার আজ বিকেল থেকে বড্ড মথা ঘুরছে। অস্কারকে নিয়ে যেতে চাই কালমারে। তুমি যদি এ বিষয়ে একটু—অর্থাৎ যদি কষ্ট না হয়—"

—"এ সময়েও লৌকিকতা প্রফেসর ?"

—"না না—আর করব না। শোনো—তা হ'লে আমি বলি কি—তুমিই যদি আসো এখানে—তা হ'লে সব চেয়ে ভালো হয়।"

—"হেলেনারা ?"

—"ওরা যাক কালমারে সোজা। তুমি আমি আর অস্কার এখান থেকে সোজা জাহাজে ক'রে পৌঁছব সেখানে—ওরা সব গুছিয়ে রাখুক সেখানে—স্টকহল্ম থেকে একজন ডাক্তারকে ওরাই তলব করুক। কী বলো ?"

—"এ বেশ ব্যবস্থা প্রফেসর। আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি। যদি সুবিধা হয় তবে স্টকহল্‌ম থেকে এরোপ্লেনেই রওনা হ'ব, তাহ'লে বোধহয় রাত দুটো তিনটে নাগাদ পৌঁছব ক্রিসটিয়ানিয়াতে। নইলে ট্রেনে বোধহয় কাল দুপুর নাগাদ পৌঁছব ওখানে।"

—"কী বলব তোমাকে মলয়? এ সময়ে তুমি না থাকলে—" বৃদ্ধের স্বর কেঁপে ওঠে আবার।

—"ও সব বলছেন কেন প্রফেসর? আপনাদের কাছে যা পেয়েছি—"

—"আচ্ছা আচ্ছা—তাহ'লে হেলেনাকে বোলো—আমার মাথাটা ফের ঘুরে উঠল—শুভরাত্রি।"

—"শুভরাত্রি প্রফেসর!"

২৭

অভাবনীয় বৈ কি! কে ভেবেছিল সকালে যে আজই রাত একটায় ও এয়ারোপ্লেনে চ'ড়ে ছুটবে?···

কানে ছিপি এঁটে দেখে ও নিচু পানে। শুভ্র রাত। এতক্ষণে অন্ধকার নেমেছে একটু। চাঁদের চাপা আলো করেছে তার ক্ষতিপূরণ। ···কী সুন্দর!

হূ—হূ—

নিচে জলের ওপর গাছগুলো কেমন যেন জমাট ছায়ার মতন দেখায়। ···চাঁদের আলো ম্লান রূপালি ঝিকিমিকি টানছে লক্ষ লহরীর 'পরে।··· ওদের মনে তবু যেন দ্বিধা রয়েছে: ঢেউগুলি এখন দিনের আলোয়ই বেশি সাড়া দিচ্ছে, না, চাঁদের আলোয়? এতক্ষণ গোধূলির আলো থাকে এ অন্য কোনো দেশে দেখে নি মলয়। তাই আরও নেশা জাগে। রাত ও দিনের ব্যবস্থা এদেশে বদলে গেছে। তাই রাত একটায়ও দিন। খানিক আগে আর একটু ঘোরালো ছিল···এরই মধ্যে ফের নবোদয়ের আভা। বারটার আগে ছিল অস্ত-আভা। একটা রাত পেরুতে না পেরুতে ঐ—নতুন সকাল!···অথচ দুয়ের মধ্যে কোনো স্পষ্ট তীক্ষ্ণ সীমারেখা নেই। কিন্তু অভ্যাসে কই এ উলটো আঁলোর দেশের কথা ওর তো মনেও হয় না আজকাল! আজ এয়ারোপ্লেনে চ'ড়ে মনে হ'ল ফের!···

হূ—হূ—হূ—

হঠাৎ নামে এয়ারোপ্লেনটা এক দমকে।···কী যে দোলে। ওর মাথার মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে।

আশেপাশে কয়েকটি সহযাত্রী মুখের কাছে ঠোঙা নিয়ে ব'সে। কুৎসিত দৃশ্য! এবার মলয়েরও মাথা ঘুরতে থাকে। উঃ কী দুলছে এয়ারোপ্লেনটা! ···কেন সে এল না ট্রেনে! ট্রেন কত বেশি ভালো। এয়ারোপ্লেনকে যে মানুষ কী ক'রে ভালোবাসতে পারে! বন্ধ ক্যাবিন—সব জানালা আঁটা। কানে ছিপি...নইলে যে শব্দ—! উঃ···ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘর্—জঠরের অন্ত্রে লাগে তাদের ঘর্ঘরধ্বনির ঝাঁকুনি।...নিচের দৃশ্য অত সুন্দর···তবু তাকাবার জো আছে? উঃ মাথাটা কী ঘুরছে! এ-বাহনে কোন্ মূর্খ চাপে সখ ক'রে?

আকাশের সঙ্গে পাখি সই পাতিয়েছে...কিন্তু এয়ারোপ্লেনের সঙ্গে সন্ধি হ'ল কার?—কারুর নয়। মাটিকে সে করেছে বর্জন, অথচ আকাশের শান্তিতেও সে প্রতিষ্ঠা পায়নি আদৌ—করবে কী ক'রে? তার নীল শান্তিকে বিদ্ধ ক'রে?

যন্ত্রণার মধ্যে সে অবসন্ন মতন হ'য়ে আসে···রোগের কষ্ট এর চেয়ে ভালো...কেন না রোগে দেহের চেতনাশক্তিও খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসে...কিন্তু সুস্থ সবল দেহের এ-যন্ত্রণা পূর্ণ চেতনায়...

হূ—হূ—হূ

হূ—হূ—হূ

মলয় তার বহুদিনের হারানো সেই মন্ত্র-জপ করে—আশায় নয়—হতাশায়।...

* * * *

হঠাৎ যেন দেখে একটা ছবির মতন। খোলা চোখে: আশে পাশে আকাশ—নিচে আকাশ উপরে আকাশ—কিন্তু পার্থিব আকাশ তো নয়! মনে হয় যেন পার্থিব আকাশ এরই প্রতিচ্ছায়া···এক স্থূলতর চেতনার পটে।...

নিজের চেতনায় ঘোর লেগেছে সত্য...কিন্তু যে-আলেখ্য ওর তৃতীয় নেত্রের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে সে একটুও ঝাপসা নয়।...বরং সব কিছুকেই দেখতে পায় সে আরও উজ্জ্বল রঙে...এক নতুন দীপ্তি যেন স্পন্দমান এ-আকাশের নীলে।

নিজের দেহ নেই তার। দেহের জায়গা জুড়েছে—(কী বলবে সে? বলা যায় না।)—এক তীব্র আনন্দঘন চেতনা...সাক্ষী চেতনা কোন্ এক উদ্ভাসিত সত্তার। সে-সত্তা শুধু ঐ স্ফটিক নীল আকাশকেই দেখছে না,

দেখছে নিজেকেও ··দেখছে বললেও ভুল হবে—নিজেকে যেন অনুভব করছে ···আর কী গভীর আনন্দ সে-অনুভবে! কী এক চিন্ময় চেতনা থেকে যেন উচ্ছলিত রসধারা বর্ণস্রোত ব'য়ে চলেছে ঐ আকাশে। শূন্য আকাশ নির্মল আকাশ...নেই তারা, নেই মেঘ, নেই চাঁদ, নেই সূর্য তবু যেন স্বয়ংদীপ্ত স্বয়ংস্বচ্ছ।...প্রতি অণু...অণু বলাও ভুল হবে...কিন্তু কী বলবে একে?—এ-আকাশের ব্যাপ্তি-সত্তায় যেন অবলীন হ'য়ে রয়েছে একটা স্নিগ্ধ শান্তি। সে-শান্তির সঙ্গে তার চেতন সত্তার চলেছে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহমিলন। চলেছে এক অদৃশ্য তরঙ্গ এ আকাশ-সমুদ্রে...ধীরে ধীরে...অতি ধীরে তার চেতনসত্তায় রূপপরিগ্রহ করল...কী বলবে...একটা শুভ্র কণিকাকেন্দ্র।...সে-কেন্দ্র থেকে নানা ছটা বিকীর্ণ হয়...সেই কীর্ণ রশ্মিগুলির প্রতিটির ঢেউয়ে এক একটি অনুরূপ কণিকা ভেসে চলে ক্রমে তাদের প্রতিটি হয় একটি মণি।

তার চেতনসত্তারও সঙ্গে সঙ্গে হয় রূপান্তর...কণিকাটি আরও বিস্ফারিত হয়...ধীরে ধীরে একটি অবয়ব গড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভাসমান মণিগুলি হয় এক একটি জগৎ...স্ফুলিঙ্গময় জগৎ।

আকাশ নীল রং থেকে হয় একবার ইন্দ্রনীল...পরে পীত লোহিত স্বর্ণ পাটল...আরও কত অনামা রং ফলে...আর ঐ ঐ—ক্রমে প্রতি রঙের স্রোতে জাগে বিদ্যুৎ, তারা যেন ভেসে এসে লাগে ঐ মণিময় স্ফুলিঙ্গগুলির গায়ে।

আনন্দ আরও স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে...এই মণি-স্ফুলিঙ্গ-ময় বহুঅবয়বের সঙ্গে যতই তার যোগ হয় ততই সে পায় তাদের বিদ্যুৎ গতির হিল্লোল...জড়তা কোথায় আজ? প্রতি অবয়বে মুক্তির ছোঁওয়া রঙিয়ে উঠল যে...!...আহা—ভাষায় এর কতটুকু বর্ণন হয়?

হঠাৎ...মিলিয়ে যায় এ-দৃশ্য...চোখ চায়···! ঐ তো পাশের সহযাত্রী সহযাত্রিণীরা মুহ্যমান...কেউ কাৎরাচ্ছে কেউ গোঙাচ্ছে...কেউ বমন করছে···

হু—হু—হু

উঃ কী যন্ত্রণা সর্বাঙ্গে...মাথায়...বুকে...

২৮

ক্রিসটিয়ানিয়ার বিখ্যাত বটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে ওলাফ হোটেলে মলয় যখন পৌছল তখন ভোর পাঁচটা। এয়ারোপ্লেনের শেষের দিকটা অত দুলেছিল কারণ ঝড় উঠেছিল। তাই দুঘণ্টা দেরি হ'ল পৌছতে। হোটেলে পৌছিয়েই বিছানা: কিন্তু সেখানেও মনে হয় যেন খাটটা দুলছে—আর সেই বিশ্রী হূ—হূ—হূ শ্বসিত হ'য়ে ওঠে পঞ্জরের মধ্যে। উঃ, কেমন করে—ভাবতেও। মলয় প্রতিজ্ঞা করল—এয়ারোপ্লেন না চড়লে তার অদৃষ্টে এমন কি দেশোদ্ধার করার অক্ষয় কীর্তিও যদি লাভ না হয় তাহ'লেও সে অম্লানবদনে বলবে: "রইল তবে দেশোদ্ধার: তোমার পতাকা তারে দাও যার বহিবার আছে শকতি—বন্দেমাতরম্!"

এক ঘুম দিয়ে যখন উঠল তখন বেলা সাড়ে সাত। একটু ভালো মনে হচ্ছে—তবে এখনো দুর্বল লাগছে। তবু তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে যথাযথ চা-যোগ সেরে নিয়ে বেরুল। প্রফেসরের ঘর সামনেই—করিডোরের ওদিকেই। ভ্যালেটকে বলা ছিল আটটায় মলয়কে আনতে তাঁর ঘরে।

২৯

—"এসো এসো মলয়—কী যে বলব"—

প্রফেসর ওর দুহাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সোফায় পাশেই বসালেন, "তুমি এত কষ্ট ক'রে—"

—"ফের ঐ সব?"

—"না না তবু—"

—"তবু-টবু রাখুন। কেমন আছেন এখন?"

—"এখন ভালো—তবে—কাল হঠাৎ সর্দিগর্মির মতন হয়—কিন্তু আসলে সন্ন্যাসেরই অগ্রদূত—"

—"কী যে বলেন—"

—"তোমাদের বলি নি—এমন কি হেলেনাকেও না—সে আমার জন্যে বড় ভাবে ব'লে—আমার রক্তের চাপ একটু বেশি হয়েছে···আমার জীবনের···" ব'লে কুণ্ঠিত হ'য়ে প্রফেসর থেমে গেলেন।

—"হেলেনা সব বলেছে আমাকে।"

—"জানি— ও বলেছিল, বলবে। আমি অমত করি নি—তবে আমার পক্ষে বলতে কেন বাধত—বুঝতেই তো পারো—"

—"পারি প্রফেসর, কেন সঙ্কুচিত হচ্ছেন? তাছাড়া আমাকে বলবেনই বা কেন বলুন?—"

—"না মলয়, বলা উচিত ছিল—কারণ হেলেনাকে তুমি—" বৃদ্ধ থেমে গেলেন।

—"হেলেনা কি—" মলয় কুণ্ঠায় কথাটা শেষ করতে পারে না।

—"তুমি রওনা হবার পর বারটার সময় আমাকে টেলিফোন করেছিল—সবই শুনেছি। তোমরা যেন সুখী হও—এ ছাড়া কী আর বলতে পারি? —ও বড় দুঃখ পেয়েছে আজীবন—বুঝতেই তো পারো।"

—"পারি।"

—"নিজের কথা ও ভাবে না মলয়, নিজের দুঃখ বেদনার কথাও বলে না সহজে। তাই ওর ছোট্ট বুকে ব্যথার ভারও বাজে বেশি হ'য়ে।"

মলয় মুখ নিচু ক'রে থাকে। হঠাৎ মন কেমন করে।

—"ও আমার মেয়ে ব'লে বলছি না মলয়—ও ঠিক এ জগতের জন্যে তৈরি নয়। তাই ওর বিবাহ দিতে আমার ভয় হয়। তাই—অর্থাৎ ওকে হয়ত আমি একটু নষ্টই করেছি আমার পক্ষপুটে বেশি আগ্‌লে রেখে রেখে। কিন্তু—" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর একটু ধ'রে আসে—"আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—"

—"কী যে সুর ধরেছেন!"

—"না মলয়, আমি জানি। অস্কারকে দেখে অবধি আমার একথা কেন জানি না আরও বেশি মনে হচ্ছে। ওরও রক্তের চাপ খুব বেশি।"

—"ও কেমন আছে এখন?"

—"একটু ভালো। তবে বুঝতেই তো পারো—ওর নানান ব্যাধি—"

মলয় মুখ নিচু ক'রে বলে: "শুনেছি প্রফেসর।" সাংসারিক আলোচনা বোধ হয় এই প্রথম শুনল সে ওঁর মুখে।

—"আমার এ-টোন একটু নতুন লাগছে, না?" প্রফেসর হাসলেন—এই প্রথম।

—"অনেকদিন বাদে অস্কারের সঙ্গে দেখা এ-ভাবে—মনটাকে একটু নাড়া যদি দিয়েই থাকে—"

—"নাড়াটা একটু নয় মলয়!" ওঁর কণ্ঠ এত ম্লান শোনায়—

—"আমার কেবলই মনে হয়েছে এ কয়দিনে আমি যেন বদ্‌লে—ঠিক বদ্‌লে না হোক—একটা নতুন স্রোত…কী ক'রে বোঝাব—"

—"বোঝাবার জন্যে অত ব্যস্ত না-ই বা হলেন প্রফেসর—" মলয় বলে স্নিগ্ধ কণ্ঠে—"এসব ব্যাপারের কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই মানি—তবু একটু কল্পনা আছে হয়ত।"

—"এ-ধরনের বিপর্যয় কল্পনায় কতটুকু বোঝা যায় মলয়?…এ যে একটা কত বড় ওলট-পালট—নানান্ ভূমিকম্প যেন চাপা থাকে মনের হাজারো নিষেধের তলে—শেষটায় যখন একটু একটু ক'রে এ-বাঁধের বাঁধুনি আসে শিথিল হয়ে তখন সে রুদ্ধ কাঁপন ওঠে মাথাচাড়া দিয়ে, অমনি দেখা যায় সংযমের সাধনাকে যত বড় ব'লে আমরা মনে করি সে তত বড় নয়।"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করল: "কিন্তু হঠাৎ এ-ধরনের কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার?"

—"হঠাৎ কিছুই হয়না মলয়—"বৃদ্ধ হাসেন সেই বিষণ্ণ হাসি—"ভূমিকম্পের আগের মুহূর্তেও প্রাসাদ দাঁড়িয়ে থাকার স্পর্ধা করে—কিন্তু তার তলায় কাঁপন মুখিয়ে থাকে তাকে ধূলিসাৎ করতে গোপনে…অতি সঙ্গোপনে …ঠিক তেমনি হয় আমাদের প্রতি অন্তর্বিপ্লবের ক্ষেত্রেও। এক একটা ধারণা নিয়ে আমরা চলি গর্বভরে…একরকম সুখেই বৈ কি…কিন্তু অন্তরের অতলে কেবলই জ'মে ওঠে বিদ্রোহ, তাপ, অশান্তি। তবু আমরা কান পাতি না…অতলে ডুবতে চেষ্টা করি না…তাই শেষটায় দাবিয়ে-রাখা সত্যকে আত্মপ্রকাশ করতে হয় ভূমিকম্পের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে।… যদি…"ব'লে একটু থেমে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, "যদি শিখতাম চাইতে জানতে খুঁজতে তবে হয়ত এত বাজত না মায়াকে মায়া ব'লে চিনতে!"

—"মায়া?"

—"হ্যাঁ মলয়। আমি…শুনবে?"

—"বলুন না প্রফেসর। জানেনই তো আমি কত চাই শুনতে জানতে

শিখতে। তাছাড়া আপনার মতন প্রবীণ গভীর নিবিড় অভিজ্ঞতা শোনা তো শুধু শিক্ষা নয়—দীক্ষাও যে।"

—"মলয়!"—প্রফেসরের কণ্ঠে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ কোমলতা—"জানো, তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম এই জন্যেই—আর—প্রথম থেকেই। জীবনে সন্ধানী লোকের দেখা বড় বেশি মেলে না। মানে, যারা জানার জন্যে দাম দিতে রাজি—যারা শ্বাসরোধের ভয় তুচ্ছ ক'রেও চায় ডুব দিতে। এ-সন্ধিৎসা আমারও ছিল, কিন্তু আমি তাকে হারিয়েছি য়ুরোপের ঐকান্তিক বুদ্ধিচর্চার মোহে।"

—"মোহ!"

—"মোহ বৈ কি! য়ুরোপের দর্শন তো আলো নয়—সে যে আলেয়া। জীবন থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন এই আইডিয়ার অন্তরীক্ষে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় আপনার উড়ো কথার ছায়ামন্দির। তাই তো তোমাদের সাধনার ডাক শুনেও সে-পথে আমি যেতে চাই নি। আবাহন বিনা অবতরণ হয় কখনো?"

"এসব," বৃদ্ধ ব'লে চললেন, "আমার এ দুদিনের আবিষ্কার নয় মলয়!—নানা গভীর মুহূর্তে পেয়েছি আভাস এসব ভাবের, এসব অনুভবের অগ্রদৌত্যে অন্তরও নানা ভাবেই সাড়া দিতে চেয়েছে···কিন্তু আছে একটা মায়াশক্তি। আলো দিতে পারে না সে, কিন্তু আলোর পথকে রুদ্ধ করতে পারে বৈ কি।" ব'লে ওর দিকে চেয়ে বললেন, "একথা কেন বলছি শুনবে?"

মলয় সাগ্রহে বলে: "শুনব না?"

বৃদ্ধ খানিক চুপ ক'রে রইলেন। মলয়ও। একদিনে যে কারুর এতটা বদল হ'তে পারে এ সে ভাবতেও পারত না।

৩০

প্রফেসর মুখ তুলে হঠাৎ মলয়ের দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত ক'রে বললেন: "তুমি শুনে থাকবে হেলেনার মাকে আমি কত ভালোবাসতাম—"

—"শুনেছি।"

—"কিন্তু"—ব'লে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে—"হয়ত হেলেনা তোমাকে যা বলেছে পুরো সত্য নয়।"

মলয় শুধু তাকিয়ে রইল ওঁর মুখের পানে।

প্রফেসর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "এক কথায় বোঝানো কঠিন ব'লেই বাধে—"

মলয় সঙ্কোচ বোধ করে: "তবে না-ই বা বললেন—"

—"না—এমন কিছু গোপন কথা নয়। আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, হেলেনা ভাবে আমি তার মাকে খুব ভালোবাসতাম। আমি ভাবি—বাসতাম কি?"

—"সে কি!"

—"তাকে আমি যদি ভালোবেসে থাকি তবে তাকে জানতে চাইনি কেন, বুঝতে চাই নি কেন তেমন ক'রে? নিজের মনের মতন ক'রে গ'ড়ে নিতে চেয়েছিলাম কেন বরাবর?…হয়ত…সেই জন্যেই তাকে পাই নি—অত চেয়েও।"

মলয় কী বলবে?

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "গেটে বলতেন কাউকে যদি জানতে চাও তুমি তার কাছে যাও, তাকে কাছে টানতে যেয়ো না। গভীর কথা। কারণ যাকে নিতে চাই তাকে তার স্বরূপেই চিনতে হবে, নৈলে নিজের মন-গড়া রঙের ঘেরাটোপে ঘিরে তাকে অষ্টপ্রহর প্রদক্ষিণ করলেও সে থেকে যাবে সেই সব তারার মতন অচেনা যাদের আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি।

"আমি এল্‌মার প্রাণশক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু চেয়েছিলাম—সে-প্রাণশক্তির বিকাশ হোক আমারই অনুমোদিত পথে। চেয়েছিলাম সে হোক আমার শিষ্যা, নিক আমার বুদ্ধির কাছেই সত্যদীক্ষা। ভাবো—যে সত্যকে চেনে না সে হ'তে চায় সত্যের দিশারি! তোমাদের উপনিষদে কালও পড়ছিলাম—অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ দেখায়।"

প্রফেসর ব'লে চললেন:

"য়ুরোপে আমরা—দার্শনিকরা—এমনিই অন্ধ। কথার বাণিজ্য করি—পাই প্রশংসার রাজকর—অমনি ভাবি আমরাই তো বিশ্বপতি—বুদ্ধিগড়া তাসের প্রাসাদে অটল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় মানী মানুষ।

"তাই হয়ত এল্‌মার সঙ্গে বাধত আমার নিত্য সংঘাত। তাকে আমি এল্‌মা ভাবে তো চাইনি: চেয়েছিলাম এরিক-শিষ্যা ভাবে। মানুষ যেখানে

সত্যি ভালোবাসে সেখানে সে প্রেমাস্পদের সত্তাকে নিজের মনের মতন ক'রে গ'ড়ে নিতে চায় না: চায়—তার আত্মবিকাশ হোক তারই নিজের পথে। যখন দম্পতির মধ্যে পরস্পরের ব্যক্তিরূপের অতি আন্তরিক শ্রদ্ধা সজাগ থাকে কেবল তখনই পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত মিলনের স্বাদ মেলে। কেবল তখনই আমরা পরস্পরের স্বরূপটিকে জানতে পারি—তা থেকে লাভ করতে শিখি। আর এ-ই হ'ল প্রেম।

"এ আমি আভাসে জানতাম। জানতাম যে শ্রদ্ধাই প্রেমের ভিত্তি। কিন্তু ঐ যে বললাম—এসবই জানতাম কথার পথে—উপলব্ধির অঙ্গীকারে নয়। তাই এ-সত্যের স্বীকারে আমার তত্ত্ব লাভ হয় নি, হয়েছিল বড় জোর তথ্য-পরিচয়।

"অস্কার হওয়ার পরেও ভাঙেনি আমার ভুল। তাই অস্কারকেও আমি অব্যাহতি দিই নি। নিজের বৈদগ্ধ্যের অহমিকায়, জ্ঞানের দর্পে, বুদ্ধির আত্মপ্রসাদে চেয়েছিলাম সে-ও চলুক আমারি উপলব্ধির জের টেনে, আমারি বুদ্ধি দিয়ে গড়া সৌধের স্তম্ভ হ'য়ে আমার কীর্তি করুক ঘোষণা। কিন্তু সে ছিল অনেকটা এল্‌মার সগোত্র: কাজে কাজেই গৃহে পাতা হ'ল দুই রণ-শিবির—যেখানে চলতে লাগল···নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাত।"

প্রফেসর বলতে লাগলেন: "বিধাতার করুণায় হঠাৎ প্রেম দিল দেখা। ভাবনা চিন্তার পথে নয়—এমনিই নির্ভাবনার আবির্ভাবে। হেলেনা নিল তাঁর আশীর্বাদের রূপ। দুর্বহ জীবন হ'ল সুসহ। নিরানন্দে ও আনল আনন্দের বার্তা। বন্ধ্যা হৃদয়ে জাগল পল্লব ফুল ফল রস।

"কিন্তু তবু ওকেও আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিই নি। জোর করা সত্ত্বেও এ-পারিবারিক যুদ্ধে ও যে আমার দিকে এ-চিন্তায় সে যে কী সুখ! কেবলই মনে হ'ত—ও আমার দিকে হেলেছে তো আমার কোন শিক্ষাদীক্ষায় নয়—স্বেচ্ছায়। স্নেহের ভাবেই না ও আমাকে করেছে আত্মদান—সর্বান্তঃকরণে। কোথাও ফাঁক ছিল না ওর শিশুমনের নির্মল ভালোবাসার অর্ঘে। ও এসেছিল আমার চোখের আলো, শ্রুতির সঙ্গীত, বুকের হাওয়া হয়ে। কিন্তু তবু এ-থেকেও জাগল দাবি। আমি ভাবলাম—ও আমার। জীবন্ত মানুষকে মানুষ কত সহজে মনে করে তৈজসের সামিল!

"কিন্তু তবু মোটের উপর ওকে আমি ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করি নি। বলেছি বিধাতার করুণায় ওকে আমি ভালোবাসতে

পেয়েছিলাম। তাই সব জড়িয়ে চেয়েছিলাম ওরই মঙ্গল। কখনো ওকে বারণ করিনি কারুর সঙ্গে মিশতে, না লোকনিন্দার ভয়ে, না সামাজিক দাবিদাওয়ার খাতিরে। আমার স্নেহই আমাকে চিনতে শিখিয়েছিল তার সহজ প্রবাহের পথ।

"এ থেকে একটা সত্যের আভাষ পাই যে উপলব্ধির দীক্ষা ও কথার শিক্ষা এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আশমান জমীন। ওর স্নেহ আমার কাছে ছিল অন্তরের সত্য—উপলব্ধ—তেমনি সহজে-পাওয়া যেমন সহজে গাছ পায় সূর্যকে, সমুদ্র আকাশকে। এর তুলনায় বুদ্ধির নানা প্ররোচনাকে বলা যেতে পারে 'শিক্ষা'। তারা বোঝাত—এই এই পথে চালাও এল্‌মাকে অস্কারকে। তাই আলো-ভ্রমে বরণ করেছিলাম মরীচিকাকে, সত্য-ভ্রমে —অহমিকার প্ররোচনাকে।"

মলয় বলল: "কিন্তু এ সন্দেহ কি আপনার তখন হয় নি একেবারেই?"

বৃদ্ধ চিন্তিত স্বরে বললেন: "একেবারেই হয় নি বলতে পারি না। সময়ে সময়ে আভাষ পেতাম ভুল হচ্ছে। কিন্তু সে সব সময়ে আলোর বাণীর জন্যে কান না পেতে নির্দেশ চাইতাম নিপুণ যুক্তিতর্কের: বুঝেও যেন বুঝতে চাইতাম না যে, কোনো বাসনা যখন প্রবল হয় তখন বুদ্ধি না ডাকতেই হাজিরি দেয়—তাকে হাজারো যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে।"

—"তার পর?"

—"তার পর এল—যা আসবার—ভূমিকম্প। তখন বুঝলাম বটে—কিন্তু বড় বেশি বিলম্বে।" একটু থেমে ম্লান কণ্ঠে বলতে লাগলেন: "অবশ্য দোষটা একা আমারই ছিল না। এল্‌মাও ঠিক এই ভুলই করেছিল —আমাকে সে-ও চাইত তার মনের মতনটি ক'রে গ'ড়ে নিতে—কাটছাঁট ক'রে। তাই নিরন্তরই চলত একটা শ্রীহীন হানাহানি—তাতে চমক থাকলেও তৃপ্তি থাকত না।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "এসব আমি বুঝতাম তবু মানতাম না। বুদ্ধি এসে যোগাত যুক্তি—অতৃপ্তি এলে দার্শনিকতা যোগাত ভালো ভালো বুলির সান্ত্বনা। তাই তো বলছিলাম কথার মোহ বড় সর্বনেশে—যাক। শেষটুকু বলি সংক্ষেপে।"

বৃদ্ধ একটু থেমে বলতে লাগলেন: "এ-সত্য আমাকে অশান্ত ক'রে তুলল প্রথম যখন অস্কার পালিয়ে গেল য়ুমার সঙ্গে। কিন্তু তখন আর

শুধরে নেবার সময় ছিল না। তার যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল্মা এ যন্ত্রণার জগৎ থেকে নিল চিরবিদায়।

"তখন চেতনা হ'ল প্রথম। বুঝলাম ভুল একা ওদেরি হয় নি, হয়েছিল আমারো। সম্ভবত আমারই দায়িত্ব বেশি কারণ আমারই শক্তি ছিল বেশি —পৌরুষের দরুনও বটে, সমাজের আনুকূল্যের দরুনও বটে। কিন্তু এজগৎ এমনিই, মলয়, যে শক্তির দায়িত্ব-জ্ঞান সবচেয়ে কম থাকে শক্তিমানেরই।"

—"তারপর?"

—"তার পর সুখ দুঃখের জোয়ার ভাঁটায় জীবন ব'য়ে চলে। না, নদীর উপমা ঠিক হ'ল না: মানুষ মাকড়সার মতন। এখানে তার জাল ছিঁড়লে ওখানে জাল বোনে···সেখানে ছিঁড়লে আর এক জায়গায়। আমি নতুন জাল বুনলাম নতুন সংসার পেতে হেলেনা ও নোরাকে নিয়ে। সে এক নতুন সৃষ্টি—গড়া হ'ল কোনো এক রকমে। বহু দুঃখের পরে হয়ত বিধাতার করুণার স্বাদ পেলাম অতর্কিতে, একটু শান্তি মিলল—ওদের স্নেহচ্ছায়ে।

"তবু অস্কারটাকে ভুলতে পারতাম না। কি জানি যেন মনে হ'ত আমার দোষেই ও অধঃপাতে গেল, দেশত্যাগী হ'ল। ওদের যদি আমি ছাড়া দিতাম—বাঁধতে না চেয়ে—তবে হয়ত ওর ইহকালটা এমন ক'রে ব্যর্থ হ'ত না।

"অনুতাপ এল। তখন আরো পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে ঠেকে শেখার ফলে যে-দুঃখ যে-যন্ত্রণা সে-ও তথাকথিত দার্শনিক বুলির চেয়ে বড়। মানে, অনুতাপের মধ্যে জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে, উদ্‌ভ্রান্তি আছে, তবু সে বড় বড় বুলির মতন ফাঁকা নয়—তাই সে আঁধারের বুকেই জ্বালায় আলো— আলোর ছদ্মবেশে আলেয়া আনে না। অনুতাপ পরিতাপ যে জীবনের রক্ত দিয়ে পাওয়া—তাই মানুষ শুদ্ধ হয় এত বেশি ওদের আগুনে।

"তার পরের নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের অধ্যায় টপ্‌কে যাই। সে সব জটিলও বটে—আবছাও বটে।

"শেষ অধ্যায় এল অস্কারকে ফিরে পাওয়া। মরণের দ্বারে···তবু ফিরে তো পেলাম।

"তখন বুঝলাম কত অসার আমাদের এই কথার মোহ মায়াজাল। কোথায় রইল সংযম, কোথায় বা প্রতিজ্ঞা, কোথায় বা পণ যে ওকে আর ক্ষমা করব না। প্রাণের তাড়নায় ক্ষিপ্তের ম'ত ছুটে এলাম এখানে। এসে

দেখলাম ওর ম্লান মুখ। সেই আগুন থেকে শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে গেছে ওর একধারের গাল ও কান। আহা!"

বৃদ্ধের গলা ধ'রে আসে :

"আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ও কী কান্নাই কাঁদল মলয়! বুঝলাম সেই সময়ে—ও আমার কত আপনার। বৃথাই জপ ক'রে এসেছি দার্শনিক বুলির সান্ত্বনা। কতদিন আমার কাছে ওর ক্ষণিক স্পর্শ বহন ক'রে এনে দিয়েছে নিবিড় আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি : দর্শনের সমুদ্রও এ-আনন্দের একটি ঢেউয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না। ওকে ক্ষমা করলাম শুধু না, ওর ক্ষমাও পেলাম।"

বৃদ্ধের চোখে জল এল···গলা কেঁপে উঠল :

"কিন্তু তবু দেহ তো সয় না এতটা উদ্বেলতা ··এতটা উচ্ছ্বাস আবেগের আঁচ—বিশেষ ক'রে সেই আবেগ যাকে দাবিয়ে রেখে এসেছি বহুদিন ধ'রে —উঃ ফের মাথাটা ঘুরছে—"

মলয় ত্রস্ত হ'য়ে ওঁকে ধ'রে সন্তর্পণে শোয়ালো সোফাটিতে। কী করবে ও? ভারি ভয় হ'ল, বলল : "ক্ষমা করবেন প্রফেসর—"

প্রফেসর মৃদুস্বরে বললেন : "না না তোমার কোনো অন্যায় হয় নি—তোমাকে ব'লে ভালোই হয়েছে বরং। এ এক্ষুণি কেটে যাবে।—কে ও? দেখ তো।"

—"আমি বাবা, কেমন আছ?"

একটি প্রিয়দর্শন যুবক ঢুকল ঘরে।

—"অস্কার?" বৃদ্ধ বললেন ক্ষীণকণ্ঠে, "এ-ই মলয়। বেশ আছি। তুই কেমন?"

—"অনেক ভালো—তুমি শুয়ে যে?"

—"মাথাটা ঘুরছে একটু, ও কিছু নয়—মলয়, ঐ আইসব্যাগটা—" বলতে বলতে একটা চকিত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ঢলে পড়লেন।

—"ধরো ধরো।"

মলয় ও অস্কার একত্রে এসে তাঁকে ধরাধরি ক'রে শোয়ালো বিছানায়। অস্কার আইস ব্যাগটা দিতে থাকে...মলয় হাওয়া করে...

* * * *

ডাক্তার এসে বললেন : "সন্ন্যাস তো বটেই তবে এখনো সাংঘাতিক হয় নি।"

অস্কার পাংশুমুখে শুধোলো : "বাঁচবেন তো ?"

—"মনে তো হয়—তবে খুব সাবধান থাকতে হবে। আবেগ উত্তেজনা বিষবৎ—" ইত্যাদি।

* * * *

ঘরের মধ্যে ঘড়িটা শুধু করে টিক টিক টিক।

৩১

প্রফেসরের জ্ঞান ফিরে এল কিন্তু বড় দুর্বল। মাথার একটা রক্তকোষ ছিঁড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার বলল যে খুব সাবধানে না থাকলে এর পরের বার মৃত্যু অবধারিত। বিশেষ ক'রে দরকার শান্তি ও শুশ্রূষা। আর সব রকম হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বাস বিষবৎ বর্জনীয়।

এই সূত্রে অস্কারের সঙ্গে মলয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল প্রায় যেন অজ্ঞান্তে। ওর ভারি ভালো লাগত ভাবতে যে অস্কার ওর ভাইয়েরই মতন, ওরা দুজন পরামর্শ করছে যেন একটা পারিবারিক সমস্যা। সংসার ও কোনদিন করে নি—দেশে পদ্মপাতার শিশিরের মতনই ও সংসারে থেকেও ছিল নির্লিপ্ত। পড়াশুনো ভালোবাসত ও সত্যিই, কিন্তু গ্রন্থকীট ও ছিল না স্বভাবে। তাছাড়া বই ছিল ওর অঢেল : আজ এটা কাল সেটা—কোন নিয়ম মেনে পড়া ছিল ওর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। উদ্বৃত্ত সময়টা কাটত গান শোনায়, খেলা দেখায়, হৈ হৈ-এ, মেলামেশায়, তর্ক-আলোচনায়। এক কথায় জীবনে ওর নোঙর ছিল না কোথাও। ওকে ভালোবাসত অনেকেই, ওর প্রীতিও ছিল বহুমুখী কিন্তু বাইরের এসব ফেনিলতার তলে অন্তঃশীলা ধারায় বইত একটা সদাসজাগ সন্ধিৎসা—সংসার সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে। এই সন্ধান ব্রতের রূপ নেয় নি, কোনো তপস্যাও ওর পক্ষে সম্ভব হয় নি এযাবৎ—কোনো দিকেই না। তবু তেলে জলে যেমন মিশ খায় না ও-ও তেমনি মিশ খায় নি ওর অধিকাংশ নিঃসন্ধানী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। এই সন্ধানের তীব্র উদ্ঘাটন ওকে কেমন যেন খানিকটা মাটিছাড়া ক'রে রেখেছিল। ফলে জীবনমাটির তলে ওর প্রাণের মূল গিয়েছিল সংসার থেকে আলগা হ'য়ে।

এ-হেন মলয় হঠাৎ একটা নতুন রস পেয়ে গেল যেন অস্কারের সাহচর্যে। বৃদ্ধ অত্যন্ত দুর্বল : কী করা যায় তাঁকে নিয়ে ? হেলেনাদের এখানে আসতে

বলবে—না, ওরাই যাবে?…ট্রেনে যাবে, না জাহাজে? কালমারে, না স্টকহল্‌মে, না উইসবির মতন কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে? ডাক্তারের বন্দোবস্ত করা যাবে কী ক'রে—ইত্যাদি একান্ত ঘরোয়া কথা হ'ত ওদের। প্রফেসর ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন সময়ে সময়ে ওদের উৎকণ্ঠা দেখে, কিন্তু তাঁকে ওরা বেশি আমল দিত না, হাসি গল্পে রাখত ভুলিয়ে।

হেলেনাকে চিঠি লিখত কালমারের ঠিকানায় আজ যাচ্ছি কাল যাচ্ছি ক'রে। কখনো বা টেলিফোনেই কথা হ'ত। বলত প্রফেসর ভালোই আছেন, অস্কারও, কেবল নানা অভাবনীয় বাধার দরুন দেরি হচ্ছে—দু একদিনের মধ্যেই রওনা হবে। হেলেনা ও নোরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে আসতে চাইলে বাধা দিতে হ'ত। বলতে হ'ত—ডাক্তার বলছেন এসময়টা প্রফেসরের খুব নিরালা থাকা দরকার…ওরা হঠাৎ যেন চ'লে না আসে…তাহ'লে হয়ত প্রফেসর হঠাৎ বিচলিত হ'তে পারেন—ইত্যাদি। হেলেনাকে লিখত ওরা যে, প্রফেসরের অবসন্ন ভাব কেটেও কাটে না। হেলেনার কাছ থেকে মলয় তার পেত রোজই…উত্তরও দিত। টেলিফোনও করত মাঝে মাঝে। ওরা বলত তাকে যে কোনো ভয় নেই—ওরা কালমার রওনা হ'ল ব'লে। হেলেনা দেরি দেখে সময় সময় এয়ারোপ্লেনে উড়ে আসার ভয় দেখালে মলয় টেলিফোনে বলত যে প্রফেসর বড় উচ্ছ্বাসী মতন অবস্থায় আছেন এখন—ও এলে হয়ত টাল সামলাতে পারবেন না। হেলেনা কী করে?—নিরস্ত হ'তেই হ'ত।

বাস্তবিক প্রফেসরের কেমন যেন আবল্য এসেছিল। অমন সংযমী মানুষ—খুইয়ে বসেছিলেন যেন সবরকম আত্মকর্তৃত্ব। কথায় কথায় চোখে জল উপ্‌ছে পড়ে: বিশেষ অস্কারকে দেখলেই। কখনো অস্কারের মাথায় গালে হাত বুলোন। বলেন: "আহা, মুখটা এত পুড়ে গেল কী ক'রে রে?" কখনো: "ভাগ্যিস চোখটা যায় নি!" কখনো বা ওর মার প্রসঙ্গ তোলেন ওদের সতর্কতা সত্ত্বেও। এইটেই ছিল সবচেয়ে বিপদের। "এল্‌মা" নাম করলেই বৃদ্ধের যেন প্রায় শিশুর মতন ভাব হ'ত। মলয় ভয় পেত…অস্কারও। কিন্তু বাঁধ ভাঙলে অশ্রুর প্লাবন মানা মানবে কেন?

কোথায় কী একটা বড়রকম নড়চড় হ'য়ে গেছে!…আহা!

এইজন্যেই ওরা আরও ইতস্তত করত কালমারে যেতে। সংযমী পিতার এ-রূপান্তর দেখে হেলেনা কী দারুণ শক্‌-ই যে পাবে—!—আর

তা দেখে যদি প্রফেসরের আগেকার চেতনা একটুও ফিরে আসে তবে তিনিও মনে কী আঘাতটাই পাবেন! এখন তবু এই বাঁচোয়া যে তিনি সচেতনই ছিলেন না তিনি কী ছিলেন দুদিন আগে। মানুষের বেদনা দুঃসহ হয়ে ওঠে তো শুধু স্মৃতির অতি-সচেতনতায়। তাই মলয় ভাবত মাঝে মাঝে—চির বিস্মৃতির নামই কি নির্বাণ? শুধু মনে প্রশ্ন জাগে: ভুলতে কি মানুষ পারে? যে আঁধারে বাতি একবারও জ্বলেছে তার সে-অন্ধকারের কোনো তফাৎ নেই, যার কখনো আলোর সঙ্গে হয় নি শুভদৃষ্টি?

৩২

মলয়ের সময়ে সময়ে এত মন কেমন করে হেলেনার জন্যে—!···দিনের পর দিন ছোটে কালের কক্ষায়···ওরাও সেখানে অপেক্ষা করছে, এরাও এখানে দিন গুণছে। কবে যে প্রফেসর একটু সামলে উঠবেন!—অস্কারেরও মন খুব উতলা হেলেনাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু কী যে ঘ'টে গেল··· প্রফেসর সেরেও সারেন না। আবার কালমারে ফিরবার কথা উঠলেই এমন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন যে সামলানো ভার। ডাক্তারও বলে এরকম অবস্থায় কালমারে গেলে হবে হিতে বিপরীত।

হেলেনা এ-বিলম্বে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অধীর হ'য়ে ওঠে···উৎকণ্ঠিত হ'য়ে চিঠি লেখে···তার করে···টেলিফোন করে নোরাকে নিয়ে আসতে চেয়ে। ওদেরও এত ইচ্ছে করে···হেলেনা এলে সুবিধেও হয়···কিন্তু পাছে প্রফেসর উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন এই ভয়ে ওদের কেবলই বারণ করতে হয়।

এখানে থাকতে যে খুব খারাপ লাগে তা নয়। শুধু এখানকার জীবনের কেমন যেন মানে হয় না। এ কি একটা জীবন? মলয়ের মনে হয়: কুজ্ঝটিকার মতন ওর চেতনাটা যেন কোন্ এক নিচু জলাভূমিতে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। প্রফেসর ঠিক অসুস্থ নন, শয্যাশায়ীও নন। অথচ চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হয় তাঁর নিরানন্দ সান্নিধ্যে। ফলে এমন একটা অস্বস্তি··· ক্লান্তি জ'মে ওঠে ধীরে ধীরে—!···অথচ ডাক্তারের নিষেধ—এসময়ে প্রফেসরকে ঠাঁইনাড়া করেই বা কী ক'রে?

৩৩

"চলো মলয়," বলে অস্কার, "ফ্রান্স থেকে এসেছে একটা দল কাউণ্ট মণ্টেক্রস্‌ট অভিনয় করবে।"

ইদানীং ওরা রাতে প্রফেসরকে ঘুম পাড়িয়ে মাঝে মাঝে সিনেমায় যেত। এই সূত্রে মলয় অস্কারকে একটু চিনবার মুখে এসেছিল যদিও অস্কার নিজে বড় বেশি ধরা-ছোঁওয়া দিত না—বলত ওর মা-র কথা, বাবার কথা, বিশেষ ক'রে ছোট্ট হেলেনার কথা। এ থেকে মলয়ের একটা লাভ হয়েছিল বটে: হেলেনাকে আরও শ্রদ্ধা করতে শেখা। অস্কার হেলেনার নানা গুণের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে···কত যে গল্প বলত ওদের ঝগড়াঝাঁটির আর তাতে ফুটে উঠত হেলেনার উদারতা স্নেহশীলতা কত কী! কিন্তু মনে হ'ত যেন অস্কার এসব বলছে খানিকটা নিজেকে গোপন করতেই। এতে মলয়কে বাজত। কিন্তু তবু দোষ দেবেই বা ওকে কী ব'লে? সে নিজের কোনো কথাও তো অস্কারকে বলে নি। অবশ্য বলে নি বললে ঠিক হবে না—বলতে পারে নি বলাই শ্রেয়ঃ। অস্কারকে ওর ভালো লাগত, কিন্তু কি জানি কেন আত্মীয় মনে হ'ত না—যেমন মনে হ'ত প্রফেসরকে, নোরাকে, হেলেনাকে। ঘষা কাঁচের শার্শি ঝকঝকে হ'লেও যেমন তাদের শার্শিত্ব ঘোচে না, আলো উঁকি দেয় অথচ বোঝা যায় একটা কী আড়াল রয়েছে—অনেকটা তেমনি!··· মলয়ের মনে হ'ত অস্কারও এ ব্যবধান অনুভব করে।

আজ তাই যেতে ইচ্ছে না হ'লেও ও গেল থিয়েটারে।

৩৪

মলয় লক্ষ্য করেছিল অস্কার বড় একটা একলা বেরুতে চাইত না। রাস্তায় যখন বেরুত হয় ওকে নিয়ে, নয় হোটেলের কোনো বন্ধুকে নিয়ে, না হয় প্রফেসরকে নিয়ে। একলা বেরুবার কথা উঠলেই নানা অছিলায় যেত এড়িয়ে। নানা জল্পনাকল্পনা করত বৈ কি···কিন্তু যেখানে

ব্যাপারটার কিছুই জানা নেই সেখানে জল্পনারাই বা খোরাক পাবে কী ক'রে?

হঠাৎ ঘটল একটা ঘটনা মতন—অথচ কিছুই ঘটে নি ঠিক: পথে ওরা বেরুতেই পাশ দিয়ে হন হন ক'রে কে চ'লে গেল। অস্কার উঠে এদিক ওদিক দেখে হঠাৎ একটা টাক্সি ডাকল।

—"সে কী হে?—মাত্র তিন মিনিটের পথ—"

—"হোক গে—কতই আর ভাড়া—হাঁটতে ইচ্ছে করছে না আজ।"

মলয় কিছু বলল না, কিন্তু আড়চোখে লক্ষ্য করল অস্কার এদিক-ওদিক চাইছে। তারপর হঠাৎ শোফারকে বলল: "চলো।"

* * * *

মলয়ের মনটা কেমন যেন অস্বস্তিতে ভ'রে ওঠে।···

* * * *

এত বিশ্রী লাগে!···একেই বলে মেলোড্রামা। মনে পড়ল একবার হেলেনার সঙ্গে স্টকহল্‌মে বিখ্যাত "La Dame aux Camelias"তে গ্রেটা গার্বোর অভিনয় দেখতে গিয়েও এমনি খারাপ লেগেছিল। অথচ এ মেলোড্রামাটিক আর্ট একসময়ে আর্টের চরম ছিল—সেদিনও সারা বার্ণার্ড, এলিওনোরা দুজে আরও কত বড় বড় অভিনেত্রী এ-সব নাটকে অভিনয় ক'রে বড় বড় রসিককে সমজদারকে কাঁদিয়েছেন। কিন্তু তবু ইবসেনের পর থেকে এ-শ্রেণীর নাটককে হাতে না হোক ভাতে মারা হয়েছে বৈ কি।

কিম্বা ওরা বদ্‌লে গেছে? কিন্তু বদ্‌লালো কবে? কেমন ক'রে? এই বিশ বছরেই রুচির এত বদল? তবু মানুষ রুচি রুচি ক'রে এত বড়াই করে! গেটের মতন মনীষীও রিচার্ডসনের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস 'পামেলা' প'ড়ে গদ্‌গদ হ'য়ে উঠলেন! শেলি বাইরনের বাজে ডন জুয়ান প'ড়ে বললেন বাইরনের মতন কবি কোটিতে গোটিক হয়! ভলটেয়ারের অসহ্য নাটককেও এইমাত্র দেড়শো বছর আগে ডাকসাইটে ক্রিটিকরাও বলতেন শেক্ষপীয়রের নাটকের সমকক্ষ—সারা কন্টিনেন্টে—একবাক্যে!

অস্কার কিন্তু ছেলেমানুষের মতনই উজিয়ে উঠল, প্রতি অঙ্কের শেষে হাততালি দিয়ে দিয়ে অস্থির!

মলয় বুঝল ও ভুল ভাবে নি—অস্কারের সঙ্গে ওর বা হেলেনার তফাৎ মূলগত। কিন্তু নিরুপায়—ব'সে রইল ওর জন্যে! নইলে উঠে আসত নিশ্চয়ই।

হঠাৎ ওর চোখ পড়ল সামনের বাঁ দিকে একটা বক্সে। একটি সুরূপা মেয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওদেরকেই অপেরা-গ্লাস দিয়ে।

"ঐ মেয়েটিকে কি তুমি চেনো অস্কার?" মলয় বলে ওকে জনান্তিকে।

অস্কার তাকালো। মুখ ওর এত রক্তহীন দেখায়!—কিন্তু সহজ কণ্ঠে "না তো" ব'লেই আবার মন দিল থিয়েটারে। কিন্তু মলয় লক্ষ্য করল: ওর মন নিরুদ্দেশ! কোনোমতে অঙ্কটার শেষ অবধি রইল। তারপর বলল: "বাজে—কি বল মলয়? চলো যাই।"

বেরিয়ে ফের ট্যাক্সি নিল।

* * * *

কিন্তু গেট পেরিয়ে ওরা হোটেলে ঢুকতে যাবার মুখে অস্কার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মলয়ও তাকাল। মনে হ'ল গেটের ও-পাশে একটা বার্চ গাছের গুঁড়ির পাশ থেকে কে যেন স'রে গেল। তারপরেই মোটরের শব্দ শোনা গেল।

৩৫

প্রবৃত্তিতে মলয় কোনোদিনও কৌতূহলী নয়। এমন কি বাইরের জিনিষ ওর সচরাচর বড় একটা নজরেও পড়ত না। ছেলেবেলা থেকে ও স্বভাবতই একটু অন্তর্মুখী, যদিও ওর মধ্যে আত্মবিরোধ ছিল এইখানে যে, সেই সঙ্গে ও খুবই পারত মেলামেশা করতে: ওর প্রাণশক্তি যেন শোধ তুলতে চেয়েই ওকে ঠেলে দিত বহির্মুখী নানা স্রোত আবর্তের মধ্যে। ও মজত, কিন্তু মুস্কিল এই যে ডুবতে পারত। একটা অংশ ওর চাইত এই সব চমক-স্রোতে গা ভাসিয়ে উধাও হ'তে, আর একটা অংশ শুধাত: ততঃ কিম্? য়ুরোপে এসে গোড়ার দিকে ও নানা স্রোতে সাঁতারও কেটেছিল—শুধু নোংরামি ছাড়া প্রতি প্রাণশক্তিই ওকে টানত। কিন্তু যতই দিন যায় ততই ওর আনন্দ ম্লান হয়ে আসতে থাকে, কেবলই মনে হয়: বাইরের নানা ঘটনাচক্রের মতিগতির খবর রাখা অর্থহীন।

কিন্তু আজ থিয়েটার থেকে ফিরে এসে ও কেমন যেন অশান্তি বোধ করে। একটা শ্রীহীন নেশা…অথচ মনপ্রাণ মহোল্লাসেই সাড়া দেয়। ও

টের পায় গত দু-সপ্তাহের ঝিমিয়ে-পড়া মনপ্রাণ শোধ তুলতে চাচ্ছেই বটে। বুভুক্ষু হঠাৎ খোরাক পেয়েছে···তাতে পুষ্টি হবে কি না সে প্রশ্ন আর এখন করে কে? স্বাদ থাকলেই হ'ল। কেবলই ঘুরে ফিরে মনে জাগে সেই রহস্যময়ীর কথা।

* * * *

পাশেই অস্কারের ঘর। ওর মনে হয় অস্কার পায়চারি করছে। প্রায় এগারটা রাত। ও কি? অস্কার ট্রাঙ্ক খুলছে না?—ধুপ ধাপ জিনিষ পত্রের শব্দ। ওর কৌতূহল আরও তীব্র হ'য়ে ওঠে। হঠাৎ শুনল অস্কারের ঘরের দোর খুলছে। ও পা টিপে সন্তর্পণে নিজের ঘরের দোর খুলে উঁকি মারে। অস্কার বেরিয়ে সামনের করিডোরের জানলার একটা পাথি খুলে দেখতে থাকে রাস্তার দিকে। কৌতূহল ওর চরম সীমায় পৌঁছয় এবার।

ঘরে এসেই ও পায়জামা ছেড়ে স্যুট পরে। বুকের মধ্যে কী যে এক অস্বস্তিকর উত্তেজনা ওঠে জেগে!—চুপ ক'রে কান পেতে থাকে। অকস্মাৎ একটু বাদে অস্কারের ঘরে চাপা আওয়াজ: নারীকণ্ঠস্বর!! ওদের দুটো দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট দোর ছিল। তার কী-হোলে চোখ দিল।

সেই মেয়েটিই বটে! তার মুখ চোখে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। অস্কারের মুখ ছাইয়ের ম'ত শাদা। কী-হোলে কান দিল ও এবার।

মেয়েটি কী বলছে ও বুঝতে পারে না। তবে কোথায় যেতে বলছে ও অস্কার মিনতি করছে এটুকু বোঝা কঠিন নয়।

মেয়েটি খুব চাপা স্বরেই কথা কইছে, অস্কার থেমে থেমে উত্তর দেয়। হঠাৎ মেয়েটি পকেট থেকে একটি খাম বের করে। অস্কার প'ড়ে একটু যেন আশ্বস্ত হয়।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবার: "আসতেই হবে তোমাকে—নইলে—"

পরের কথাগুলো মলয় ধরতে পারে নি। তবে একটু বাদে অস্কার তার ছোট স্যুটকেসটা নিয়ে তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল।

মলয় আর তিষ্ঠোতে পারে না কোনোমতেই। বেরোয়। ওরা একটা ট্যাক্সি নেয়। সামনেই—ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড। ও আর একটা ট্যাক্সিতে উঠে

বলে: ঐ ট্যাক্সির পেছনে চলো। বুকের মধ্যে রক্ত তখন ওর উঠেছে উদ্দাম হ'য়ে।

*   *   *   *   *

চলেছে দুটো গাড়ী।...প্রায় ডিটেকটিভি কাণ্ড বৈ কি!...কে ভেবেছিল!

৩৬

ওর কেবলই মনে হ'তে থাকে একটা কথা: এই যে সব চমকপ্রদ কাণ্ড ঘটে এদেশে এরা এদেশের জীবনের সঙ্গে যেন খাপ খায়। প্রাচ্য দেশেও এসব হয়ত আছে...কিন্তু এ-শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নয়। ঐ যে সুবেশা রূপসী...দেখলেই বোঝা যায় ও কোনো বড় পরিবারের মেয়ে। এ-ধরনের কাণ্ডকারখানা আমাদের দেশে ঘটতে পারে কিন্তু হয় বিপ্লববাদীদের গুপ্তচক্রে না হয় গুণ্ডাদের রসাতলে। কিন্তু এদেশে এ-ধরনের ঘটনাও কই অভাবনীয় মনে হয় না তো!—সহজেই মানিয়ে যায় যেন—না? ওর মনে পড়ে ম্যাকার্থির কথা...একবার বুলগেরিয়ায় কি এক মেয়ের পাল্লায় প'ড়ে এই বিংশ শতাব্দীতেও তাকে হয়েছিল ডুয়েল লড়তে। ভাগ্যক্রমে ম্যাকার্থির প্রতিপক্ষ সামান্য আহত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু সেটা অবান্তর, আসল কথাটা এই যে, এ-দেশের সভ্যতায় এসব জিনিষ ততটা উদ্ভট নয় যতটা ধরা যাক বাংলার কোনো শহরে। হঠাৎ ও বুঝতে পারে: তাই এদেশে কাউণ্ট অব মণ্টে-ক্রস্টর বা দাম্ ও কামেলিয়ার আবেদন একটা বেশ বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো জীবন্ত। উঃ, কী ভিড়ই হয়েছিল আজকের থিয়েটারে! মনে পড়ে দ্বীপান্তরে বন্দীর সেই জেলের দৃশ্য...সেই পালানোর দৃশ্য...

কী সাড়াই না দিল এই সব শান্ত নাগরিক! আনাতোল ফ্রাঁস মিথ্যা বলেন নি যে, প্রতি মানুষের মনের অতলে লুকিয়ে থাকে এক দুর্দান্ত বর্বর—দানবীয় রক্তলীলায়ই যার উল্লাস, আর তারই জন্যে সংবাদপত্রের এ-অসম্ভব সমারোহ ও আদর।

রক্তলীলা! কথাটা শ্রুতিকটু। কিন্তু প্রচণ্ড দানবীয় ঘটনায় যে চমক লাগে তাতে আনন্দ পায় না কে? আধুনিক সভ্য নরনারীও প্রত্যহ সকালে সব আগে খুন-জখমের টেলিগ্রাম পড়ে কেন চায়ের সঙ্গে?

মানুষের দৈনন্দিন জীবন হ'য়ে পড়েছে এত একঘেয়ে! অথচ প্রাণ চায়

ওঠাপড়া। সবাই জানে যুদ্ধবিগ্রহের অরুন্তুদ যন্ত্রণার ছবিই টানে বহু প্রাণকে যারা বৈচিত্র্যহীন ঘটনাহীন জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত মুমূর্ষু। ওর নিজের কথাই দেখ না: এ রাতে এখানে ও গুপ্তচরের মতন অস্কারের পিছু নিত কি যদি না এখানকার নীরস জীবনযাত্রায় ও তিক্তবিরক্ত হ'য়ে উঠত? অবশ্য এ কথা ঠিক যে এদেশের আকাশে বাতাসে এ-ধরনের রোমান্সের অনুকূল উত্তেজনা ছিল—কিন্তু তবু ও কি নিজে বিশ্বাস করত যে ও কখনো এ-ধরনের নভেলি উন্মাদনায় মেতে উঠবে এ ভাবে?···আশ্চর্য, এই সব ভাবতে ভাবতে ওর বুকের মধ্যে উতলা রক্ত শান্ত হ'য়ে আসে একটু···মনে হয়—মরুক সে, অস্কার কী করছে না করছে—ওর কী? সে টেনে চলেছে তারই কর্মফলের জের, ও কেন জড়াতে চায় নিজেকে? নাঃ—শোফারকে ফিরতে বলাই ভালো: কিন্তু একটু ভয়ও আসে যে। তাই ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে রইল: বেরিয়েছিই যখন যাব শেষ পর্যন্ত—যা থাকে কপালে। ভয়কে ও শুধু যে অবজ্ঞা করত তাই নয় একটু ভয়ও করত। পাছে ভয় ওর আত্মসম্মান হরণ করে।—কিন্তু আবার ও বোঝায় নিজেকে, এখানে ফিরলে ভীরুতা হবে কী ক'রে? বাস্তবিকই তো ও অনধিকার-চর্চা করছে। ঠিক গুপ্তচরবৃত্তি না হোক, এক-ধরনের সস্তা নাটুকে উত্তেজনার খোরাক চাইছে না কি? এ-প্রবৃত্তি আর যাকেই মানাক দার্শনিকের সাজে না—যদিও শিল্পীর পক্ষে এ-ধরনের মনোবৃত্তি অমানান না হ'তেও পারে। কিন্তু নিজেকে নিছক শিল্পী ভাবতেও যে আবার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। হঠাৎ মন স্থির ক'রে ফেলল: ফিরবে। শোফারকে বলে আর কি।

ঠিক এই মুহূর্তে লক্ষ্য করল ওরা ষ্টেশনের খুব কাছে। সত্যিই কি তবে মেয়েটি অস্কারকে নিয়ে চলেছে কোথাও? এ তো হ'তে পারে না।

অস্কারকে নিয়ে ও ট্রেনে চ'ড়ে উধাও হবে? প্রফেসরের কী হবে? হেলেনাই বা বলবে কী? নাঃ—ও মনকে শাসিয়ে বলে; বাধা তোমাকে দিতেই হবে। সারথিকে বলল; "আরও জোরে হাঁকাও"—ওদের ঠিক পিছনেই রোখো।"

ওরা নামতেই মলয়ের সঙ্গে মুখোমুখি:

অস্কার চিৎকার ক'রে ওঠে।

মেয়েটি অস্কারকে বলে: "কে ও?" অস্কারের তখন বাক্‌রোধ হয়েছে।

—ভয়ের দরুন ও-ধরনের আবল্য যে কারুর হ'তে পারে ইতিপুর্বে মলয় দেখে নি কখনো এত কাছ থেকে।

অগত্যা ও এগিয়ে এল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে মেয়েটিকে বলল: "আমি ওর বন্ধু। তুমি থিয়েটার থেকে ওর পিছু নিয়েছ আমার চোখ এড়ায় নি। ওর ঘরে ঢুকে দুর্বল রুগ্ন মানুষকে ভয় দেখিয়েছ ছবি টবি কি সব দেখিয়ে তাও জানি। কিন্তু এসব গুণ্ডামি চলবে না—এ দেশে আইন ব'লে একটা জিনিষ আছে।"

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: "তোমার কী অধিকার—"

মলয় বলল: "চুপ করো—চেঁচিয়ো না—যদি অস্কারের বিরুদ্ধে তোমার কিছু অভিযোগ থাকে, আদালত খোলাই আছে। এভাবে ভয় দেখিয়ে ওকে কোথাও নিয়ে যেতে দেব না আমি।"

মেয়েটির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ এবার নরম শোনাল একটু: "কী করবে শুনি?"

—"ডাকব পুলিস।"

মেয়েটি অস্কারের কানে কানে কি যেন বলল। অস্কার কোনো উত্তর দিল না। মেয়েটি ফিরল, সেই ট্যাক্সিতেই চ'ড়ে বলল: "হাঁকাও।"

৩৭

"মলয়?" অস্কারের মুখ ফ্যাকাশে দেখায় এত—! ওর পা টলে।

মলয় তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ধ'রে ধীরে ধীরে ওয়েটীং রুমে নিয়ে এসে বসায়।

কেউ নেই সেখানে।

অস্কার ভেঙে পড়ে: শিশুর মত কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—দুহাতে মুখ ঢেকে।

—"অস্কার! অস্কার!" মলয় কোমল কণ্ঠে ডাকে, "কী হয়েছে ভাই?"

অস্কার ওর কোলের উপর মুখ রেখে কাঁদে···পুরুষ মানুষকে এরকম কান্না কাঁদতে মলয় কখনো দেখে নি। কান্নার তোড়ে দেহ ওঠে কেঁপে কেঁপে···

"শোনো অস্কার। কাঁদে না। ছি! ওঠো। তোমার শরীরও তো এখনো সবল হয় নি। ও কি ভাই। ভয়?—কী হয়েছে?—শান্ত হও তো।"

*   *   *   *

অস্কার ছেলেমানুষের মতন চেঁচিয়ে ওঠে: "আমি—আমি যাব না মলয়—ম'রে গেলেও যাব না।"

—"কোথায় ?"

—"ও চায় আমাকে দেশছাড়া করতে—যাকে ভালোবাসি না তার সঙ্গে থাকতে হবে আমাকে !"

—"ভালোবাসো না ?"

অস্কার মুখ নিচু ক'রে থাকে খানিক। পরে বলে: "তোমায় বলব মলয়। যদিও বাবাকে ব'লে ঠকেছি।"

—"সে কি ?"

—"শুনে তিনি যে-ঘা খেয়েছেন, আজ প্রায় পাগলের মতন অবস্থা তাঁর—কেন মনে করো ?"

—"আমি তো ভাবতাম তোমাকে ফিরে পেয়ে হঠাৎ তাঁর—"

—"সেজন্যে না মলয়। ছেলেকে ফিরে পেলে কি বাপে পাগল হয় ? উনি বিষম ঘা খেয়েছেন আমার কাহিনী শুনে।"

মলয় চুপ ক'রে রইল।

অস্কার বলল: "বলব তোমায় কিন্তু এখানে না।"

—"বেশ কথা। চলো হোটেলে ফিরি।"

অস্কার ভয় পেয়ে বলে: "ও যদি আসে ফের ?"

মলয় ধমকে ওঠে এবার: "আসে ফের মানে ? এ কি মগের মুল্লুক না কি ? চলো, তোমার ঘরে আজ রাতে আমি শোবো—দেখি ওরা কী করতে পারে ?"

—"শোবে মলয়, শোবে ?" অস্কার আশ্বস্ত হ'য়ে ত্রস্ত শিশুর মতন ওর বাহুমূল ধরে চেপে।

অনুকম্পায় ভ'রে যায় মলয়ের মন: আহা !

বলে: "শোবো না তো কী ? কী করতে পারে ও শুনি যে সরাসর ওর একটা কথায় এলে বেরিয়ে ?"

অস্কার পাংশুমুখে বলে: "তুমি কী ক'রে টের পেলে ?"

মলয় অকপটে সবই খুলে বলল: "আমার এ-চরবৃত্তি ক্ষমা কোরো অস্কার, কিন্তু সত্যি আমার উদ্দেশ্য ভালো বৈ খারাপ ছিল না।"

অস্কার ওকথার উত্তর না দিয়ে বলল: "মলয়!" ব'লেই দুহাতে মুখ ঢাকে ফের।

—"কী অস্কার, ছি ভয় কোরো না—অমন করছ কেন?"

অস্কার উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে: "কী করতে পারে ও? আমি যাব না। যাব না।"

মলয় তাকে টেনে বসায় ফের: "যাবে না তো বটেই। কেবল শান্ত হও দেখি। অমন কোরো না। এটা ষ্টেশন।"

—"ও। চলো চলো—যাই। হোটেলেই।"

৩৮

হোটেলে ফিরে মলয় অস্কারের জন্য একটু ব্রাণ্ডি আনতে বলে। পায়-জামার উপর হেলেনার দেওয়া একটা কিমানো চড়িয়ে গেল অস্কারের ঘরে।

সেখানে ঘরের সোফায় দুটো বালিশ চাপিয়ে ওকে হেলান দিয়ে বসিয়ে ওর পাশেই বসে: "এখানেই আমি শোব অস্কার, কোনো ভয় নেই।"

অস্কার উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে: "তুমি থাকলে ভয় পাবো না মলয়—একটুও না। কিন্তু—তোমার যদি কোন—মানে," দোরের দিকে চেয়ে: "বিপদ হয়?"

মলয় উঠে দোরে চাবি দিয়ে এসে বলল: "এবার হ'ল তো? ও তো আর দোর ভেঙে ডাকাতি করবে না।—নেও খাও দেখি এই ব্রাণ্ডিটুকু। আর ভয় কোরো না অত। ছি। পুরুষ মানুষ না তুমি। জেনো: ভয়কে যে ভয় পায় না তাকে ভয়ই করে ভয়।"

*　　　*　　　*　　　*

অস্কার ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়। ব্রাণ্ডির ফল ফলে ক্রমশ।

বলে: "মলয়, তুমি আজ না থাকলে—"

—"আহা—কেন ওসব বলো বলো তো? তুমি কি হেলেনার ভাই নও?"

—"তা বটে।" ওর মুখে প্রথম সুস্থ রক্তিমা দেখা দেয়। "আহা সুখী কোরো তাকে মলয়, যদি আমার সঙ্গে তার দেখা না-ই হয়।"

—"কী যে ছেলেমানুষিতে পেয়েছে তোমাকে! নেও দেখি আর একটু ব্রাণ্ডি।"

* * * *

ঢং ঢং ঢং ঢং

ঢং ঢং ঢং ঢং

ঢং ঢং ঢং

—"এগারটা।"

—"একটা দিন শেষ হতে চলল মলয়। আর এক ঘণ্টার অপেক্ষা।"

মলয় হাসে শুধু। ওর মনে সত্যিই স্নেহ জাগে এ ভয়কাতুরে বয়স্ক শিশুর 'পরে।

—"বোসো ভাই অস্কার, আরো কাছ ঘেঁসে—ভয় কি?"

—"মলয়!"

মলয় শুধু ওর দিকে চেয়ে হাসে—নরম হাসি।

—"আর ভয় পাব না। আমি এবার মানুষের মত বাঁচব ভাই।"

মলয় ওর পিঠ চাপড়ে বলে: "এই তো মরদের মত কথা। ভয় কোরো না তো—দেখবে ভয় যাবে পালিয়ে!"

—"না করব না।" ওর কথার ভিতরকার সে অবসাদ কেটে গেছে। "কিন্তু আজ রাতে তুমি এঘর ছেড়ে যাবে না বলো।" ব'লেই কি রকম যেন শিউরে উঠে ও মলয়ের দু হাত ধরে চেপে।

—"না না—বলেছি তো যাব না। তুমি নিশ্চিন্ত হবে কবে?"

অস্কার হঠাৎ মলয়ের কাঁধে মাথা রাখে: "তুমি না থাকলে ভাই—কে জানে হয়ত ও আমাকে দেশছাড়া করত আজ।"

—"কে ও?"

—"বলব। কেবল—যদি বাবাকে না বলতাম—"

কী বলবে ভেবে না পেয়ে মলয় বলে—এমনিই: "নোরা কিন্তু বলে, সত্য কখনোই গোপন করা ঠিক না—ফল যা-ই হোক।"

—"নোরা?" অস্কার চমকে ওঠে যেন।

—"হ্যাঁ।"

—"তুমি জানো মলয়?—সত্যি বোলো কিন্তু।"

—"নোরার বিষয়ে?"

—"হ্যাঁ।"

—"জানি।"

—"আমার বাবা-মা-র বিষয়ে ?"

—"তা-ও।"

অস্কার একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "ভালোই হয়েছে মলয়, এখন তোমাকে সব বলা আমার পক্ষে সহজও হবে।"

—"কিন্তু বলতে যদি বাধে, নাই বললে।"

—"না মলয়, বাধবে কেন বলো ? আমার একটিও বন্ধু নেই। হেলেনা তোমাকে ভালোবাসে, বাবা তোমাকে স্নেহ করেন। তুমি আমার বন্ধু হবে ভাই ?"

করুণায় মলয়ের মনটা ভিজে ওঠে। ওর দুই কাঁধের 'পরে দুই হাত রেখে বলে : "বন্ধু তো আমি তোমার সেইদিন থেকেই অস্কার, যেদিন থেকে হেলেনার সঙ্গে আমার হয় পরিচয়।"

অস্কার ওর কপালে হঠাৎ চুম্বন করে : "তোমাকে বলব আজ সব—কিচ্ছু বাদ দেব না—কেবল—"

—"কী ?"

—"সব শুনলে আমাকে ছেড়ে যাবে না বলো ?" ওর চোখে জল ওঠে চিকিয়ে।

—"পাগল ! তোমাদের পরিবারটাই পাগ্‌লা। এত উচ্ছ্বাসী—প্রত্যেকে !" মলয় ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে কাছে টেনে আনে।...

চোখের জল মুছে একটু লজ্জিত হ'য়ে অস্কার বলে : "ক্ষমা কোরো ভাই। তবে—মনটা আমার—মানে—বিকল হ'য়ে গেছে ঘা খেয়ে খেয়ে। তার ওপর মৃত্যু শিয়রে—"

—"কী যে সব—"

—"সত্যি মলয়, শুনলে বুঝবে। আর তখন বুঝতে পারবে কেন এত কথায় কথায় চোখে জল এসে পড়ে আমার।...এ-জগৎ এত সুন্দর অথচ এ জগতে আর কোনো আশাই নেই কিছু..."

—"কী বকছ ফের অস্কার ? পাগলামি রেখে মনে একটু জোর করো দেখি। নেও এই ব্রাণ্ডিটুকু।"

৩৯

—"তুমি তো শুনেইছ ট্রাজিডির কথা ?" অস্কার শুধায়।

মলয় চুপ করে থাকে।

—"আমার কোনো সাফাই-ই নেই। হয়ত সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করছি আজও।—কেবল—" একটু থেমে: একটা কথা হয়ত শোনো নি —যদিও বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না—"

—"বলো অস্কার, বিশ্বাস করতে আমার প্রকৃতি ভিতরের দিকে বাধা পায় না।"

অস্কার একটু চুপ করে থেকে বলে: "নোরাকে আমি বিয়ে করব ঠিকই করেছিলাম।"

—"করেছিলে!"—মলয় একটু চমকে ওঠে।

—"হ্যাঁ। আমার জীবন গড়িয়েছিল বটে ঢালুমুখে—তবু আকাশ আমার মনের জানলা দিয়ে থেকে থেকে উঁকি দিত—সত্যি বলছি ভাই, বিশ্বাস কোরো—" ও ম্লান মুখে থেমে যায়।

মলয় ওর কাঁধে হাত রেখে ওর চোখের পানে স্থিরনেত্রে চেয়ে বলে: "আমি আর তোমাকে অবিশ্বাস করব না অস্কার, তুমি নির্ভয়ে বলো।"

অস্কারের চোখ ছল্‌ছল ক'রে ওঠে! "ধন্যবাদ মলয়। কেবল···কেবল ···আমাকে যদি বাবা একটু বিশ্বাস করতেন—!—কিন্তু না—বাবাকেই বা দোষ দেব কেমন ক'রে ? ওঁর আজ এ অবস্থা তো আমারই জন্যে। তবু— না—শোনো।"

—"কাজ কি ভাই, যদি কষ্ট হয় এত, থাকনা আজ ?"

—"না ভাই বলি। বললে একটু হালকা হবে বুকের পাষাণ ভার।"

*　　*　　*　　*

আর একটু ব্রাণ্ডি নিঃশেষ ক'রে অস্কার বলতে লাগল: "সত্যিই আমি ঠিক করেছিলাম নোরাকে বিবাহ করব—এ কথা নোরা নিজেও অস্বীকার করবে না হয়ত। কিন্তু যেই বাবা বললেন আমার ওকে বিয়ে করতেই হবে

অমনি মন আমার দাঁড়াল বেঁকে। মার পার্বত্য বন্য রক্ত আমার দেহে, তার ওপর তাঁর প্রশ্রয় পেতাম অজস্র। কাজেই সংযম যে জীবনে দরকার ভুলেই বসেছিলাম। শিক্ষাও যা হয়েছিল জানোই তো।

"অজস্র স্বাস্থ্য ও রূপ ছিল আমার প্রধান সম্পদ। আমার আজকের চেহারা দেখে তুমি ঠিক আন্দাজ করতে পারবে না কী কান্তি ছিল আমার একদিন। কিন্তু মনে আছে সে সময়ে আমার মনে হ'ত যে যে কোনো মেয়ের হৃদয় আমি জয় করতে পারি—তার হাজার অনিচ্ছা থাকুক না কেন।

"মূর্খ আমি। কতটুকুই বা জানতাম নারীহৃদয়ের? তবু গুমরের সীমা ছিল না। ইচ্ছা ছিল বড় হবার, কিন্তু সেও ঐ অহঙ্কার থেকে। রূপের অহঙ্কার,স্বাস্থ্যের অহঙ্কার, বলিষ্ঠতার অহঙ্কার। এখনো যে এদেহ আছে তারও কারণ সেই উত্তরাধিকার। কী সম্পদই আমি পেয়েছিলাম মলয়!"

মলয় ওর পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বলে: "আমি বলি কি, আজ এসব প্রসঙ্গ থাক—হয়ত শরীর খারাপ হবে ফের—"

—"না-না মলয়, আজ আমাকে বলতে দাও—হয়ত ব'লে একটা নতুন জোর পাব—কে বলতে পারে?—শোনো। কী বলছিলাম? হ্যাঁ—এ হেন আমি নিজে থেকে নোরাকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছিলাম—আমাদের পরিচারিকাকে কারণ সে সময়ে আমি অহঙ্কারে অন্ধ হ'লেও ঠিক পিশাচ ছিলাম না।

"কিন্তু সব বদ্‌লে গেল প্রথমত বাবার ঐ জোর করার দরুন, তার ওপর মা-র অপমানে। আমার মনে-র মধ্যে কী যে করতে থাকত—! মাকে আমি ভালোবাসতাম আমার দেহ মনের প্রতি অণু দিয়ে। তাছাড়া রাগ হ'লে আমার জ্ঞান থাকত না। আমি পণ করলাম নোরাকে কিছুতেই বিবাহ করব না। প্রাণ গেলেও না।

"হাতে টাকা ছিল না, বাবার সিন্দুক ভেঙে টাকা নিয়ে পালালাম প্রায় পঁচিশ হাজার ক্রোন।"

—"য়ুমার সঙ্গে তো?"

অস্কার আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "তাকে তুমি জানলে কেমন ক'রে?"

—"সে কথা আর একদিন হবে। আজ তোমার কথাই হোক। য়ুমার মোহে তুমি পড়লে কী করে?"

"আমি প্রথম দিকে তার মোহে পড়িনি—সেই পড়েছিল আমার মোহে।

তাই তো রূপগর্বে আরও ধরাকে সরা দেখলাম। য়ুমাকে সে সময়ে না চাইত কে? নর্তকীর অগ্রগণ্যা!"

—"তার পর?"

—"অবশ্য তাকে আমার ভালো লেগেছিল, না লেগে পারে?—কিন্তু আমি গৃহত্যাগ ক'রেছিলাম—তার জন্যে না, রোখ ক'রে—বাবার ওপর শোধ তুলতে।"

—"তার পর?"

—"ঘুরলাম দুজনে নানা দেশে: ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মনি, পোলাণ্ড, রুষিয়া চীন শেষ জাপান হয়ে নিউইয়র্কে পৌছলাম।

"সেখানে প্রথম আবিষ্কার করলাম যে য়ুমা আমাকে ভালোবাসে নি—ও শুধু চোখের মোহ।

"এতদিন আমি সুখেই ছিলাম এক রকম। মা-র মৃত্যুর খবরে শোক পেয়েছিলাম সত্য—কিন্তু যৌবনের প্রাণ শক্তি পিছন দিকে চায় না—সব ভুলিয়ে দেয় আগে চলার পথে।"

—"রোসো। য়ুমা তোমাকে ভালোবাসে নি বুঝলে কখন?"

—"আমেরিকায়। সেখানে পৌছতে না পৌছতে য়ুমা বলল আমাকে মুখের উপরেই যে আমাকে সে আর কাছে রাখতে চায় না। সে-আঘাতের পরে যন্ত্রণার অধ্যায়টা বাদ দিয়ে যাই। তার পর—কী করে বোঝাব—যেন সেই বেদনার তীব্র আলোয় আবিষ্কার করলাম যে ও বিনা আমার জীবনে সবই অন্ধকার।

"এ কথা বললে হয়ত গল্পের মতন শোনাবে: কিন্তু তবু এ সত্য যে, ওর পানে আমার হৃদয় ঢলল—যখন ওর হৃদয় আমার প্রতি হ'ল বিমুখ। ঠিক বিমুখ হয়ত নয়—উদাসীন বলাই ভালো।

"সে যন্ত্রণার কথা ফেনিয়ে বলবার দরকার নেই—শুধু এইটুকু বলি যে ও যখন আমাকে বিদায় দিল তখনই আমি আবিষ্কার করলাম যে ওকে নইলে জীবন আমার হয়ে দাঁড়াবে এক অভিশাপের বোঝা।

"তখন প্রথম বাজল আমার অহমিকায়: যাকে আমি এমন ক'রে চাই সে আমাকে চায় না আর!—পৌরুষের লাঞ্ছনা, রূপগর্বের শাস্তি···যাক সে সব, সংক্ষেপেই বলি: সেখানেই আমি ফের মদ ধরলাম।

"য়ুমার কিন্তু তখনো একটা মমতা মতন ছিল আমার 'পরে। তাই

সে বোঝাত অনেক ক'রে। কিন্তু বৃথা: কারণ আমি তাকে যে ভাবে চাইতাম সে ভাবে সে আর ধরা দিতে রাজি না হওয়ায় আমি হলাম ক্ষিপ্ত প্রায়। কিসে তার মন পাব এই হ'ল আমার সাধনা।

"য়ুমা ভালোবাসত নির্ভীক পুরুষকে। আমি ঠিক করলাম বীর হ'তেই হবে আমাকে।

"কিন্তু বীরত্বের উপাদানে যার সত্তা গঠিত নয় সে বড় জোর বীরের আচরণ নকল করতে পারে বীর হতে পারে না। অগত্যা বীরত্বের হাজারো অভিনয় হ'ল শুরু। শেষটায় এক গুপ্তদলে নাম লেখালাম। শুধু তাদের নাম তোমার কাছে গোপন রাখছি, ক্ষমা কোরো।"

—"না-না—ক্ষমার কী আছে এতে? তারপর।"

—"তারা চাইত তাদের দেশের স্বাধীনতা। আমি তাদের মধ্যে ঢুকলাম একটি মেয়ের সহায়তায় তার নাম রুমা। তাকেই তুমি আজ দেখলে।"

—"ওই—?"

—"হ্যাঁ। ওর কথা এবার একটু বলি সংক্ষেপে। ওর রক্ত মিশেল: বাপ সুইড, মা রুষ। ছেলেবেলা থেকে রোমাণ্টিক প্রাণোচ্ছলা সুন্দরী তো বটেই—স্বচক্ষেই দেখেছ। বাপ অনেক টাকা রেখে মারা যান। কিন্তু ওর অস্থির প্রাণশক্তি ওকে ঠেলে দিল বিপথে। বিপদ ওকে টানত। ও বলত ছেলেবেলা থেকেই ও ঝুঁকত বেশি সেই সব পুরুষদের পানে সভ্য সমাজ যাদের ডরায়, চাইত ঠিক সেইসব নাটুকেপনা —যাতে ভদ্রসমাজের হয় আতঙ্ক। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হ'ত ওর মধ্যে উন্মত্ততার বীজ আছে লুকিয়ে। ওর চাহনিতে বিদ্যুৎ, স্পর্শে বিদ্যুৎ, হাসিতে বিদ্যুৎ। এত শক্তি বোধ হয় ওর স্নায়ু ধারণ করতে পারত না।"

—"এ রকম মেয়ে কি অনেক আছে নাকি?"

—"নেই? রুষদেশে কত ছিল জারের সময়ে। অন্য দেশেও আছে—তবে কম। কিন্তু আমি এদের দেখতাম একটা টাইপ হিসেবে। এরা হ'ল সেই জাতীয় মেয়ে বাস্তবের একঘেয়ে জীবন যাদের ভালো লাগে না। এরা চায় নিত্য নূতন চমক, নেশা উত্তেজনা, পথ এদেরকে ডাকে ব'লেই এরা ছুটতে রাজি—বিনা পাথেয় বিনা কোনো লক্ষ্য।

"এ-শ্রেণীর মেয়ে বা ছেলে—বুঝতেই পারছ সমাজে অনেকটা অস্পৃশ্য

মতনই। এরা প্রকাশ হবে কী ক'রে বলো? দুষ্ট ক্ষতর মতন এরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকে সমাজের অন্ধকূপে। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অত্যাচার উৎপীড়ন এদের এই ব্যর্থতার দিকে রওনা ক'রে দেয় এই কথাই তুমি শুনতে পাবে। শুনতে পাবে এরা আদর্শবাদিনী, স্বপ্নদর্শিনী, অনুভব এদের তীব্র, কল্পনা উদ্দীপ্ত—তাই এরা সমাজের রাষ্ট্রের উৎপীড়ন স'য়ে থাকতে পারে না, জীবন দিয়েও চায় প্রতিকার।

"কিন্তু আমার মনে হয় এজন্যে যে এরা এসব পথে আসে তা নয়। এদের মধ্যে প্রাণশক্তি এত বেশি যে এরা নিজেদেরকে ধ'রে রাখতে পারে না—তাই ছোটে এই সব বিপথে—কেন না এই সব অলক্ষ্য উচ্ছৃঙ্খল পাতাল-পুরীতেই এদের প্রাণবহ্নি জলবার অপর্যাপ্ত সমিধ্ পায়। মুক্ত রাজপথে, খোলা সমাজে এরা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে—সেখানে যে বহু জনশক্তির মিতাচারের জোর বেশি। কিন্তু এসব রেখে বলি কাহিনীটাই।"

—"না না অস্কার বলো—খুব ভালো লাগছে—"

—"কী বলব ভাই। এদের কীর্তিকলাপ সব বলতে গেলে রাতের পর রাত যাবে কেটে। তা ছাড়া বললাম না সে-সবের অধিকাংশই নাটুকেপনা? —অন্তত আমি যাদের মধ্যে ঢুকেছিলাম তাদের ক্ষেত্রে তো বটেই।"

—"ভালো লোক কি এদের মধ্যে নেই বলতে চাও তুমি?"

—"তা নয়। তবে কি জানো?—তাদের প্রভাব প্রায়ই প্রকট হয় না তারা সহজেই মতলববাজ কূট প্রবীণদের হাতের খেলার পুতুল হ'য়ে পড়ে ব'লে; যাক্ শোনো।"

অস্কার একটু থেমে শুরু করে ফের: "রুমা কিন্তু ছিল বিপ্লবী হিসেবে খাঁটি। মানে, ও চাইত সত্যিই অত্যাচারের প্রতিকার। অন্তত ওর মধ্যে যে-আগুন জ্ব'লেছিল তার মূল শিখাটি ছিল যে আত্মোৎসর্গের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"কিন্তু হ'লে হবে কি, এদের মধ্যে নিরন্তর মিথ্যা ভয় গুপ্তহত্যা এসবের আবহাওয়ায় চরিত্রের মন্দ দিকটাই বেশি প্রশ্রয় পায়। এমন মহৎ হৃদয় আছে যারা এসব আবিলতার মধ্যেও অনাবিল স্বপ্নকে ধ'রে রাখতে পারে, কিন্তু তারাই ফন্দিবাজদের ফেরে প'ড়ে হারায় একূল ওকূল দুকূল।

"রুমা তাই খুব ঘা খেয়েছিল এদের দলে এসে। আমার কাছে কতদিন সে কাঁদত। আমার হ'ত করুণা। ও প্রথম দেখায়ই আমাকে

ভালোবেসেছিল। সর্বগ্রাসী সে-ভালোবাসা। বোধহয় ও চেয়েছিল আবার উপরের আলোয় উঠতে আমাকে অবলম্বন ক'রে। বুকে ওর জাগত একটা হাহাকার।

"কিন্তু এমনিই জীবনের পরিহাস মলয়, যে ওকে আমি ভালোবাসতে গিয়েও পারলাম না। য়ুমা বাদ সাধল।"

—"একটা কথা: য়ুমার ঈর্ষ্যা এসেছিল কিনা জানতে ইচ্ছে হয়।"

—"আগে হ'লে আসত হয়ত। কিন্তু এখন সে আমার কবল থেকে যে মুক্তিই চাইছিল—ঈর্ষ্যা আসবে কেন? আরো একটা কথা: ওর প্রকৃতিতে ছিল জাপানি সংযম। কাজেই আমার এত উচ্ছ্বাস, কান্নাকাটি, মিনতির বাড়াবাড়ি ঠিক যেন বরদাস্ত করতে পারত না। তা ছাড়া ওর নৃত্য-জীবনে আমি ক্রমেই ওর বাধা হয়ে উঠছিলামও বটে।

"কিন্তু আমার প্রতি ও যতই উদাসীন হ'য়ে আসে ওর জন্যে আমি ততই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠি। কী করে ওর মন পাব, ওর প্রশংসা পাব, ওকে ফিরে পাব ক্রমে এই-ই হয়ে উঠল যেন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

"বলেছি এই উদ্দেশ্যেই আমি রুমাদের দলে নাম লিখিয়েছিলাম—অবশ্য রুমাকে ব'লে না। য়ুমাকে সে চিনতও না প্রথমটায়, যদিও য়ুমার নাম শুনেছিল—জানতও যে য়ুমার সঙ্গে তাদের দলের পরিচয় আছে। য়ুমা তাদের মাঝে মাঝে টাকাও দিত কি না।—মরুক গে।

"বলেছি রুমা চেয়েছিল আমাকে ধ'রে উপরে উঠতে, কিন্তু ওর কথা শুনে আমার মনে হ'ল রুমাদের দলে ঢুকলে য়ুমা অন্তত এটা বুঝবে যে আমি কাপুরুষ নই। তাই রুমাই হ'ল আমার অধঃপতনের একটা কারণ। না, কারণ বললে ওর প্রতি অবিচার হবে—বলা যাক উপলক্ষ।"

—"তারপর?" মলয় শুধায় সাগ্রহে।

"তারপর সে বড় যন্ত্রণার ইতিহাস মলয়," অস্কারের সুর আসে ম্লান হ'য়ে, "দেখলাম আমি যে, বেশির ভাগ মানুষই স্বার্থপর কূটচক্রী, খুব কম মানুষই খাঁটি উদার, মহৎ। কিন্তু দুঃখ এই যে, এ-দুচারজনের মহত্ত্ব ও ঔদার্য আত্মবিকাশের বেশি অবকাশ পায় না, পেতে পারে না—যদিও রোমান্স যারা রচে তারা দল পুরু করতে ব'লে বেড়ায় যে এরাই হ'ল জীবনযাত্রীদের মধ্যে তীর্থযাত্রী—যারা প্রাণ তুচ্ছ করে মহানের ডাকে।"

—"কিন্তু এরা প্রাণ যে সত্যই তুচ্ছ করে এ তো মিথ্যা কথা নয়।"

—"মানি। কিন্তু এ-তুচ্ছ কয়াটাকে বাইরে থেকে, দূর থেকে যেমন দেখায় আসলে এ ঠিক তেমন নয়, অর্থাৎ কাছ থেকে, ভিতর থেকে কী ভাবে—একটা দৃষ্টান্ত দিই শোনো।

"একবার আমাদের মধ্যে একটা লটারি মতন হয়। একজনকে গুপ্তহত্যা করতে হবে। টিকিটটা টানল বোরোদিন ব'লে একটি কিশোর পোল ছেলে—বয়স তার হবে আঠার উনিশ।

"উঃ, তার সে-চেহারা আমি ভুলব না। ভয়ে তার মুখচোখ চাখড়ির মতন শাদা হয়ে গেল। যখন আমরা উঠে দাঁড়ালাম রুমা আমি সে ও আর একটি মেয়ে—সে ছিল আবার তারই প্রণয়িনী—তখন তার পা থরথর ক'রে কাঁপছে। মেয়েটি তাকে বলল: 'ধিক্ বোরোদিন্ ভয়?' বোরোদিন লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল। কিন্তু এদিকে প্রণয়িনীর কাছে মান রাখার উচ্চাশা, অন্যদিকে গুপ্তহত্যার প্রতি তার আন্তরিক বিমুখতা ধরা পড়লে কী হবে ভাবনা, প্রাণের প্রতি মমতা—আরো কত কি।

"এ নিয়ে একটা গল্প লেখা যায়। বোরোদিন এ-দলে এসেছিল নিজের কোনো স্বপ্নের জন্যে নয়—ঐ মেয়েটিরই প্ররোচনায়—মোহে প'ড়ে। তাকে আমরা ডাকতাম সুলতানা ব'লে। সুলতানা আবার এ-দলে ঢোকে আর একটি প্রণয়ীর জন্যে। সে অনেক কথা। কিন্তু প্রণয়ের সে সব ঘনঘটা রেখে ঘটনাটাই বলি।

"হত্যা করতে হবে একজন বিশ্বাসঘাতককে। সে অর্থলোভে চর হ'য়েছিল শেষটায়—সে-ও আবার সুলতানারই জন্যে। অর্থাৎ সুলতানা তাকে প্রত্যাখ্যান না করলে সে দলে থাকত। এর নাম দেওয়া যাক—জুডাস্।

"যাই হোক জুডাসকে হত্যা করবার ভার যখন পড়ল বেরোদিনের 'পরে তখন আমাদের মনে যে কী স্বস্তির ভাবোদয় হ'ল সে বলবার নয়। এই-খানেই দেখ যে-কাজকে তোমরা এত সাহসিক মহৎ প্রভৃতি বলো ভিতরে ভিতরে সে-কাজ কেউই করতে চায় না। অনেক সময়েই একাজ করতে হয় বাধ্য হ'য়ে—না করলে তার নিজেরও প্রাণ নিয়ে টানাটানি যে! আদর্শের নাম নিয়ে ডিসিপ্লিন ও ভয় এসে বসে জায়গা জুড়ে। অথচ বাইরে থেকে যখন দেখা যায় মনে হয়—উঃ কত বড় আদর্শবাদী এরা—কী বেপরোয়া, কী সাংঘাতিক এদের মনের জোর! ইত্যাদি। যাক্।

"সেদিন রাতে, আমাকে বোরোদিনের বাড়ি যেতে হ'ল এই কাজের জন্যেই। ওকে খুব ভালো একটা পিস্তল দিতেই ও দুহাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়ল, বলল—একাজ ও পারবে না—কিছুতে না।

"এমন সময়ে সুলতানার প্রবেশ। চোখে তার আগুন জ্বলছে। বোরোদিনকে কাঁদতে দেখে সে উঠল ক্ষেপে। বলল: 'দাও পিস্তল আমাকে, আমিই একাজ করব। তোমার মতন'—ব'লে সে ওর মা-র নামে কুশ্রী কথা আধা উচ্চারণ ক'রে আমাকে দেখেই থেমে গেল।"

—"তারপর ?"

—"বোরোদিনের ফ্যাকাশে মুখ রাগে উঠল টকটকে লাল হ'য়ে। সে বলল: 'সুলতানা, আমি এ কাজের ভার নিয়েছি—পিছোবো না আর, কিন্তু আমার মা-র নামে এ-অপমানের পরে আমি আর ফিরব না। নরহত্যা ক'রে বেঁচে থাকতে আমি চাই না।'

"পরদিন কাগজে পড়লাম জুডাসের শোবার ঘরে তাকে গুলি ক'রে বোরোদিন নিজের ঘরে ফিরে এসেই পোটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

মলয়ের বাক্‌স্ফূর্তি হয় না।

অস্কার ম্লান সুরে বলতে লাগল: "তাই তো বলছিলাম ভাই যে, এসব ব্যাপার বাইরে থেকে দেখলে মনে যে-রঙ লাগে ভিতর থেকে দেখলে তেমন লাগে না। ইংরাজিতে একটা কথা বলে—রুমা প্রায়ই বলত—Distance lends enchantment to the view."

মলয় বলল: "কিন্তু সব ঘটনাই তো এ-ধরনের নয়। সত্যিকার আদর্শবাদী—"

—"বিপ্লববাদীদের মধ্যেও থাকে—মানি, যদিও দু'চারটি মাত্র। কিন্তু থিওরি যাই হোক না কেন কার্যক্ষেত্রে হয় কী জানো? গুপ্তচরবৃত্তির ফলে একটু একটু ক'রে তাদেরও আদর্শবাদ ম্লান হ'য়ে আসে। মিথ্যা ও হত্যার আবহাওয়ায় হৃদয়বৃত্তির উৎসহ যে যায় শুকিয়ে—আদর্শবাদকে তাজা রাখবেন কিনি? তাছাড়া দেখে শুনে একটা কথা আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয় মলয়! কথাটা এই যে, গুপ্তহত্যা ক'রে প্রাণ-দেওয়ার মধ্যে সাহস থাকতে পারে কিন্তু সত্যিকার মহত্ত্ব বসবাস করতে পারে না তার স্বাভাবিক জৌলুষ নিয়ে। কাজেই আবেগের মাথায় এককথায় মরা বড় ব'লে মেনে নিলেও

বলা চলে—এর চেয়ে ঢের বড় কথা হ'ল বাঁচা—একটা বড় আদর্শের জন্যে সংসারের লক্ষ আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে জীবনকে তিল তিল ক'রে গ'ড়ে তোলা—সংযমের তপস্যায়, কর্মের তপস্যায়, আত্মশুদ্ধির তপস্যায়।

"এসব আমার নিজের কথাও নয়—রুমাই বলত আমাকে কত সময়ে কাঁদতে কাঁদতে। স্বপ্ন ওর চুরমার হ'য়ে গিয়েছিল বহুদিন। তাই ও চেয়েছিল আমি পাতাল থেকে ওকে মাটির উপর তুলি। কিন্তু এমনিই হয় মলয়—"

বিষণ্ণ হেসে বলে অম্বার—"আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে আঁধারই হয় জয়ী সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে। প্রথম আমি চেয়েছিলাম ওকে ওঠাতে কিন্তু ওর সংস্পর্শে এসে আমিই পড়লাম, ও উঠল না।

"সে অনেক কথা। সব বর্ণনার সময় নেই—সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই:

"যুমাকে যে আমি ভালোবাসি রুমা টের পেতেই ও হ'য়ে উঠল ক্ষিপ্ত প্রায়। আমাকে আগে যদি বা চেয়েছিল ওর রক্ষক হিসাবে এখন চাইল আমি হই ওর পরিচারক—নফর। জ্ব'লে উঠল অসহ্য জ্বালায়—ডাকল আমাকে ওর দেহের দিকে।

"বলেছি ওকে আমি ভালোবাসি নি। কিন্তু ওর মতন মেয়ে যখন ডাকে এভাবে—এমন পুরুষ বোধহয় জগতে নেই যে রসাতলে নামতে না চায়। ওর রূপ ওর যৌবন ওর হাবভাব ওর চাহনি ওর প্রাণশক্তির বিদ্যুৎ—সে এক অবর্ণনীয় রোমান্স—দুর্নিবার ঘূর্ণী।

"পড়লাম আমি এ-ফাঁদে। ওকে ভালোবাসি না অথচ ওকে ছাড়তেও পারি না। ওদিকে যাকে ভালোবাসি তাকে পাই না—এ-ক্ষোভে আরও ঝুঁকি এই সব দেহের উন্মাদনার সান্ত্বনায়। ফের মদ ধরলাম এই সব অশান্তি উত্তেজনার মাঝে।

"পরে যা হয়—সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। শুধু রুমা নয়—আরও নানা স্বৈরিণী মোহিনীরা এলেন। আমার রূপে, যৌবনে, প্রাণশক্তিতে তারাও থাকতে পারত না—ছুটে আসত পতঙ্গের মতন। তাদেরও অনেকে পুড়ে মরেছে—শুধু আমিই পুড়ি নি।

"দারুণ বিস্বাদ গ্লানিকর জীবন, মলয়। অথচ আমি সত্যিই এসব চাই নি। আমার এক কামনা ছিল যুমাকে ফিরে পাবার। এই

কামনাই আমার সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। নইলে—কে জানে—হয়ত রুমাকে তুলতে পারতাম টেনে—আমাদের দুজনের জীবন হয়ত সার্থকতার দিকে মোড় নিত। তখনো সময় ছিল—কিন্তু ফিরতে পারলাম কই?

"রুমা কাঁদত আমার মদ খাওয়া দেখে, অসংযম দেখে। ও তো চায় নি আমার এ-অধোগতি: চেয়েছিল আমাকে। কিন্তু আমার প্রতি আসক্তিই আবার হ'ল ওর কাল, যেমন য়ুমার প্রতি আসক্তি হ'ল আমার কাল।" একটু চুপ ক'রে: "কেন যে এমন হয়, বুঝি না! মানুষ যাকে চায় তাকে পায় না, যাকে পায় তাকে চায় না। যদি য়ুমা আমাকে চাইত আমার হ'ত মুক্তি, কিম্বা যদি রুমা আমাকে না চাইত তাহলেও হয়ত ওদের দলে ঢুকতাম না—আর তাহ'লে হয়ত এত নিচে নামতাম না। যাক্।

"সব চেয়ে হতাশা এল, যখন দেখলাম এদের দলে ঢুকেও য়ুমার মন পেলাম না। য়ুমা ভাবল: এ আমার এক নটভঙ্গি। আমি যে কাপুরুষ, আমি যে পুরুষ হয়ে কাঁদি, দীর্ঘশ্বাস ফেলি ও কোনোমতেই সইতে পারত না। শেষটায় তিক্তবিরক্ত হয়ে নিউইয়র্ক থেকে চ'লে এল য়ুরোপে।

"আমি আত্মহত্যা করব পণ করলাম। একবার বিষও খেয়েছিলাম। রুমাই আমাকে বাঁচায়। কী সেবাটা যে করেছিল আমার মৃত্যুশিয়রে! আহা!

"কিন্তু য়ুমাকে হারাতে রুমা আমার চোখে হয়ে উঠল বিষ। একদিনে নয় তিলে তিলে। সে বড় যন্ত্রণা মলয়! ওরই জন্যে আমি য়ুমাকে পেলাম না—এই হ'ল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বেচারি! ওর অপরাধ কী বলো? কিন্তু এসব আসক্তিতে মানুষের কি সহজ বুদ্ধি থাকে ভাই? প্রতি পদে সে ভুল বোঝে জীবনকে, ভুল সিদ্ধান্ত করে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ভুল পথে খোঁজে পরিত্রাণ—শেষটায় যা হবার: হয় ধ্বংস-পথের যাত্রী।

"এমন সময় ঘটল একটা ঘটনা: আমাদের দলে এল একটি রুষ ছেলে—নাম, ক্রাসটকিন। সে রুমার পানে ঝুঁকল। রুমা এক চাল চালল এবার—যদি আমাকে পাওয়া যায়। আমার জন্যে সে বেচারিও হ'য়ে উঠেছিল

মরীয়া। কারণ ও দেখছিল স্পষ্টই যে তার ওপর আমার বিতৃষ্ণা ক্রমেই তীব্র হ'য়ে উঠছিল।

"ও মৎলব করল ক্রাসট্‌কিনের সঙ্গে ভাব করবে। বুঝতেই পারছ কেন।

"ক্রাসট্‌কিন রুমার রূপের আগুনে হ'ল পতঙ্গ—পুড়ে মরলেও ওকে ছাড়বে না। রুমা ওকে খেলাতে থাকে।

"আমার ঈর্ষ্যা উঠল জেগে। আমি ওকে ফিরে চাইলাম। মনে ভ্রম হ'ল বুঝি ওকে ভালোবাসি। ওর আনন্দ ধরে না। আরও উদ্দীপ্ত হ'য়ে—নানান্ মতলব ক'রে ওকে ডাকল নিজের শয়নকক্ষে। সহজ প্ল্যান—আমার চোখে যাতে এটা পড়ে। পড়লও, কারণ আমি তো আর এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না; দিলাম ফাঁদে পা। দেখলাম ক্রাসটকিনকে ওর ঘরে ঢুকেই—রুমার বিছানায়।

"সে-বেচারা জানত না কিছু: থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল। রুমার টেবিলের ওপর ছিল একটা মস্ত কাগজ-কাটার ছুরি: আমি ক্ষিপ্তের মতন বসিয়ে দিলাম।"

মলয়ের গার মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে···এক আলাদা জগৎ এ!

—"তার পর?"

—"ভাগ্যক্রমে আমার ছোরা বসাবার আগেই রুমা চিৎকার ক'রে উঠে আমার হাত চেপে ধরে। আঘাতটা ক্রাসটকিনের বুকে না পড়ে পড়ল কাঁধে। ও বেঁচে গেল—যদিও হাসপাতালে দুমাস থাকার পর—যদিও একথা আমি শুনলাম প্রথম আজ—রুমার মুখে।"

—"এর আগে—"

—"জানব কেমন ক'রে?—ছোরা বসিয়েই যে আমি এয়ারোপ্লেনে উধাও হই লণ্ডনে।"

—"তার পর?"

—"লণ্ডন থেকে এলাম নরওয়ে। জীবনে তখন গভীর অবসাদ। শরীরও অসুস্থ—মন জর্জর—আশা নেই চোখে। সুবিধা হ'ল একটা ঘর পুড়ছিল। শুনলাম একটা শিশুর কান্না যখন নিচে তার মা চিৎকার করছে বাঁচাও ওকে—বাঁচাও ওকে।

"নক্ষত্রবেগে ঢুকলাম। শিশুকে জানলা থেকে ফেলে দিলাম—নিচের

লোকেরা কম্বল ধরল, তার ওপর পড়ল। বেঁচে গেল—কিন্তু আমি নামতে গিয়ে বেটক্করে প'ড়ে গেলাম। দুর্বল শরীর, নইলে হয়ত পড়তাম না—এভাবে পুড়েও যেতাম না।"

—"তার পর ?"

—"ভাগ্যক্রমে একটা লটারিতে কিছু টাকা পেয়েছিলাম নিউইয়র্কে। তাই নিরন্নদের হাসপাতালে যেতে হ'ল না। রইলাম এক ভালো আরোগ্যালয়ে। সেরে উঠলাম। কিন্তু শরীর মন গেছে ভেঙে। বেঁচে উঠে আফ্‌শোষ হ'ল—আমাকে আবার জীবন ধার দিয়ে নিয়তির এ কী মহাজনী বৃত্তি ? কী সুদ চাইবেন আবার—কে জানে ?"

মলয় চুপ ক'রে রইল খানিক, পরে বলল : "তার পর ?"

—"তার পর আর কি ? সবই তো জানো। আমি এখানে এসে মাস ছয়েক বাদে ফের অসুখে পড়লাম। ফের আসতে হ'ল আরোগ্যালয়ে। তখন ঠিক করলাম বাড়িতে জানাব। বাবাকে লিখলাম। বাবা এলেন। কিন্তু দুঃখ এই যে না বুঝে তখন দু দুটো মস্ত ভুল ক'রে বসলাম।"

—"ভুল ? মানে ?"

—"প্রথম,—সব বললাম—এমন কি ক্রাসটকিনকে খুন ক'রেছি এ কথাও।"

—"খুন যে করো নি রুমা কি তার কোনো প্রমাণ দিলে ?"

—"হ্যাঁ—দেখাল ক্রাসটকিনের একটা চিঠি সপ্তাহখানেক আগে লেখা। সে এখন লণ্ডনে।"

—"তাই বুঝি তুমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলে।"

—"হ্যাঁ। মনে হ'ল আমার কী হবে আর এখানে থেকে ? হেলেনাকে দেখার ইচ্ছে আছে সত্য, কিন্তু ভাবলাম—কে জানে তাতেও যদি কুফল ফলে ?"

অস্কারের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে। জোর করে বলতে লাগল : "আমি এসেছি জীবনে একটা জীবন্ত অভিশাপ হ'য়ে যে ভাই। যাকেই ভালোবাসি তারই জীবনে আনি ঝড়তুফান সর্বনাশ। ভাবলাম যদি সম্ভব হয় রুমাকেই করব সুখী, অন্তত চেষ্টা করব। বিশেষ ক'রে যখন পুলিসের ভয় আর নেই—হয়ত ভদ্রজীবন যাপন অসম্ভব না হ'তেও পারে।"

—"তবু—"

—"কী ?"

—"না। শুধু ভাবছিলাম—রুমার জন্যে যদিও কষ্ট হয় তবু—ওদের জীবনের বেড়াজালে ফের বাঁধা পড়াটা কি ভালো হবে ?"

—"কী করব বলো ? অন্য কোথাও কি আমার ঠাঁই আছে ? আমি যে বীজ বুনিছি তার ফলের দুর্ভোগ একা রুমাই বা ভুগবে কেন ?"

মলয় একটু ভেবে বলল : "না যাও তুমি অস্কার—কালই—কালমারে।"

—"কিন্তু, বাবা ?"

—"তাঁকে আমি দেখব। একটু ভালো হ'লেই নিয়ে যাব সেখানে। হয়ত তোমাকে রোজ এত কাছে দেখছেন ব'লেই তিনি সেরে উঠতে পারছেন না তোমাকে নরহন্তা জেনে। তুমি তাঁর ব্যথার জায়গায়ই ঘা দিচ্ছ হয়ত অজান্তে।"

—"একথা আমারও মনে হয়েছে। তাই তো আমি রুমার সঙ্গে যাচ্ছিলাম চ'লে।"

—"কিন্তু তাতে তো সুফল ফলবে না ভাই! বিশেষ যখন ওকে ভালোবাসো না—তখন ওর সঙ্গে শুধু দেহের সম্বন্ধে তৃপ্তি তো পাবে না—আসবে গ্লানিই শেষটায়।"

—"আমারও সেই ভয় হয়। কিন্তু অন্য কী পথ আছে বলো ? হয়ত হেলেনাও এসব শুনলে শক্ পাবে।"

—"হেলেনাকে বোলো না এসব কথা।"

—"গোপন করব ?"

—"হ্যাঁ অস্কার। আমার মনে হয় যে সবাই সব সত্য সইতে পারে না। দেখছ তো—তোমার বাবাই যখন পারলেন না—কে জানে ?"

—"কিন্তু রুমা যদি প্রতিশোধ নিতে চেয়ে ব'লে দেয় ওকে ? যদি চিঠি লেখে ?"

মলয় চিন্তিত সুরে বলল : "অতটা ও করবে ব'লে মনে হয় না। কারণ তাতে ও পাবে কী বলো ? ও সত্যিই তো তোমাকে কোনো সাজা দিতে চায় না—ও চায় শুধু তোমাকে ফিরে পেতে। কেবল তাহ'লেই হয়ত ও সুখী হ'তে পারে। কিন্তু..."

—"থামলে যে—"

—"বলছিলাম তোমার ওর কাছে ফিরে-যাওয়া মানেই তো আর ওর তোমাকে ফিরে-পাওয়া নয়।"

অস্কার চুপ ক'রে ভাবে, পরে বলে: "কিন্তু ও কি বুঝবে একথা?"

মলয়ও ভাবল একটু, পরে বলল: "যদি বলো তো আমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।"

অস্কার ওর হাত চেপে ধরে সাগ্রহে বলল: "বলবে মলয়? তোমার কথায় হয়ত ও বুঝবে। আহা, ওকেও তো আমি আর দুঃখ দিতে চাই না ভাই।"

—"ও কোথায় আছে?"

—"ভিক্টোরিয়া হোটেলে। ও স্টকহল্‌ম ঘুরে আমার ঠিকানা জোগাড় ক'রে এসেছে।"

—"কবে?"

—"আজই সকালে। আমাকে একলা পাওয়ার সুযোগ খুঁজছিল দুপুর থেকে। বিকেলে এসেছিল একবার—তোমাকে দেখে ফিরে যায়। তারপর সন্ধ্যাবেলা আমাদের পিছু নেয়। তারপর সবই তো তুমি জানো।"

অনেকক্ষণ ওরা চুপ ক'রে রইল···হঠাৎ দোরে খুব মৃদু টোকা।

অস্কার শঙ্কিত কণ্ঠে চুপি চুপি বলে: "নিশ্চয়ই।"

—"হ'লে ভয়ের কী আছে অস্কার?" ব'লেই মলয় উঠে গিয়ে দোর খুলল। সামনেই রুমা!

৪০

রুমা মলয়কে দেখেই থমকে গেল। তার পরেই জর্মনভাষায় সহজ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল: Bitte ich muss mit ihm sprechen—aber allein. *

"আসুন না ভিতরে",—মলয় উত্তর দিল ঐ ভাষায়।

রুমা সন্দিগ্ধ নেত্রে ওর পানে তাকিয়ে সন্তর্পণে ঢুকল।

মলয় হাসল: "ভয় পাবার কিছু নেই ফ্রয়লাইন, নির্ভয়ে বসুন।"

* ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—কিন্তু একলা।

অম্বার কথা কইল : "রুমা, মলয়ের সঙ্গে হেলেনার বিবাহ ঠিক। ওকে তুমি বন্ধু ভাবতে পারো। অন্তত ওর থেকে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না এ নিশ্চয়।"

রুমা বলল : "ওকে কি—"

—"হ্যাঁ, সব বলেছি।"

—"স—ব ? আমার সম্বন্ধেও ?"

মলয় বলল : "কেন ভাবছেন! বিশ্বাস করবেন আমার কোনো স্বার্থই নেই আপনার শত্রুতা করবার। তাছাড়া"—ব'লে থেমে একটু ইতস্তত ক'রে বলল : "আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি ভুল ভেবেছিলাম ব'লে।"

রুমা একবার অস্কারের দিকে চকিত কটাক্ষ করে মলয়ের পানে তাকিয়ে বলল : "ভুল ভেবেছিলেন ?"

—"হ্যাঁ। বিশ্বাস করবেন অস্কারের কাছে সব শুনে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাই বোধ করেছি—যদিও একথা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না।"

—"বিশ্বাস করব না ? কেন ?"

—"কারণ সন্দেহের অবিশ্বাসের কেন্দ্রেই না কি আপনাদের ডেরা ডাণ্ডা।"

—"এ কল্পনার ভিত্তি কী যদি জিজ্ঞাসা করি ?"

—"যদি বলি—আলোর চেয়ে দাহ নিয়েই আপনারা ঘরকন্না করেন ?"

রুমা পরুষ কণ্ঠে বলে : "তাহ'লে আমিও যদি পাল্টা জেরা করি : কী জানেন আপনি আমাদের ঘর বা কন্না সম্বন্ধে ?"

—"কেন অনর্থক রাগ করছেন বলুনতো ? আমি—"

—"উত্তর দিন আগে।"

—"আগে বসুন", মলয় হাসে।

রুমার কণ্ঠস্বরের প্রদাহ ঈষৎ কমে আসে, সোফায় ব'সেও বলে : "আচ্ছা বলুন এবার।"

মলয় পাশে একটা চেয়ারে ব'সে খুব মৃদুস্বরে বলল : "আপনাদের দল ছাড়াও কি জগতে বিপ্লবীদের দল নেই ফ্রয়লাইন ? আন্দামানের নাম শুনে থাকবেন হয়ত ?"

—"শুনেছি—কিন্তু সে কথা তুলছেন কেন ?"

—"এই জন্যে যে সেই দ্বীপ-ফের্তা কারুর কারুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ

পরিচয় আছে, তাছাড়া বার্লিনে ও প্যারিসে ভারতীয় বিপ্লবীদের আড্ডা আছে শুনেছেন কি-না জানি না।"

—"আপনি চেনেন তাঁদের মধ্যে কাউকে ?"

মলয় মৃদু হাসে : "একদিন চিনতাম অনেককেই। তবে সে অনেক-দিনের কথা। আজকাল তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছি।"

—"প্রাণের ভয়ে বুঝি ?"

—"প্রাণের ভয় ছাড়া অন্য ভয়ও আছে ফ্রয়লাইন।"

—"কিসের ?"

—"অধঃপতনের। দলাদলি তাঁদের মধ্যে যত এমন পাণ্ডা পুরুতদের মধ্যেও না—মানে, বেশির ভাগ বিপ্লবীদের মধ্যে।"

রুমার কণ্ঠস্বর ফের তীব্র হ'য়ে ওঠে : "দলাদলি কথাটা শুনতে এক হ'লেও তার ছন্দ যে সর্বত্র এক না হ'তেও পারে একথা আপনার কখনো মনে হয়েছে কিনা জানতে পারি কি ?"

মলয় নরম সুরে বলল : "আপনার কাছে অকুণ্ঠে ক্ষমা চাইছি ফ্রয়লাইন —যদি একথায় আপনার মনে আঘাত লেগে থাকে। তবে আমাকে ভুল বুঝবেন না এই মিনতি রইল। একথা আমি বলতে চাইনি যে, বিপ্লবীদের মধ্যে মহাপ্রাণ মানুষ আমি কখনো দেখিনি। দরাজ প্রাণ সর্বত্রই মেলে এবং সর্বত্রই তারা মনকে অভিভূত করে—না—শুনুন আমার কথা শেষ হয়নি—এ-ও আমি জানি যে একটা বড় আদর্শ নিয়ে যারা তেল নুন লকড়ির দোকানদারি তুচ্ছ ক'রে তাদের মধ্যে যে দলাদলি, সে-দলাদলির সঙ্গে সুবিধা-বাজ মতলববাজদের সুবিধার দলাদলির একটা মূলগত ভেদ আছেই। বড়কে যাঁরা সত্যি ভালোবাসেন ক্ষুদ্রতার দৃশ্যে তাঁরা প্রায়ই যে অসহিষ্ণু এমন কি অনমনীয় হ'য়ে ওঠেন এ সত্যও আমার অজানা নেই। কিন্তু যদি বলি যে, এরকম স্বপনী যেমন অন্যত্র ও মুষ্টিমেয়আপনাদের মধ্যেও তেমনি তাহ'লে ভরসা করি আপনার সহানুভূতি না পেলেও মার্জনা পাব।"

—"না। কারণ আমি যে ঐ বেশিরই দলে—দলাদলি আমি ভালবাসি—রেঁালার au-dessus de la mêlée—যুধ্যমানদের উর্ধ্বে শুনলে আমার হাসি আসে এ জাতের সুবিধাবাদে—আত্মপ্রতারণায়। যারা হাসে কাঁদে রুখে ওঠে ভালবাসে আবার হানাহানিও করে—তাদের মধ্যেই আমাকে থাকতে দিন, লক্ষ্মীটি!"

মলয় ফের স্নিগ্ধ হাসে: "ফ্রয়লাইন, আপনি আমাকে যে ক্ষমা করতে পারছেন না তার কারণ আপনি ভুল ভেবে ভারি খুশি আছেন!"

—"কী বললেন? খুশি?"

—"অবিকল। নৈলে আমাকে রেঁলার মতন এ-জগতের এক আত্মপ্রসন্ন বিচারক ঠাওরাতেন না। আমি একজন অতি সামান্য মানুষ। আপনাদের মধ্যে যে-নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত সময়ে সময়ে বাইরে থেকে দেখেছি তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—অকুণ্ঠেই কবুল করছি। কেননা মুখে যতই বলি না কেন—প্রাণ বিপন্ন করার কাজে যারা এগিয়েছে তারা যে তাদের বাইরেকার তুচ্ছতা দৈন্যতার চেয়ে অনেক সময়েই বড় এ-কথা আমি সসম্ভ্রমে স্বীকার করি জানবেন।"

স্নিগ্ধতাও সংক্রামক: রুমার মুখের কঠিন রেখাগুলি ধীরে ধীরে কোমল হ'য়ে আসে। সুর আরো একটু নামিয়ে নিয়ে "কিন্তু"—ব'লেই ও হেসে ফেলে হঠাৎ—"কী বলব বলুন এর উত্তরে—কিছুই যে আমার বলবার নেই।"

—"জানি, কিন্তু আমার কিছু বলবার—না, অনুরোধ করবার আছে—মানে অবশ্য—যদি অনুমতি দেন।"

—"বলবার যদি থাকে তবে বলতে বাধা কী?"

—"আমাকে একটু বিশ্বাস না করলে বলি কী ক'রে?"

ঘরের মধ্যে রুমার রুপালি হাসির বান ডেকে যায়: কী মিষ্টি হাসি রুমার!—ভাবে মলয়।

"কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করব কিসের সুপারিশে জানতে পারি কি? আপনি সুপুরুষ ব'লে—না মঞ্জুবাক্‌ ব'লে?"

—"আপনারই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে আমিও বলতে পারতাম ফ্রয়লাইন, যে এদুটোর একটা তারিফেরও আমি যোগ্য নই—যদি না জানতাম বললে মিথ্যা কথনের দায়ে পড়ব।"

রুমার হাসির বাঁধ ভেঙে গেছে, একটু বাদে জোর ক'রেই হাসি থামিয়ে বলে: "আপনি দেখছি শুধু সত্যবাদীই নন নম্রদেরও শিরোমণি।"

মলয়ও হাসে: "শক্তিশেলটা লক্ষ্যভেদ করেছে মানছি—কেবল নম্র-শিরোমণিরা প্রায়ই মিথ্যাবাদী এ কথা মনে রাখলে হয়ত অহঙ্কারীদের একটু করুণার চোখে দেখতে পারবেন।"

রুমা এবার হাসিমুখেই বলে: "শুধু করুণা কেন, হয়ত একটু দরদের চোখেও দেখতে পারব, কারণ গুমুরে গুমুরেকে দেখলে মুখ ফেরায় না, কাঁধ মেলাতেই চায়।"

—"আপনার কথা যা শুনেছি তাতে মনে হয় না আপনার গুমর খুব বেশি।'

—"বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় আছে ব'লেও যদি কারুর কারুর গুমর হয় তবে যারা খাস বিপ্লবী তাদের কি রকম পায়াভারি হবার কথা ভাবুন তো।"

—"এই তো অবিপ্লবীকেও অনুকম্পার চোখে দেখে তার সঙ্গে বিশ্বাস ক'রে হেসে কথা বলতে পারছেন।" মলয় হাসে।

রুমাও সে হাসিতে যোগ দেয়: "যদি বলি, বাধছিল আপনি অবিপ্লবী ব'লে নয়—আমাদের দলে একজন ভারতীয়কে জানতাম ব'লেই?" .

মলয় ব্যঙ্গের সুর ধরে এবার: "তাহ'লে আমিও যদি বলি—"

—"থামলেন যে?"

—"খেই হারিয়ে পেলে না গেমে করি কী বলুন?"

রুমার কলহাস্যে এবার ঘরটি ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। কী সুন্দর ওর কণ্ঠস্বর, হাসির ভঙ্গি! ওর খানিক আগের পাষাণ-কঠিন রেখাহীন মুখে যেন লাবণ্যের লহর উঠেছে!

মলয় মুগ্ধ নেত্রে এ লাবণ্যময়ীর পানে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে: "জানেন, আপনাকে দেখে আমার কাকে মনে পড়ছে?"

—"কাকে?"

—"আমার একটি প্রিয় বাঙালি বান্ধবীকে। সেও ছিল আপনার মতই বিপ্লবিনী—তবে অন্য ধাঁজের।"

—"যথা?"

—"কম্যুনিস্ট।"

রুমা গম্ভীর হয়ে বলে: "সেও খুব হাসত বুঝি?"

—"শুধু হাসত না ফ্রয়লাইন, হাসির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলত যাকে আর কিছু দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায় না।"

· রুমা কৃত্রিম আতঙ্কের সুরে বলে: "ও বাবা না জানি এমন কি বস্তু সে! হয়ত বা আধ্যাত্মিকই হবে বা।"

মলয় অভয় দেয়: "অতটা সাংঘাতিক নয়—সবাই ফোটাতে পারে না আধ্যাত্মিক আবেশ—সব চারপেয়েই হাতি নয়।"

রুমা হাসিমুখে বলে: "অস্কার! তোমার এমন বন্ধু আছে একথা তো কই আমাকে ঘুণাক্ষরেও বলোনি এতদিন?"

অস্কার খুশি হ'য়ে বলে: "আমি কি জানতাম তোমাদের মধ্যে এত সহজে বনিবনাও হয়ে যাবে?"

রুমা এবার হেসে গড়িয়ে পড়ে: "মানব চরিত্রের সম্বন্ধে তোমার যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি!" ব'লে মলয়ের দিকে ফিরে: "অপরাধ নেবেন না হের্—"

"হের্ বাদ দিয়ে মলয়ই বলবেন।"

রুমা আর কিছু না ব'লে হাত বাড়িয়ে দেয়। মলয় ওর করপীড়ন ক'রেই চমকে ওঠে: অস্কার "উঃ!" ব'লে দু হাতে কোমর টিপে বালিশে উপুড় হয়ে পড়ে।

৪১

রুমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওর কাছে গিয়ে বসে ওর বিছানার কিনারায়: "কী অস্কার? সেই ব্যথাটা বুঝি?"

—"হ্যাঁ।"

—"এখনো কি?"

অস্কার মৃদু স্বরে বলে: "না, মদ খাওয়া ছেড়েছি সত্যিই। ডাক্তারে বলেছে খেলে বাঁচবনা—কিন্তু—উঃ—মাগো?"

মলয় ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে: "একটা ডাক্তার ডেকে আনব কি?"

অস্কার হাত নেড়ে বারণ করে: "এত রাত্রে কাজ নেই।"

রুমা ওর কোমরের দু ধারটা ডলে দেয়। একটু পরে বলে: "জামাটা তোলো—"

অস্কার একটু উঁচু হয়…মলয় ওর জামাটা তুলে ধরে। রুমা ওর বুকে পিঠে খুব মালিশ করে…দ্রুত ঘর্ষণ।

মলয় বলে: "একটু—মালিশটালিশ দিলে হয় না?"

রুমা সাগ্রহে বলে: "আছে ?"

অস্কার বলল: "ঐ ব্যাগটাতে আছে একটা মালিশ—সেটা—"ব'লেই আবার উপুড় হ'য়ে প'ড়ে গোঙাতে থাকে। মলয় তৎক্ষণাৎ ব্যাগ থেকে মালিশটা এনে দেয়।

রুমা সেটা নিয়ে কোমরের এক দিকে ডলে, মলয় ডলে অন্যদিকে। নিঃঝুম রাত...আকাশে ঘোর লেগেছে, অথচ অন্ধকার ছেয়ে আসেনি। গ্রীষ্মকালে এদেশে আলোর চাপা রেশ থাকে মধ্য রাত্রেও।

*　　　*　　　*　　　*

আধঘণ্টা বাদে...ক্লান্ত অস্কার ঘুমিয়েছে অকাতরে।...

মলয় ও রুমা নিঃশব্দে বাইরে আসে। মলয় সন্তর্পণে দুয়ার ভেজিয়ে দেয়। করিডোরে ওদের চোখোচোখি।

—"রুমা ?"

—"কী ?"

—"আমাকে ক্ষমা কোরো।"

রুমা ম্লান হাসে, অদূরে সিঁড়ির উপরকার নীলাভ আলোয় সে-হাসি দেখায় যেন হাসির অভিনয়: "ক্ষমা ? কিসের ?"

—"তুমি যা নও তোমাকে তাই ভেবেছিলাম ব'লে।"

ওর হাসি আরও করুণ দেখায়: "যদি বলি আমি তা-ই ?"

—"তুমি তা নও।"

—"মানুষকে এত সহজে বিশ্বাস করলে ঠকতে হয় বন্ধু!"

—"বিশ্বাস ক'রে ঠকায় তবু কিছু ক্ষতিপূরণ আছে, কেননা সেখানে যে ঠকল তার নাম মানুষ। কিন্তু অবিশ্বাস ক'রে যে ঠকে সে যে অমানুষ রুমা ?"

রুমা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়।

মলয় বলে: "কিছু কথা ছিল তোমার সঙ্গে।"

—"বড় বেশি রাত হয়ে গেছে।"

মলয় হাসে: "আমি প্রায়ই রাতভোর পড়ি বিশেষ তোমাদের দেশের রাত—ঐ দেখ এরই মধ্যে ফের ভোরের আলো ফুটেছে পূর্বদিকে।"

—"আমার আপত্তি নেই।"

—"তবে এস—বসা যাক।"

—"কোথায়—?"

মলয় একটু ইতস্তত করে বলে : "এখন তো সাল বন্ধ—লাইব্রেরি ঘরে যাবে ?"

—"সেখানে লোক নেই ?"

—"দেখে আসব ?"

—"তোমার ঘরে বসলে কি হয় ?"

মলয় একটু ভেবেই জোর ক'রে বলে : "তাই এসো। সব দিক দিয়েই হবে ভালো।"

অস্কারের সেবার সূত্রে ওদের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান যেন গেছে একেবারে স'রে! কী থেকে যে কী হয়...

রুমাকে শয়নকক্ষের সোফাতে বসিয়ে বলে : "একটু বোসো, একটু কফি আনতে ব'লেই আস্‌ছি, হেলেনাকে ঐ সঙ্গে একটু টেলিফোন ক'রে।"

—"হেলেনাকে? রাতদুপুরে?—ও হো মনে পড়েছে", ও হাসে এমন বিষণ্ণ হাসি!—"তাই অস্কারের এত উচ্ছ্বাস, হবে না? সহজ কুটুম্বিতা নয় তো!"

—"যদি বলি কুটুম্বিতার সায় বিনাও কারুর কারুর আমাকে ভালো লেগেছে—তাহ'লে হয়ত আরো হাসবে?"

—"না, রুমা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়ে, আমার নিজের মন দিয়ে একথা জানি।"

মলয়ের বুকের রক্তে আনন্দের একটা ঢেউ যায় ব'য়ে। রুমার মুখে কিসের ছায়া এ! শুধু কোমল ব্যথা? না—তা তো নয়। হৃদয়ের আভা লেগেছে। মনে হয় বড় চেনা...বড় কাছে।...

রুমা অপ্রতিভ বোধ করে ওর আনমনা চাউনিতে। বলে : "কী টেলিফোন করবে হেলেনাকে? বলবে আমায়?"

—"অস্কারের অসুখের কথা।"

—"আমার কথা বলবে না আশা করি?"

—"যদি বারণ করো—বলবনা।"

রুমা একটু ভাবে, পরে বলে : "না, বারণ করবইবা কোন্ অধিকারে বলো?"

—"অধিকার কখন যে কে কোন্ পথ দিয়ে পায় কেউ কি জানে রুমা?"

রুমার ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে...হঠাৎ ও মলয়ের একটা হাত

চেপে ধ'রে বলে : "তাহ'লে একটা অনুরোধ যদি করি—" ব'লেই হাত ছেড়ে দেয়···

মলয় কী বলবে ভেবে পায় না···

* * * *

—"ও কি রুমা ?"

—"কিছু নয়," দুই বিন্দু অশ্রু চকিতে মুছে ও স্থির প্রেক্ষণে তাকায় মলয়ের পানে।

—"নিশ্চয় কিছু। বললে না আমাকে ?"

—"শুনতে চাও ?"

—"অধিকার তো নেই—"

—"ফের ?"

—"শোধবোধ", মলয় হাসতে চেষ্টা করে—কিন্তু হাসি যেন মানায় না এ আবহে।

—"অস্কারকে আমি নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কোথায় জানো ?"

—"কোথায় ?"

—"ওয়ার্স'য় আমার পৈতৃক বাড়িতে। সেখানে—"

—"থামলে যে—"

—"নিয়ে যেতে চাইবার একটা—কি বলব—কারণ ছিল। নিশ্চয় সে কথা ও তোমাকে বলেনি।"

—"কী।" মলয়ের কৌতূহল জেগে ওঠে।

—"ডোডো।"

—"ডোডো!"

—"আমাদের সন্তান—একবছরের শিশু। সে তো কোনো অপরাধ করে নি!"

* * * *

মলয়ই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, ওর একটি হাত নিজের দু হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : "আমাকে ক্ষমা কোরো রুমা!"

—"ক্ষমা ? কিসের জন্যে!"

—"অস্কারের যাওয়ায় আমি বাধা দিয়েছিলাম ব'লে।"

—"কে জানে ?" রুমার কণ্ঠে ফুটে ওঠে ম্লান প্রদোষের অশ্রুল সুর, "হয়ত ঠিকই করেছ।"

—"না, করি নি।"

—"কে বলবে বলো ? পুরুষ না চায় নারীকে, না চায় গৃহকে, না শিশুকে। আমরা তবু তো বুঝি না। পাখীকে চাই সুখী করতে আমাদের সোনার খাঁচার আদরযত্নে।"

* * * *

নীরবতার পাখা কখন যে নেমে এসেছে অজান্তে···

রুমার চমক ভাঙে : "কই টেলিফোন করতে গেলে না !"

—"থাক এখন।"

—"না যাও—ক'রে এসো। রোসো, আচ্ছা হেলেনা ওকে খুব দেখতে চায় ?"

মলয় চুপ ক'রে থাকে। এত অনুতাপ হয়—!

রুমা অস্থির অস্থির করে···অসংলগ্ন ভাবেই বলে : "ওয়ার্সয় হয়ত ও একটু জুড়োত—কী মনে হয় তোমার ?"

মলয় জবাব দিতে গিয়ে থেমে যায়।

—"তুমি ধরেছ ঠিকই। আমারো তাই মনে হয়।"

—"কী ?" মলয় তাকায় ওর পানে।

—"যে, ও পাবে না শান্তি আমার কাছে।" ব'লে একটু থেমে : "পাবে কেমন ক'রেই বা ? পুরুষ কবে পেয়েছে শান্তি ?"

মলয় কথা খুঁজে পায় না।

রুমা উঠে পায়চারি করে উত্তেজিত ভাবে। হঠাৎ নিজের বুকে হাত দেয়···মলয় লক্ষ্য করে বুক কাঁপছে ওর।

হঠাৎ দাঁড়িয়েই ও দুহাতে মুখ ঢাকে।

—"ও কি রুমা ? শোনো—"

মলয় গিয়ে ওর মাথায় হাত দেয়।

জলভরা চোখে ও তাকায় মলয়ের পানে। বলে হঠাৎ : "আচ্ছা, যাও তুমি টেলিফোন ক'রে এসো।—রোসো, একটু কাগজ দিয়ে যাবে আমাকে ? কলম আমার সঙ্গেই আছে।"

—"এত রাতে ?"

—"একটা জরুরি চিঠি, ভোরের আগেই পোষ্ট করতে হবে। তাই এখনই লিখে রাখি। পরে হয়ত সময় হবে না!"

—"সময় হবে না মানে?"

—"কেউ কি জানে?"

—"কি বলছ রুমা!"

—"কিচ্ছু না", ও হেসে ওঠে এমনিই—অসংগ্ন ভাবে, "যাও তুমি টেলিফোন ক'রে এসো না ভাই। দাঁড়াও, তোমার টেলিফোন ক'রে ফিরতে কতক্ষণ দেরি হবে?"

—"এই—কুড়ি পঁচিশ মিনিট বড় জোর। দূর হ'লে একটু অপেক্ষা করতে হয় কি না।"

—"বেশ।"

৪২

হেলেনার সঙ্গে পনের মিনিটে বড় কম কথা হ'ল না। আজ ও বলল প্রথম খোলাখুলি প্রফেসর কেন এত শক্ পেয়েছেন। আর গোপন করা চলে না—উপায় কি? আরও যা যা বলবার ছিল বলল সবই, সংক্ষেপে। শেষে অস্কারের ও রুমার কথাও। হেলেনা শুনে বলল: "আহা!"

—"আহা তো—কিন্তু কী করি বলো তো?"

এত ভালো লাগে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

—"কী করবে?...এক কাজ করো...ওকেও নিয়ে এলে কেমন হয়?"

—"কালমারে?"

—"ক্ষতি কি? আহা ওকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে!"

মলয় কুণ্ঠিত ভাবে বলে: "তোমার বাবা—"

হেলেনার কণ্ঠে বিষাদ ফুটে ওঠে টেলিফোনেও: "তাঁর কি এসব বুঝবার অবস্থা আছে মলয়—যা এইমাত্র শুনলাম—"

—"সব ঠিক হয়ে যাবে হেলেনা, ভেবো না।"

—"কে জানে মলয়? যাহোক—ওকে তো এনো। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওকে একটু শান্তি দিতে—যদি পারি।"

—"আমরা পারি তো কাল সকালের জাহাজেই রওনা হব।'
—"বেশ।"

৪৩

ভ্যালেটের হাতে কফি ও বিস্কুটের ট্রে, পিছনে মলয়। ঘরে ঢুকেই ও থম্‌কে দাঁড়ায়। কেউ কোথাও নেই। ও ফিরে ভ্যালেটকে বলল: "একটি ভদ্রমহিলা—?"

সে বলল: "তিনি তো একটু আগে চ'লে গেলেন—একটা ট্যাক্সিতে।"

—"ট্যাক্সিতে ?"

—"হ্যাঁ—কালো চুল—গায়ে নীল শাল তো ?"

—"হ্যাঁ তিনিই। আচ্ছা যাও তুমি।"

—"কফি ?"

—"আর দরকার নেই।"

বিষাদ ছেয়ে আসে···আহা, কোথায় গেল বেচারি! মনের মধ্যে কী একটা আবছা আশঙ্কাও জাগে··সঙ্গে অস্বস্তিও। 'সময় হয়ত হবে না পরে' কথাটা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে কেবলই···

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে: ওর টেব্‌ল ল্যাম্পটার নিচে একটা লেফাপা।

ওরই নাম!

কম্পিত হস্তে খুলল:

সুন্দর গোল গোল আখর:

প্রিয় মলয়,

আমি চললাম। ভেবে দেখলাম, আমি ওকে সুখী করতে পারব না। চেষ্টা ক'রেছিলাম পারি নি। মেয়েরা যা চায় তা পায় না···এর চেয়েও বড় ট্রাজিডি: তারা যতটা দিতে চায় পারে না দিতে—যাকে দেবে সে-ই যে মুখ ফেরায়। আমাদের বুকে এই বেদনাই সবচেয়ে বাজে। তাই ভাবলাম—যা চাইলেও মেলে না—দিতে গেলেও দেওয়া যায় না—তার জন্যে

কেনই বা এত আকুলিবিকুলি—কাড়াকাড়ি? তাছাড়া অস্কার আমাকে তো ভালোবাসে না। ভালোবাসে যুমাকে। এখনো তার কথাই ভাবে সদা-সর্বদা। ভেবেছিলাম—এক সময়ে স্বপ্ন দেখতাম—ওকে আমি ছিনিয়ে নিতে পারব তার কবল থেকে।—পারলাম না···চেষ্টার ত্রুটি করি নি···কিন্তু সব দিয়েও পাই নি যা চেয়েছিলাম। জানি না—পেলেও রাখতে পারতাম কি না! অঞ্জলির জলকে মানুষ যতই মুঠো ক'রে ধরে ততই হারায় না কি?···

বিদায়। আর অস্কারের পথে আমার অশুভ ছায়া পড়বে না নিশ্চিন্ত থেকো। তোমার সঙ্গে, বন্ধু, দুদণ্ডের আলাপ। দুটো কথার আলোয় আঁধার পথে হঠাৎ চোখোচোখি। তবু তোমাকে পর মনে হয়নি একবারও—কি জানি কেন? এ আমার জীবনে একটা লাভ। জানি না, এরকম মানুষ তোমাদের দেশেই হয়ত আছে—যে নিতে জানে, দিতেও পারে। আমরা জানি শুধু কাড়াকড়ি, হানাহানি করতে। অথচ আমাদের অভাব বলতে যা তা তো নেই। তবু কোন্ নির্ভরসার আলেয়ার পিছনে যে ছোটা-ছুটি করি!···কিন্তু আর না। আমি বুঝতে পেরেছি এ কত বিড়ম্বনা। বড় বেশি দেরিতে হয়ত—তবু স্বপ্ন কখনো না ভাঙার চেয়ে দেরিতে ভাঙাও ভালো। তাছাড়া—কি ক'রে বোঝাব তোমাকে মলয়, আলো যদি না-ই মেলে তবে ছায়ার কবলে চিরযন্ত্রণাও ভালো কিন্তু যা নাগালের বাইরে তার জন্যে মিথ্যে কান্নার কলঙ্ক যেন আর না সই···সব সয়, সয় না শুধু আত্ম-অনুকম্পা!

রুমা

পুঃ। সেদিন অস্কারকে প্রায় টেনে নিয়ে এসেছিলাম···তুমি বাধা না দিলে হয়ত তাকে নিয়ে যেতাম তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে—ফের দুঃখই দিতাম হয়ত—সুখ দিতে চেয়ে। কে জানে?—হয়ত হ'তাম তার অকাল-মৃত্যুর কারণ।···ভগবান হয়ত তাই তোমাকে তাঁর রক্ষাদূত ক'রে পাঠিয়েছিলেন। তাই তোমাকে আমি নমস্কার করি মলয়, আর প্রার্থনা করি—ওকে যেন তুমি সুখী করতে পারো।

৪৪

বাকি রাতটা মলয়ের ঘুম হ'ল না। কেবলই বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে ওঠে কিসের যে তীব্র একটা বেদনা! কে ও ক্ষণিকের অতিথি! কতটুকুই বা জানা ওদের!...যেন জীবনের অজানা মরুপ্রান্তরে বৃষ্টিধারার সঙ্গে সাথী বৃষ্টিধারার বিদ্যুৎপরিচয়। তার পরই দুটো ধারা মরুবুকে লীন— যুগান্তরেও আর হবে না তো দেখা। তবু যেটুকু সময় ঝরেছিল দুটি আত্মীয় ধারা আকাশ থেকে···অন্তরীক্ষ পথে যেটুকু সখিত্ব সেটুকুতে যে-মন জানাজানি তার বুকে কেমন ক'রে উপছে পড়ে সমস্ত মেঘের দাক্ষিণ্যের লাবণ্যলীলা। বিরহের ব্যাপ্তিতে কেমন ক'রে বেজে ওঠে মিলনের আকাশবাণী!···

মনে পড়ে ওর মুখের ম্লান হাসি, মনে পড়ে ওর চোখের স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ, মনে পড়ে ওর রূপের অক্লান্ত ঐশ্বর্য···কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে পড়ে ওর ব্যর্থতার বেদনা। মনে পড়ে ওর দীর্ঘশ্বাসে সেই অনুক্ত তিরস্কার: তোমরা তো শুধু চাও মলয়। বিছানা থেকে উঠে বার বার পড়ে ওর চিঠিটা: "মেয়েদের সব চেয়ে বড় বেদনা—তারা যতটা দিতে চায় ততটা পারে না দিতে···যাকে দেবে সেই যে মুখ ফেরায়।"

বুকের মধ্যে ওর কেমন ক'রে ওঠে! কে জানে ও কী ক'রে বসল অস্কারকে আগলে? ওকে সুখী করবে কে? মলয়?...ব্যথিয়ে ওঠে সমস্ত অন্তরটা। হায় রে, যে এত দিতে চেয়েছিল সেই যখন গেল ফিরে···সুখ দিতে চেয়েও দিল শুধুই দুঃখ—তখন···

শেষ রাতে ওর যন্ত্রণা বেড়ে ওঠে আরো...একটা দুঃসহ অনুতাপও: কী করল...কেন বাধা দিল! ভালো করতে যায় মানুষ কোন্ আলোদিশার ইঙ্গিতে—যখন অমৃত তার হাতে প্রতি পদেই হয় বিষ? কে জানে রুমা কী ক'রে বসবে তৃষ্ণার জল হারিয়ে...ফের শোয়, কিন্তু বিছানায় নয়...সোফায় হেলান দিয়ে। ঘরের সবুজ ঝাড়টার দিকে চেয়ে থাকে এমনিই। হঠাৎ... সেই চেতনা-বদল। দেখে: সবুজ ঝাড়টা যেন হ'য়েছে একটা সবুজ তারার গাছ। দুলছে। একবার নামে একবার ওঠে। হঠাৎ ঘরের কার্পেটটা রূপ

নিল একটা ছোট্ট বাগানের···তার মাটির থেকে উঠছে অজস্র সুন্দর ঝর্ণা··· ধারে তাদের মরকত মণির ফুলঝুরি! এমন সময়ে উপরের সেই সবুজ তারকা-তরু থেকে নাবে ছোট ছোট সবুজ রশ্মিফল মতন। হঠাৎ ওঠে একটা দম্‌কা ঝড় নিচের ঝর্ণার ফুলকিগুলি থেকে...অম্‌নি তারকাতরু যায় মিলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলকিগুলি তাদের বায়বীয় তরলতা হারিয়ে রূপ ধরে ছায়া-কঙ্কালের। ঝড়ে তার বুকের প্রতি পঞ্জরে ওঠে মর্মরধ্বনি···মধুর সুন্দর অথচ নিষ্ঠুর ভীষণ!···

মিলিয়ে যায় এ-ধ্বনিও।

চোখ মেলে।

ঢং ঢং।

ঢং ঢং।

শেষ ঘণ্টার রেশের সঙ্গে রুমার একটা কথা যেন বেজে বেজে উঠতে থাকে: "পরে হয়ত সময় হবে না···"

* * * *

আর থাকতে পারে না। সময় হবে না কেন বলল? একটা আতঙ্ক জেগে ওঠে! দূর—মন থেকে নিষ্কাশিত করে দেয়। অস্কার কী হোটেলের নাম করেছিল যেন? মনে পড়েছে—ভিক্টোরিয়া! রুমা নিশ্চয় এখন ঘুমুচ্ছে। হয়ত ভোরেই রওনা দেবে ওয়ার্সয়। তাড়াতাড়ি হাতে মুখে জলের ছিটে দিয়েই ট্যাক্সি নেয় দ্রুতপদে। হেলেনা বলেছে ওকে নিয়ে আসতে। নিয়ে যাবেই ও। কে জানে হয়ত সেখানেই হবে এ সমস্যার সমাধান!···কেবল তবু ঐ কথাটা গানের অস্থায়ীর মতন মনে কিসের বেদনা জাগাতে চায়—"হয়ত সময় হবে না পরে!···"

* * * *

"ভিক্টোরিয়া হোটেল—খুব হাঁকিয়ে।"

কিন্তু রুমার পুরো নাম কি? জানে না তো? না জানল···বর্ণনা ক'রে জেনে নেবে।

৪৫

ভিক্টোরিয়া হোটেলে নামতেই পুষ্টকায় ম্যানেজার এগিয়ে এসে বললেন : "আপনারই নাম কি মলয়? কাল রাতে মাদাম বলেছিলেন সকালে মলয় ব'লে কেউ এলে এ-চিঠিটি দিতে।"

"আমি আসব তিনি জানলেন কী করে!"

"তা বলতে পারি না—হয়ত চিঠিতে লিখেছেন।" মলয় কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়তেই চমকে উঠল : "মলয়! বিদায়। পুলিসকে বোলো আমি আত্মহত্যা করেছি। আর অস্কারকে বোলো যেন ডোডোকে দেখে—আমি যা-ই হই সে তো কোনো দোষ করে নি। ইতি

তোমার পথের পরিচিতা রুমা"

মলয় উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ম্যানেজারকে : "শীগগির চলুন—তাঁর ঘরে।"

ম্যানেজার চোখ কপালে তুলে : "সে কি!"

"চলুন আগে—বোধহয় তিনি আর নেই।"

* * * *

মাটিতে প'ড়ে তন্বী দেহলতা। পাশে বিষের শিশি আর একটা কাগজ, লেখা : "আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।"

ঠোঁট নীল...চোখের কোণে কালি।

তবু মুখের কোনো বিকৃতি নেই। ভ্রমরকৃষ্ণ পক্ষ্ম···যুগ্ম ভ্রূ, সরু ধনুর মত ছবিখানি·· ওষ্ঠ-উপান্তে হাসির আভা···দেখছে কোন্ স্বপ্ন? কিম্বা শান্তি পেয়েছে পথহারা···তাই কি অমন হাসি?···

৪৬

হোটেলের কর্তৃপক্ষ ওর নামধাম নিতে চাইলেন, এখন না দিয়ে উপায়কি?

* * * *

—"অস্কার!—অস্কার!" মলয় ঘা দেয় ওর দুয়ারে। নিশ্চুপ। ঘুমচ্ছে এখনো? কিন্তু সময় নেই যে—ওকে আগে থাকতে ধীরে সুস্থে জানানো

দরকার, পুলিসের মুখে হঠাৎ শুনলে ভেঙে পড়তে পারে, কে জানে? যে-উচ্ছ্বাসী পরিবার!…

—"অস্কার! ও অস্কার!"

—"কে?"

—"আমি, মলয়। দোর খোলো।"

—"এত ভোরে?…পাঁচটাও বাজেনি যে।"

—"কথা আছে, খোলো।"

*   *   *   *

অস্কার পাথরের মতন নিশ্চল হ'য়ে ব'সে।

মলয় আরও ভয় পেয়ে গেল। এর চেয়ে বরং কান্নাকাটিও ভালো যে!

*   *   *   *

তবু ওর মুখে কথা নেই। চেয়ারে ব'সে—গুম্। একদৃষ্টে নিচের দিকে চেয়ে!

—"অস্কার!"

নিশ্চুপ।

—"ও অস্কার!" ঠেলা দেয়।

—"অ্যাঁ? কে? মলয়? ও—না ভয় নেই। কিছু হয় নি আমার।"

*   *   *   *

—"দেখি, চিঠিটা।"

মলয় একটু ইতস্তত ক'রে দিল।

*   *   *   *

নামল এবার গুমটের পরে আষাঢ়!

—"অস্কার! ছী ভাই শোনো!—তুমি ওরকম করলে এখন যে—ভাবো তোমার বাবার কথা। তাঁকে সামলাবে কে? এ খবর পাওয়া থেকে তাঁকে ঠেকাবে কে?"

একটু একটু ক'রে ও শান্ত হয়।

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

—"মলয়!"

—"এই খবরেই বাবা সব চেয়ে শক পেয়েছিলেন।"

—"কোন্? ডোডোর খবরে?"

—"হ্যাঁ। তিনি আর সব একরকম ক'রে স'য়েছিলেন। ভুল ক'রে তোমার আসার আগের দিন সন্ধ্যায় বলি আমি তাঁকে ডোডোর কথা। তাতেই তাঁর মনটা যায় অমন বিকল হ'য়ে।"

—"কী বললেন?"

—"বললেন: তাকে নিয়ে আসতে।"

—"তার পর?"

—"তার পরই মাথা ঘুরে উঠল। সারারাত ঘুমতে পারেন নি।"

—"হুঁ।"

*　　　　*　　　　*　　　　*

—"মলয়!"

—"কী?"

—"আমি আজই ওয়ারস রওনা হ'ব।"

—"সে কি? এই শরীরে?"

—"ওর অন্তিম অনুরোধ: তাছাড়া সত্যিই তো এখন ডোডোকে আমি ফেলতে পারি না। বাধা দিয়ো না তুমি।"

মলয় একটু ভাবল: "কিন্তু সে হবে কী ক'রে? এখন তো পুলিস আসবেই।"

অস্কার ভীতস্বরে বলল: "তাই তো, একথা তো ভাবি নি। আমি পালাই মলয়।"

—"অমন কাজটি কোরো না অস্কার। এসময়ে পালানোর চেয়ে বোকামি কিছুই হ'তে পারে না।" একটু থেমে: "তাছাড়া তোমার বাবা পুলিসের জেরায় পড়বেনই তাহ'লে। তার ফল হবে কী বুঝতেই পারছ। তিনি বিবশই হয়েছেন—বোধশক্তি তো হারান নি একেবারে। —তবে যদি এখনি যেতে হয়—আগে পুলিসের সঙ্গে দেখা ক'রে সব জানিয়ে তবে রওনা হোয়ো।"

—"কিন্তু—যদি যেতে না দেয়?"

—"আটকাবে কেমন ক'রে? ও তো আত্মহত্যা করেছে—তার জন্যে তোমাকে তো কেউ দায়িক করতে পারবে না।"

—"তা বটে," অস্কার দুহাতে চোখ ঢাকে।

*   *   *   *

—"হেলেনাকে টেলিফোন ক'রে দিই আসতে, কি বলো অস্কার?"

অস্কার একটু পরে বলে: "সেই ভালো—হয়ত ও এলে ভালোই হবে।"

কে জানে? হয়ত ও এলে এত বড় দুর্ঘটনাটাও ঘটত না…কে বলতে পারে! মানুষ চলে যে কী অন্ধের মত…তবু নিত্য ছবি আঁকে ভবিষ্যতের…গড়ে আকাশ-কুসুম।

—"কী? কথা কইছ না যে?"

মলয় বলে: "কী বলব ভাই? কাল—" ওর বুকের মধ্যে টনটন ক'রে ওঠে: "তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম চলে যেতে…ভালো ভেবেই তো। অথচ কী ফল ফলল একবার ভাবো দেখি!"

—"আমারো ভাই, তাই—" কথাটা শেষ হয় না, অশ্রুর তোড়ে যায় ভেসে…

হেলেনাকে টেলিফোনে সব বলে। হেলেনা বলল: "এক্ষণি রওনা হচ্ছি, কাল দুপুরে পৌঁছব।"

*   *   *   *

—"হেলেনার সঙ্গে দেখা ক'রে ওয়ারস গেলে কেমন হয়?"

—"না মলয়। তার কাছে মুখ দেখাব এখন কেমন ক'রে?…তাছাড়া ডোডোর জন্যে অস্থির করছে। মাত্র এক বছরের শিশু—আর কেউ তো ওর—"

কথাটা ও শেষ করতে পারে না।

—"অস্কার!—অত কাঁদে না ভাই!"

৪৭

বহু কষ্টে মলয় পুলিসকে বোঝাল যে মাতৃহারা শিশুসন্তানকে আনতে অস্কারের যেতেই হবে ওয়ার্সয়—অবিলম্বে। মলয় নিজে হ'ল জামিন।

প্রফেসরকে বোঝাল: অস্কারের শরীর এখানে সারছে না—তাই। হেলেনা আসছে এয়ারোপ্লেনে বিকেলেই। অস্কার রওনা হ'ল দুপুরেই।

প্রফেসরের ডাক্তার পুলিসকে বললেন তাঁকে যেন এ-ইতিহাস ঘুণাক্ষরেও

জানতে দেওয়া না হয়। ডাক্তার বললেন এখানে প্রফেসরকে আর থাকতে দেওয়া নয়...কোন্ পথে যে পৌঁছয় কানাঘুঁষো! মলয় স্থির করল কালই সন্ধ্যার জাহাজে প্রফেসরকে নিয়ে কালমারে রওনা হওয়া ভালো। সোজা একটা সার্ভিস ছিল জাহাজের—ক্রিসটিয়ানিয়া ফিয়োর্ড থেকে কালমার যায় দুদিনে।

অস্কার দুপুরের এয়ারোপ্লেনে পারিস রওনা হ'ল। বিকেলে হেলেনা এসে পৌঁছল নোরার সঙ্গে। আশ্চর্য, প্রফেসর হেলেনাকে দেখবামাত্র অনেকখানি ভালো বোধ করলেন। মলয় এত আশ্বস্ত বোধ করে—!

নোরা বলল: "এই তো সুযোগ মলয়, কাল কেন? আজই রাত্রে রওনা দেওয়া। আর দেরি নয়।"

হেলেনাও ভেবেচিন্তে রাজি হ'ল।

প্রফেসরকে বলতেই প্রফেসর ভারি খুসি:

—"ডাকো ডাকো—অস্কারকে।"

মলয় প্রমাদ গনে।

হেলেনা ভরসা দেয়। প্রফেসরের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে: "বাবা!"

—"কী মা?"

—"অস্কারকে তার একটু বিশেষ কাজে আজই যেতে হ'ল...ওয়ারসতে। তিনচার দিনের মধ্যেই ফিরবে। তুমি ঘুমচ্ছিলে ব'লে তোমায় ও বলে যেতে পারে নি।"

—"ও! কোথায়?···হ্যাঁ হ্যাঁ। ওয়ারস···ওয়ারস ··সে তো পোলাণ্ডে, না? আর কাজ? হ্যাঁ কাজই তো। পুরুষ মানুষ···কাজই তো করবে। তাই তো, সে বেশ হয়েছে।"

হেলেনার চোখে জল আসে: অতিকষ্টে অশ্রুগোপন ক'রে বলে: "হ্যাঁ বাবা, কাজ না ক'রে কখনো পুরুষ মানুষের চলে, জানোই তো। তাছাড়া আমাদের মনে হ'ল কালমারে সবাইয়েরই দেখা হবে একসঙ্গে, সেই ভালো না?"

প্রফেসর খুসি হ'য়ে বললেন: "আমিও তো মলয়কে অস্কারকে রোজ ঐ কথাই বলি মা। কিন্তু ওরা কথা শোনেনা—কেবলই আমাকে রাখে আট্‌কে।"

নোরা বলল: "বাবা—আটকায় নি ওরা তো।"

প্রফেসর বিহ্বলের ম'ত চেয়ে বললেন : "তবে ?—ও, মনে পড়েছে —আমার মূর্ছা হয়েছিল—সন্ন্যাস, না ?"

হেলেনা সাদর কণ্ঠে বলল :

—"না না বাবা। একটু মাথা ঘোরা…দূর—ও কার না হয়। আমারও ঘুরছিল এয়ারোপ্লেনে।"

প্রফেসর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওর চুলের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : "এখন কেমন মা ? তবে এখন থাক্ না কালমারে যাওয়া।"

—"না বাবা এ কিছুই না —তা ছাড়া সুন্দর জাহাজে চড়ব জানো ? কী হাওয়া সেখানে ! স—ব যাবে সেরে। ডেকে সমুদ্রের হাওয়ায় তুমি ভালো বোধ করবে…যাবে বাবা ? আজই ?"

প্রফেসরের ম্লান চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে : "হ্যাঁ হ্যাঁ—আমিও ওদের রোজ বলি—কিন্তু ভালো কথা, অস্কার কই ?"

নোরা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে : "সে এল ব'লে বাবা। হয়ত কালমারে গিয়েই দেখবে সে সেখানে। এখন সে ওয়ারসয়ে কি না।"

প্রফেসর কি যেন স্মরণ করতে চেষ্টা ক'রে বললেন : "কিন্তু ওয়ারস যে অনেকদূর মা নোরা ?—নয় মলয় ?"

—"এয়ারোপ্লেন যে —" বলে মলয়, "দূর কি আর দূর আছে প্রফেসর।"

—"তা বটে, তা বটে, তা সেই বেশ, চলো যাই সবাই মিলে। তা ছাড়া এ হোটেলটা আমার একটুও ভালো লাগে না। ওরা তবু আমায় আটকে রাখবে—কত যে বলি…"

—"না না বাবা আর কেউ তোমাকে আটকাবে না—" বলে হেলেনা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে।

নোরা ওঁর মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলোয়।

৪৮

জাহাজে।

সামনে ক্রিসটিয়ানিয়ার পিয়ার! কত লোক রুমাল নাড়ছে এখনো! ···এখানে ওখানে জলে ছোট ছোট নৌকা···অদূরে শৈলমালা। সন্ধ্যার সূর্যালোকে ক্রিসটিয়ানিয়া ফিয়োর্ডের ইন্দ্রনীল রং দেখায় কী শান্ত···মধুর··· স্বপ্নময় যে!

* * * *

প্রফেসরকে ঘুম পাড়িয়ে আসবে ব'লে হেলেনা নিচে গেল তাঁকে ধরে নিয়ে।···

নোরার মাথা ধরেছিল···সে-ও গেল শুতে।

* * * *

মলয় ডেক-চেয়ারে এলিয়ে—একা। ভাবে।···কত কী যে!···ওর চেতনার পটে চিন্তার আঁকাবাঁকা কত রেখাই যে ঢেউ খেলে যায়।...

স্নিগ্ধ বাতাস বইছে।···

সামনের পাহাড়টার কোলে ঘন পাইনের বার্চের ফাঁকে ফাঁকে লাল-রঙা বাড়িগুলো কী শান্ত দেখায় যে!···কী উদাস!···

সন্ধ্যা আটটা। অপরাহ্নের সূর্য লুকিয়ে—মেঘের আড়ালে। তাই বুঝি ফিয়োর্ডের জল এমন বিরহম্লান।

এমন হবে কে ভেবেছিল? যাকে চাইছিল কাছে সে পাশেই রয়েছে, তবু কী যে একটা চাপা বিষাদে মনটা ওর ভারি হ'য়ে রয়েছে। কী যে একটা অনুতাপের ভাব!···হেলেনার মুখ ম্লান···নোরার মুখ ম্লান···প্রফেসরের মুখ মেঘাচ্ছন্ন···থেকে থেকে তাঁর মুখে আলো জ্ব'লে ওঠে···কিন্তু সে ও যেন আলোর পরিহাস···পরক্ষণেই চোখে কী যে এক ছায়া নামে···নোরা হেলেনা কত চেষ্টা করে তবু চোখের জল সামলাতে পারে কই? শিশুর মতন আগ্‌লে আগ্‌লে চলতে হয় ওঁকে—রাখতে হয় চোখে চোখে।

ভাগ্যে হেলেনা ছিল। নোরাও কম যায় না। যেন ওদের গৃহস্থালীর আবহাওয়া ঘিরে রয়েছে ওদেরকে। আক্ষেপ হয়—কেন ওদের আগে আসতে দেয় নি? ডাক্তারের কথা না শুনে ওর উচিত ছিল নোরা ও হেলেনার সাহায্য নেওয়া। কে জানে ওদের কাছছাড়া থেকেই হয়ত তাঁর এ নিঃসহায় অবস্থা জের টেনে চ'লে চ'লে এখন এভাবে স্থায়ী হবার উপক্রম!…

কিন্তু কী করুণ দৃশ্য এই!…এর তুলনায় মৃত্যু তো আনন্দসভা। যার জন্যে মানুষ মানুষ—সেই চৈতন্যের মুকুট যদি বিস্মৃতির ধূলায় লুটোয়—

তবে এক ভরসা—প্রফেসরের ঠিক পাগলের অবস্থা নয়। অনেকটা জরাতুর আবল্য যেন! ভাবতে তিনি যে একদম পারেন না তা নয়…তবে একটা চিন্তার সঙ্গে আর একটা চিন্তার যোগবিয়োগ কষবার ক্ষমতা আর নেই। সময়ে সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দুচারটে কথা বলেন ঠিক সুস্থ সবল মানুষের মতই। হাসিতেও কখনো কখনো আগেকার সেই শান্ত পৌরুষের আভা ওঠে ফুটে। কিন্তু হায় রে, কতটুকু সময়ের জন্যে! কেন এমন হয়? —মলয় ভাবে।

মাথার মধ্যে ওর কত যে বিষণ্ণ চিন্তা ওই পাহাড়ের ছায়ায়-ঘেরা টোপ পরা গাছগুলোর পাতার মত মর্মরিত হ'য়ে ওঠে!…হেলেনার কথা…নোরার …অস্কারের…সবচেয়ে বেশি ওর ক্ষণিকের সখীর।

ক্ষণিকের সখী…ক্ষণিকের সখী…মনে পড়ে ওর ম্লান মুখ…মনে পড়ে অস্কারকে শুশ্রূষা করার সময়ে আনত মুখে ওর ফুটে উঠেছিল কী অপরূপ মাতৃত্বের আভা!…এমন ঐকান্তিকা শুভার্থিনীর কাছ থেকে এসেছিল ও কত আশা নিয়ে!…অর্থ, রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য…কী না ছিল ওর…তবু কিসের পিছনে ছুটে ও হারালো সব?—কত কীই তো ও পেতে পারত শুধু চাইলেই …কিন্তু দেশোদ্ধারের স্বপ্নে ছুটেছিল কোন্ সার্থকতা খুঁজতে? তারপর এ স্বপ্নও বিসর্জন দিল আর এক স্বপ্নে—কী মোহের ফেরে?

মোহ!…মোহ!…মোহই তো। মানুষের অভিধানে মোহছাড়া এর কী নাম আছে? জ্ঞানী নীতিবাদী সংযমী সমাজের স্তম্ভ সবাই একমত যে এরই নাম মোহ। কিন্তু মনে পড়ে ওর হেলেনারই একটা কথা—এসব নামে জীবনের কতটুকু রহস্য স্বচ্ছ হ'য়ে আসে…কতটুকু অজানা আঁধার আলো হ'য়ে ওঠে উপলব্ধির ছায়াঙ্কিত কূলে? সংসারে ব্যাখ্যার

অভাব নেই সত্য—কিন্তু ঠিক্ কী যে বলা হয়—যখন জ্ঞানী ভাষ্যকার বুঝিয়ে দেন—এ হ'ল দেহের মোহ, ও হ'ল প্রাণের মোহ, সে হ'ল রূপের মোহ—কেউ কি জানে? অস্কার কেন রুমাকে ভালোবাসতে না পেরেও ওর জন্যে ক্রাসটকিনকে ছুরি মারল? য়ুমা কেন অস্কারের উদ্দাম ভালোবাসায় উঠল অতিষ্ঠ হ'য়ে? সবার উপরে—কেবলই ওর মনে হয় রুমার কথা আজ—সবার উপরে রুমা কেন অস্কারকে ছাড়া আর কাউকেই চাইল না? রূপের মোহ? কিন্তু নিউইয়র্কে যাই হোক—ক্রিসটিয়ানিয়ায় অস্কারের রূপের ছিল তো শুধু ধ্বংসশেষ, ছাইভরা চিতা। যৌবন লুপ্ত। তার উপর দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি···। গুণের টান? কিন্তু ভীরু, আমোদসম্বল, অলস, গড়পড়তা অস্কারের মধ্যে কী গুণ রুমার মন টানল? প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যৎ, প্রাণশক্তি—কী আছে ওর আজ? তবু সব জেনেও এসেছিল ও এখানে ছুটে? এমন কি নিজের শিশুটিকেও ওয়ারসতে রেখে? মোহ এ-ও? কিন্তু কিসের! কী ছিল অস্কারের যা ওর মত যৌবনপুষ্পিতা সুন্দরীকে সুখের কক্ষাছাড়া করল? আর—প্রহেলিকার সেরা প্রহেলিকা—অস্কার ভয় পেল ওর কাছে ফিরে যেতে! অথচ ওর মৃত্যুর পরে কী বেদনাই না পেল ও!—কেন? কেনই বা ছুটল ওয়ারসতে? জীবনের আলোয় যাকে করল পদদলিত মরণের ছায়ায় সে কেমন ক'রে উঠল ফুটে? এর পরে অস্কার আর কি সুখী হবে কোনোদিনও? যদি হয় তবে সেটাও কি হবে না দুঃখের? এমন একটা বহুবাঞ্ছিত অর্ঘ পায়ে মাড়িয়েও যদি কেউ দেবতার আশীর্বাদ পায় তবে পূজার সার্থকতা কোন্‌খানে? হৃদয়ের পবিত্র নৈবেদ্যের লাঞ্ছনায় কোন্ পরমতমের তর্পণ হয় এ-জগতে? কেউ কি জানে?···

অথচ অস্কারেরই বা দোষ কোথায়? য়ুমার তৃষ্ণা ওর অন্য সব প্রাপ্তিকেই যে বিস্বাদ ক'রে দিল এ দোষ কি যুবকের উদ্দাম যৌবনের?—তবে? দোষ কার? য়ুমার? তারই বা কেন? অস্কারকে সে যে ভালোবাসতে পারল না তার জন্যে তাকে কোন্ বিচারক দায়িক করবে কোন্ দণ্ডবিধির বিধানে? ওদিকে অস্কারও তো ঠিক তেমনিই রুমাকে ভালোবাসতে পারল না। তবে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই ও চমকে ওঠে!···

—"কে! হেলেনা?"

—"হ্যাঁ মলয়।"

—"বোসো।"

এদিকটায় কেউ নেই এখন

৪৯

অনেকক্ষণ ওরা শুধু চেয়ে থাকে বাইরের সমুদ্রের দিকে। মলয় আর হেলেনা।

—"তোমার বাবা ঘুমলেন?"

—"হ্যাঁ।"

* * * *

—"নোরা?"

—"কাঁদছিল।"

—"কাঁদছিল?"

—"হ্যাঁ।"

* * * *

—"এখনও কাঁদছে না কি?"

—"না, ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এই মাত্র।"

—"কাঁদছিল কেন জানো?" মলয় শুধায় একটু পরে।

হেলেনা একথার উত্তর না দিয়ে শুধু বলে: "দেখি সে চিঠিটা আর একবার।"

* * * *

পড়া শেষ হ'ল।

চোখের কোণে ওর দুবিন্দু জল চিক চিক করছে। মলয় ওর হাতের 'পরে হাত রাখে।

* * * *

—"মলয়!"

—"বলো।"

—"কী ভাবছিলে?"

—"তুমিও যা ভাবছিলে—ডোডোর কথা।"

হেলেনা ওর পানে খানিক তাকিয়ে আনমনা ভাবে, পরে বলে:

"জানো, এই মাত্র নোরা কী যে কাঁদল ডোডোর জন্যে! ভাবতে পারো?"

—"ডোডোর জন্যে? বটে?"

—"আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলল এইমাত্র: 'হেলেনা লক্ষীটি, অস্কারকে তুমি রাজি করাও ডোডোকে আমি করব মানুষ'।"

মলয় অনেকক্ষণ কী যে ভাবল নিজেই জানে না, পরে বলল: "অস্কারের সম্বন্ধে কিছু বলল?"

—"তুমি কাউক্ষে বলবে না বলো?"

—"হেলেনা, তোমাদের—মেয়েদের—এই একটা জিনিষ আমার এত মিষ্টি লাগে!"

—"কী?"

—"পরের গোপন কথা—তা সে যতই গোপন হোক না কেন—তোমরা সব্বাইকে পরিবেশণ ক'রে দাও এত স্বচ্ছন্দে—শুধু ঐ সর্বকলুষহারিণী 'কাউক্ষে বোলো না কিন্তু'-র তাগার জোরে।"

—"তা বটে, তোমাকে বলার মানে যে সব্বাইকে বলা তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম"—হেলেনার এত রাগ হয়—!...

মলয় ওর হাতটা টেনে নেয়।

—"যা—ও, তোমাকে আর কোনোদিন যদি কোনো কথা বলি।" মলয়ের হাত ছুঁড়ে ফেলে দেয় ও।

মলয় হেসে ফেলে: "তোমাদের বিশ্বাসঘাতিনী রূপটাই বেশি মিষ্টি, না নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়ার রূপটাই বেশি মিষ্টি সময়ে সময়ে ভাবি।"

হেলেনা মৃদু হাসল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে রাগের আঁচ সমানই: "ওগো ঠাকুর, মেয়েরা যদি সত্যি শাস্তি দিতে পারত প্রাণ ধ'রে—তবে তোমরাই হ'তে সীতা তারা হত রামচন্দ্র। কিন্তু অপরাধ যারা মনে ক'রে রাখে না তাদের ভাগ্যে বনবাস হবে না তো হবে কার?"

মলয় হাসে: "কিন্তু বনবাস উপবাসের চেয়ে ভালো—মনে রেখো।"

—"উপবাস?"

"—নয়? তার উপরে ক্ষিদে জাগিয়ে—নোরা কী বলল তার উল্লেখ করেই চুপ!"

—"ভোগো এবার পাপের শাস্তি। পাপের সময় মনে থাকে না?"

মলয় অনুতপ্ত সুরে বলে: "আনাতোলের পাদ্রী ফাদার বলতেন পাপ করতে হবে বৈ কি—যেহেতু অনুতাপই হ'ল স্বর্গের শর্টকার্ট।" ব'লে হেসেই গম্ভীর হ'য়ে: "না না বলো সত্যি।"

—"কক্ষনো—"

মলয় ওর দুটি হাতই খপ করে টেনে নিয়ে চুম্বন করল: "এবার?"

—"এত ঢঙও জানো!" হেলেনা হেসে ফেলে: "তোমাদের 'পরে মেয়েরা যে চটেও চটতে পারে না তাতে প্রমাণ হয় কী বলো তো?"

মলয়ের উত্তর দেবার আগেই স্টুয়ার্ডের প্রবেশ: "এখানে এবার একটু নাচ হবে—যদি দয়া ক'রে—"

ওরা চেয়ার দুটো সরিয়ে নিয়ে গেল অন্য এক কোণে।...গ্রেকে থেকে ব্যাণ্ডের সুর ভেসে আসে...

৫০

—"তোমাদের এই নাচ গান অফুরন্ত হররা আমি যখন প্রথম দেখি তখন আমার কী মনে হয়েছিল জানো হেলেনা?"

—"কী?"

—"যে তোমাদের জীবনের রঙ্গমঞ্চে বুঝি শুধুই দেয়ালি! সীনগুলোর পিছনে যে কী অন্ধকার তা কল্পনাও করতে পারি নি।"

হেলেনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে: "বিদেশীরা এমনিই ভোলে আমাদের সাজসজ্জা দেখে মলয়। ক'জন জানে বলো কত ব্যথায় মেঘের বুকে বিদ্যুৎ ঝল্‌কে ওঠে।"

মলয় কী বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

—"এই মাত্র নোরার কথা শুনে আমার আরও বেশি ক'রে মনে হচ্ছিল একথা।"

মলয় এবারও কোনো কথা বলল না।

হেলেনা বলতে লাগল: "নোরা—বলো তো কী বলছিল?"

—"কী?"

—"অস্কারকে এখনো ও ভুলতে পারে নি।"

—"মানে? এখনো ভালোবাসে।"

—"হ্যাঁ মলয়। অথচ আমি ওর মনের এত কাছে থেকেও একথা টের পাই নি।"

মলয় একটু চুপ ক'রে রইল: "ওর হাসি, ঘরকন্না, প্রফুল্ল সহজ কথাবার্তা দেখে সত্যিই আমারো মনে হয় নি—"

—"তাই তো বলছিলাম মলয়, মানুষ কল্পনায় সত্যের কতটুকু আভাষ পায় বলো দেখি?"

একটু থেমে হেলেনা বলে যেন আপন মনেই: "একবার বিসুবিয়স দেখতে গিয়েছিলাম ছেলেবেলায়। রাতে কত রকম ফুল যে কাটে সে···কী চমৎকার আগুনের ঢেউ! কখন কি একবারও প্রশ্ন জেগেছিল তার বুকের তলে কতখানি দাহের মন্থনে উপরে এ দীপ্তির ঝর্ণা ঝিকমিকিয়ে ওঠে?"

—"কত সত্যি কথা হেলেনা," বলে মলয় মৃদুকণ্ঠে, "যখন রুমার সঙ্গে অস্কারকে ষ্টেশনে দেখি তখন রুমার বেদনার কতটুকু কল্পনা করেছিলাম বলো?" ব'লে একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল: "যদিও এখন মনে হয়, যদি ওর ব্যথার ইতিহাস এতটুকুও জানতে পারতাম!"

হেলেনা ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল: "পারলে কী হ'ত মলয়? এই তো নোরার কতদিনের পুঞ্জ বেদনার ইতিহাস আজ জানতে পারলাম। জানতে পারলাম: অস্কারকে ও ভোলে নি—ওর মরা শিশুটিকে এখনো স্বপ্নে দেখে—বাইরে যখন হাসে তখনও মনে ওর থমকে রয়েছে গাঢ় নিরাশা, জীবনে ওর কোনো লক্ষ্য নেই, বেঁচে আছে ও—জীবনের পথকে চেনে ব'লে না: জীবন ছাড়া আর সব পথ আরো অচেনা ব'লে।—সবই তো ও বলল—আমরা জানলাম—তবু কতটুকু প্রতিকার করতে পারলাম বলো তো? মানুষ বড় জোর জানতে পারে ব্যর্থতা কাকে বলে—কিন্তু সার্থকতার পথ কেউ কি জানে?" ওর চোখ ওঠে ছলছলিয়ে।

মলয় চুপ ক'রে থাকে: কী বলবে? ওর নিজের মনের তারও যে আজ এই সুরেই বাঁধা। অথচ এত ইচ্ছা করে হেলেনার বেদনা মুছে নিতে—!···ওর দুটো হাত নিজের গালে কপালে চেপে ধ'রে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে সামনের দিকে।

সেখানে চলেছে নৃত্য···ফ্যান্সি ড্রেস বল। কে এক কাউণ্ট বিবাহ ক'রে চলেছেন মধুচন্দ্রযাপনে—কালমারে। নববধূটি জাপানি। মলয় দেখেছিল।

হঠাৎ হেলেনার চোখ পড়ল : "মলয় !"

—"কী ?"

—"ঐ মেয়েটি···ও তো জাপানি না ?"

—"হ্যাঁ, ষ্টুয়ার্ড বলছিল—ওরা যাচ্ছে আমাদের কালমারেই মধুচন্দ্র যাপন করতে।"

—"কাল্‌মারে ?"—হেলেনা হঠাৎ অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠল : "কী আশ্চর্য !"

মলয় ওর মুখের পানে তাকায় উৎসুকনেত্রে।

—"আশ্চর্য না ?"

মলয় হাসল : "এমার্সন বলেছেন মনে পড়ল হেলেনা to the poet all is marvellous."

—"ঠাট্টা রাখো। দেখ তো ওর পানে চেয়ে। ওর চিবুকের পানে।"

মলয় চমকে ওঠে : "সত্যিই তো ! এ-তরুণীর চিবুকের বাঁদিকে একটি স্পষ্ট বৃহৎ তিল। ও-ও বিস্ময়ের অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে ব'লে উঠল : "তাই তো !"

হেলেনা হঠাৎ বলল : "সে-ই নয় তো ?"

—"কে ?"

—"য়ুমা ?"

মলয় হাসল একটু : "দূর্‌। চিবুকে তিল কত মেয়েরি তো থাকে—তাছাড়া কত মেয়েই তো চিবুকে গালে কপালে তিল আঁকে—জানো না ?"

হেলেনা মলয়ের চোখের দিকে চেয়ে একটু চুপ করে থাকে, পরে বলে আচম্‌কা : "আচ্ছা মলয়, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

—"কী ?"

—"য়ুমাকে তুমি কি সত্যি ভালোবেসেছিলে, না শুধু চোখের মোহ ?"

মলয় হেলেনার চোখে চোখ রেখে বলে : "হয়ত তুমি এ-প্রশ্নের জবাব পাবে যদি শোনো সব কথা। শুনবে ?"

হেলেনা ফের একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে : "শুনতে ভয় করে এখনো। কিন্তু নোরা ঠিকই বলে—ভয় করা মানেই হার মানা। তাই শুনব—কিন্তু এখানে কত গোলমাল—চলো তোমারি কেবিনে। —তুমি যাও—আমি একটু কফি আনতে ব'লেই আসছি এক্ষুণি।"

মলয়ের কেবিনের ওদিকে একটা ছোট গবাক্ষ। একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে বাইয়ের দৃশ্যটা দেখায় ঠিক যেন পটে আঁকা একখানি ছবি!

মলয়ের মনে সেই চেনা বিস্ময় ওঠে জেগে। সুন্দর প্রকৃতি দেখলে মনে হয় কেন ছবির কথা—যার বুকে ফলে শুধু প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি? আসলে, আর্ট শিল্প তো এমনি ক'রেই আমাদের ভালোবাসতে শেখায় প্রকৃতিকে। প্রেমের কবিতা পড়ে প্রেমকে মনে পড়ে, প্রেমের অনুভবের মুহূর্তে মনে পড়ে প্রেমের কবিতা!...দুয়ে মিলে তবে বৃত্ত হয় পূর্ণ, নয়?

এমনি ক'রেই বুঝি জীবনের ভঙ্গি বদলে যায়! ভাবে মলয়। মানুষ যা গড়ে সেই আবার ফিরে গড়ে তাকেই। নিস্প্রাণ বস্তুকেও এমনি করে সে প্রাণ দেয় বৈ কি একভাবে, কেন না দেখা যাচ্ছে নাকি যে এ-নিস্প্রাণ বস্তু প্রাণকেও করছে প্রভাবিত? আগুনের বিধর্মীও ঠিক যেমন করে তাপের গুণে পায় আগুনের ধর্ম। জীবন বিচিত্র বৈ কি! চেতনা জড়ের অণুতে নামায় তার চিন্ময় দ্যুতি, অথচ জড় আবার চেতনাকে করে নিশ্চল, স্থাণু।...

হঠাৎ চোখে পড়ে জলের বুকে একটানা একটি সোনার ঝিকিমিকি। কে বলবে এ-ঝিকিমিকি অচেতন। তা যদি হত তবে পারত কি সে তার চেতন মনে এমন শিহরণের ঝিকিমিকি বুনতে।...ঐ ঐ—ও দিকে পীতাভ মেঘের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে কয়েকটি নীলহরিৎ দ্বীপের বুক থেকে। একটি থেকে উর্ধ্বায়িত হয়ে উঠেছে দুটি ছায়াম্লান ঋজু পাহাড়। সোনালি কাঁপনের চাঞ্চল্যের পাশে শৈলযুগলের গাঢ়বন্ধে ফলে এ কী অপরূপ মিলন-সুষমা।...

হঠাৎ চমকে ওঠে। হেলেনার দুটি হাত হয়ত ওর কণ্ঠে লতিয়ে যায় পিছন থেকে। "বোসো মলয় এই সোফায়।" হেলেনা ওকে দ্রুত টেনে আনে —"আহা হা করো কি। প'ড়ে যাব না?"

* * * *

হেলেনা উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দেয়। বাইরেকার সোনালি আলোর

চাপা আভায় ঘরটা হ'য়ে ওঠে পীতাভ…এমন স্বপ্নময় হ'য়ে ওঠে এ না-প্রভাত-না-রাত্রি!

"দাঁড়াও আরাম ক'রে বসি" ব'লেই ও নিজের বেণী দেয় এলিয়ে। ইচ্ছা ক'রেই: এলো চুলে ওকে বড় সুন্দর দেখায় যে। মেয়েরা জানে এসব।

মলয় চেয়ে চেয়ে দেখে: মুখে ওর পড়েছে সবুজ আভা। আল্‌গা কাটা ব্লাউসের ফাঁস দিয়ে ওর তুষারশুভ্র ঈষদুন্মুক্ত বুকের উপরিভাগও সবুজ রঙের বিচ্ছুরণে কী সুন্দর দেখায় যে! চোখের কোলে ওর কালো দাগ এ-আলোয় মিলিয়ে গেছে। দীর্ঘপক্ষ্ম…ডাগর চোখের স্বপ্ন-ছোঁওয়া দৃষ্টি…তন্বী দেহলতা… আকটি-বিলম্বিত বিস্রস্ত চুলের গুচ্ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন একটা স্বপ্নের ছন্দ উঠেছে জেগে। কয়েকটি চূর্ণালক ওর কপালে…কয়েকটি গালে। ও সরায় না কিন্তু। মলয় জানে—হেলেনা জানে ওর মুখের মায়া কোথায়! জাদুকরী তার জাদুর নিদান না জানলে জানবে কে?

—"অমন ক'রে ঠায় চেয়ে থাকে না—" ও বলে রাগের ভান করে।

মলয় হাসে: "থাকে। আর কেন থাকে—তা-ও জানো।"

—"না তো।"

—"মিথ্যুক। রঙ্গময়ী নিজেকে সাজিয়ে বিচিত্রিতা হ'য়ে ব'সে থাকে কেন সে নিজে জানে না?"

হেলেনা হাসল: "মিথ্যা কথা বলাও যে বিচিত্রার প্রসাধনের একটি অঙ্গ গো, এও জানো না?" ব'লেই মলয়ের কাঁধে মাথা রাখে।

মলয় ওকে চুম্বন করে।

সোফায় ও হেলান দিয়ে শোয়। মলয় বসে ওর কোলের কাছে ঘেঁষে—এ ভঙ্গিই ওর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মনে হয় বরাবর।

—"এবার বলো মলয়। গল্প বলতে হয় তো এমনি ছবির মত পরিবেশেই, নয় কি?" ব'লে ওর হাত দুটিতে নিজের মুখ ডুবিয়ে রাখে খানিকক্ষণ।

মলয় ওর ঢেউ-খেলানো চুলের 'পরে চুম্বন করে ফের।

—"এরই নাম বুঝি সাড়া?" হেলেনা হাসে।

—"সত্যই তাই," মলয় বলে স্নিগ্ধকণ্ঠে।

ওদের মনে কেমন যেন স্বপ্নের আবেশ জাগে। বাইরে একটা ছোট নৌকা থেকে করতালির রেশ ভেসে আসে…তারপরই হাওয়াটাই গিটারের

প্রাণকড়া মিড়। একটি মেয়ের কনট্রালটো কণ্ঠস্বরে গান। গানটি মলয়ের পরিচিত: শোপ্যাঁর (Chopin) একটি বিখ্যাত গান। হেলেনা উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে শুনতে গুন গুন ক'রে যোগ দিল:

In mir klingt ein Lied...
Ein kleines Lied...
In dem ein Traum von stiller Liebe blüht
Fur dich allein!
Eine heisse ungestillte Sehensucht shrieb die Melodie.
In mir klingt ein Lied...
Ein Kleines Lied...
In dem ein Wunsch voc tausend Stunden glüht
Bei dir zu sein!
Lu sollst mit mir im Himmel leben
Träumend über Sterne schweben...
Ewig scheint die Sonne für uns Zwei...
Sehn dich herbei...
Und mit dir mein Glück.
Hörst du die Musik...
Zärtliche Musik?...

গান শেষ হ'লে ওরা দুজনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। সুরটির রেশ যেন ওদের প্রাণের আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়...থেমেও থামতে চায় না...

* * * *

—"জানো হেলেনা, এ গানটি আমিও গুন গুন ক'রে গেয়ে থাকি।"

"যা—ও, তোমার সঙ্গে আর যদি কখনো কথা কই।" অভিমান ওর কণ্ঠে নিবিড় হ'য়ে ওঠে।

—"অপরাধ?"

—"আমাকে শোনাও নি।"

—"আমি বুঝি গাইতে পারি?"

—"আহা—আমিই যেন পারি।"

—"তোমরা হ'লে সুইড—আজন্ম বুলবুল।"

—"ফের?"

মলয় হাসে: "সত্যি হেলেনা—তোমাদের মধ্যে এত বেশি লোকের কণ্ঠ স্বভাব-সুরেলা।"

—"তোমারও তো কণ্ঠে সুর বেশ খেলে।"

—"তাকে কি আর সুর বলে সখী?"

—"তা হোক—গাইতেই হবে তোমাকেও।"

মলয় বিপন্ন হয়ে বলল: "আমি তো জর্মনে এটি গাই না, গাই বাংলায় —আমার তর্জমাটি—তা-ও অতি গোপনে।"

হেলেনা হাততালি দিয়ে ব'লে ওঠে: "সে তো আরো ভালো: গাও—শুনব বাংলায় কেমন লাগে।"

মলয় খুবই মৃদু সুরে গুন গুন করে গায়:

অন্তরে মোর গুঞ্জরে কী গান...

একটি ছোট গান...

তোমার মৌন প্রেমের স্বপন হয় সেথা উচ্ছল—

শুধু তোমার আশে।

মোর অশান্ত পিয়াস রচে রাগমালা তার (ঝঙ্কার-বিতান)।

অন্তরে মোর গুঞ্জরে কী গান...

একটি ছোট গান...

লক্ষ নিশার একটি তৃষা হয় সেথা উজ্জ্বল

রইতে তোমার পাশে।

ভাসব দোঁহে দূর গগনে

তারায় তারায় সুর-স্বপনে...

মোদের তরেই জ্বলবে চিররবি...

ধ্যান কোরো এই ছবি...

এনো সুধার দান।

শুনতে কি পাও গান—

ঐ অধরা গান!...

হেলেনা মুগ্ধনেত্রে ওর দিকে চেয়ে বলে: "মলয় তুমি গান শেখো না কেন?"

—"এ বয়সে কি আর হয়?"

—"খুব হয়। তুমি জানো আমাদের দেশে স্বরসাধনের কী আশ্চর্য সব পদ্ধতি বেরিয়েছে। আমার একটি বন্ধু আছেন স্টকহলমে—তোমায় তাঁর কাছে শিখতে হবে—এত সুন্দর গলা তোমার—"

মলয় বিপন্ন হয়ে বলে: "গানের কথা যেতে দাও না—"

—"কিছুতেই না। আগে কথা দাও—তোমাদের গলায় এমন সব সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে ভাবো তো—এ গলাকে শিক্ষা দিলে কী কাণ্ড হবে!"

—"উঃ!—শালিয়াপিন, বাত্তিস্তিনি কানা—থুড়ি বোবা।"

—"ঠাট্টা রাখো—" ব'লে হেলেনা ওর বুকে ছোট্ট একটা ঠেলা দেয়।

—"রাখছি—কিন্তু রেখে করতে হবে কী শুনি?"

হেলেনা বলে: "ঐ দেখ, আমরা দুজনেই গেছি ভুলে—কী জন্তে তোমার কেবিন ত্ত লুক্সে এ-রবিকরোজ্জ্বল রাত দুপুরে আমাদের অধিষ্ঠান।"

—"যাব না? গান শুনলে মানুষ কী না ভুলতে পারে?—বলত যুমা।"

ব'লেই ওর কেমন যেন কুণ্ঠা জাগে! হেলেনারও প্রফুল্ল মুখে কী যে একটা ছায়া এসে পড়ে···ঠিক ছায়াও নয় তবে ভাবান্তর বৈ কি। "একটু বোসো মলয়" ব'লেই ও উঠে পড়ে। মলয় কেমন যেন শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে: "কী?"

—"কফিটা আনতে ওরা দেরি করছে কেন দেখে আসি।"

* * * *

হেলেনার কেন এমন ভাবান্তর হ'ল?—একটা মাত্র কথায়!

সত্যি, একটা কথায় সময়ে সময়ে মানুষের মনের কেমন যে ছন্দ বদলে যায়!···সম্পূর্ণ! যেখানে ছিল আলো—পড়ে ছায়া, যেখানে ছিল ছায়া—জেগে ওঠে সোনা। একটা সুরে···একটা ছোট্ট মিড়ে···কত কথাই মনে পড়ে যে!—যা-সব মনে পড়বার কথা নয়!

আশ্চর্য···আজ ঠিক এই সময়েই পাশের নৌকা থেকে ভেসে এলো ঐ গানটা—যেটা ছিল যুমার এত প্রিয় গান!···

সমস্ত আকাশে বাতাসে যেন তার রূপের কণ্ঠের নৃত্যভঙ্গির ছোঁওয়া লাগে। তাকে কি ও তবে ভালোবেসেছিল সত্যিই? এক সময়ে মনে হ'ত ভালো-বাসত বৈ কি। পরে আবার মন বলত—দুর্। আবার সময়ে সময়ে কী যে অভিমান ফুলে ফুলে উঠত তার বিরুদ্ধে! কোথাকার জাপানি নটি সে··· ক'দিনেরই বা আলাপ···কতটুকুই বা ওদের মিল···তবু তাকে ভুলতে পারে কই? মনের কোন্ গহন পটে যে তার ছায়াছবি এখনো থেকে থেকে ফুটে ওঠে···যে ছবি কতদিন আগে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে সে-ছবিতে রঙ ফলিয়ে তোলে কে! রেখার ঢেউই বা নামে কোন রঙের গোপন উৎস থেকে?···

* * * *

হেলেনা ঢোকে। পিছনে ট্রে হাতে পরিচারিকা। কফি…কেক…স্কোন…

৩১

মলয় চুমুক দিয়ে শুরু করে: "ওর সঙ্গে দেখা আমার হয় তেমনি হঠাৎ যেমন তোমার সঙ্গে। তবে অত রোমান্টিক ভাবে না।—কারণ কোপেন-হেগেন বড় গন্ধময় রাজধানী।"

—"কোপেনহেগেন?"

—"হ্যাঁ। ওখানে আমি গিয়েছিলাম হাম্বুর্গ থেকে। ভাবলাম দেখে যাই ডেনমার্কের তোরওয়াল্দ্সেনের জাদুঘরটা অন্তত। এত কাছে এসে এহেন ভাস্কর্য দেখে না গেলে বিদগ্ধ সমাজে দন্তানন দেখাব কেমন ক'রে?"

—"সত্যি মলয়," হেলেনা হাসে, "আধুনিক বিদগ্ধ সমাজে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্যে এই যে নিদারুণ কর্তব্য গ'ড়ে উঠেছে—এই দেশ দেখা—এই চিত্রশালাগুলির অফুরন্ত ছবির মরুভূমিতে ক্লান্ত নেত্রে শুক্‌ন মুখে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—উঃ—ভাগ্যে আমি সামাজিক মেয়ে হওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম—!"

—"বেঁচে গেছ সত্যিই। আর এ না পেরে কত সময় যে আমি নষ্ট করেছি ফ্লোরেন্সের, রোমের, আমষ্টার্ডামের, নেপ্‌ল্‌সের এই ছবির শাহারায় উটের মতন বিচরণ ক'রে—উঃ—কিন্তু মরুক গে—শোনো।

"কোপেনহেগেনের তোরওয়াল্দসেন বিস্ফারিত চোখে কী যে দেখছিলাম সহস্রাক্ষই জানেন—তবে মনে আছে দেখতে দেখতে যখন ভাবছি আফিং না পোটাশিয়াম সায়নাইডে শিল্পভোগের দুর্ভোগ খতম করব তখন মিলল ক্ষতিপূরণ: আর্ট ছেড়ে পেলাম মানুষের দেখা—থুড়ি, অপরূপ মানবীর—একটি জাপানি মেয়ে।

"কিন্তু তার উৎসাহ দেখে বুঝলাম এ-বরবর্ণিনী একেবারেই মলয়-কুমারের জাত নয়—ভাস্কর্য বোঝে। এত তন্ময় হ'য়ে সে দেখছিল যে অতি মসৃণ কাঠের মেঝেতে হঠাৎ পিছলে প'ড়ে যায় আর কি—ঠিক আমার কাছেই। তাকে ধরে ফেললাম—সেও যথাবিধি আমাকে ধন্যবাদ জানালো পরিষ্কার জর্মনে।

"ওর নাম শুনে মনটা আরও খুসি হয়ে উঠল। নর্তকী য়ুমা-র নাম নানা সহরের কাগজেই পড়েছিলাম—যেখানেই যাই শুনি ও দুদিন আগেই নেচে মাতিয়ে গেছে ক্ষেপিয়ে গেছে···কত শত তরুণ উৎসাহীকে।

"সেদিনই ওর নাচ ছিল কোপনগেহেনের বিখ্যাত অর্তেদস্ পার্কে খোলা রঙ্গমঞ্চে। ও নিমন্ত্রণ করল টিকিট দিয়ে। আমি টিকিটের দাম দিতে যেতেই ও বলল: 'সে কি হয়? আপনি না ধরলে প'ড়ে যে শ্রীচরণ ভেঙে যেত—এ-উপকারের পরেও টিকিটের দাম?'

"এমন মিষ্টি জর্মন কথাই শুনেছি হেলেনা। তার ওপর ও-ভাষায় রসিকতা! মনটা ভারি খুসি হ'য়ে উঠল!

"গেলাম সাগ্রহে।

"নাচ যে অমন হয় জানতাম না এর আগে। দেহের প্রতি রেখায় যেন সুষমা ঝরছিল···প্রতি চরণে ছন্দের সে কী লালিত্য!

"পরের পর দিনই ওর হাম্বুর্গে নাচ। ইম্‌প্রেসারিয়োর চুক্তি। কাজেই ক্লান্তি সত্ত্বেও সেদিন রাতেই ওকে রওনা হ'তে হ'ল।

"ওখানকার থিয়েটারের ম্যানেজার ওর সম্মানে সান্ধ্যভিনার দিলেন তাঁর বাগানবাড়িতে। ওর কল্যাণে আমারও নিমন্ত্রণ। বসলাম ওরই পাশে। ও ই বসালো আমাকে—গৃহকর্তার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে। এসব ব্যাপারে ও এটিকেট-ফেটিকেটের ধারও ধারত না।

"নানা কথাই হ'ল অবশ্য টেবিলে। তারপর ও বলল এবার যাবে ও জর্মনিতে একটু ছুটি নিয়ে। গত তিনমাস অনবরত নেচেছে। আমি বললাম হেসে: 'তোমরা ছুটি চাইলেও পাবে কি?' ও বলল: 'পাব—একটু বিশ্রাম পেতেই হবে এবার।' আমি বললাম: 'বিশ্রাম লোকে দেবে না যে—যে সহরেই যাও না কেন—' ও বলল: 'উধাও হব যে এবার. —বড় সহরের দিকে আর ভিড়ব নাকি? হাম্বুর্গের নাচ শেষ হয়ে গেলেই দিনের পর দিন শুধু নৌকো করে বেড়াব জর্মনির রাইনল্যাণ্ডে।' ওকে অভিনন্দন ক'রে বললাম: 'খুব ভালো কথা, বিশেষ ক'রে জর্মনির রাইনল্যাণ্ড ভূস্বর্গের একটা মস্ত রাজধানী ব'লেও বটে!' ও বলল: 'তুমি গেছ ওখানে?' আমি হেসে বললাম: 'জর্মনির রাইনল্যাণ্ড আমার নখদর্পণে, দশমাস ছিলাম সেখানে।' ও এমনিই আচম্‌কা ব'লে বসল: 'চলো না কেন তাহ'লে আমার সঙ্গে?' আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম:

'মানে—হবে আমার দিশারি—Führer—আর কি?' আমি ওর বেপরোয়া ধরনধারণ লক্ষ্য করা সত্ত্বেও একটু অবাক না হ'য়ে পারলাম না: একবার ভাবলাম—ঠাট্টা করছে বুঝি! একটু কিন্তু ক'রে হেসে কথার মোড় দিলাম ফিরিয়ে, বললাম: 'মুখের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে কে? তবে যদি জর্মনি পৌঁছে তার করো তবেই বুঝব নিঃসহায়ার দিশারি দরকার।' ওর হাসিমুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল মুহূর্তে। এমনিই হ'ত ওর: আলো ছায়া যেন ওর মনের পাতালে মেঘের মতন থাকত লুকিয়ে... একটি কথার দমকা হাওয়ায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত মুখে, কিন্তু আসতেও যেমন যেতেও তেমনি। বলল: 'দিশারি কথাটার বীজ মনে বোনা রইল, যদি বোল ধরে তার গন্ধ হয়ত পাবে বন্ধু।' কি জানি কি এক অনামা প্রত্যাশায় মনটা কানায় কানায় উঠল ভ'রে, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না।"

—"তারপর?"

—"দিন চার পাঁচ বাদে হাইডেলবার্গ থেকে এক তার।

"গেলাম সোজা। গিয়েই দেখা হ'ল কার সঙ্গে জানো?—ম্যাকের।

"আমি বললাম: 'কী আশ্চর্য যোগাযোগ বলো তো ম্যাক? কে জানত হাইডেলবার্গের গিরিবর্ত্মে দেখা হবে দুই কক্ষভ্রষ্ট ধূমকেতুর!'

"ও হাসল, কিন্তু চিন্তিত হাসি। বলল: 'কে জানে দেখা হ'ল কেন? হয়ত একটা মানে আছে।'

"একটু চম্‌কে গেলাম, কেন জানি না। এক একটা কথায় কী যেন একটা আবছায়া আশঙ্কার খাদের তার বেজে ওঠে না?—যা হোক এ-কাঁপনকে দিলাম থামিয়ে—কুসংস্কার ব'লে।"

—"তারপর?"

—"য়ুমাকে হাইডেলবার্গে আরও ভালো লেগে গেল। তার দেখামাত্র মনের কোথায় একটা সাড়া উঠল বেজে। মনও দুষ্টু—ঝোপ বুঝে কোপ মারল: মনে হ'ল তার চোখের তারায় যেন সে-কাঁপনের প্রতিচ্ছায়া।"

—"আর ম্যাকার্থির?"

—"ওর মনে য়ুমার কোনো ছাপই পড়েনি—বলল ও তাচ্ছিল্যের সুরে?"

—"য়ুমাকে ও জানত?"

—"হাইডেলবার্গে ও য়ুমার নাচ দেখেছিল একটা সার্ল পার্টিতে ওর এক বান্ধবী ফ্রাউ গুৎমানের কল্যাণে। ভালো লাগেনি ওর তেমন।"

—"ও বলল ?"

—"না ঠিক বলল না। তবে এসব ক্ষেত্রে কিছু না বলাই হ'য়ে ওঠে সব চেয়ে বেশি বলা। তাছাড়া যুমাকে নিয়ে একটু তর্ক মতনও হ'য়ে গেল কিনা তাইতেও মনে হ'ল।"

—"কী ধরনের তর্ক ?"

—"সবটুকু মনে নেই, তবে মনে আছে আমি বলেছিলাম যুমার মুখশ্রীর চুম্বকের কথা। তাতে ও বলল হেসে: সে শুধু মুখের মেয়েলিত্বের চুম্বক মলয়—শ্রী-র নয়।"

হেলেনা সহাস্যে বলল: "এতে তুমি নিশ্চয় ক্রুসেডারদের মতন রুখে উঠলে অবলার মান রাখতে ?"

মলয়ও হাসল: "একটু উঠলাম বৈ কি। ব্যঙ্গভরে বললাম: 'শ্রী কথাটায় যদি আপত্তি থাকে তবে লাবণ্য বললেও চলবে'।"

—"তাতে কী বলল ও ?"

—"মাঝে মাঝে ওর গোঁ চেপে যেত বলিনি ? হঠাৎ সেই মেজাজ এসে গেল, ও ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল: 'ভক্তরা প্রসাধনকেই লাবণ্য ভেবে ভুল ক'রে ডোবে।'

"আমার ভারি রাগ হল, বললাম উষ্ণ স্বরে: 'যেমন ভক্তের চোখও ভুল করে তেমনি করে ক্রিটিকেরও চোখ। যাকে তুমি বলো ভক্ত তাকে আমরা বলি দরদী। তার দরদ হল আলো, তাই সে দেখায়—গুণ কোথায় লুকিয়ে থাকে। ক্রিটিকের নিরপেক্ষতা হ'ল অন্ধকার না হোক প্রদোষ: দেখায় যা তার চেয়ে বেশি ফেলে ঢেকে'।"

—"তারপর।"

—"কেন জানি না মনে হ'ল ও একটু যেন আহত হয়েছে। মনে হ'ল দেখা হ'তে না হ'তে আমার কথায় এতটা ঝাঁজ প্রকাশ ক'রে ফেলে ভুল করেছি। ভাবলাম ওর কাছে একটা কেতা-দুরস্ত গোছের মাফ চাই। —কে ?"

৩২

নোরা ঘরে ঢুকল। মুখ ওর এমন ফ্যাকাশে দেখায়—!

—"তুই ?"

—"হ্যাঁ দিদি। তুমি একবার ওপরে ডেক্-এ আসবে ?"

—"কেন রে ?"

—"বাবা কেমন যেন করছেন !"

—"বাবা ?"

—"হ্যাঁ দিদি। কখন ডেক্-এ উঠেছেন কেউ জানে না। তাঁর হাসির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তুমি একবার ডেক-এ যাও দিদি এক্ষণি কী জানি আমার ভয় করছে।"

* * * *

ওরা ডেক-এ এসে দেখে কি মজলিশ চলছে তখনো। প্রফেসর খুব হাসছেন তাঁর সামনে শ্যাম্পেনের গেলাস।

হেলেনা ডাকল : "বাবা !"

প্রফেসর বললেন : "আয় মা হেলি—শোন্ কাউন্টেস কী চমৎকার যে গান করেন।"

* * * *

কাউন্টেস গাইলেন। কণ্ঠস্বর সত্যিই সুন্দর। য়ুরোপে শিখেছেনও রীতিমত। মুগ্ধ না হবে কে ?

কাউন্ট মলয়কে একটু শ্যাম্পেন পরিবেষণ ক'রে দিতে এলেন স্বহস্তে। মলয় বলল : "না ধন্যবাদ।"

কাউন্টের এক লর্ড বন্ধু বললেন : "এমন গানের পরেও—"

মলয় হেসে বলল : "এমন গানের পরে ব'লেই তো অন্য কিছু সেবন ক'রে এর অপমান করতে চাইনে।"

কাউন্টেস কাছেই ছিলেন, হাসিমুখে বললেন : "আপনার কমপ্লিমেন্টের জন্যে ধন্যবাদ। তবে জাপানি মেয়ের মুখে গ্রীগের নরওয়েজিয়ান গান—ক্ষমা

করতেই হবে নানা ক্রটির।" হেলেনার দিকে চেয়ে: "কি বলেন ফ্রয়লাইন, বিদেশিনী কেমন ক'রে আয়ত্ত করবে আপনাদের দেশের নাচগান বলুন।"

প্রফেসর বললেন: "কেন? আপনাদের দেশের একটি বিশ্ববিখ্যাত মেয়ে কোন্ নাচ না নাচতে পারত? না মা হেলি, কী নাম যেন তার—জানেন কাউন্টেস, তাঁর চিবুকেও ঠিক আপনারই মতন একটি তিল ছিল—হঁ্যা হঁ্যা মনে পড়েছে—য়ুমা—চেনেন।"

প্রফেসরের কথা অনেকটা সুসংলগ্ন হ'য়ে এসেছে দেখে হেলেনা একটু আশ্বস্ত হ'ল। তবু যাহোক স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে আসছে ফিরে।

কাউন্টেস বললেন: "য়ুমাকে? বাঃ সে যে আমার প্রিয় সখী।"

হেলেনা সাগ্রহে বলল: "তাই না কি?"

এবার কাউণ্ট কথা কইলেন: "হঁ্যা, কালই আমরা তাঁর চিঠি পেয়েছি ওয়ার্স থেকে।"

হেলেনা অস্ফুট চিৎকার সংবরণ ক'রে নিয়ে বলল: "ওয়ারস?"

—"হঁ্যা। ভিসটুলায় নৌবিহার (yachting) ক'রে বেড়াচ্ছে লিখেছে। পরশু বিখ্যাত হোটেল ভি ভিলে তার নাচ হবে—বিরাট ব্যাপার!"

প্রফেসর হঠাৎ বললেন: "ওয়াস´?—ওয়ার্স´?" একটু থেমে; "মা হেলি অস্কার ওয়ারস-তেই গিয়েছে, না?"

হেলেনা ত্রস্ত হ'য়ে বলল: "না তো বাবা!"

"না?—হঁ্যা। আচ্ছা মলয়, অস্কারও য়ুমাকে চিনত—একদিন বলছিল না?"

মলয় মৃদু স্বরে বলল: "তাকে চেনে তো কত লোকই তবে অস্কারও সামান্যই চিনত। নাচতে দেখেছিল তাকে—এইমাত্র।"

প্রফেসর আরও একটু চেষ্টা করলেন স্মরণ করতে, তারপর বললেন: "হঁ্যা হঁ্যা। তা বটে। কিন্তু অস্কার আর য়ুমা—"

হেলেনা শশব্যস্তে বলল: "কাউন্টেস, কিছু যদি মনে না করেন—"

—"না না সে কি কথা।"

—"আর একটি গান, শূবার্টের জানেন কি কোনো গান?"

কাউন্টেস গাইলেন···এবার অনেকক্ষণ ধ'রে শূবার্টের বিখ্যাত Rauschen der Strom, Brausen der wald গানটি গাইলেন।

মলয় কিন্তু গান আর শুনছিল না। তার মন যে কোথায়…

হেলেনা থেকে থেকে চায় ওর মুখের দিকে।…

মলয়ের মনে এমন সব উল্টোপাল্টা স্রোত ওঠে…মুমা! ওয়ার্স-তে? …অস্কার—

কী যে সব অসংবদ্ধ চিন্তা। বুকের মধ্যে এমন একটা অনির্ণেয় অস্বস্তিও…

হেলেনার দিকে যেন তাকাতেও পারে না।

* * * *

গান শেষ হ'তেই হেলেনা বলল: "বাবা, এবার শোবে চলো লক্ষীটি! কাউন্টেস, ক্ষমা করবেন, বাবার শরীর একটু দুর্বল। ডাক্তার বলেছেন বিশ্রাম খুব বেশি দরকার। কিন্তু গান শুনলে উনি সব যান ভুলে। তাই আপনাদেরই জোর ক'রে ওঁকে বলতে হবে শুতে যেতে। কিছু মনে করবেন না কাউন্ট।"

কাউন্ট এক গাল হেসে বললেন: "সে কি কথা? ডাক্তারের কথা যখন—ক্ষমা করবেন ফ্রয়লাইন—আমরা জানতাম না। ভাবলাম—জানেন তো প্রফেসরের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েছিলাম—তাই ভাবলাম আমাদের মজলিশে ওঁকে চাইই চাই, নয় এরিক?"

—"এসো বাবা—" হেলেনা এক রকম জোর ক'রেই তাঁকে ধ'রে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল।

কাউন্ট মলয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন: "ওঁর ছেলেই অস্কার না?"

—"হ্যাঁ।" মলয় মুখ তুলতে পারে না।

—"ও হো তাই তো বটে। কাগজে—তাঁর ছবি—"

কাউন্টেস ইশারা করলেন কিন্তু কাউন্ট দেখতে পান নি, বললেন: "তিনি এখন ওয়ার্স-তে?"

—"হ্যাঁ।"

—"কাগজে লিখেছে তিনি নাকি য়ুমার সঙ্গে ছিলেন নিউইয়র্কে—নাচ শিখতে বুঝি ?"

—"ঠিক—"

কাউন্টেস ফের বাধা দিলেন: "না না। এমনি। আমি জানি। আচ্ছা হের্—"

—"মলয়—সুর।"

—"আচ্ছা হের্ সুর। আমরাও যাচ্ছি কালমারে—দেখা হবেই—আপনিও হয় তো শ্রান্ত—"

—"ঠিক শ্রান্ত নই—ক্ষমা করবেন, য়ুমার ঠিকানা কী বলবেন ?"

—"ওয়ার্স-র বিখ্যাত হোটেল ডি ভিল্ আর কোথায় ?"

—"ধন্যবাদ! আচ্ছা কাউন্টেস, একটু শুতে হবে এবার, যদি ক্ষমা করেন—"

—"বিলক্ষণ—শুভরাত্রি হের্ সুর।"

কাউন্ট বললেন: "শুভরাত্রি লীবার ফ্রয়ন্দ্! Schlafen Sie wohl" *

কাউন্টেস জুড়ে দিলেন: "Und träumen Sie süsz, Herr Sur" †

৩৪

মলয় সোজা প্রফেসরের কেবিনের দুয়ারে টোকা দিল।

হেলেনা তাঁর ডাইভানে পাশে ব'সে। প্রফেসর শুয়ে। মাথায় অডিকলোন।

মলয় ভয় পেয়ে গেল।

প্রফেসর স্নিগ্ধ স্বরে বললেন: "ভয় নেই মলয়। আজ অনেক ভালো। একটু মাথাটা ঘুরে উঠল—বোধ হয় ঐ শ্যাম্পেন খেয়ে।"

হেলেনা বলল: "বাবা, কেন গেলে তুমি ওপরে ?"

* টেনে ঘুমোন

† মধুর স্বপ্ন দেখেন যেন।

মলয় হেলেনাকে চোখ টিপে বলল: "বেশ করেছেন প্রফেসর। তবে শ্যাম্পেন বড় খারাপ জিনিষ, আমাদেরই সয় না।"

—"সত্যি। আর কক্ষনো খাব না। হেলি মা—"

—"কী বাবা?"

—"আমার ঘরেই শো মা আজ, কেমন? আমার—কি জানি কেন একটু ভয় ভয় করছে। ঐ য়ুমাই না, না রুমা—আমার যেন কি রকম সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—"

—"মিথ্যে কেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ বলো তো?"

—"মাথাটা একটু যেন ঘুরে উঠল ফের। একটু বরফ দিবি মা!"

মলয় তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আইসব্যাগ নিয়ে এল।

হেলেনা প্রফেসরের মাথায় আইসব্যাগ দিতে দিতে বলল: "আর দরকার নেই মলয়, শুতে যাও তুমি। অনেক ধন্যবাদ।"

প্রফেসর দুর্বলকণ্ঠে বললেন: "হঁ্যা বহু ধন্য—মা হেলি—মনে পড়ছে—ডেক্-এ কে বলছিল রুমা নাকি আত্মহত্যা করেছে—?"

—"কে বলল বাবা?"

—"করেছে মা, আমার অসুখ ব'লে তোরা লুকোচ্ছিস। আমার স্মৃতিশক্তি একটু একটু ক'রে ফিরে আসছে—অস্কার ওয়ার্স গেছে—কিন্তু সেখানে ঐ য়ুমাই না—"

প্রফেসর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বসলেন।

মলয় এসে ধরল তাঁকে। হেলেনা তাঁকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল: "কী বকছ বাবা?"

—"কেন? এ কি সে-য়ুমা নয়?"

—"দূর—য়ুমা নাম যে জাপানিদের ঘরে ঘরে, জানো না? সে য়ুমা এখন টোকিয়োতে যে।"

—"ও—তবু ভালো। তাহ'লে কোনো ভয় নেই মা?"

—"না বাবা। অস্কার ফিরে এল ব'লে—"

প্রফেসর হঠাৎ বললেন: "না মা—কেন লুকোচ্ছিস—কাউণ্টেসের মতন তারও যে তিল আছে বললেন উনি—"

—"না বাবা—বাজে—"

—"না মা। অস্কার বিপদে পড়বে—তার কবলেই পড়বে—আমার মনে

পড়ছে—" বলতে বলতে প্রফেসর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে "অন্ধকার—অন্ধকার ! উঃ মা—" ব'লেই ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন। হেলেনা ও মলয় ধরাধরি ক'রে তাঁকে শুইয়ে দিল।

মলয় বলল : "মূর্ছা ফের।"

হেলেনা কেঁদে উঠল : "কী হবে মলয় ?"

মলয় বেরুল জাহাজের ডাক্তার ডাকতে।

সঙ্গে নোরাও এল ত্রস্তপদে,···চোখ তার জবাফুলের মত লাল।

৫৫

ডাক্তার বলল : এ-মূর্ছা সন্ন্যাসের মূর্ছা নয়, এখনই হয়ত জ্ঞান হবে··· তবে ভবিষ্যতে খুবই সাবধানে থাকতে হবে—সর্ববিধ উত্তেজনাই বর্জনীয়, নইলে—ইত্যাদি।

সন্ন্যাসের মূর্ছা নয় শুনে সবাই এত আশ্বস্ত বোধ করে !···

নোরা বলল সে-ই থাকবে সারারাত—হেলেনা ক্লান্ত—মলয়কে শুভরাত্রি জানিয়ে গেল চ'লে নোরার কেবিনে একটু জিরুতে।

* * * *

মলয় এসে ড্রেসিং গাউন প'রে হেলান দিয়ে শুয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

একখণ্ড মেঘের ছায়া ভেসে ভেসে বেড়ায় আলোভরা জলের বুকে।

কী রকম যে করে ওর বুকের ভিতরটায়···যুমা ওয়ার্স'য় ?·· তবে সে ইতিমধ্যে জাভা হ'য়ে ফিরেছে ফের য়ুরোপে ?···জোর করে ওর স্মৃতি তাড়িয়ে দেয় মন থেকে।···বড় পিছল। বিশেষ এখন। হেলেনার কথা মনে করতে চেষ্টা করে ক্রমাগত। মনে পড়ে হেলেনা "অনন্যপূর্বা"— বলেছিল নোরা একদিন। সত্যিই তো হেলেনা যেমন অ-সংসারী, তেমনি খাঁটি। যেমন অসামাজিক, তেমনি স্নেহময়ী। চিন্তাশীলা অথচ অহমিকার লেশ নেই। হাসি দিয়ে গড়া অথচ অশ্রুর ইন্দ্রধনু ওকে রাঙিয়েই আছে।

ছবিখানি !···মনে জাগে কেবলই ওর কথা। একটু আগে এখানেই ও শুয়ে ছিল। খোলা চুল···গায়ে মোভ রঙের ব্লাউস···মুখে হাসি··· চোখে জল !

মনে পড়ে ওর চুম্বন। আবেশ জাগে!···কাছে পেতে ইচ্ছে করে আরও।···ব্যথিয়ে ওঠে কোথায়। শঙ্কা হয়···পেয়ে হারাবে না কি ওকে? ···মনে ওর রং ধরেছে ওর চুম্বনে!···এত মধুর চুম্বন! যুমার চুম্বনে ছিল বিদ্যুৎ···ছিল দাহ···কিন্তু আলো? তবু এমন ক'রে ওঠে কেন বুকের মধ্যে? না, তার কথা ভুলবে ও, ভুলবে—ভুলবে। সে অপ্সরী···গৃহলক্ষ্মী হবার জন্যে তো নির্মিত নয়। হেলেনা মানবী—দেহের সৌন্দর্যে যুমার কাছেও দাঁড়াতে পারে না সত্য, কিন্তু মনের? যুমার তাছাড়া দৈহিক সৌন্দর্যে ক্ষণপ্রভার আঁচ—সইতে পারে ক'জন?···

না। হেলেনা···আজ হেলেনাই ওর অন্তরের অন্তঃপুরিকা। তারই নাম জপবে ও।

দোরে টোকা।···

"কে?"

"হেলেনা।"

*　　*　　*　　*

হেলেনা ওর বুকে মাথা রেখে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

কোমলতায় ওর শরীরের প্রতি অণু গ'লে যায়!···ওর অশ্রুনিষিক্ত মুখখানি তুলে ধ'রে বার বার চুম্বন করে।

একটি সোনালি রঙের কিমোনো প'রে ও এসেছে অকুণ্ঠে ওর কাছে··· গভীর তৃষ্ণায়, নিবিড় নির্ভরে। এ-বিশ্বাস এ-নির্ভরের মর্যাদা ও রাখবে না?

—"না তুমি ক্লান্ত হেলেনা, যদি এসেছই আমার কাছে—যতটা পারো জিরোও।" শোয়ায় ওকে নিজের বিছানায় জোর ক'রে। নিজে বসে খাটের কিনারায়।

হেলেনা ওর মাথাটা টেনে নেয় বুকের মধ্যে। বার বার চুম্বন করে ওর কপালে চোখে গালে ওষ্ঠাধারে: "বলো আমায় যাবে না ছেড়ে?"

মলয় ওকে বাহুবন্ধনে টেনে নেয়: "পাগল!"

দরজায় টোকা···

—"কে?" হেলেনা উঠে বসে।

নোরার মুখ আনন্দে দীপ্ত।

—"কী আশ্চর্য দিদি! বাবা একেবারে ভালো হয়ে গেছেন। ঠিক সেই আগেকার মানুষ! কী আনন্দ! দেখবে এসো।"

৫৬

বেদেরা বলে সাপে যেখানে একবার কামড়ায় ঠিক সেখানে আবার কামড়ালে বিষের প্রতিষেধ হয়। মলয় শুনেছিল হঠাৎ আঘাতে কেউ কেউ হারানো দৃষ্টি বা স্মৃতি ফিরে পায়। শাপে বর। তাই বুঝি দ্বিতীয় শক্-এ প্রফেসরের মানসচেতনা ফিরে এসেছিল। ওরা তিনজন গেল তাঁর ঘরে। কেউ আনন্দ রাখবার যেন আর জায়গা খুঁজে পায় না। ঠিক সেই আগেকার প্রফেসর। স্বর ক্ষীণ, দেহ দুর্বল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্ন—কিন্তু মন ফিরে এসেছে স্ববশে। চোখের দৃষ্টি ব্যথায় গাঢ়, কিন্তু আত্মস্থ, গভীর, উজ্জ্বল। কথা মৃদু কিন্তু শান্ত, সংযত, স্বচ্ছ।

প্রফেসর হেলেনাকে পাশে বসিয়ে কটিবেষ্টন ক'রে বললেন: "মা!"

—"কী বাবা?"

—"তোদের বড় কষ্ট দিয়েছি মা, না?"

—"না বাবা।"

—"দিয়েছি বৈকি মা। একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে যেন। জানিস কী স্বপ্ন দেখলাম খানিক আগে?"

—"কখন বাবা?"

—"মূর্ছা ভাঙবামাত্র। আধ ঘুমঘোরে। তাই তো তোদের ডেকে পাঠালাম।"

—"অত কথা কোয়ো না বাবা।"

—"আর কোনো ভয় নেই মা—হয়ত বেশিদিন আর বাঁচব না—কিন্তু মনের ঝড় কেটে গেছে···নেমেছে বিধাতার করুণা।"

সেই শান্ত ধীর স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষই বটে।

হেলেনা তাঁর কপালে চুমা দিয়ে বলল: "আমি জানতাম বাবা—নামবে। চিরদিন যে স্বভাবে নির্মল—ভগবান কি—তাকে কখনো—"

—"না মা। অনেক অপরাধই করেছি। মলয়কে বলেছি কিছু। কিন্তু সে যাক্। স্বপ্ন দেখলাম—"

—"আজ না বাবা—আজ তুমি ঘুমোও লক্ষ্মী আমার! কাল শুনব। ডাক্তারও ব'লে গেছেন একেবারে নিঃঝুম রাখতে তোমায় চারধার।"

প্রফেসর স্নিগ্ধ হাসেন: "আচ্ছা মা আমার। কচি মা-টির কথা না শুনলে বুড়ো ছেলের গতি কী হবে বল্? যা মা শুতে যা। নোরা, মা লক্ষ্মী, তুমিও যাও শোও গে। কত কষ্ট যে তোমাদের দিলাম মা!"

নোরার চোখে জল উপছে পড়ল: "বাবা! পথের একটা মেয়ে—যাকে জীবন দিয়েছেন—"

হেলেনা উঠে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল: "নোরা, কী পাগলামি করছিস্ বল্ তো! যা—শুতে যা। না—কথাটি না।"

মলয় বলল: "দরকার হ'লে আমি থাকব এই সোফাটাতে শুয়ে প্রফেসরের কাছে।"

—"পাগল! আর, কারুর দরকার নেই। কথা শুনে বুঝতে পারছ না বিধাতার করুণা পেয়েছি আমি?"

সত্যি প্রফেসরের স্বরে একটা নতুন স্পন্দন ওরা অনুভব করে। কে বলে ইন্দ্রজালের যুগ গত!

ওরা সবাই বিদায় নেয় হাসিমুখে।

উৎসের মুখে পাষাণ ছিল চেপে—ভূমিকম্পে গেছে স'রে। কে বলবে ভূমিকম্প সব সময়েই আনে ধ্বংস?

৩৭

মলয় এসে শুয়ে পড়ল এবার বিছানায়। কিন্তু ঘুম হ'ল না। সামনের ছোট্ট একটি গবাক্ষ খোলা। রাত প্রায় দেড়টা! ভোরের রাত এদেশে। ওদিকে আকাশ থেকে গলানো সোনার ঝর্ণা ঝ'রে পড়ছে ফিয়োর্ডের উৎসুক বুকে। ওদিকে দুএকটি সাদা পাল তুলে চলেছে বিলাসিনী তরণী। আরোহী-দের কলহাস্যের রেশ ভেসে আসে থেকে থেকে। মৃদু বেহালা ও ব্যাঞ্জোর রেশও মাঝে মাঝে মেশে নীরবতায়। মনে শান্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু এত শান্তি যে, ঘুমিয়ে হারাতে ইচ্ছা করে না। মূর্ত স্বপ্নের ম'ত পাহাড়গুলো যেন ভর্ৎসনা করে: "কী করো? ছি, আজও ঘুম? ও তো আছেই রোজ।" ও উঠে বসে—বিছানায়ই।

টক্ টক্।

—"হেলেনা? এসো।"

হেলেনা হাসিমুখে ঢুকে বলে: "কী ক'রে জানলে?"

মলয় বিছানায়ই বসায় ওকে: "জাদু জানি যদি বলি?"

হেলেনা ছেলেমানুষের মতন ঝাঁপিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে, "তাহ'লে আমি বলব—জাদু জানলেও সত্মপরিচিতার জন্যে দুঃখ-সওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।"

মলয় ওকে আরো কাছে টেনে নেয়: "ফে—র?"

—"না মলয়, এখানে ধমক সইব না। তুমি না থাকলে—"

—"কিছুই আসত যেত না হেলেনা—কিছুই আসত যেত না। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে তেমনিই ঘুরত...সুখ যার বরাদ্দ সে হাসত···দুঃখ বরাদ্দ সে কাঁদত।"

হেলেনা ওর চিবুক ধ'রে মুখ তুলে ধ'রে হেসে বলে: "আর প্রেম যার বরাদ্দ?"

মলয় মুগ্ধ হয়...অবাকও একটু: এত উচ্ছ্বাস রাঙা মান-অভিমান যে শান্তমূর্তি সংযতা হেলেনার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে কে ভেবেছিল! ...ওকে নিল বাহুপাশে টেনে। ওর নিবিড় স্পর্শে আজ এত শান্তি।···

—"আজ মলয়?"

—"কী?"

—"আমরা?"

—"অর্থাৎ?"

—"যাও, তুমি বোঝো না কিছুই। আমি এলাম না?"

মলয় হাসল: "চর্মচক্ষু তো তাই বলে।"

হেলেনা ওকে চাপড় মারে: "এমন বেরসিককেও যে-মেয়ের দিতে হ'ল মালা—তার কী যে হবে—"

—"জানেন ভগবানই।"

—"দেখ দেখ মলয়!"

—"কী?"

—"চাঁদের আলো ফিয়োর্ডে পশ্চিমে—সূর্যের আলো পুবদিকে। আচ্ছা,

এ-হেন স্বপ্নময় রাতে তুমি কী ক'রে ভাবতে পারলে যে আমি সারারাত তোমার কাছে থাকতে পাব না?"

মলয় হাসল: "থাকো না—যদি সাহস পাও।"

হেলেনা দৃপ্তকণ্ঠে বলে: "হেলেনা কোনোদিন কাউকে ভরায় নি জেনো। আর যাকে স—ব দিতে চাই তার কাছে প্রথম মিলনের রাত কাটাতে ভয় পাব—এই ইঙ্গিত? যা—ও, তোমার সঙ্গে আর যদি একটি কথাও কয়েছি।"

মলয় ওর মাথা বুকে টেনে নেয়, গ্রীবায় গালে ওষ্ঠে চুম্বনে চুম্বনে ছেয়ে দেয়।

—"হয়েছে গো হয়েছে। একটু র'য়ে স'য়ে,—নইলে—"কথাটা শেষ করে না কিন্তু।

—"কী?"

—"ফুরিয়ে যাবে না? সাধু পুরুষ যে তোমরা?"

—"আর তোমরা?"

—"জ্ঞানবতী—শুধু প্রেমই আমাদের পুঁজি নয়—তাই আমাদের সম্পদ অক্ষয়।"

—"কী ভরসা যে দিলে হেলেনা", মলয় হাসে, "যাহোক এ-মরজগতে তা'হলে অক্ষয় কথাটা নেহাৎ পুঁথির বুলি নয়।"

হেলেনা টুকল সহাস্যে: "পুঁথির বুলি বলত কে—আমি জানি।"

—"কে

—"তোমার যুমা গো, যুমা।"

তোমার যুমা—কথাটা খচ্ ক'রে বাজে এত—!···

—"চুপ ক'রে রইলে যে—বলত না?"

—"বলত হয়ত, কিন্তু ওভাবে নয়।"

—"কী ভাবে বলো তাহ'লে।"

—"আজ থাক না হেলেনা।"

হেলেনা বায়না ধরে: "না। এই-ই তো রাতের মতন রাত।"

মলয়ের মুখ গম্ভীর হ'য়ে আসে: "আচ্ছা কিন্তু—"

—"আর ভয় করি না গো ভয় করি না।"

মলয় হাসে কিন্তু একটু জোর ক'রে: "আচ্ছা—শোনো তাহ'লে।"

—"কিন্তু সব বলতে হবে, নৈলে শুনব না।"

—"স—ব?"

—"স—ব।"

—"তথাস্তু—কেবল—সইতে পারবে তো?"

হেলেনা হাসে: "শক্ পেলে কি শুধু—বৃদ্ধ পিতাই নবজীবন পান মনে করো?"

মলয় হাসে: "কিন্তু তুমি শক্ পেলে আবার কখন? গল্পের ভূমিকায়?"

—"না। কল্পনায়। আর একটু কফি?"

* * * *

মলয় কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শুরু করে: "প্রথম একটু বলতে হবে গাইশা-নর্তকীদের কথা—"

—"ও জানি, বলতে হবে না।"

—"না হবে। য়ুমা প্রায়ই বলত গাইশাদের সম্বন্ধে লোকের যে-ধারণা তারা ঠিক তা নয়। সব কথা মনে নেই তবে মোট কথাটা এই যে গাইশাদের মধ্যেও—মানে—নানান পদবী আছে: কেউ রক্ষিতা, কেউ গৃহকর্ত্রী, কেউ ফুলের কুঁড়ি, কেউ প্রজাপতি, কেউ গায়িকা, কেউ বা শুধুই নর্তকী—এমনি। য়ুমার মা ছিলেন একজন শামুরাই জেনেরালের রক্ষিতা প্রায় দশ বৎসর। পরে তিনি তাকে বিবাহ করেন—য়ুমার জন্মের কয়েক মাস আগে।"

—"সন্তানকে আইনসম্মত উত্তরাধিকারের স্বত্ব দিতে?"

—"না। য়ুমার বাবা-মা-র সেজন্যে বিশেষ মাথা-ব্যথা ছিল না। তবে বিবাহ করলে এখনো সংসারযাত্রার একটু সুবিধে হয় তো—তাই। গাইশাদের বিবাহপ্রথা জাপানে প্রচলিত, তাই য়ুমার বাবা ভাবলেন ক্ষতি কি?"

—"তার পর?"

—"বিবাহ করার কিছু পরেই য়ুমার বাবা রুষ-জাপান যুদ্ধে প্রাণ দেন।"

হেলেনা অস্ফুটে বলল: "আহা—বেচারি!"

মলয় ঈষৎ অন্যমনস্ক স্বরে বলে: "সত্যি। পিতৃস্নেহের স্বাদ ও পেলনা কোনোদিন। এ-ক্ষতির জন্যে ওর মনে একটা ব্যথা বরাবরই জেগে থাকত। মনে আছে—কত সময়েই ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত

ওর-মা'র-মুখে-শোনা বাপের দেশভক্তি নির্ভীকতা ও আভিজাত্যের কথা বলতে বলতে—যদিও তাঁকে ও কল্পনায় বেশ একটু রাঙিয়ে তুলেছিল। বলত: এতে ও পিতৃবিয়োগের দরুন সান্ত্বনা পেত অনেকখানি। "কিন্তু এর পর থেকেই শুরু হল ওর জীবনের দুঃখের পর্ব: ওর মা ওকে গাইশা হবার জন্যে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া শুরু করলেন।"

—"কিন্তু য়ুমার মা এই গাইশার সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি অ—ত দিনেও?"

—"না। য়ুমা বলত প্রায়ই যে, ও-জীবনের স্বাদ যারা একবার পায় তাদের আর কোনোদিনই সংযত শুদ্ধ জীবনে মন বসে না। তাই মা মেয়েকে চাইলেন তাকে ফের বিলাসিনী ক'রে গড়তে: একাধারে গ্রীক স্বৈরিণী ও হিন্দু পরকীয়ার গন্ধ বিলোতে।"

—"গ্রীক স্বৈরিণীকে চিনি, কিন্তু পরকীয়া কী বস্তু?"

—"আমাদের বৈষ্ণব আদর্শে পরকীয়ার আদর্শ ছবি হিসেবে সত্যিই অপূর্ব। তাঁরা বলেন যে, লক্ষ্মীকে গৃহের লক্ষ্মী করলে দাসীও হ'তে হয় তাকে: নিষ্প্রয়োজনের আলোকলোক থেকে তাকে কিছু না কিছু নামিয়ে আনতেই হয় দৈনন্দিন প্রয়োজনের রাজ্যে। যাকে নিজের ব'লে জানি তার ওপর কিছু না কিছু দাবি আসেই আসে। তাই বৈষ্ণবরা চেয়েছিলেন দয়িতার এমন এক রূপ কল্পনা করতে যে-রূপ অলোকসম্ভব, যেখানে আহার—প্রেম, বিহার—প্রেম, বেশ—প্রেম, ভূষা—প্রেম, আলো হাওয়া জল বায়ু সবই—প্রেমের স্বপ্নরেণু দিয়ে গড়া, যেখানে নেই বাস্তব চাওয়ার ধূলোবালি, দাবিদাওয়ার ঝড়ঝাপটা, কাড়াকাড়ির ধ্বনিধূম, স্থূল অধিকারের হাঁকডাক। সেখানে দয়িতা আসেন শুধু মুক্ত প্রেমের প্রতিমা হয়ে—আত্মদানের স্বকীয় মহিমায়। কিন্তু আমি পরকীয়া বলছি এ আধ্যাত্মিক পরিভাষায় নয়—"

—"তাহলে অভিসারিকাই বলো না কেন?"

—"মন্দ বলো নি। পরকীয়া কথাটা ভারতের বাইরে না বলাই ভালো। কেন না পরকীয়া-র অধ্যাত্মিক ভাবটুকু এদেশে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ভুল বোঝার সম্ভবনাই পনের আনা।"

—"রোসো—য়ুমার মা চেয়েছিলেন মেয়ের ঠিক কী পরিণতি? মানে,

তাকে কোন্ ধরনের গাইশা করতে চেয়েছিলেন? এই অভিসারিকা? না, কোনো বড়লোকের রক্ষিতা—তাঁর মতন।"

মলয় একটু ভেবে বলল: "য়ুমাকে এত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করিনি তার মা-র সংবাদ। তবে মনে হয় তিনি অন্তশত ভেবেচিন্তে মেয়েকে এপথের দীক্ষা দেন নি। তিনি ছিলেন অসংযমী তেজস্বিনী—এক কথায় স্বভাব-স্বৈরিণী। তাই চেয়েছিলেন এমনিই মেয়েকে বেপরোয়া ক'রে গড়তে: লোকাচার ও ভয়ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিজের পথ ও নিজে বেছে নিক এই ভাব আর কি। য়ুমা একবার আমাকে বলেছিল মনে আছে যে, য়ুরোপের ইসাডোরা ও পাভলোভার স্বাধীন মুক্তগতি তাঁর মন টানত। নানাকারণে ঠিক এ-আদর্শে তিনি নিজের জীবন গ'ড়ে তুলতে পারেন নি, তেজ থাকা সত্ত্বেও নানা সূত্রে একটু আধটু ভয় পেতেন বৈ কি। তাই মেয়ের জীবনের ভূমিকায় নিজের নির্ভীকতার আদর্শ ছবিখানির মতন ফুটে উঠুক এই যেন ছিল তাঁর রঙিন আশা।"

—"কথাগুলো ভালো লাগল, সত্যি। দেখছ—খালি তর্কই করি না, তারিফও করতে জানি?"

—"বলেছি তো তোমার আশা আছে।"

স্ফুরিতাধরে হেলেনা "ধন্যবাদ" ব'লে অভিবাদন করল।

—"তোমার ধন্যবাদ দেওয়ায় মনে পড়ল য়ুমার একটা কথা।"

—"কী।"

—"যে, য়ুরোপীয়দের শীলতার দৃশ্য দেখলে ওর ভারি হাসি পায়।"

হেলেনা কুপিত স্বরে বলে: "আহা—হা। জাপানিদের শীলতা এমন কী অপরূপ শুনি—"

মলয় বাধা দিয়ে বলে: "আর যা বলো আপত্তি করব না হেলেনা, কিন্তু ওদের শীলতা সম্বন্ধে এধরনের মন্তব্য করলে তোমার মন রাখতেও প্রিয়ম্বদ হ'তে পারব না।"

—"যেহেতু?"

—"সে ব'লে বোঝাব কী ক'রে বলো দেখি? ম্যাক ঠিকই বলত—জাপানিদের ভদ্রতার পাশে য়ুরোপীয়দের ভদ্রতা কেমন?—না, যেমন ময়ূরের পাশে পায়রা, য়ুমাও প্রায়ই হেসে বলত যে এদেশে এসে তার প্রথম বিশ্বাস হয় যে, দুঃশীল সভ্যতা ব'লেও একটা জিনিষ এজগতে

থাকতে পারে সত্যিই। টীকাচ্ছলে বলত: এদেশের কাউণ্টদেরও কিছুদিন জাপানি ভিখিরিদের কাছে শালীনতার শিক্ষানবিশি করতে যাওয়া উচিত।"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা, হয়েছে—উপমারও বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

—"রাগ করতে সত্যিই পারতে না হেলেনা যদি য়ুমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে। ওর মাথা নোয়াবার ভঙ্গি, অভ্যর্থনা করবার কায়দা, ঠিক সময়ে ঠিক কমপ্লিমেণ্টটিতে লক্ষ্যভেদ করা, হাসির সুধাবর্ষণে পাষাণ প্রাণেও রাতারাতি ফসল ফলানো—সত্যি, সময়ে সময়ে আমার মনে হ'ত এশ্রেণীর ভদ্রতা বুঝি এক জন্মে আয়ত্ত হয় না—জন্মজন্মান্তরের সুশীলতার আবাদে তবে এমন সোনা ফলে: ভদ্রতায় যে অপরিচিতকে অভিভূত করে দেওয়া যায় এ দেখে মনে হ'ত ম্যাকেরই একটা কথা, সে বলত ওকে, "সাবধান, প্রিন্সেস, আপনাদের জাপানি সভ্যতার সুশীলতার অথই জলে য়ুরোপী সুশীলরা তেমনি খাবি খাবে—যেমন খায় জলের মাছ ডাঙার হাওয়ায়।"

—"প্রিন্সেস?"

—"একে অর্থ ছিল ওর অজস্র তার ওপর বেশভূষা ছিল ওর অপরূপ। তাই ম্যাক ওকে ডাকত প্রিন্সেস ব'লে।"

—"ম্যাক ওকেও ঠাট্টা করত বুঝি?"

—"ম্যাক কি কাউকে রেহাই দেবার পাত্র?: ওকে কখনো বলত 'die kleine Prinzessin der höchsten Fujisama, * কখনো বা—"

—"রোসো রোসো — ফুজিসামা কী বস্তু? পেতে শোয়, না গায়ে দেয়?"

—"ফু—জি—সা—মা জানো না? অ্যাঁ! জাপানের হিমালয়। ম্যাক হেসে বলত: ও যখন জাপানে প্রথম যায় তখন একজন প্রবীণ জাপানি ফুজিসামা দেখিয়ে ওকে বলেছিলেন: 'দেখুন জগতের সব-চেয়ে-উঁচু পর্বত'।"

হেলেনা হেসে কুটি কুটি: "ওমা! সে কী?"

মলয় হাসতে হাসতে বলল: "কী মানে? দেশাত্মবোধ তো এরই নাম—জানো না? দেশভক্ত জাপানি বলবে না ফুজিসামার পাশে

* মস্ত ফুজিসামার ছোট্ট রাণী।

হিমালয়ই হ'ল উঁইটিবি ?—Vaterland—এ-ও বুঝলে না ? Deutschland über alles !" †

হেলেনা কুপিত সুরে বলল : "আর যে-ই বলুক তোমরা আর ঠাট্টা কোরো না দেশভক্তদেরকে। বাংলাদেশ জগতের সবচেয়ে শ্যামল সুন্দর—কী গান যেন—সুজলা—ঙ্ সুফলা—ঙ্, না ? উঃ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। শুনেছি—একটা ফ্ল্যাট্ দেশ—না আছে সমুদ্র, না বাগান, না ফিয়োর্ড, না কিছু, তবু হ'ল কিনা 'সকল দেশের রাণী !' তোমার মুখেই তো শুনে শুনে আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে। পেট্রিয়টস্‌কে আর যদি কখনো কটাক্ষ করো—" ও তর্জনী তুলে শাসায়।

মলয় অভিবাদন ক'রে হেসে বলল : "একহাত নিয়েছ এবার হেলেনা, মানছি। কিন্তু জানো, য়ুমা ভুলেও এরকম আঁতে ঘা দিয়ে শ্লেষ করতে পারত না। কারুর দেশাচার বা লোকাচার বা আত্মপ্রসাদকে ও তেমনি সমীহ করত যেমন প্রণয়িনী করে প্রণয়ীর লক্ষ ক্রটিকে।"

—"আচ্ছা আচ্ছা, ফিরিয়ে নিচ্ছি ওকথা, আর করব না আমিও এ ধরনের ঠাট্টা।"

মলয় মুহূর্তে সুর নামিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বলে : "না না ঠাট্টা করবে না কেন ? আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে ওকে আমরা এত ঠাট্টা করতাম তো ?—কিন্তু ও কখনো ভুলেও এমন কোনো কটাক্ষ করত না যা আমাদের মনে লাগতে পারে। আমাদের দোষ-ক্রটি ওর চোখে পড়ত না কি আর ? কিন্তু সে সবের কোনো উল্লেখই ও করত না।"

—"করবে কী দুঃখে শুনি ?'

—"ম্যাক ওকে সময়ে সময়ে ভারি কোণ্‌ঠেসা করত যে ! তোমরা হ'লে ত রটত হানাহানির ডামাডোল। কিন্তু আশ্চর্য, বার বার ওকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিঁধেও ওর সহাস্য সহিষ্ণুতার বর্ম এতটুকু পোড় খায় নি।"

—"বাক্যবাণে বিঁধত ওকে কি একা ম্যাক, না পৃষ্ঠপোষকও ছিল ?"

—"আমি বেশি কিছু বলতাম না সচরাচর—তবে এক মুস্কিল ছিল এই যে, ম্যাকের খুন্‌সুড়িমির ছোঁয়াচে সময়ে সময়ে অতর্কিতে মুখ ফসকে দু-একটা অশোভন কথা বেরিয়ে যেত বৈ কি।"

† স্বদেশ ! জর্মন দেশ সবার উপরে।

—"কিন্তু হার মানাতে পারলে না তো ওকে? দু-দুজন বীরপুরুষ বনাম একজন অবলা। ধিক্।"

—"এ-ধিক্কার মাথা পেতে নিচ্ছি। কারণ সত্যিই ওর অটল স্নিগ্ধ প্রশান্তির পাশে আমাদের তীক্ষ্ণ মুখরতা কতবারই যে লজ্জায় মাথা হেঁট করেছে তার সংখ্যা নেই। ওর কাছে আমি একটা জিনিষ প্রথম শিখি: যে, আঘাতকে যে গায় মাখে না তাকে আঘাতও সমীহ ক'রে চলতে বাধ্য হয়।"

—"বেশ বলেছ কারো মিয়ো।"

—"বলেছি, কারণ এ আমার মুখের কথা নয়। আমাদের সংস্কৃতে দুটো গালভরা কথা আছে 'আপূর্যমান' ও 'অচলপ্রতিষ্ঠ।'

—"মানেটা হ'ল কী?"

—"সুমাকে লক্ষ্য ক'রে এর তর্জমা করলে দাঁড়ায়—শীলতায়-যে-ভরাট ও অচলতায়-যে-জমাট। বুঝলে?"

—"অন্তত এঁচে নিতে পারছি, মা ভৈঃ। কেবল একটা কথা বলব? —যদি অভয়ের প্রতিদান পাই অবশ্য।"

—"আমরা কৃতজ্ঞ জাত—দান পেলে সাড়া দিই।"

—"সুমার গুণকীর্তনের জোয়ার কি অফুরন্ত?"

—"না সখী," মলয় হাসে বরাভয় হাসি, "জীবনের ধর্মও নদীরই মতন, জোয়ারের পরে ভাঁটা আসবেই—অতএব উৎকর্ণ হও—"

—"রোসো—বাবাকে একটিবার দেখে আমি—তাঁর কিছু চাই টাই কিনা।"

৩৮

মলয় উঠে এক গেলাস জল ঢেলে নিল। আঃ! মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে বাইরের ফিয়োর্ডের দিকে।···প্রতি ফিয়োর্ডেরই একটা স্বভাব আছে—পার্সনালিটি।···কোন্ জিনিষের নেই? নদীর নেই? সাগরের? হ্রদের?

একদৃষ্টে ও চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।···হঠাৎ চেতনার রূপান্তর—চোখের সামনে বদ্‌লে যায় দৃশ্য ধীরে ধীরে!···দেখে—একটা মস্ত নৃত্যকক্ষে

নাচছে একটি তন্বী মেয়ে। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে: য়ুমাই তো! কী সুন্দর! আরও সুন্দর লাগে তার মুখে একটা বিষাদের আভা, পরিমণ্ডল!

মিনিট দশেক পরে।

সোফায় দুজন ব'সে…অস্কার ও য়ুমা। আবছায়া আঁধার।…এর বেশি দেখতে পায় না কিছুই…

অস্কার য়ুমাকে কী মিনতি করছে।

য়ুমা ঘাড় নাড়ে—রাজি নয়। না—কিছুতেই না।

আর একটি পুরুষ এসেই থমকে দাঁড়ায়।…এ কী! ম্যাকার্থি?

য়ুমা, অস্কার—সবশেষে এল।

ম্যাকের চোখে বিদ্যুৎ জ্ব'লে ওঠে।

অস্কারের চোখেও।

অমনি ছবি যায় মিলিয়ে! কেউ কোথাও নেই!

সামনে…ঐ…ঐ তো ফিয়োর্ড। জলে একটা মস্ত মেঘের ছায়া স'রে স'রে যাচ্ছে!…

৩৯

এ কী দেখল! বুকের মধ্যে ওর কেমন ক'রে ওঠে!…সম্প্রতি ও এসব কী দেখতে আরম্ভ করেছে? এধরনের দৃশ্য আগে দেখত বটে কিন্তু সে তো আধ-জাগা ঘুম-ঘোরে—তাই সেসবকে স্বপ্নের রকমফের ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে রুখে উঠে।

ওর এক বন্ধু দাক্ষিণাত্যে স্বপ্ন দেখেছিল—এক যোগী বলছেন দীক্ষা দেবেন তিনি, কাল সকালে তাঁর কাছ থেকে সে চিঠি পাবে। পেয়েছিলও সে—এবং ঠিক তার পরদিনই সকালে। কিন্তু স্বপ্নে এরকম তো কত সময়েই ঘটে: কাকতালীয়—যোগাযোগ—কোইন্সিডেন্স—দৈবাৎ—রকমারি নাম আছে তার। কিন্তু ইদানীং ও যে-সব দৃশ্য দেখতে আরম্ভ করেছে সে তো স্বপ্নে নয়…জাগ্রত অবস্থায় যে—তার কী? কখনো কখনো চোখ বুঁজে বটে…কিন্তু অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ খোলা চোখে—যেমন এইমাত্র দেখল, যেমন রুমার আত্মহত্যার অব্যবহিত পূর্বেই দেখেছিল।

বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে যে! রুমার বেলায় দুর্যোগের অগ্রদূত

হ'য়ে এসেছিল তার দর্শন…এবেলায়ও যদি তা-ই হয়?…কিন্তু এবার দর্শনটা ছিল আরও স্পষ্ট, আরও অবিসংবাদিত। স্পষ্ট দেখল য়ুমা, অস্কার, ম্যাক। হল ঘরটি কি হোটেল ডি ভিলের নৃত্যকক্ষ? কাউন্টেসের কাছে শোনার ফল না কি এসব? কিন্তু ও তো জানত না ম্যাকার্থি ওয়ার্সতে আছে। হঠাৎ হাসি পায়: ও কী ব'লে ধ'রে নিল যে এটা সত্য? ম্যাকার্থি সম্ভবত এখন ইজিপ্টে। অন্তত সেই রকমই শুনেছিল বুঝি ষ্টেপানির কাছে যেন সেদিন? দূর—এ কী এক বাজে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের চিত্র-মরীচিকা। এসবকেও বিশ্বাস করতে হবে না কি?

মরুকগে—একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু তবু সংশয় ঘোচে কই? যদি এ মরীচিকা না-ই হয়? সম্প্রতি ও মেটারলিঙ্কের একটা বই পড়েছিল—"L'inconnu": তাতে এধরনের ভবিষ্য-দর্শনের কতরকম প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত যে তিনি দিয়েছেন—! নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক রিশের Sixth Sense ব'লে বইটাতেও এরকম কত দৃষ্টান্তই যে আছে হেলেনা বলছিল। সোয়েডেনবর্গও তো কতই দেখতেন।

ওর হঠাৎ মনে হ'ল সোয়েডেনবর্গ পড়ার পর থেকেই ওর এসব দর্শন শুরু হয়েছে। আচ্ছা, এসব পড়ার ফলেও কি "ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়" খোলে না কি? তৃতীয় নয়ন? কে জানে? এ-সব ও কোনোদিনও বিশ্বাস করত না। কিন্তু আজকাল অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এসবের যাথার্থ্য স্বীকার করতে শুরু করেছেন দেখে ও একটু অনৈশ্চিত্যের কোঠায় পড়েছে বৈ কি। তাই কি আজ ওর মনটা আরও দোদুল্যমান হ'য়ে উঠল—কেমন যেন খারাপ হ'য়ে গেল এ-দর্শনে! মনে হ'ল যা দেখেছে সত্যি। মানুষ এমনি ক'রেই কি বদ্‌লে যায়—অজান্তে! কে জানে?

যতই বলে—দূর্‌, ততই এ-বিশ্বাস ওকে পেয়ে বসে। আর যতই পেয়ে বসে ততই ওদের কথা মনে হয়—য়ুমা ওয়ার্সয় কী জন্যে এল এখন? সেখানে করছে কী? অস্কারের সঙ্গে কি তার দেখা হয়েছে না কি? ম্যাকার্থিই বা কী ক'রে ঠিক এই সময়েই ও-অঞ্চলে গিয়ে হাজির হ'ল?…দূর্‌—এতরকম গোলযোগ আবার হয় নাকি?—কী সব বাজে স্বপ্ন মতন দেখছে—হয়ত দেখেও নি, ভাবছে—দেখেছে! মন থেকে দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে প্রাণপণে।…হেলেনা কেন আসে না? সে এলে তার সঙ্গেও

পরামর্শ করা যেত। না, তাকে বলা ভাল হবে না। সে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠবেই। না না না সব কথা সবাইকে বলা ঠিক নয়। দরকার কি? একেই ওর ওপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে তো কম না। মন ছেয়ে আসে কোমলতায়। না ওকে বাঁচাবে দুঃখ পাওয়া থেকে যতটা পারে। অশান্ত মন একটু থিতিয়ে আসে অপরের ভাবনায়।

কিন্তু এখনও ফিরে এল না কেন ও? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে—প্রায় পনের কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত। ওঠে। প্রফেসরের ফের অসুখ করে নি তো? দেখা দরকার।

প্রফেসরের দোরে টোকা দিতে যেতেই নাঃ, যদি ঘুমিয়ে থাকেন, কাজ কি? অতি সন্তর্পণে খুলে উঁকি দেয়:

সোফাটা প্রফেসরের বিছানার খুব কাছে টেনে হেলেনা শুয়ে। ওর এক হাত ঘুমন্ত পিতার মাথায় অন্য হাত তাঁর বাহুমূলে ন্যস্ত। অকাতরে ঘুমচ্ছে। আহা বেচারি! বাবার সেবা করতে—সম্ভবত মাথা টিপে দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছে!

ধীরে ধীরে দোর ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে সটাং ডেক্-এ আসে। চোখে তন্দ্রার চিহ্নও নেই। মাথার মধ্যে কেমন যেন হিজিবিজি···উত্তাপ। ভারি একটা অস্বস্তি। কেন?···

সামনে ঐ তো ফিয়োর্ড তেমনিই স্বচ্ছ, ঐ তো শৈলমালা তেমনিই স্বপ্নময়, স্বচ্ছ আকাশে বাঁকা চাঁদের পাণ্ডুর আলো তেমনিই বৈরাগী—সূর্যের চাপা আলোও তো মেঘের মধ্যে অশ্রান্ত চেষ্টা করছে ফুটতে। তবে? খানিক আগের আনন্দ ওর কেন উবে গেল? আগন্তুক আলো কোন্ পথ দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল?···

হেলেনার কথা মনে হয়।

হঠাৎ মনে হয়—যেন যুমার কথা শুনতে শুনতে ওর প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর একটু একটু ক'রে···কী বলবে···অপ্রফুল্ল হ'য়ে আসছিল? দূর। কী সব হিজিবিজি ভাবছে ও আজ? মাথাটা দবদব করছে—!

কিন্তু যতই চায় এ সব চিন্তা দূর করে দিতে ততই তারা ওকে পেয়ে বসে যেন। কেন এমন হয়? কেন হেলেনার ভাবান্তর হ'ল? হয় নি? না—ক্রমেই ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে হেলেনার ভালো লাগছিল না যুমার

গল্প। নৈলে কেন ওর মুখের হাসি যাবে উবে? রুখে ওঠে ও হঠাৎ এ-সব প্রশ্নের তাৎপর্যে, ব্যঞ্জনায়, ইঙ্গিতে।

আরও অশান্তি বাড়ে। কিছুতেই য়ুমার ভাবনাকে ঠেকাতে পারে না যেন। একটি একটি ক'রে তারা এসে মনকে ঘিরে আসে।··· য়ুমা, য়ুমা!···কী অপরূপ সে!—তার শেষ চিঠিটা—না না এসব ভাববে না ও: হেলেনাকেই ও ভালোবাসে ভালোবাসে ভালোবাসে। য়ুমা? সে কে? তাকে কি ও সত্যি চেনে? দেখা-দেওয়া মানেই কি ধরা-দেওয়া?

বার-এ গিয়ে এক গেলাস লেমন স্কোয়াশ খেয়ে এল ও ডেক-এর সামনের দিকে। হঠাৎ কাউণ্টেসের সঙ্গে মুখোমুখি।

—"কে? হের মলয়?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখনো শোন নি?"

—"না। রাত তো—রাত না ব'লে সন্ধ্যা বলাই ভালো—বেশি হয় নি।"

—"হ্যাঁ তা বটে। মোটে পৌনে দুটো।"

—"তাতে কী? এমন দেশে এমন সময়ে সারা রাত জাগা যায়।" ব'লে কাউণ্টেস হেসে বললেন: "সারা রাত বলা অবশ্য ভুল···একটাতেই তো ভোর শুরু হয়েছে ফের। মেঘ না থাকলে সূর্যদেব ঝলমলিয়ে উঠতেন।"

—"কাউণ্ট বুঝি ঘুমিয়ে?"

—"হ্যাঁ। তিনি একটু সকাল সকালই ঘুমোন। আমরা পারি না। অন্তত এ নিশাচর রবির দেশে না—বলত না য়ুমা আপনার কাছে?"

মলয় একটু চমকে ওঠে। যাকে ভাবতেও চায় না তার প্রসঙ্গই এসে পড়ে যে কী ক'রে?···মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে একটু —পরে কিসের টানে যে ফের কাউণ্টেসের পানে ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়।

প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া হয় নি যে। কাউণ্টেস অমন ক'রে হাসেন কেন?

—"য়ুমা?" বলে ও কেমন অপ্রতিভ সুরে।

—"সে বলেছে আমাকে আপনার কথা।"

—"আমার? কোথায়?"

—"জাভায়।"

—"ও।"

কাউন্টেস ঠাট্টা ক'রে বললেন: "দেখলেন কেমন ধরেছি যে আপনিই—নাম না জেনেও?"

মলয় হাসবার চেষ্টা করে: "নাম বলে নি বুঝি?"

—"বললেও আমার মনে থাকার তো কথা নয়। ও বলত বেশি আপনার কথা, আর আপনার কে এক আইরিশ বন্ধুর কথা—হাইডেলবর্গ না হাম্বুর্গে, না?"

—"হ্যাঁ হাইডেলবর্গই বটে।" আর সন্দেহ করার পথ নেই যে এ য়ুমার বান্ধবী।

*　　　　*　　　　*　　　　*

—"দাঁড়িয়ে কেন হের মলয়, আসুন না ডেক্-এ একটু বেড়াই—কেমন সুন্দর হাওয়া বইছে, না?"

মলয় শুধু ঘাড় নাড়ে। দুজনে পাশাপাশি পায়চারি করে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

একটা কিছু না বললে বড়ই খারাপ দেখায় যে!—

"আচ্ছা কাউন্টেস, আপনাদের দেশে বুঝি য়ুরোপীয় গানেরই বেশি চর্চা?"

—"জাপানি গানেরও আছে, তবে য়ুমার সঙ্গে আমি একমত: আমাদের নাচই বড়, গান তেমন কিছু না। আপনার মনে হয় না?"

—"আপনাদের গান আমি তেমন তো শুনি নি—" বলে মলয় সুকণ্ঠে।

—"বাঃ। য়ুমা? ও—হ্যাঁ, এ-দেশে সে বেশি গাইত না বটে। ভালোই করত। না?"

মলয় কাউন্টেসের দিকে তাকায় ঈষৎ সন্দিগ্ধনেত্রে: মতলব?

—"ক্ষমা করবেন হের মলয়, তবে আপনি য়ুমার বন্ধু ব'লেই এত শত প্রশ্নবাদ।"

কাউন্টেস হাসেন লক্ষ্যভেদী হাসি।

মলয় অগত্যা বলে: "না না, ক্ষমা করার কী আছে? তবে কি জানেন? আমি গানবাজনার তেমন কিছু তো বুঝি না—"

—"সে কি বলুন? য়ুমার নাচগান তো খুবই ভালোবাসতেন আপনি ও আপনার সেই বন্ধুটি—কী নাম যেন?"

—"ম্যাকার্থি।" হঠাৎ মলয় বলে: "ভালোই হ'ল কাউন্টেস, যখন তার কথাই উঠল: সে এখন কোথায় জানেন?"

—"য়ুমা বোধহয় লিখেছে তারই কথা। যতদূর মনে পড়ছে—রিগাতে, অন্তত তিন চারদিন আগে ছিলেন—য়ুমা লিখেছে—দেখবেন তার চিঠিটা? —ও না, আপনি তো আর জাপানি জানেন না!"

মলয় হাসল: "না অত বিদ্যে আমার নেই, তবে ম্যাকার্থি জানে। কিন্তু কী লিখেছে ও তার সম্বন্ধে?"

—"লিখেছে যে তিনি ওয়ার্সয় এলেই ও একটা জাঁকালো গোছের নাচ দেবে কারণ তিনি জাপানি থেকে পোল ভাষায় নানা ব্যাখ্যান তর্জমা ক'রে বুঝিয়ে দেবেন দর্শকদের। আচ্ছা হের্ মলয়, উনি কি য়ুমার ম্যানেজার পদে বাহাল হয়েছেন?"

মলয় ঘাড় নাড়ে "য়ুমার কোনো খবরই পাই নি আমি অনেক দিন। কবে সে ওয়ার্সয় আসবে লিখেছে কিছু?"

কাউন্টেস একটু বিস্মিত নেত্রে ওর পানে তাকিয়ে বললেন: "দু চার দিনের মধ্যেই আসবে এই ধরনেরই কথা, আর কী লিখবে? চান নাকি সঠিক খবর! বেতার টেলিগ্রাম ক'রে কাল দুপুরের মধ্যেই জবাব আনিয়ে দিতে পারি—যদি বলেন। তবে—"

মলয় ত্রস্ত স্বরে বলে: "না না, ধন্যবাদ, কাউন্টেস। আমি—মানে —এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।—এমনিই—"জোর ক'রে হেসে: "মেয়েলি কৌতূহল।"

—"আহা—যেন কৌতূহলেরও জাত আছে—য়ুমা বলত—"

—"কাউন্টেস? এখনো ডেক-এ?"

কাউন্টেস চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালেন, মলয়ও।

—"সুপ্রভাত ফ্রয়লাইন হাইবার্গ।"

—"সুপ্রভাত কাউন্টেস! কী কথা হচ্ছিল শুনতে পারি?"

কাউন্টেস একগাল হেসে বলেন: "বিলক্ষণ। আমরা বলাবলি করছিলাম—হের্ মলয়ের বন্ধু ম্যাক্—কি বললেন যেন?"

—"কার্থি।"

—"হ্যাঁ তাঁরই কথা। উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন তিনিও এখন ওয়ার্সতেই কি না।"

হেলেনা মলয়ের পানে চকিতে চেয়েই কাউণ্টেসকে বলল: "আপনি তাঁকেও চেনেন?"

—"না। তবে য়ুমা তাঁর কথা লিখেছে কিনা—"

—"কবে?"

—"এই দু তিনদিন হ'ল তার চিঠি পেয়েছি।"

—"য়ুমা বুঝি আপনার খুব প্রিয় সখী?"

—"আমরা ছেলেবেলায় টোকিয়োতে এক স্কুলে পড়তাম যে। ও নিল নাচ, আমি গান। অবিশ্যি ওর সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই হয় না—ও আজ বিশ্ববিখ্যাত—তা হবে না? যেমন রূপসী তেমনি সর্বগুণের আধার।" অকারণ হেসে: "জানেন ফ্রয়লাইন, ও কী বলত টোকিয়োতে?"

—"কী?"

—"ও গাইশা হচ্ছে শুধু শোধ তুলতে—" হঠাৎ গম্ভীর মুখে।

—"কিসের?" শুধায় হেলেনা সবিস্ময়ে।

—"পুরুষরা মেয়েদের হৃদয় ভেঙেছে বহুবার: তাই ও পুরুষদের ওপর শোধ তুলবে—এমনিই পাগলামিতে ও ভরা—মজার কথা না? বলুন তো?"

—"মজার?"

—"নয়? এ ভেবে কেউ সত্যি নাচগান শিখতে যায় না কি? সে—"

—"ক্ষমা করবেন কাউণ্টেস," ষ্টুয়ার্ডের আবির্ভাব: "কাউণ্ট আপনাকে ডাকছেন।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

৬০

ওরা ফিরে এল মলয়েরই কেবিনে।

—"ম্যাকার্থি এখন ওয়ার্সয় তাহ'লে?"

—"তাই তো বোধ হচ্ছে।"

হেলেনা ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল: "আমার কি জানি কেন ভাবনা হচ্ছে মলয়—অস্কারের জন্যে।"

মলয় ওর হাতের 'পরে হাত রেখে বলল: "ও কথা থাক এখন হেলেনা।"

—"না মলয়। তুমি একটু খোঁজ নাও।"

—"অস্কারের?"

—"হ্যাঁ।"

—"কী ক'রে?"

—"য়ুমাকে টেলিগ্রাম করো—এখুনি। এ জাহাজে তো বেতার টেলিগ্রামের ব্যবস্থা আছে—"

—"তা আছে, কিন্তু—"

হেলেনা ওর দুহাত চেপে ধরে বলল: "লক্ষীটি মলয়, না হয় আমাকে বলো য়ুমার ঠিকানা—আমিই ক'রে দিচ্ছি।"

—"ঠিকানা সোজা হোটেল ডি ভিল্। কিন্তু—"

—"কিন্তু না মলয়। চলো—এসো যাই দুজনেই। নইলে আমি শান্তি পাব না।"

—"কিন্তু কী টেলিগ্রাম করবে শুনি?"

—"চলো তো নিচে—ফর্ম নিয়ে সে-পরামর্শ হবে।"

* * * *

মলয় কলম ধ'রে হাসে একটু: "অনুমতি হয়?"

হেলেনা হাসল 'না, চিন্তিত স্বরে বলল: "লেখো: 'অস্কার ওখানে কি না আমাকে জানাবে, আমি আছি প্রফেসর হাইবার্গের বাড়িতে ভিলা

নোরা, কালমার, সুইডেন, মলয়।'—লিখেছ? দেখি?—হ্যাঁ বেশ হয়েছে। না—জুড়ে দাও আর একটু: 'যদি তার পেয়েই জবাব দাও তো ঠিকানা —ক্রিসটিয়ানিয়া জাহাজ'—দেখি?—হ্যাঁ, বেশ হয়েছে।"

৬১

—"কথা কইছ না যে?"

—"কী বলব বলো?" মলয় হাসে আনমনা হাসি।

—"কী ভেবে অমন হাসি?"

—"কী ভেবে—মানে?"

—"বলবে না?"

—"মা-মাকে জানানো দরকার ছিল আমাদের জাহাজের ঠিকানাটা।"

—"তোমার জন্যে?"

—"না। অস্কারের।"

—"মানে?"

মলয়কে বলতেই হয় ওর চকিত দর্শনের কথা।

হেলেনা স্তম্ভিত হ'য়ে ওর পানে চেয়ে রইল খানিক।

*   *   *   *

—"জানো মলয়?"

—"কী?"

—"আমারও মনে হচ্ছিল তোমার কথা শুনতে শুনতে যে ম্যাকার্থি ও অস্কারের দেখা হবে ও দুর্যোগ আসন্ন।"

—"কী যে কুডাক ডাকো! বলো—প্রফেসর কেমন আছেন?"

—"ভালো। আমি যখন গেলাম তিনি জেগে। মাথা ব্যথা করছিল তাই—"

—"জানি, টিপে দিচ্ছিলে?"

—"কেমন ক'রে জানলে?"

মলয় কণ্ঠে প্রফুল্ল স্বর টেনে এনে বলল: "দেখলাম—ধ্যানদৃষ্টিতে।"

—"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

—"তাও জানি—সোফায়।"

হেলেনা একটু হাসে—সামান্য : "এটা জানতে ধ্যানদৃষ্টির দরকার হয় না—কারণ ঐ সোফাটি ছাড়া ওঘরে ঘুমবার জায়গা আর নেই একদম। কিন্তু সে কথা যাক—কাউণ্টেসের সঙ্গে কী গল্প হচ্ছিল শুনি ?—যুমার ?"

—"ঠিক গল্প হচ্ছিল বলা চলে না। তবে উনি ক্রমাগতই তার কথা তুলছিলেন।"

—"আচ্ছা মলয়"—হেলেনা হঠাৎ বলল—"এরকম মেয়ে আছে সত্যি ?"

—"কী রকম ?" বলে মলয় বিপন্ন কণ্ঠে।

—"ঐ যা কাউণ্টেস বললেন—যারা প্রতিহিংসা নিতে নাচ শেখে ?"

—"কী দুরন্ত যে তোমাদের কৌতূহল : না ব'লে পার পাব সাধ্য কি ? —শোন তবে।"

৬২

—"যুমার গুণকীর্তন করতে গিয়ে হয়ত একটু মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে থাকব হেলেনা—আমার বোঝা উচিত ছিল অতটা তুমি সইতে পারবে না।"

—"আর লজ্জা দিয়ো না মলয়—" হেলেনার কণ্ঠে অনুতাপ ওঠে ফুটে।

—"লজ্জা কি হেলেনা ? আমাদের প্রকৃতির—"

—"খুব লজ্জা। প্রকৃতির ওপরে না উঠতে পারলে কি আর মানুষ ? নীটশের মূল কথাটা আমার এত ভালো লাগে—মানুষ মানুষ হবে তখনই যখন সে মানুষ হওয়ার জন্যেই হবে লজ্জিত ?"

—"এ কথা মানি। তোমার বাবার একটা কথাও আমার বড় ভালো লাগে যে, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব দেখে এত আত্মহারা হবার কী আছে ? মানুষের মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' তো প্রকৃতির দান—মনুষ্যত্ব ছাড়িয়ে সে যখন 'দেবত্বে'র কোঠায় উঠবে তখনই সে পারবে গৌরব করতে—তার আগে না।"

—"কিন্তু মনুষ্যত্ব বলতে সচরাচর—"

—"লোকে যা বোঝে সেটা আসলে হ'ল ঐ দেবত্বই, এই তো ? এ-ও মানি। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তো মনুষ্যত্ব কথাটাতে আমার আপত্তি।"

—"ঠিক কী জন্যে বলবে খুলে ?"

—"পাখির পাখিত্ব দেখলে আমরা গৌরব বোধ করি না, বলি না বাঃ পাখিটা তো খাসা পাখির মতনই উড়ছে। কারণ পাখা তাকে দিয়েছেন প্রকৃতি দেবীই—সে নিজে সৃষ্টি করে নি। ময়ূরের পেখম-তুলে-নাচ দেখে বলি না—আহা, ময়ূর, কী আশ্চর্য রকমের রংদার নট তুমি ভাই! প্রজাপতির পাখনায় রঙের মেলা দেখে বলি না কী তুলিই ধরে ও! অথচ মানুষ সমাজ গড়ল, আইন গড়ল, একটু ভাবল, একটু সহযোগ করল দেখে বলি—উঃ কী আশ্চর্য সৃষ্টি এই বিশ্বমানব। মানুষ তো গড়বেই সমাজ—আনবেই তো শৃঙ্খলা খানিকটা—করবেই তো একটু আধটু পরসেবা—নইলে মানুষ মানুষের সমাজ গড়ত কী ক'রে? মানুষের কোঠায় উঠত কী ক'রে? যে-গুণ যে-শক্তি তাকে বিধাতা দিয়েছেন—তার যে সব প্রবণতার পিছনে প্রকৃতির দুর্দম শক্তিই ভারা বইছে তার জন্যে এত স্তবস্তুতির ঘটা কেন? বিশ্বমানব কথাটা শুনতে না শুনতে গলদশ্রু হ'লে তাই আমার বিষম রাগ হয়। মনে হয় বেরাল, বাঘ, বেঁজি, গণ্ডার এরাও এবিষয়ে মানুষের চেয়ে ভালো—কারণ প্রকৃতির মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে গৌরব করে না। বেরালছানার খেলা সুন্দর—কিন্তু তার জন্যে গৌরব তার নয়—গৌরব নটিনী প্রকৃতি দেবীর। বেরাল যদি বাঘকে হারায়, তবেই সে গৌরব করতে পারে। বেঁজি সাপ মারে এতে তার গৌরব নেই—পারত যতি সে গণ্ডারকে পোষ মানাতে তবেই বলতাম সাবাস। এই দেখ একথাটা আমার নিজের নয় জেনেও আমার এত লোভ হচ্ছিল একে নিজের ব'লে চালাতে!"

হেলেনা মৃদু হাসে: "কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখে যদি বলি যে, চালালে সেই ভণ্ডামিটাই হ'ত অমানুষিক?"

—"মোটেই না। কে বলে ভণ্ডামি, অহংকার, ঈর্ষা এরা পাশবিক? এরাই তো খাঁটি মানবিক। তাই তো আমি বলি 'মনুষ্যত্ব' কথাটা বড় গোলমেলে—কারণ মনুষ্যত্বের মধ্যে সহযোগশক্তিও যেমন আছে জিঘাংসাও তেমনিই আছে, উদারতা সৌষ্ঠবজ্ঞানও যেমন আছে, বিদ্বেষ হিংসাও তেমনি আছে। তাই একদিক দিয়ে লোভ হ'লেও যেমন মনুষ্যত্বের আদর্শে নিন্দা নেই তেমনি সমাজ গড়লেও উচ্ছ্বসিত হবার হেতু নেই।"

—"কিন্তু তুমি কি তাহ'লে ব'লতে চাও মহৎ হওয়ায় উদার হওয়ায় শিল্পনিপুণ হওয়ায় কোনো গৌরবই নেই?"

—"না, তা চাই না। ঘটক যখন ভালো ঘটকালি করে বলি খাসা ঘটক,

কেন না তার নিজের কাজটা সে গুছিয়ে করতে জানে ব'লে তাকে পাসনম্বর দিতেই হ'ল। পাহারাওয়ালা যখন চোর ধরে তখনও বলি ওর অন্য দোষ থাকলেও ওকে ফেল কোরো না কেন না ও চোর ধরতে জানে—যেটা ওর নিজের কাজ। অর্থাৎ কিনা কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করার মধ্যে প্রশংসা করার কিছু আছে—কিন্তু যে শুধু তার কর্তব্য ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল তার গৌরব করবার বিশেষ কিছু নেই, কেন না এক হিসেবে প্রতি জীবই জৈবলীলায় তার কর্তব্য করছে। এবার বুঝেছ কী—না, আরো খুঁজে বলতে হবে কেন কর্তব্য সাধন না করলে মানুষ অমানুষ হয়, অথচ পালন করলেই সে রাতারাতি দেবতা হয়ে ওঠে না ?"

—"একথা বুঝেছি মশাই, বুঝেছি। কেবল কখন যে সে ঠিক দেবতা হয় বুঝতেই যা একটু ধাঁধা লাগছে।"

—"যখন সে অমানুষ হয়—উল্টো দিকে। ইস্ক্রুপ যে পথে লাগে সেই পথেই খোলে। মানুষ তার মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত ক'রে নিচু দিকে গেলে যেমন পৌঁছয় পশুলোকে—তেমনি যখন সে এই মনুষ্যত্বকে ডিঙিয়ে উপর দিকে যায় তখনই সে উত্তীর্ণ হয় দেবলোকে।"

—"একথার তাৎপর্যটি ঠিক কী ?"

—"যে, মানুষ তার মরালিটি মেনে চললে সে থাকে মানুষ, কিন্তু না মানলে একদিকে যেমন সে পশুও হ'তে পারে অন্য দিকে তেমনিই হ'তে পারে দেবতা।"

—"একথাও ম্যাকার্থি বলত না কি গো ?" হেলেনা শুধায় চকিত কটাক্ষ ক'রে।

—"ধরেছ," বলে মলয় সলজ্জে, "বিশেষ ক'রেই সে বলত একথা য়ুমার দেশভক্তি ও জাপানিত্বকে ঠেশ দিয়ে।"

—"ভাষাটা ঠিক প্রাঞ্জল মনে হচ্ছে না তো।"

—"য়ুমার অগুণের কথা বলবার সময় এল—বলছিলাম না এইমাত্র ?"

—"দেশভক্তির নাম কি অগুণ ?"

—"না হয় মনুষ্যত্বই বলো।"

—"নাম নিয়ে মারামারি নেই, ব্যারামটা বলো। দেশভক্তি কি দোষের ?"

—"ঠিক দোষের না। ওর মধ্যে মনুষ্যত্বও আছে বৈ কি। তাই খাঁটি

মনুষ্যত্বের আদর্শ মেনে চললে দেশভক্তিকে নিন্দা করা চলে না—কেননা ওটাও খানিকটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই বৈ কি। কিন্তু দেবত্বের আদর্শে দেশভক্তিকে মঞ্জুর করা চলে না। ম্যাক একথা কতরকম ক'রে সাজিয়ে গুজিয়েই যে বলত—য়ুমাকে নাস্তানাবুদ করতে চেয়ে।"

—"হ'ত সে নাস্তানাবুদ?"

—"ক্ষেপেছ? ও শুধু মৃদু হাসত, বলত: 'আমাকে এসব বলা আর হরিণকে অচঞ্চল হ'তে বলা—একই কথা ম্যাক। আমি জাপানি হ'য়ে জন্মেছি—মরবও আমার জাপানিত্বকেই আঁকড়ে—যেমন ডুববার সময়েও বানরছানা মরে তার মা-কে আঁকড়ে'।"

—"ওরা বুঝি খুব দেশভক্ত?"

—"ওরকম দেশভক্ত জগতে আর দুটি নেই। ওদের বাঘা দেশভক্তির কাছে তোমাদের দেশভক্তি বেরাল যদি না-ও হয়—বড় জোর ব্রেজিলিয়ান নেউল।"

—"বলো কী?"

—"অক্ষরে অক্ষরে। নিজেকে জাপানি ব'লে দেশভক্ত ব'লে জাহির করতে ওর যে কী ব্যগ্রতাই ছিল—"

—"কিন্তু এ-চেষ্টা নেই কারই বা?"

—"আছে আমাদেরও, কিন্তু অতটা দৃষ্টিকটু ভাবে নয়। কেমন জানো? উচ্চাঙ্গের কথা ছেড়ে একটু নিচু স্তরে নেমে এলে বলা চলে: আমরা য়ুরোপে এসে সাধ্যমত চেষ্টা করি য়ুরোপের তরঙ্গে মিশতে: য়ুমা থাকত পৃথক, আর শুধু য়ুমা না, শতকরা নিরানব্বই জন জাপানিই দেখবে এখানে এসে ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি নীতি মেনে হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট জাপানি থেকেই ঘরে ফেরে।"

—"একথা ওকে বলতে তোমরা?"

—"প্রথম প্রথম বলতাম বৈ কি। কিন্তু পরে দিয়েছিলাম হাল ছেড়ে। ম্যাক বলত আমাকে হেসে: 'ক্ষ্যামা দাও মলয়, ও একে মানুষ—মনুষ্যত্ব ছাড়তে যে মনেপ্রাণে নারাজ, তার ওপর জাপানি—রাজযোটক। ল্যাবরেটরিতে বিদ্যুৎতরঙ্গ কয়লাকে হীরা করছে শুনতে পাই, কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, য়ুমার দেশাত্মবোধকে বিশ্বাত্মবোধ করতে যদি আকাশজোড়া বিদ্যুৎ নামে—ওর কিছু হবে না—বিদ্যুৎই হবে মাটি'।"

—"ও এমনিই জাপানিত্ব জাহির করত নাকি এ-দেশে?" হেলেনা হাসে।

—"ধরো, ওর বৈঠকখানা—যেটি—ছিল আমাদের প্রধান আড্ডা—সেটিকে ও প্রাণপণ চেষ্টায় ক'রে তুলেছিল খাস জাপানি। আসবাবপত্র প্রায় নেই বললেই হয়—ঢুকবে জুতো খুলে; নিজের ঘরে খাবে জাপানি কাঠি দিয়ে; বেশভূষা জাপানি তো বটেই, প্রসাধনও সাড়ে পনর আনা জাপানি; এমন কি, জাপানি অভিবাদন-প্রথাও বজায় রাখতে চাইত এ-দেশে, ভাবো তো?"

—"ওমা! সে কি!"

—"নৈলে আর বলছি কি। একে ওর অস্থিতে মজ্জায় গাইশাদের সংস্কার—তার ওপর য়ুরোপ-বিদ্বেষ। কাজেই চাইত ও কেবলই ওর জাপানি সংস্কারকেই প্রশ্রয় দিতে।"

—"তবে জাপান যে শুনি য়ুরোপের ধরনধারণই গ্রহণ করেছে?"

মলয় হেসে বলে: "সে-গ্রহণ ওদের বহির্বাস মাত্র, হেলেনা। টুরিষ্টরা এই সব বাহ্য অভিজ্ঞানেই মনকে চিনতে চায়। কিন্তু জাপানিরা বড় শেয়ানা: ওরা বাইরে কন্‌সেশন করে ঢিল দেয় শুধু অন্তরে আরও শক্ত জাপানি হ'য়ে উঠতে। তবে একথা ঠিক যে য়ুমা এসব বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি করতে ভালোবাসত। তাই ম্যাক হরেক রকম ভাষায় ওর হরেক রকম নাম দিত। কখনো বলত the strange naiad, কখনো—la sibylle intransigeante, কখনো-die eigensinnige Nonpareille. *

—"ও তাতে রাগ করত না?"

—"এসবেই তো ও হ'ত খুসি। বললাম না ও চাইত তো শুধু নটী হ'তে না, নানা ভঙ্গিতে পেখম তুলতে। তাই দেখাত রকমারি জাপানি নাচ, বাজাত হরেক রকম জাপানি যন্ত্র, জাহির করত নিত্যিনতুন বেণী-বিন্যাস—খোঁপা করত সে যে কত রঙে ঢঙে—এমন কি জাপানি মেয়েদের মত ওর নানান রকম 'ওবি' জাহির করতেও ওর কুণ্ঠার লেশ ছিল না।"

—"'ওবি'-টি কী বস্তু?"

—"কিমোনোর নিচে একরকম—কী বলব? অন্তর্বাস—সে যে কী

* একরোখা অতুলনীয়া।

সুন্দর সুন্দর রঙের হেলেনা! ওর কাছেই শুনেছিলাম যেমন বাঙালি মেয়েরা জাহির করে তাদের চুড়ি হার দুল প্রভৃতির স্বর্ণগৌরব, তেমনি জাপানি মেয়েরা জাহির করে তাদের 'ওবি'-র বৈচিত্র্য। কিন্তু এসব বর্ণনা থাক। এটার উল্লেখ করলাম শুধু—"

—"বা রে বা। আমার যে দারুণ ভালো লাগে এসব শুনতে, তার কী? হ্যাঁ বলো আগে একটা কথা। জুতো খুলে ওর ঘরে ঢুকতে হ'ত কেন?"

—"শোনো নি? এঃ—তুমি একেবারে নাবালিকা হেলেনা। জাপানিরা জুতো প'রে ভুলেও ঢুকবে না ঘরে। এমন কি অতিথি এলেও এক রকম বাড়ির জুতো দেয়—ঘরে ঢুকবার সময়ে—নিরামিষ জুতো। ওরা প্রায়ই বলে যে, জুতো প'রে ঘরে ঢোকে চাষারা। যেহেতু জুতো হ'ল পাঁক ও ধূলার দোসর, ঘর হ'ল শুচিতার আদর্শ—এ দুয়ে সন্ধি হ'লে সেটা হবে রাজনৈতিক সন্ধি—mariage de convenance—যাতে কারুরই মান থাকবে না।"

—"এ কথাটা বেশ লাগল কিন্তু।"

—"ওর মুখে ওর জাপানি-ঢঙে-উচ্চারিত ফরাসি কি জর্মন ভাষায় শুনলে আরো দশগুণ ভালো লাগত।"

—"আর কী কী ভাবে ও জাহির করত নিজের জাপানিত্বকে?"

—"ভাব ছিল ওর রকমারি—কিন্তু ওর জাপানিত্বকে শুধু সেসব দিয়ে বিচার করা চলবে না। এক একজন মানুষ থাকে না যারা একটা আবহ—Stimmung—নিয়ে আসে? ওর আবহই ছিল অমিশেল জাপানি—বুঝলে না? তবে ওর সবচেয়ে চমৎকার বিশেষত্ব ছিল তিনটে: ওর চা-পরিবেষণ করবার ঢং, রকমারি খোঁপা-বাঁধার রীতি, আর অপরূপ গতির ঠমক। বিশেষ ক'রে নৃত্যভঙ্গি অবশ্য। কী নাচই ও নাচত! ওর সব ত্রুটি ও ভুলিয়ে দিত এক একটা নাচে। সে-সময় ও ঝলকে উঠত যেন একটা সম্পূর্ণ নতুন অচিন রঙে। একেবারে আলাদা মানুষ। ও প্রায়ই বলত যে, ও দিনরাতের নানান্ প্রহরের মেজাজ মিলিয়ে তবে নাচত—যাকে ওরা বলে Stimmungs-bild টাঙানো না? সেই প্রথায়।"

—"ও-প্রশ্ন ক'রে শব্দ উহ্য রাখলে চলবে না—বলতে হবে ওর মানে কি!"

—"ওদের ছবি টাঙানোর দস্তুরের কথাও শোনো নি? এঃ। ওরা সকালে মেঘ করলে একরকম ছবি টাঙায়, বিকেলে বৃষ্টি হ'লে আর এক

রকম, রাতে চাঁদ উঠলে আবার আর এক রকম। আর, এক একটা ঘরে এক একটা ছবি—তার বেশি নয়। ছবিকে ওদের দেশে ওরা দেখে যেমন পূজারী আমাদের দেশে দেখে বিগ্রহকে।"

—"কি রকম?"

—"আমাদের দেশে বিগ্রহকে আমরা খাওয়াই শোয়াই পাখা করি গরম হ'লে—বিগ্রহে চেতনা আরোপ করি ক্রমশ সে-চেতনার আলো অন্তরে আবাহন করতে। ওরা ছবিকেও সেই রকম চোখে দেখে, নাচকেও য়ুমা দেখতে চাইত অনেকটা সেই ভাবেই।"

—"একথাটাও খুব ভালো লাগল মলয়। আমার সময়ে সময়ে এত ক্লান্তি আসে দেখে যে, আমাদের সব কিছুরই সময় হয়—হয় না শুধু সময়কে ভোগ করার।"

—"ম্যাকও একথা ব'লে প্রায়ই উদ্ধৃত করত কোন্ এক ইংরেজ কবির একটা শ্লোক :

A poor life this if, full of care,

We have no time to stand and stare." মলয় হাসে।

হেলেনাও হাসে : "যা বলেছ। সত্যি, সময়ে সময়ে আমার মনে হয়—বিশেষ এই টকির আমদানির পর থেকে—যে, এই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখার—ওরফে সত্যিকার বাঁচার-যুগ চ'লে গেছে। এখন চলবে শুধু এই হৈ-হৈএর যুগ—এই সঙ্গিহীন গতির ক্লান্তিকর যুগ।—আহা আমার আজ প্রথম দুঃখ হ'ল য়ুমাকে একটু কাছ থেকে জানবার সুযোগ পাই নি ব'লে।"

—"পেলে কী করতে?"

—"কে জানে? হয়ত ওর কাছে এ-ধরনের সৌখিন নাচই শিখতাম। —একটা কথা, ও এসব রকমারি নাচ নাচত—কার কাছে? শুধু তোমার?"

—"আচম্কা এ-প্রশ্ন কেন শুনি?"

—"বলোই না।"

—"না, একা আমার কাছেই নয়," বলে মলয় স্বকণ্ঠে, "ম্যাকের কাছেও ও নাচত—বোধহয় বেশিই নাচত।"

—"কেন?"

—"তাকে এর উপর নাচ শেখাত ব'লে।"

—"তুমি শিখতে চাও নি ?"

—"না।"

—"কেন শুনি ? ট্যাঙ্গো ও চার্লস্টোন তো শিখলে।"

—"য়ুমার ভাষায়—য়ুরোপের নাচ কি আবার নাচ ? নাচ—ও বলত —আছে শুধু তিনটে জায়গায় : রাশিয়ায়, জাপানে ও জাভায়।"

—"আর তোমাদের উদয়শঙ্কর ? আমি তো অমন নাচ খুব কমই দেখেছি। অজন্তার নানা ভঙ্গি ছবিতে দেখেছি যেন জীবন্ত—নটরাজের নানা মূর্তি—আর আঙুলের কী যে সব অপরূপ মুদ্রা !"

—"উদয়শঙ্করের নাচ ও কখনো দেখেনি। ওর এত ইচ্ছা ছিল তার সঙ্গে আলাপ করবার—! কিন্তু আনা পাভলোভার সঙ্গে ওর যখন দেখা হয় তখন উদয়শঙ্করের সঙ্গে পাভলোভার ছাড়াছাড়ি। হঁ্যা—অজন্তার ছবিও ছিল ওর ভারি প্রিয়। লণ্ডনে ব্রিটিশ ম্যুসিয়ামে ভারতীয় চিত্রকলা ওর কাছে ছিল নেশার মতন। কিন্তু গতিহীন রেখা থেকে তো আর তালের ছন্দ, গতির লাস্য মেলে না—বলত ও। ঐ দেখ, ফের অগল্প এসে গেল —এ প্রসঙ্গ রেখে এবার ফিরে আসি ম্যাকার্থির প্রসঙ্গে।"

—"না, বলো ওর কথা আরো।"

—"একদিনের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ, বলি শোনো। সেদিন বেলা ন'টার সময় ম্যাকার্থিকে নিয়ে আমি গেছি ওর জাপানি বৈঠকখানায়—ওর Kammermädchen * বলল গৃহকর্ত্রী সেই ভোরে বেরিয়েছেন হের গৃৎমান্‌কে নিয়ে নেকার নদীতে। একটু নৌকাবিহার সেরে 'শাতো'-তে বিরাট পিঁপেটি দেখে ফিরবেন ব'লে গেছেন।"

—"পিঁপে ?"

—"জানো না! বাঃ। হাইডেলবার্গের এই প্রাসাদের পাতালতলে একটি অভ্রভেদী পিঁপে আছে, তাতে দুলক্ষ ছত্রিশ হাজার বোতল ধরে। আমেরিকান টুরিসটদের হাইডেলবার্গ-প্রয়াণের কারণ হাইডেলবার্গের নদীর বা পর্বতের সৌন্দর্য নয়—এই পিঁপের নাড়িনক্ষত্র নোটবুকে টুকে নেওয়া। তবে শুধু আমেরিকানদেরই বা দোষ দিই কেন—আমরাও কম যাই না— আঃ! এই sight-seeing for sight-seeing sake! কবে লজ্জা

* চেম্বারমেড।

পাবো আমরা এ-গ্লানিকর মনোবৃত্তির হাত থেকে ?—কিন্তু যাক এসব বাজে কথা—যা বলতে যাচ্ছিলাম।

"আমি ও ম্যাকার্থি মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি এমন সকালটা মাঠে মারা গেল ভেবে। মনে আছে আমরা দুজনেই যুগপৎ উপলব্ধি করলাম—যেন নতুন ক'রে—যুমার সাহচর্য আমাদের কাছে কি রকম নেশার মতন হ'য়ে উঠেছে। যেই শোনা—ও বাড়ি নেই, ম্যাকার্থির রাঙা মুখের দীপ্তি গেল নিভে আমিও যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বসে পড়লাম।—এমন সময়ে হঠাৎ দোরে টোকা! অমনি আমাদের দুজনেরই রক্তে যেন বিদ্যুতের বান ডেকে গেল। ম্যাকের চোখ দুটো তো উঠেছিল ঠিক রংমশালের মতন দপ করে জ্বলে সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চেয়েই ওর কর্ণমূল পর্যন্ত উঠল লাল হ'য়ে।"

—"তার পর ?"

—"তুমি কখনো খেয়াল করেছ কি না জানি না হেলেনা, সময়ে সময়ে এক একটা ছোট্ট ঘটনায় কত কথাই যে বিদ্যুতের মতন মনে হয় মুহূর্তে! সে-সব স্মৃতি নিয়ে যখন পরে রোমন্থন করি তখন আমার ভারি আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে এই এক একটা মুহূর্তে মানুষ কেমন ক'রে এমন তীব্রভাবে বাঁচে! ভেবে কূলকিনারা পাইনে—কোত্থেকে আসে এই বিরল অচিন্তনীয় মুহূর্তগুলি যাদের সঙ্গে বাকি সব মুহূর্তের কোন কুটুম্বিতাই নেই!"

—"কী বলতে চাইছ ঠিক ?"

—"কেমন জানো ? ধরো একজন মস্ত প্রতিভা ও গড়পড়তা জনস্রোত। বাইরে থেকে দেখতে ওরা প্রায় একরকমই তো ? প্রতিভাবানেরও যেমন একটি নাক দুটি চোখ দশটি আঙুল—গড়পড়তা মানুষের বেলায়ও ঠিক তেমনি বটে তো ? কিন্তু ভিতরে—বোধশক্তিতে—দুয়ের মধ্যে তফাত কী আকাশ-পাতাল বলো তো ? মনে হয় না কি, যেন ওরা আসলে এক গ্রহের বাসিন্দাই নয় ?"

—"তা তো বটেই।"

—"আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনই ক্ষণজন্মা অনুভবগাঢ় মুহূর্তগুলি যেন দুচারটি কচিৎ-দৃষ্ট প্রতিভা, আর বাকি অগুন্তি রিক্ত প্রহর মাস বৎসরগুলো যেন এই বিশেষত্ব-বর্জিত জনারণ্য। আমরা যখন বাঁচার হিসেব কষি তখন এই বহুবাঞ্ছিত দুর্লভ মণি-মুহূর্তগুলির মাত্র একটি কি লাখো নিষ্প্রভ গড়পড়তা মুহূর্তের চেয়েও মহিমান্বিত নয় ?"

হেলেনা মলয়ের দিকে খানিক চেয়ে থাকে, পরে বলে যেন ঝোঁকের মাথায়: "মলয়, তোমাকে খানিক আগে একটা কথা বলছিলাম মনে আছে?"

—"কী?"

—"তোমার গল্পের চেয়ে তোমার এ-ধরনের উজ্জ্বল মন্তব্যে আমি বেশি রস পাই। কিন্তু আরো একটু জুড়ে দেবার আছে।"

—"কী?" মলয়ের মনে খুসির হিল্লোল ব'য়ে যায়।

—"বললে যদি গুমর হয়?"

—"আমাদের দেশে বলে দর্পহারী আছেন—মা ভৈঃ।"

—"তাহ'লে শোনো। আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে জীবনে যে-সব প্রকাশে মানুষ মানুষের কাছে আসে তারা গল্পের চেয়েও রোমান্টিক। যেমন তোমার এই ধরনের কথা। এদের মধ্যে দিয়ে যেন আমি নতুন ক'রে তোমার স্বাদ পাই। কারণ তোমার কল্পনার রঙ এসব কথার আভায় ঝ'রে পড়ে আমার চিত্তাকাশে।"

মলয় ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়, তার পরে ওর পানে তাকিয়ে প্রীতকণ্ঠে বলে: "তবু আমি আজ বলব ওদেরই কথা বেশি ক'রে। কী বলো?"

—"বলো মলয়। কিন্তু যতই চেষ্টা করো না কেন নিজেকে আর পারবে না আড়াল করতে। কারণ তুমি যে আজ প্রকাশ হয়েছ আমার মনের পটে, তাই যার কথাই বলো না কেন নিজের কথার রেশ ফুটবেই তোমার অজ্ঞাতে।"

—"কথা তুমিও কিছু মন্দ বলো না, কাব্যময়ী!" বলে মলয় হেসে, "যাক্ শোনো।—কিন্তু ঐ দেখ, নিজের কথার রেশ ছোট হ'য়েও ওদের বড় মূর্ছনাকে ফেলল ডুবিয়ে—খেই গেল হারিয়ে?"

—"সাধ্য কি! আমার স্মৃতিলোকে তোমার একটি ছোট হাসির অশ্রুত ঝঙ্কারও হারায় না বন্ধু, খেই তো খেই। বলছিলে—দোরে টোকা মারলেন এক রহস্যময়ী।"

—"এবার তোমার ভুল হ'ল কল্পনাময়ী!" মলয় হাসে, "কেন না টোকাদার ছিলেন অবলা জাতীয় নয়।"

হেলেনা হতাশ স্বরে বলল: "এঃ—শেষটায় বাস্তব জীবনের ঝাপটায় রোমান্সের ভরাডুবি, হায় হায়!"

—"তা আর ব'লে! আমরা 'আসতে পারো' বলতেই ঘরে প্রবেশ করল একটি ফুটফুটে ছেলে—যুবকও নয়—কিশোর: নীলাভ গুম্ফ, কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, নাকে সোনার প্যাঁসনে, হাতে টেনিস র‍্যাকেট—আর চাও কি?"

হেলেনা মৃদু হাসে শুধু।

মলয় বলতে লাগল: "সে যে কী জাত বুঝতে পারলাম না, তবে বিদেশী—বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, কারণ সে ভাঙা জর্মনে বললে 'ক্ষমা করবেন—কিন্তু ফ্রয়লাইন ফুজিসাওয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন'।"

—"তার পর?"

"আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম: 'বসুন না—পরিচারিকা ভরসা দিয়ে গেছে যে, গৃহকর্ত্রী এলেন ব'লে।' বলতেই ও খিলখিলিয়ে হেসে মাথার পরচুলা ফেলল খুলে—গোঁফে মারল টান। ম্যাক হাততালি দিয়ে বলল: 'সাবাস—তুমি পারবে য়ুমা'!"

—"ছদ্মবেশ ধরতে পারলে না দিন দুপুরে? ধিক্।"

—"ঈ-শ্! আমি বাজি রেখে বলতে পারি এ-ধিক্কার থেকে তুমি নিজেও অব্যাহতি পেতে না।—ও শুধু তো ভোল বদলাতেই জানত না—সেই সঙ্গে পারত চলার ঢং, কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে।—কিন্তু এ তো ওর ঠাট ঠমকের একটা অতি সামান্যই নমুনা।"

—"তাহ'লে এবার অসামান্যদের ঝুলিটাই ঝাড়ো না হয়—দেখি, খুড়ি, শুনি।"

—"সে কি এত সহজে ঝাড়া যায় সখী? সে সব যে হ'ল আসলে ওর মনের রকমারি ছদ্মবেশের ইতিহাস। দৈহিক সাজ-সজ্জাবদলের কাহিনীর সরাসর ব্যাখ্যা চলে—কিন্তু মনের প্রাণের হাজারো সূক্ষ্ম ছলা-কলা—যারা দিনে দিনে আমাদেরো অজান্তে আমাদের মনের কাঁটাবনে ফুল ফুটিয়ে তুলত তাদের ব্যাখ্যান বুঝি আমার মতন সামান্য ব্যাখ্যাকারের পক্ষে অসম্ভব?"

—"ওগো বিনয়ীর অবতার প্রভু! সাবধান। বিনয় বচন বিশ্বাস ক'রে বসি যদি?"

মলয় হেসে বলল : "তোমার সাবধান-বাক্য শুনে মনে পড়ল ম্যাক বলত ডিমস্থিনিস ফোসিয়ন সংবাদ।"

—"যথা ?"

—"ডিমস্থিনিসও তোমার মতনই ফোসিয়নকে সাবধান করতে চেয়েছিলেন ব'লে :

'মরবে তুমি বন্ধু, যেদিন গ্রীকরা ক্ষেপে উঠবে'

অমনি ফোসিয়ন বললেন :

'মরবে তুমি কিন্তু—যেদিন বুদ্ধি তাদের জুটবে।'

ওরা হেসে ওঠে। ঘরের মধ্যে এতক্ষণে বেশ সহজ ভাব নেমে এসেছে। বাইরে মেঘ আবার একটু ফিকে হয়ে এসেছে—সূর্যদেবের আলো উঁকি দেবে দেবে করছে। ফিয়োর্ড পেরিয়ে ওরা প্রায় সমুদ্রের মোহানায় এসে পড়েছে।

—"দেখ দেখ মলয়, কী সুন্দর—এখানটা—ফিয়োর্ড মিশেছে সমুদ্রে। কী উদার। না ?"

৬৩

মলই প্রথম কথা কইল :

"ম্যাকের হাসির বহিরঙ্গের পালা খতম ক'রে এবার তার অন্তরঙ্গ বেদনার কথা বলার সময় এল।"

হেলেনা উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। মলয় ব'লে চলে : "অন্তরঙ্গ শব্দটা সুপ্রযুক্ত—কেন না এ হ'ল ওর হাসির আড়ালে সেই ইতিহাস যা আমার অজানাই থেকে যেত যদি না মিলত য়ুমার মাধ্যস্থ।"

—"মাধ্যস্থ ?"

—"মানে, শুধু য়ুমার কাছেই বলত ও ওর এই সব অন্তরঙ্গ কথা। সাহিত্য, আলোচনা, মতবাদের বিনিময় এ-সব তো হ'ল বাহ্য হেলেনা—আসল জিনিষ হ'ল তো এই মনের সঙ্গে মনের মালাবদল। অথচ বায়ব্যতার আঁধিতে এই বিনিময়ের দৃশ্যই পড়ে ঢাকা, জানোই তো।"

হেলেনা একটু চুপ করে থাকে, পরে বলে মৃদুকণ্ঠে : "জানি মলয়, অথচ যে-বিনিময় জীবনে সব চেয়ে মহার্ঘ তা-ই থেকে যায় চেতনার

অগোচর লোকে এই সব বাহ্য আড়ম্বরের অতিপ্রলাপে—এই সাজানো কথার যবনিকার ফেরে। কিন্তু এ ঘটন কেন ঘটে বলো তো?"

—"তুমিই বলো না।" মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে পড়ে।

—"কেন ঘটে?" বলে হেলেনা আনমনা সুরে, "ঘটে বোধ হয় এইজন্যে যে আমাদের মনের সদর দরজা সহজেই খোলে। কিন্তু হৃদয়ের মণিকুঠরি হল খামখেয়ালি: সে যে কখন কার কাছে আগল খোলে আর কখন কার নাকের উপর তার রত্নদ্বার দুম্ করে বন্ধ করে দেয়—কেউ কি জানে?"

—"বেশ বলেছ হেলেনা" বলে মলয় স্নিগ্ধ কণ্ঠে, "একথায় মনে প'ড়ে গেল ম্যাকের একটা প্রায়োক্তি: য়ুমাকে ও বলত থেকে থেকেই: 'য়ুমা, যদি তুমি জানতে উষর পুরুষের ধূসর চিন্তাকাশে তুমি কত কী আশ্চর্য রামধনুর রঙে রঙিয়ে উঠতে পারো—যদিও, হায়, ক্ষণতরে'!"

—"এ কি আক্ষেপ, না ব্যঙ্গ?"

—"দুই-ই, তার উপরে ক্ষোভ। সেই যে প্রথম দিন য়ুমাকে নিয়ে ওতে আমাতে বচসা হয়েছিল—ও ভুলতে পারেনি। তাই যখন ও বলত আমাকে শেক্ষপীয়রের কথা:

কারে বা হায় মদন চায় বধিতে বাণে বিঁধি'!
কারে বা ফাঁদে হনন সাধে মরিয়ে গুণনিধি!*—

তখন আমি মনে মনে হাসতাম—দেখা যাক কে আগে ফাঁদে পা দেয়।

—"থেমোনা মলয়, লক্ষ্মীটি। জ'মে আসছে।"

—"জমাটির এখন হয়েছে কি বলো। এর পরে এল আরো এক বিচিত্র অধ্যায়—যে অধ্যায়ে ও চাইত আমিই ওকে ঠাট্টা করি।"

—"মানে?"

—"মানে, চাইত আমিও অমনি ক'রে য়ুমার সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে ওকে জখম করি।"

—"আর তুমি নিষ্ঠুরভাবে এ-প্রতিদান দিতে না, এই তো?"

—"ধরেছ হেলেনা। আর এই জন্যেই ক্রমশ আমাদের মধ্যে একটু একটু ক'রে ব্যবধান আসতে লাগল।"

—"বলো বলো—এ-কাহিনী খুঁটিয়ে।"

---

* Some Cupid kills with arrows, some with traps

৩৪

মলয় বলল : "ব্যবধান আসত অবশ্য হরেক রকমে—শুধু ঠাট্টা-তামাশার সূত্রেই নয়। যেমন ধরো কথনো হয়ত য়ুমা আমার দিকে বেশি নেকনজর দিল তাতে ও—বুঝতেই পারছ।"

—"পারছি। কিন্তু কথনো বা—মানে, যথন ওর দিকে ঝুঁকত—"

—"এবার ফসকে গেলে হেলেনা। কারণ ম্যাক ওকে প্রকাশ্যে সে সুযোগ দিতনা—য়ুমাই বলত আমাকে। হাঁস যেমন জল ঝেড়ে ফেলে পাথা থেকে ও তেমনি ঝেড়ে ফেলে দিত মেয়েদের প্রসাদ—মানে, বাইরে।"

—"ওর দাবি ছিল বোধ হয় বেশি?"

—"ধরেছ। কিন্তু কী ভাবে ড্রামাটা গড়ে উঠল বলতে হলে—আমাদের এসময়ের বহির্জীবন সম্বন্ধেও কিছু ব্যাখ্যা দরকার।"

মলয় বলতে লাগল : "ম্যাক ঠিক করেছিল গৃৎমানের কাছে শোপেনহরও নীটশে পড়বে খাস জর্মনে। কারণ বলেছি গৃৎমান্ হাইডেলবার্গে ছিল দর্শনেরই অধ্যাপক। আমাদের মধ্যে এই ধরনের সূক্ষ্ম মনকষাকষি শুরু হতেই দেখলাম : ও হঠাৎ যেন একটু বেশি তলিয়ে গেল টিউটনিক দর্শনের অগাধ জলে। ফলে আমি একটু একলা পড়ে গেলাম বৈকি।"

হেলেনা হাসে : "আর সেই ঘোর একাকী মানুষটি তথন কী করল? না প্রতি সন্ধ্যায় হাজির হল এক একাকিনীর কাছে, নয়?"

ওরা দুজনেই হেসে ওঠে একসঙ্গে।

*

মলয় বলল : "সত্যি এ নিরালা যোগাযোগে য়ুমার দুএকটি বড় সুন্দর রূপ চোখে পড়েছিল। ঘণ্টাথানেক আমরা দুজনে টেনিস খেলতাম হাউপ্ট-ষ্ট্রাসের উপরেই একটা টেনিস কোর্টে। তার পর কোনোদিন বা নেকার নদীতে মোটর-বোটে চক্র দিয়ে আসতাম রাইন অব্ধি, কোনোদিন বা ঐ 'শাতো'র ছাদে একটা জাপানি কম্বল বিছিয়ে মুখোমুখি ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প, কোনোদিন বা উধাও হ'তাম গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদ দেখতে—"

—"অবশ্য উহ্য রইল একটা কথা।"

—"যথা ?"

—"যে, এসবই হ'ল বাহ্য—এরা জোগাত তোমার রসনা-চালনের খোরাক।"

—"তুয়ো হেলেনা—ফের ফস্কে গেলে। যেখানে যুমা হাজির সেখানে অন্যের রসনার সাধ্য কতটুকু বলো ?"

—"কী এত কথা বলত তোমাকে যুমা ?" হেলেনা খুব হাসে।

—"কী বলত ?" মলয় উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে এবার—"কী না বলত বললে বোধ হয় ফিরিস্তি দেওয়া সহজ হবে।—সে কি একটা কথা ?—জাপানের 'কাবুকি' নাটকের ভঙ্গির কথা, 'শিবুমি' সংযমের মহিমার কথা, কিয়োস্ক মন্দিরের শোভার কথা, মেয়েদের কবরী-প্রসাধনের কথা, গাইশা জীবনে নর্তকীদের লাস্যলীলার কথা, ওর বাবার বীরত্বের কথা—বাকি রাখত নাকি কিছু ?—আর ব'লে ব'লে যখন ক্লান্ত হ'ত তখন নানারকম নাচ দেখিয়ে নিত জিরিয়ে।"

—"রোসো রোসো—অত দ্রুত নয়। একটা কথা সাফ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নিই : ওর এত শত নাচ দেখে তোমার ওর কাছে নাচ শেখার ইচ্ছে হয়নি ?"

—"হয়েছিল কবুল করছি," বলে মলয় সলজ্জে, "ও শেখাতেও চেয়েছিল। কিন্তু—"

—"ডরিয়ে উঠলে ?"

—"হেলেনা, মানুষ যে-সব বস্তুকে খুব বেশি চায় সেসবকে যে একটু ডরায় এ-ও কি তুমি জানো না ?"

—"বাক্যে জাপানি সংযম আর যাকেই মানাক না কেন মলয়, তোমাকে মানায়না। তাছাড়া একটু ঘরোয়া গন্ধে কথা কইলেই বা : আমি আলাপে আর্টের চেয়ে প্রাঞ্জলতারই বেশি পক্ষপাতী।"

—"বলতে লজ্জা পায় ব'লেই মানুষ স্বল্পভাষিতার আড়াল খোঁজে সখী ! তবে যেহেতু মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি চায় ছেলেদের বে-আব্রু করতে সেহেতু—"

—"কে—ন ?"

—"না না রাগ কোরোনা সখী, বলছি অকপটে।, কি জানো ? নাচ

জিনিষটা ছেলেবেলা থেকেই ছিল আমার কাছে নিষিদ্ধ ফলবর্গীয় বহুবাঞ্ছিত দেহলীলা। কিন্তু বাঞ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে নিষেধের শাসনও যে বাড়ে এ-ও কি তোমার অজানা?"

—"মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম! বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলবে কি?"

—"বলব।"

—"জিজ্ঞাসা করি: যতদিন রোমান্সের দায়িত্বহীন আকাশে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের আশঙ্কা এসে এই বিবেক প্রভুকে বিবাহের পিঞ্জরের দিকে না ঠেলে ততদিন তিনি কিসের জাবর কাটেন?"

—"বাণটা মোক্ষম টিপ ক'রে হেনেছিলে বটে, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারতে যদি য়ুমা না হয়ে হ'ত আর কেউ।"

—"হেঁয়ালিটাকে আর একটু প্রাঞ্জল করলেই বা।"

—"ওর পণ ছিল বিয়ে করবে না কোনোদিন। কাজেই মুক্তপক্ষা পক্ষিনী—ও-ই।"

—"বুঝেছি এতক্ষণে। শুধু একটা অনুরোধ। এ-পক্ষিনীটির ছায়াকূজনের কাহিনী রেখে আলোকল্লোলের কথা বলো এবার—অর্থাৎ কথার রাজ্য থেকে নামো—ঘটনার রাজ্যে—অন্তরীক্ষ থেকে মাটিতে।"

৬৫

মলয় বলে:

—"তুমি ছায়াকূজনের বিপক্ষে ঠিক সময়েই সাবধান ক'রে দিয়েছ হেলেনা। হ্যাঁ, এবার একটু ঘটনার দিকেই ঝুঁকতে চেষ্টা পাব—পারব কি না সে অবশ্য অন্য কথা, যাহোক শোনো।"

"তোমাকে বলেছি," মলয় ব'লে চলল, "যে আমি এই সুযোগে য়ুমার প্রায় একমাত্র দোসর হ'য়ে উঠেছিলাম—যেহেতু ম্যাক পড়ে গিয়েছিল গৃৎমানের দার্শনিকতার অথই জলে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা দৃশ্যত সামান্য উপলক্ষ তাকে যেন তুলল আমাদের terra firma-য়—গৃৎমানের জন্মদিনে। সেদিন—"

—"রোসো রোসো—গৃৎমানের সঙ্গে য়ুমার সৌহার্দ্যের ছন্দটা ছিল ঠিক কী ধরনের?"

—"এমনি সামাজিক গতানুগতিক। তবে গৃৎমান্ ছিল—যেমন অধিকাংশ জর্মনরাই হয় না?—একটু বেরসিক মতন—তাই প্রথম একটু আলাপ হবার মুখেই ওদের হয় ছাড়াছাড়ি। কী একটা মনকষাকষিরও বুঝি সূত্রপাত হয়েছিল—য়ুমা আভাস দিয়েছিল একদিন—তবে পরিষ্কার ক'রে বলেনি। যাই হোক গৃৎমানের জন্মদিনে যেন এ-সব মনকষাকষির সঞ্চিত উত্তাপ হঠাৎ জল হ'য়ে গেল। য়ুমা যেখানে হোস্টেস সেখানে অবশ্য এ-ধরনের আনন্দমেলার কোথাও রসপরিবেষণে খুঁত থাকার কথা নয়—তবু একটু কিন্তু ছিল যেন ওরও মনে।"

—"কেন?"

—"নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয় ম্যাকের জন্যে।" বলি শোনো।

"আমার মনে হয় ম্যাকের সঙ্গে য়ুমার প্রথম দিনই কোনো বেবনতি হ'য়ে থাকবে। কারণ, বলেছি, প্রথম কয়েকদিন ওর বাড়ি যাওয়ার পরেই ম্যাক ডুব মেরেছিল দর্শনের অগাধ জলে। য়ুমা হ'তে চেয়েছিল ওর ডুবুরি। তাই গৃৎমানের জন্মদিনে ও নিজের বাড়িতেই উৎসব-সভা বসায়—আগে আগে গৃৎমান্ ওকে একটু আধটু জর্মন পড়াত—যেন তারই প্রতিদানে—এই ভাব। কিন্তু ওর আয়োজনের ঘটা দেখেই বেশ বোঝা গেল ও উৎসবের জোগাড়যন্ত্র করেছিল একটু বিশেষ যত্নে, বিলক্ষণ খরচ ক'রেই। শ্যাম্পেন, ডিনার, ফুলের মালা—এসব তো বটেই তার ওপর চেম্বার কনসার্ট ও হাঙ্গেরিয়ান জিপসি সঙ্গীত—খাস বুদাপেস্ত থেকে আমদানি।"

—"বলো কি?"

—"নৈলে বলছি কি হেলেনা। আমি যদিও বাইরের সাজসরঞ্জাম সচরাচর বড় লক্ষ্য করি না—তবু একেবারে অন্ধ না হ'লে হঠাৎ রঙচঙে ফোয়ারা চোখে পড়েই।"

—"ফোয়ারা?"

—"হ্যাঁ, ওর মস্ত বৈঠকখানায়। কী চমৎকার ক'রে যে সে ফোয়ারাটি বসিয়েছিল—কত রঙের বিজলি বাতি দিয়ে যে—সে একটা দেখবার জিনিষ!"

—"তার পর?"

—"খাওয়া দাওয়া পাশের ঘরে সারা হ'ল। শ্যাম্পেনের তো বান ডেকে

গেল। চীনা ও জাপানি রান্না—ব্যবস্থা করেছিল ও নিজে হাতে। সে যে কী অপূর্ব স্বাদ ও সুরভি হেলেনা! জিভ-ধাঁধানো কথাটা বললে ভাষাবিদ্‌রা মারতে উঠবেন—কিন্তু ঐ কথাটাই বলতে ইচ্ছে হয়।"

—"তারপর?"

—"গূৎমান্‌ য়ুমাকে তার আর্জি জানাল—দুএকটা নতুন নাচ দেখাতে। য়ুমা কটাক্ষ হানল ম্যাককে। কী আর করবে সে? করল য়ুমাকে অনুরোধ।

"এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার যে ম্যাক ছিল সামান্য তোতলা —বিশেষ ক'রে মেয়েদের সামনে সময়ে সময়ে এ তোতলামি উঠত বেড়ে। ও য়ুমাকে 'Ich werde ent—ent—entzückt sein Fräulein, wenn S—S—Sie—' * বলতে আচম্‌কা গূৎমান্‌ উঠল হেসে! শ্যাম্পেন সে একটু বেশি খেয়েছিলও বটে।

"ম্যাক দারুণ চ'টে গেল। বলল ইংরিজিতেই: 'I can't speak your confounded language Herr Gutmann—any more than you can laugh in a civilized way."

—"সামান্য ঠাট্টায়?"

—"রাগ হ'লে ম্যাকের কাণ্ডজ্ঞান থাকত না—বলি নি? একবার রেগে ও একটা ঘোড়াকে জুতোর স্পার দিয়ে মেরে ফেলেছিল।"

—"আহা" হেলেনার চোখে ব্যথা ফুটে ওঠে।

—"হ্যাঁ—ওকে কে যেন পেয়ে বসত ওর মেজাজ খারাপ হ'লে। কিন্তু সে যাক।...গূৎমানের জন্মদিনে হঠাৎ ওর এতটা ক্ষেপে যাওয়ার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। শ্যাম্পেন-উষ্ণ গূৎমানের চোখ জ্ব'লে উঠল, সে 'Donner-wetter' † ব'লেই লাফিয়ে উঠল। অমনি য়ুমা তার জামার হাতা ধ'রে টেনে বসিয়ে ম্যাককে পরিষ্কার ইংরিজিতেই বলল: "But nobody expects you my friend, to speak a language your own"—ব'লে গূৎমানকে জনান্তিকে বলল কয়েকটা কথা।"

—"তারপর?"

---

* আমি উল্‌—উল্‌—উল্লসিত হব কুমারী, যদি আপ-অ,প-আপ।

† জর্মনদের swearing—'damn it' গোছের।

—"গৃৎমানের চোখের বিদ্যুৎ নিভে এল; সে শান্ত কণ্ঠে ম্যাককে বলল কিছু যেন মনে না করে ইত্যাদি। ম্যাকও যথাসম্ভব ভদ্রস্বরে বলল অপরাধ তারই বেশি ইত্যাদি।"

—"সর্বরক্ষে—কিন্তু এমন দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠল দুজনেই—মাত্র একটা কথায়?"

—"বারুদ জমাতে সময় লাগে, হেলেনা, কিন্তু ফাটে মুহূর্তে। তার পরে শুনেছিলাম গৃৎমানেরই কাছে যে, ম্যাকের সঙ্গে তার কী একটা কারণে একটু মন কষাকষি চলছিল ক'দিন থেকে। আর কারণটাও না কি ঐ বিশ্বের প্রেয়সী। তাই হয় ত য়ুমার সামনে ওর হাসিতে এমনি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।"

—"যাক্ তার পর?"

—"যা হবার: গুমট এলো ছেয়ে। সবাই কেমন যেন বিমনা—উস্‌খুস্ ভাব। গৃৎমান্ বুঝল। কি একটা অজুহাতে বিদায় নিল—হঠাৎ।"

—"অমনি গুমট গেল কেটে, এই তো?"

—"অত সহজে না। কেটেছিল অবশ্য—কিন্তু প্রধানত য়ুমারই প্রসাদে।"

—"শুধু কথার মন্দানিল?"

—"না, সঙ্গে কটাক্ষের আভা, হাসির ঝরনা, নাচের ছন্দ সবই ছিল অবশ্য।"

—"তাই বলো।"

—"সত্যিই সে বলার মতন কাহিনী হেলেনা,—কেবল বলা যায় না এই যা দুঃখ। য়ুমার সে অবর্ণনীয় মিষ্টতা একটা অনুভূতি—অভিজ্ঞতা—সত্যি। ম্যাক ওকে পরে বলেছিল যে ওকে এতদিন সে মেনেছিল লাবণ্যময়ী ব'লে—সেদিনই প্রথম চিনল সুষমাময়ী রূপে।"

—"আর তৎক্ষণাৎ নব পরিচয়ের শুভদৃষ্টি, কি না?"

—"অবিকল। ম্যাক বলত এ-দিনটা ওর জীবনের ছিল যেন একটা মোড়বদল।"

—"সে শুনব পরে—যথাস্থানে। এখনো বলো সেদিন কী ঘটল তার পর?"

—"তার পর য়ুমা, ওকে দেখাল রকমারি নাচ। সঙ্গে কত সরস গল্প—anecdote—নিষ্প্রভ তুচ্ছ কথাকে কণ্ঠভঙ্গিতে স্বরমাধুর্যে কটাক্ষে চিকিয়ে

তোলা—হাসি, রংদার উত্তর প্রত্যুত্তর—বলছিলাম না সে একটা অভিজ্ঞতা? গাইশা শিক্ষাদীক্ষার সে কী বিদ্যুদ্দীপ্তি যে ওর ভাবে ভঙ্গিতে ও ঝরালো সেদিন!—আর যখন মনপ্রাণ ওর হাবভাবে রসিয়ে টস্ টস্ ক'রে উঠেছে ঠিক সেই চরম মুহূর্তে শুরু করল নাচ।

"আমাদের দেহও যে এমনতর সুষমা বিকীরণ করতে পারে," মলয় ব'লে চলে আবিষ্ট স্বরে, "যেমন ফুল বিকীরণ করে সুবাস…এমন স্বচ্ছন্দে… এমন নিস্পৃহভাবে…একথা সেদিন যেমন উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করেছিলাম তেমন ক'রে আর কখনো করব কি না জানি না।"

—"উজ্জ্বল?"

—"সত্যিই উজ্জ্বল। বিশেষ ক'রে এই দেহের তমসের কথা ভেবে যখন দুঃখ পাই তখন নৃত্যের বিদ্যুদ্দীপ্তির কাছে, গতির মাদকতার কাছে কী কৃতজ্ঞই যে মনে হয় হেলেনা! আমাদের কি কম দুঃখ দেয় এই খাঁচাটা? কম অশুচি মনে হয় নিজেকে এরই হাজারো গ্লানির জন্যে?"

হেলেনা ওর মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলল: "কিন্তু বিদ্যুৎ-শিহরণের জন্যে শুধু কি নৃত্যের কাছেই ঋণী আমরা?"

মলয় ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলল: "আমি বুঝেছি হেলেনা কেন তোমার বাধছে।"

—"বাধা কি অন্যায়?" হেলেনা বলে কুণ্ঠিত স্বরে।

—"না। কিন্তু—খোলাখুলি বলব?"

—"সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছ মনে নেই?"

—"আমার সত্যি সময়ে সময়ে মনে হয় হেলেনা যে দেহের জড়তাবোধ সবচেয়ে সহজে ঘোচে নৃত্যের আনন্দে—এমন কি…এমন কি প্রেমের আনন্দের চেয়েও।"

হেলেনা কী বলতে গিয়ে মুখ নিচু করে।

মলয় ওর হাতের 'পরে হাত রেখে বলে: "আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি। আমি একথা বলিনা যে প্রেমের স্পর্শে দেহের মন্থরতার গ্লানি একটুও কাটে না। কাটে বৈকি—অনেকটা। ভালো যে একবারও বেসেছে সে জানে প্রেমের জাদুতে জড়দেহের অণুতে অণুতে বিদ্যুৎ জেগে ওঠে। কিন্তু…"

—"থামলে যে?"

—"কিন্তু বিদ্যুতে শুধু তো আলোই নেই, তাপের ছোঁয়াচও যে রয়েছে অব্যবহিতভাবে।"

—"কোন্‌টা বেশি ?"

—"এ বেশি-কমের কথা নয় হেলেনা—এ হ'ল ভাগাভাগির কথা। প্রেমের স্পর্শে মনপ্রাণ পায় বটে বিদ্যুতের আলোক-উল্লাস—কিন্তু খতিয়ে দেহে বর্তায় ওর তাপটুকুরই উত্তেজনা—অঙ্গারের অবসাদ। প্রেমের অনুভব স্রষ্টা, মানি—কিন্তু সে-সুরের সরিক হয় মন, প্রাণেও বাঁশি বাজে মানি—কিন্তু দেহ থাকে যে-তিমিরে প্রায় সেই তিমিরেই !"

—"সত্যিই কি তিমিরে ?"

—"নয় ? ভেবে দেখ দেখি। প্রেম দেহকে কত ভরসা দেয় তার কানে কত আশ্বাসের কুহুধ্বনি করে—কিন্তু সে বাসন্তী কূজন সুরেলা থাকে ক'টা দিন ? শপথ ক'রে এ-জগতে এত বেশি শপথ ভাঙে আর কে ? যাকে কাছে এনে দেবে বলে সে-ই তো সব আগে যায় দূরে স'রে—মিলনের মেলা বসতে না বসতে খেলা ভাঙে—তাসের ঘর পড়ে ধ্ব'সে—ছোট্ট অন্তরায়ও দেখতে দেখতে হয় বিপুলকায়। দেহের প্রতি অণু যখন চায় রসের আবেশে গ'লে যেতে—আলোতে চিন্ময় হয়ে উঠতে—ঠিক তখনই স্থূলতা এসে পথ আগলে দাঁড়ায় না কি ? বিদ্যুতের ঝিলিক নিভতে না নিভতে অন্ধকার আসে না কি আরো নীরন্ধ্র হ'য়ে ?"

—"একথা যদি মেনেও নিই তাহ'লেও কি বলা চলে যে, নৃত্য প্রেমের চেয়ে বড় অনুভূতি ?"

—"তাতো বলি নি আমি। কেন না প্রেমের অনুভবে দেহের বাদ সাধার কথাটাই তো একমাত্র কথা নয়। আমি এ-তুলনা করতে চেয়েছি শুধু এই অভিজ্ঞতাটির 'পরে জোর দিতে চেয়ে যে, প্রেমের বেলায় যে-দেহ আনে আড়াল—আনে অবসাদ, নৃত্যের ছন্দলোকে রূপরাগে সেই দেহই রচে জাদু-মন্ত্র। তখন তাকে মনে হয় না আর মাটির কায়া, মনে হয়—এই জড় মেদবহুল কীটের আবাস, আঁধারের আধারটাই রূপান্তরিত হয়ে গেছে কোন্‌ এক ঢেউয়ের দোলে, হাওয়ার আদরে, রূপের শিহরণে। বলতে কি, তখন দেহ আর দেহই থাকে না—হ'য়ে ওঠে এক বৈদেহী জ্যোতির্মণ্ডল যেন—যাকে না যায় ধরা, না যায় ছোঁওয়া, অথচ মন আশ্চর্য হয়ে অঙ্গীকার করে অধরাকে পেয়েছি, প্রাণ ঘোষণা করে দুর্লভকে মিলেছে,

ইন্দ্রিয় সব জুড়ে দেয় 'যার পরশে ধূলোও হয় সোনা, স্থাণুও হয় নীলিমা, কঙ্করে জেগে ওঠে পঙ্কজ'—"

হঠাৎ হেলেনার ম্লান মুখ ওর চোখে পড়ে। মলয় চম্‌কে উঠে কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বলে : "কী ?"

—"না না বলো।"

—"না থাক।"

—"না বলতেই হবে।"

—"কী আর বলব বলো ? যা বলবার বলা হয়ে গেছে যে।"

হেলেনা ওর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তার পর বলে : "ভাবছ আমি দুঃখ পাব আরো বললে ?"

মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে বলে : "তাহলে কি একেবারেই ভুল ভাবা হবে ?"

হেলেনা মুখ নিচু করে বলে : "না। একথা আমি মানি যে প্রেমের দৈহিক মিলনে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু রূপাভাব নেই। কিন্তু—" হঠাৎ মুখ তোলে ও : "একথা কি তুমিও মানো না যে নৃত্যে দেহের সার্থকতা যে-দিকে বেঁক নেয় প্রেমের সার্থকতা সে-দিক দিয়েই ঘেঁষে না ?"

—"আর একটু প্রাঞ্জল করে বলবে ?"

—"বলা একটু কঠিন যে।" হেলেনার কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠা ওঠে বেজে।

—"তবু ?"

হেলেনা সহসা স্বচ্ছ কণ্ঠে বলে : "প্রেমের খোঁজাখুঁজি স্পর্শলোকে নৃত্যের সভা রূপলোকে—এইভাবে যদি বলি তাহ'লে বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না ?"

মলয় স্নিগ্ধ হেসে ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয় : "না হেলেনা। অন্তত প্রেমিকের কাছে নয়। কিন্তু—"

—"কী ? বলো।"

—"ভয়ে, না নির্ভয়ে ?"

হেলেনা হাসে : "কাঁপতে কাঁপতে বললেও আমার আপত্তি নেই কেবল সাফাইটা জবর হওয়া চাই।"

মলয়ও হাসে : "সে-ভরসা দিতে পারি না—তবে প্রাঞ্জল হবে এ নিশ্চয়।"

—"তাই সই।"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "কি জানো হেলেনা—বাস্তববাদীরা যতই রোখ করুন না কেন অনুভবলোকে স্থূল ও সূক্ষ্মের ভেদ আছেই।"

—"মাপব কী দিয়ে ?"

—"শান্তির স্থায়িতা, তৃপ্তির গভীরতা।"

—"অর্থাৎ।"

—"অর্থাৎ যতই বলো না কেন ত্বকের আনন্দ দৃষ্টির আনন্দ শ্রুতির আনন্দের চেয়ে স্থূল। তাই ভোজন নিয়ে দেহসঙ্গম নিয়ে প্রথম শ্রেণীর কাব্য হয় না—কিন্তু রূপের স্পন্দন ধ্বনির স্পন্দন নিয়ে প্রথম শ্রেণীর কাব্য শিল্প গ'ড়ে ওঠে কেন না ওদের আবেদন এতটা স্থূল নয় !"

—"কিন্তু একটাকে নিয়ে শিল্প হলে অন্যটাকে নিয়েই বা হবে না কেন ?"

—"কেন—বলা শক্ত। অন্তত জোর করে কিছু না বলাই নিরাপদ। তবে এটা বোধ হয় বলা চলে যে মানুষের যে-সব নেশার পিছনে জৈব প্রবৃত্তির তাড়না আছে—হঠাৎ যাকে বলি জরুরি প্রয়োজন—নেসেসিটি—সে-সব ক্ষেত্রে মানুষ এত আষ্টে পিষ্টে বাঁধা পড়ে যে সঙ্গম ভোজন পান নিশ্বাস নেওয়া প্রভৃতি দৈহিক আনন্দ নিজের নিজের সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে না। এদিকে অসীমের আভাস না জানলে তো শিল্প হয় না—মুক্তিও তো আপনাকে উপলব্ধি করতে চায় ঐ পথেই।"

—"বাঃ। প্রেম নিয়ে কাব্য হয় নি ? শিল্প হয় নি ?"

—"হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ সে-প্রেম ত্বকের এলাকায় বাঁধা রইল ততক্ষণ নয় মনে রেখো। অনেক ইন্দ্রিয়বিলাসী শিল্পী এতে দারুণ রেগে উঠে গোঁ ধরে দেহের সমস্ত গ্লানিকর ক্রিয়াকাণ্ডকেই আঁকতে ঝুঁকেছেন মানি—কিন্তু সে রোখে তাপেরই আঁচ লেগেছে, আলোর ছোঁয়াচ না। তাঁরা যতই ফোঁশ-ফাঁশ করুন না কেন শেষটায় সবাইকেই হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে, মানতে হয়েছে যে ইন্দ্রিয় যতক্ষণ না অতীন্দ্রিয়কে দোসর পায় ততক্ষণ তার নিজের বিলাসও হয় ব্যর্থ। তাই তো স্পর্শোন্মুখ প্রেম নিয়ে যত মাতামাতি তার দশগুণ হাহাকার—বলত ম্যাক।"

—"কিন্তু স্পর্শোন্মুখ প্রেমে—"

—"দেহ কি সত্যিই মুক্তি দেয় ? রূপপূজারী শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলেই একথা বুঝতে পারবে। যখন আনা পাভলোভার নৃত্য দেখি বা লুভ্রে ভিনাসের প্রস্তরমূর্তি দেখি তখন সত্যিই নারীর দেহসুষমার নির্যাস উপভোগ করি না

কি? অথচ প্রকৃতির কোনো অভিসন্ধিতে নয়—কোনো জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে নয়। আমি সত্যি জানি এমন অনেক চিত্রকরকে যাঁরা নগ্ন নারীমূর্তি আঁকতে পারেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত দর্শনের আনন্দে। মানে অনাবশ্যক সৃষ্টির আনন্দে। এখানে যে তাঁরা কর্তা—কাজেই স্রষ্টা। কিন্তু স্পর্শোন্মুখ প্রেমের যে- আনন্দ সেখানে তো আমরা কর্তা নই হেলেনা—প্রকৃতির একটা নিহিত প্রয়োজন আমাদের চালায়—যদিও এ-অভিসন্ধি সে প্রাণপণে গোপন রাখে, কাজ হাসিল করতে চায় হাজারো রঙিন প্রবোধ, উজ্জ্বল আশা, স্তোকবাক্য বড় বড় বুলির সাহায্যে। কারণ মুখে যাই বলি না কেন হেলেনা, প্রেমে যখন দেহকে ডাক দেওয়া হয় তখন এ-দেহ আমাদেরকে দিয়ে কী চাওয়ায় বলো তো? শিল্পীর অনাসক্তি? স্নেহের মুক্তি না একটা লুব্ধ পরাধীন শঙ্কিত কাড়াকাড়ির বিড়ম্বনা?"

হেলেনা বলল: "তোমার একথাটা…শুনতে…কী বলব।…ভালোই অথচ কিরকম যেন…কী করে জানাই…ঝাপসা…অবাস্তব…একপেশে। লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না—"

—"না না। রাগ করব কেন? আমি কি জানি না এ-ধরনের কথাকে আধুনিক মনের কাছে একটু সেকেলে মনে হওয়াও বিচিত্র নয়—"

হেলেনা বাধা দিয়ে বলল: "না না মলয়—তা আমি বলতে চাই নি—আর কোনো কথা সেকেলে হলেই যে নামঞ্জুর এ-ও তো কোনো গভীরদর্শী সন্ধানীই বলেন না—বলতে পারেন না। কোনো সত্যের যাচাই তো তার বয়সের হিসেবে নেই—আসল প্রশ্ন হচ্ছে এটা সত্য কি না—অর্থাৎ মানুষের গভীর অভিজ্ঞতার এজাহার এ-ই কি না।"

—"তোমার বিশ্বাস—নয়, এই তো?"

—"অত জোর করে বলতে চাই না। তবে মনে হয় না হ'তেও পারে।"

—"কেন মনে হয় বলবে?"

হেলেনা চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে বলল: "বলতে তো চাই মলয়, কিন্তু বলতে কি পারি? তবু চেষ্টা করব। শোনো।"

বলে খানিক চুপ করে ভাবল একমনে, তার পরে বলল: "কি-রকম জানো? আমার মনে হয় প্রথম কথা এই যে, সত্য যত ঊর্ধ্বজগতের হোক না কেন এই মাটির জগতে তার কোনো প্রত্যক্ষ মূর্তি, কোনো রূপের

প্রতীক না মিললে তাকে বড় জোর পূজা করা যায়—তার ফলও হয়ত ফলে নানা সূত্রে—কিন্তু তার সার্থকতাকে মনপ্রাণ পুরো মেনে নিতে পারে না।"

—"ঠিক কী বলতে চাইছ আর একটু"—

—"ধরো, শুনি অনেক তারার আলো আছে যা পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি। পৌঁছয় নি ব'লেই তাদের অস্তিত্ব নেই এ-কথা বলা চলে না, কিন্তু যতক্ষণ না পৌঁছল ততক্ষণ সে আছে জেনে তথ্যগত জ্ঞানের পরিসর বাড়লেও উপলব্ধিগত জ্ঞানের সমৃদ্ধি বাড়ে না। বটে তো?"

—"তা তো বটেই। কিন্তু"—

—"ঠিক এই কথাই আমার মনে হয় যাকে তুমি বলছ দেহের চেতনা তারও সম্বন্ধে। দেহ এক দিকে আত্মিক পরমানন্দের বাধা বৈ কি—অথচ আবার এই দেহের মধ্যে কোনো আনন্দ যদি নামতে না পারে তবে তাকে পুরো মেনে নেওয়া কঠিন। সূর্যের আলো বহুদূরে…তবু সে তো মাটির অতলতলের ছায়াগহ্বরেই জোগায় তার আলোর প্রত্যক্ষ রস, আর জোগায় বলেই না সে বিভাবসু—আলোর আলো। সে যদি দূরে থাকত এই খেদে যে ভূগর্ভে নামলে তার কিরণের কিরণত্ব অনেকটা বাজেয়াপ্ত অনেকটা আবিল হ'য়ে যায় তাহলে কী বলবে?…বুঝতে পারছ কি কোথায় আমার বাধছে?"

—"এবার বোধ হয় একটু একটু পারছি," বলে মলয় চিন্তিতস্বরে, "তুমি বলতে চাইছ তো যে মাটির কাছে সূর্যের সূর্যত্ব মঞ্জুর কেবল তখনই যখন মাটির অজস্র বিকৃতি, কাঁকর, জড়তা ও আঁধারের গ্লানি সত্ত্বেও সে ওর বুকে মুক্তিফুল ফোটাতে পারল?"

—"অবিকল। কেবল একটু জুড়ে দিতে হবে আরো: শুধু ফুল ফোটানোই নয়। মাটির বিকৃতিকেও তার করতে হবে ঋজু, আঁধারের গ্লানিকে শৃঙ্খলকেও করতে হবে জ্যোতির নূপুর। প্রেমের আনন্দ দেহাতীত রাজ্যে স্বয়ংপ্রভ একথা আমি অস্বীকার করি না—সূর্য আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল, বটেই তো—কিন্তু তাই ব'লে সে-আনন্দ যদি দেহের কোঠায় এসে দেহের মাটিতেও খানিকটা আনন্দের ফুল না ফোটাতে পারে তবে তাকে পুরোপুরি বাস্তব ব'লে মানি কী করে?"

মলয় কী বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

হেলেনা ওর দিকে একটু চেয়ে রইল উত্তরের জন্যে, পরে বলল:

"আমার কি মনে হয় শুনবে? কেবল মনে রেখো যে, আমার মতামত গড়ে ওঠেনি পুরোপুরি: আমি খুঁজছি মাত্র আর যেটুকু আলো পাচ্ছি তা দিয়ে রসের খোরাক সৃষ্টি করার চেষ্টা পাচ্ছি এই—"

—"মনে রাখব গো রাখব," মলয় স্নিগ্ধ হাসে, "কারণ আমিও প্রজ্ঞাবান অভ্রান্তির দাবি করছি না আমিও সন্ধানী সাধকের বাড়া কিছুই নই—তুমি বলো বলো। বেশ লাগছে—সত্যিই।"

—"ধন্যবাদ—" ব'লে হেলেনা চিন্তিত স্বরে ব'লে চলে: "আমার মনে হয়, আমরা এ যাবৎ দেহ ও আত্মা, আকাশ ও মাটি, আলো ও আঁধারের মধ্যে একটা চিরন্তন অহি-নকুল-ভাব স্বতঃসিদ্ধের মতনই ধ'রে নিয়েছি। তাই এটা ধরতে পাইনি যে নিচুর মধ্যে উঁচু নবজন্ম নিয়ে নিজের ঊর্ধ্বসত্তাকে নতুন ক'রে পায় বলেই বিশ্বলীলায় উঁচু নিচুর অভ্রান্ত মালাবদলের উৎসব চলেছে। যদি না চলত তবে না থাকত বিরোধ, না সমস্যা: সূর্যদেব ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হতেন মহাশূন্যে, আর পাঁক ডুবতে ডুবতে ম্লান হ'ত—যেখানেই হোক। কিন্তু সূর্য অমন পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও অহর্নিশ পাঁকের মধ্যে নামেন ব'লেই চলে জীবন। তেমনি প্রেমের দেহাতীত একটা অভিব্যক্তি আছে ব'লেই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে সে দেহের মধ্যে আনন্দ খুঁজলে হবেই হবে সর্বনাশ। একথাটা অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে প্রেমের রবি যতই উঁচু হোক না কেন দেহের পাঁকের মধ্যে ফুলের ছবি আঁকার দায়িত্ব তা'র আছেই। কাজেই এ-দায়িত্ব যদি তিনি না মানেন তবে নিজের সতীত্ব নিয়ে হাজার শুচিবেয়ে হয়ে দূরে দূরে থাকুন না কেন—তিনি চরম পরীক্ষায় ফেল মারলেন একথা বললে হয়ত খুব ভুল বলা হবে না। দেহের আনন্দ এত প্রত্যক্ষ, এত অবিসংবাদিত, এত তীব্র বলেই দেহাতীত প্রেমের এত লোভ এই দেহের ধূলোবালির গ্লানির মধ্যেই নিজের গগনগরিমাকে নতুন ছটায় নব ভূমিকায় দেখবার। বুঝলে কি?"

—"বুঝেছি হেলেনা," বলে মলয় চিন্তিত স্বরে, "আর একথা যে আমারও মনে হয় নি তা নয় বিশ্বাস কোরো। কারণ..."

একটু থেমে: "প্রতি অতিপ্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির মধ্যেই আনন্দ-বিস্ময়ের উপাদান আছে, নইলে আয়াগোর জিঘাংসায়, ম্যাকবেথের নরহত্যায়, সীজারের দিগ্বিজয়েও মানুষ আনন্দে শিউরে উঠত না—জীবনে না হোক

শিয়ে। এ-প্রশ্নের কোনো সমাধান করতে পারি নি কেন জানো?"

—"কেন?"

—"এই জন্যে যে যে-আনন্দ যত তীব্র সে-আনন্দ যে তত গভীর একথা সত্য নয়। শুধু তাই নয়, দেহের আনন্দের মধ্যে একটা উপহাস আছে। তোমার হাতের রান্না উপাদেয় চপ যখন খাই জিভ আনন্দ পায় না বললে চপ-হারাম হওয়ার প্রত্যবায়ে নরকে যাব এ নিশ্চয়। কিন্তু তবু একথা সত্য যে এ চপানন্দ তীব্র হ'লেও গভীর নয়। তোমার একটা ছোট্ট চাওনি বা কণ্ঠের একটা স্নিগ্ধ সম্ভাষণ যে আনন্দ বহন ক'রে আনে তার তুলনায় চপানন্দ ঢের বেশি প্রত্যক্ষ তীব্র ও কংক্রীট হলেও তোমার দৃষ্টি বা কণ্ঠস্বরের আনন্দ গভীরতর।"

—"তা বটে, কিন্তু—"

—"শোনো—কথাটা আমার শেষ হয় নি। আমি সেজন্যে চপানন্দ ছাড়তে বলি না—কিন্তু চপানন্দের মুস্কিল এই যে সে উচ্চতর সূক্ষ্মতর আনন্দের স্তরে উঠতে চেতনাকে বাধা দেয়। যৌন আনন্দের সম্বন্ধে একথা আরও বেশি সত্য—কারণ এ-আনন্দের দাম দিতে হয় দেহের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দিয়ে। দেহের আনন্দের যে পরিণতি আমাদের অধিগম্য হ'তে পারে, এই অমৃত-সম্পদের অপব্যয় করলে সে-পরিণতি হ'য়ে ওঠে অসম্ভব—এটা মিস্‌টিকরা যুগে যুগে দেশে দেশে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন ব'লেই ব্রহ্মচর্যের—সেকেলে কথাটা ফের ক্ষমা কোরো—সত্যতাকে অস্বীকার করাও হবে তেমনি গায়ের জোর হবে প্রেমে দেহানন্দকে অস্বীকার করলে।"

—"বেশ লাগছে এবার আমারও কারো মিয়ো—তবে আর একটু বুঝিয়ে বলো—আমি ধৈর্য ধরি।"

মলয় চিন্তিত সুরে বলল: "আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার ক'রে বলা বেশ একটু কঠিন হেলেনা—"

—"চেষ্টার অসাধ্য কার্য নেই এ হ'ল লাখ কথার এক কথা।"

মলয় একটু আনমনা ভঙ্গিতে হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলল: "কি জানো? প্রেমে দেহের আনন্দ সম্বন্ধে আমার সংশয় নেই একটুও। আমার সংশয়

আসে যখন আমি ভাবি সংসারে অধিগম্য ধ্রুব আনন্দকে পেতে চাওয়াই বড়—না, অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে ছাড়াই বড় ?"

—"আনন্দ যদি ধ্রুব হয়—"

—"শুধু ধ্রুব হ'লেই তো হ'ল না হেলেনা—সে-আনন্দের জন্যে কী দাম দিচ্ছি সে-হিসেবও তো অবান্তর নয়।"

—"মানে ?"

—"দেহানন্দ পেতে হ'লে উচ্চতর নির্বাসনা আনন্দের স্তর থেকে চৈতন্যকে নেমে আসতে হয় না কি আসক্তিম্লান দেহের স্তরে ?—একটা দৃষ্টান্ত দিই : ধরো যুদ্ধবিগ্রহের আনন্দ বা জিঘাংসার আনন্দ। গায়ের জোরে একথা বলাটা হবে বোকামি যে এ সবে শুধু দুঃখই সার। তা-ই যদি হ'ত তবে এরা আজো এমন ভাবে জগৎজোড়া হ'য়ে থাকতে পারত না। এসবে তৃপ্তি না থাক নেশার উত্তেজনার ক্ষণিক সুখ আছেই। কিন্তু তবু এ তো বলা চলে যে ঘাতকবৃত্তির আনন্দ হ'ল পাশবিক আনন্দ, কাজেই মানুষের সাজে না ?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"তাহ'লে এ-ও তোমাকে মানতে হবে যে এ-পাশবিক আনন্দ মানুষকে কিনতে হয় তার মনুষ্যত্বেরই শুল্ক দিয়ে—কেননা কিছুর বদ্‌লি বিনা এ-জগতে কিছু মেলে না। বটে তো ?"

—"মানলাম। কিন্তু এ শুল্ক দেওয়ার তাৎপর্যটি ঠিক কী ?"

—"একটা বড় চেতনালোক থেকে ছোট চেতনালোকে নেমে আসা ছাড়া আর কী বলতে পারি বলো ?"

—"একটু ঝাপসা লাগছে মলয়।"

—"আর একটা উদাহরণ নেও তাহ'লে। ধরো কবি বা সঙ্গীতকারের কাব্যচেতনা। কে না জানে এ-চেতনায় উঠতে হ'লে কবিকে শিল্পীকে বহু সাধনা করতে হয়—মানে অনেক সস্তা সুখ-ছাড়ার দাম দিতে হয় কাব্যসুখের জন্যে। মিলছে কি না ?"

—"মিলছে।"

—"বেশ। কিন্তু ধরো যদি কবি কি সঙ্গীতকার বায়না নেন যে সাংসারিক পরচর্চা দলাদলি মারামারি হাজারো হৈ-চৈ এর হট্টগোলের আনন্দও তো আছেই আছে—তাহ'লে কি তাঁকে বলা চলবে না যে আছে কিন্তু সাবধান

বন্ধু, এ আনন্দ যদি তুমি চাও তবে তার শুল্ক দিতে হবে তোমার কাব্য-চেতনা বা সাঙ্গীতিক চেতনা দিয়ে মনে রেখো—কেননা সংসারীর যা স্বধর্ম তোমাদের তাই-ই পরধর্ম।"

হেলেনা চিন্তিত সুরে বলে: "কথাটাকে ঠিক এদিক দিয়ে ভেবে দেখি নি কখনো।—কিন্তু—তুমি অনাসক্তির উপর জোর দিলে বারবারই, অথচ—মানে—স্পর্শোন্মুখ প্রেম কি দেহ সম্বন্ধে অনাসক্ত হ'তে পারেই না?"

মলয় সন্দিগ্ধ সুরে বলে: "তেমন প্রেমিক ছুনিয়া ঢুঁড়লে কোটিতে গোটিক হয়ত মিলতে পারেও বা হঠাৎ—"

—"অর্থাৎ ইউটোপিয়া—বলতে চাইছ প্রকারান্তরে?"

—"না ব'লে করি কি বলো যখন অহর্নিশই দেখছি যে মানুষকে দেহের চেতনায় বাঁধা রাখবার জন্যে প্রকৃতির বিপুল ষড়যন্ত্র ও সূক্ষ্ম ছলাকলার সীমা নেই বললেই হয়।"

—"একটু বিশদ ক'রে বলবে ষড়যন্ত্র বলতে ঠিক কী বলছ আর ছলাকলা বলতেই বা কী ইঙ্গিত করছ?"

—"সেদিনকার কাহিনীটার ব্যাখ্যানেই মিলবে তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর। কারণ দেহের স্পর্শোন্মুখতার লীলামাহাত্ম্য আমি সেদিন প্রথম বুঝি হাড়ে হাড়ে। কিন্তু ঐ দেখ—গল্প কোথায় যে ভেসে গেছে—দার্শনিকতার তোড়ে।"

হেলেনা হাসে: "স্বধর্ম কথাটা এইমাত্র বলছিলে না গবেষক মহারাজ? গল্পী হবে কি না শেষটায় তুমি! হায় রে হায়!"

ছুজনেই হাসে।

৩৩

মলয় বলল: "সন্ধ্যার আলো যতই নিভে আসে ঘুমা ততই ওঠে ঝিক-মিকিয়ে। নাচ গান গল্পের জোয়ার—না, বলা উচিত বন্যা প্লাবন যায় ব'য়ে। তবু যারই আছে শুরু তারই আছে সারা: এমন সময় এল বৈ কি যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মনে প্রস্থানের কথাটা উঁকি দিতে লাগল। এ-হেন সন্ধিলগ্নে হঠাৎ গৃৎমানের পুনরাবির্ভাব।"

—"গৃৎমান্!"

—"হ্যাঁ। ম্যাকের সঙ্গে তার রাতের ট্রেনে ফ্রাঙ্কফোর্ট যাবার কথা ছিল—একেবারে পাকা নয় তবু প্রায় স্থিরই ছিল। ম্যাকের খুব ইচ্ছা দেখলাম না কিন্তু—খানিক আগেই গৃৎমান্‌কে আঘাত করেছে, এখন প্রায়শ্চিত্তের পালা—কাজেই উঠতে হ'ল।"

—"আর তুমি?"

—"আমিও উঠে দাঁড়ালাম বিদায় নিতে। কিন্তু য়ুমা হেসে টুপ্‌ ক'রে বলল: 'তোমার তো আর কোনো ফোর্টে কামান দাগতে যেতে হবে না—না হয় এখানেই আর একটু শান্ত হ'য়ে বসলে'—"

—"সে-ই পলাতক মীন জালকে আঁকড়ে ধরলেন, কেমন?"

—"না। কারণ সত্যি বলছি আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল, তাই বললাম: 'না আজ উঠি—রাত হল।' অমনি ম্যাক ঢুকল: 'না মলয় তুমি থাকো—যখন য়ুমার এত ইচ্ছা,' ব'লেই বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে —য়ুমাকে Auf Wiedersehen পর্যন্ত না ব'লে।"

—"তার পর?"

—"য়ুমা মুহূর্তের জন্য যেন একটু বিমনা হ'য়ে পড়ল—মৃদু হেসে আমাকে শুধাল: 'কী?' আমি বিপন্নকণ্ঠে বললাম: 'কী প্রশ্নের মানে?' ও বলল: 'একটু অন্যায় হ'য়ে গেল না কি?' আমি বললাম: 'কেন?' ও বলল: 'শুধু তোমাকে আগলে রাখতে চেয়ে—ওকে একটু ধরলেই ও-ও থাকত, নয় কি?'

—"আমারও একথা মনে হয়েছিল, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না।"

—"তারপর?"

—"ওরা চ'লে যেতেই য়ুমা ঘরের চেয়ারগুলো এক কোণে ঠেলে দিয়ে 'এসো মলয়' ব'লেই আমার হাত ধ'রে টেনে এনে বসাল মাটিতে—ঘরের এক প্রান্তে একটা কাঠের ফ্রেমে আঁটা জাপানি মাদুরে-ঢাকা তোষকের ওপর। ওরা এই ধরনের তোষকেই বসে মাটিতে।"

—"তোষক?"

—"গদি মতন, কিন্তু ওপরে চিত্রবিচিত্র করা মাদুর-আঁটা দৃঢ় ক'রে। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি ব'সে আরাম।"

—"তার পর?"

—"'একটু বোসো মলয়'—ব'লেই য়ুমা চ'লে গেল ওর ছোট্ট প্রসাধন-

কক্ষে। কয়েক মিনিট বাদে একটি অপরূপ ছাইরঙের কিমোনো ও সোনালি 'ওবি' প'রে এলো-চুলে এসে বসল পাশে।"

"এলো-চুলে ওকে কখনো দেখি নি এর আগে। ও বলল: 'জানো, আমরা এলো-চুলে যার তার কাছে আসি না'?"

—"মন্ত্রমুগ্ধ এ-সম্ভাষণের মান রাখলেন কী ক'রে তার বর্ণনা কিন্তু বাদ দিয়ো না, লক্ষ্মীটি।"

মলয় আন্‌মনা হাসে: "আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। মন্ত্রমুগ্ধ না হোক—খানিকটা বিপন্ন বোধ করছিলাম এ নিশ্চিত। কারণ এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ও আমার আরো কাছ ঘেঁষে অর্ধশায়িত ভাবে হেলান দিয়ে বসল।

"দেহের রেখা ওর তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ কিমোনোর অন্তরালে। পশ্চিমে মেঘ গেছে ফেটে। অস্তসূর্যের রাঙা-আলো লুটিয়ে পড়েছে কতই আদরে ওর মুখে কণ্ঠে গ্রীবায় আধ-উন্মুক্ত পীতাভ বক্ষে। কী অপূর্ব যে দেখাচ্ছে! ঠিক্ যেন ছবি!"

—"না—" হেলেনা আবদার ধরে—"একটি কথাও বাদ দিলে চলবে না কিন্তু—কথা দাও।"

—"আচ্ছা," মলয় হাসে ঈষৎ সকুণ্ঠে, "শোনো—লুকোবো না কিছুই, দিচ্ছি কথা।"

"অবশ্য জীবন্ত ছবির আবেদন যে ভিন্ন এ তো বুঝতেই পারো।" মলয় ব'লে চলে, "কাজেই সাড়াও যায় বদ্‌লে। আমি এ-ছবিকে যে ঠিক ছবির মতন উপভোগ করতে পারি নি এ-ও কল্পনা করতে পারবে আশা করি?"

—"কল্পনার উপর বরাৎ দিলে চলবে না কারো মিয়ো—চাই বিশদ বর্ণনা—ব্যাখ্যান।"

মলয় ফের একটু ইতস্তত করে, পরে জোর ক'রে কণ্ঠে সহজ স্বর টেনে এনে বলে: "প্রথমে হ'ল কি, আমি ওর দিকে ভালো ক'রে যেন তাকাতেই পারি না। যতই চেষ্টা করি সহজ হ'তে ততই দৃষ্টি হয়ে আসে আবিল। যতই চাই সরল পাল তুলে সুখচ্ছন্দে সামনে চলতে ততই বুকের ঘূর্ণীতে ছপ ছপ ক'রে পড়ে বাসনার দাঁড়—যেন স্পষ্ট শুনতে পাই···আর অমনি সে-তালে-তালে কি একটা নেশার ফেণা ওঠে ঝিকমিকিয়ে···ফুলে ফুলে···দুলে দুলে।

—"তার পর?" বলে হেলেনা প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে।

—"হঠাৎ ও ব'লে বসল: 'খানিক আগের সেই দার্শনিক কোথায় গা-ঢাকা হ'ল কারো মিয়ো?' আমি ওর দৃষ্টি এড়িয়ে তাকালাম জানলার দিকে—দেখি, সূর্য নেমেছেন পাটে: সোনালি রং গাঢ় হ'তে হ'তে সিঁদুরের আগুন উঠেছে ঝলমলিয়ে। য়ুমা বলল: 'আহা সূর্য তো রোজই অস্ত যায়—আজকে না হয় আমার দিকেই একটু নেকনজর দিলে।' আমি ওর পানে চেয়েই চম্‌কে উঠলাম: সিঁদূরের একটা ঝলক ওর মুখে প'ড়ে যেন কাঁপছে। ওর পীতাভ রং এ-ঝিক্‌মিকে আভায় দেখাচ্ছে যে কী মায়াময়··ওকে এত সুন্দর বুঝি কখনো দেখি নি। ওর রেশমের মত নরম ও শিশুর মত অবাধ্য কয়েকগুচ্ছ চুল হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে···কিমোনো হয়েছে যেন অঙ্গ-রাগ···ভুরু দুটি দেখাচ্ছে যেন আঁকা ধনু···আর কী এক অপরূপ স্বপ্নাভ দ্যুতি ওর নিটোল বাহুতে অংসে আধ-খোলা উরসে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে।···আমি বার বার চেষ্টা করলাম কিন্তু যেন সইতে পারলাম না এতটা। শেষটায় বাধ্য হয়েই চাইলাম ফের অস্তাকাশের পানে। কী করব। তখন আমার রক্তে তুফান উঠেছে জেগে। এমন সময়ে খানিকক্ষণ পুর্ণস্তব্ধতার পরে ও কী মিষ্ট কণ্ঠে যে কথা বলল···অবর্ণনীয়: 'কী গো পাংশু বন্ধু, এত ভয়টা কিসের। অবলা তো বাঘিনী নয়। ব'লেই বলল: 'হাতটা না হয় ক্ষণতরে ধারই দিলে অক্ষমার আতিথ্যের দক্ষিণা হিসাবে।'

"হাত ধার দেব? প্রথমটায় বুঝতেই পারি নি—সত্যি বলছি। ও বলল: 'আমার হাতে গো হাতে, আর কোথাও না।' আমার রক্ত যেন ছলকে উঠল। কী একটা বিদ্যুৎ গেল খেলে। বুঝলাম ও পুরো প্রকৃতিস্থ নয় এখন। হবে কী ক'রে? হাজার সংযমিনী হোক না, রক্তে অত শ্যাম্পেনের ছোঁয়াচ একটুও না লেগে পারে?"

—"তার পর।"

—"দিলাম ওর হাতে হাত। আগেও দিয়েছি কিন্তু কথার মত স্পর্শেরও তো আছে ছন্দ। আজ যেন সব চেনা ছন্দ গেছে বদ্‌লে মনে হ'ল। ওর চোখের দৃষ্টির···হাসির রেশের···বসার ভঙ্গির···কণ্ঠস্বরের···সব কিছুর। ওর হাতে হাত ঠেকতেই মেরুদণ্ড বেয়ে কি একটা শিহরণ শির শির করে কাঁধ অবধি উঠতে লাগল। ওর শ্যাম্পেনের নেশা যেন এ-স্পর্শের মধ্যে দিয়ে আমার রক্তে উঠল ছল্‌কে।

—"তারপর ?"

"হঠাৎ ও বলল : 'ক্ষমা কোরো, ভুলে গেছি ওগো লাজুক অতিথি !' ব'লেই পাশের একটি সুন্দর ফ্লাস্ক্ থেকে জাপানি সরবৎ ঢেলে ধরল আমার ঠোঁটের কাছে। আমি বললাম : 'তুমি ?' ও আর একটা গেলাসে ঢালল ওর নিজের জন্যে। বলল : 'এবার তো আর শ্যাম্পেন নয় যে নানা অছিলায় যাবে এড়িয়ে।' আমি নিঃশেষ ক'রে বললাম : 'এড়াতে চাচ্ছিলাম বলল কে ?' ও স্থিরনেত্রে তাকিয়ে বলল : 'যা কেউ পারেনা তা-ও তো কেউ কেউ পারে বন্ধু!' আমার মনে প'ড়ে গেল ম্যাকের কথা। ও কিছুতেই খায়নি। বলেছিল জাপানি সরবৎ ও ছুঁতে পারে না। তখনও—খাওয়ার টেবিলে—ম্যাকের ছিল ওর প্রতি সেই প্রচ্ছন্ন বিরূপ ভাব। মুহূর্তে বুকের মধ্যে কী একটা অস্পষ্ট জ্বালায় বিজলি খেলে গেল : ও যতই ঔদাস্য দেখাক না কেন—ম্যাক ওর অনুরোধকে অনাদর করায় ওকে বেজেছে। হঠাৎ মনে হ'ল এক বিচিত্র অনুভূতি। যেন ম্যাকের ছায়া এসে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ আমাদের মধ্যে ! জাপানি সরবতেরও ঘোর আছে নাকি ? হয়ত··· কিন্তু যেন স্পষ্ট শুনলাম ম্যাকের স্পন্দিত স্বর : 'সাবধান মলয়—আর একটুকুও না।' ও আর একপাত্র ধরেছিল কিনা! আমার সত্যিই একটু কুণ্ঠা ছিল আবার ও-সরবৎ খেতে—বিশেষ ম্যাক খেতে চায়নি মনে পড়ার দরুন। এ কয়দিনে জাপানি সরবৎ খেতাম বটে, ভালোও লাগত, কিন্তু বেশি খেতে পারতাম না—কারণ ও সরবতে কি একট চাঁপা ফুলের মতন গন্ধ থাকত, যাতে মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করত একটুতেই। তাই ও-ও আমায় বেশি অনুরোধ করত না। কিন্তু আজ বহুক্ষণব্যাপী গল্পালাপের ফাঁকে এ উগ্রগন্ধ সরবৎ অনেকখানিই আত্মসাৎ করেছি, স্নায়ুগুলো হ'য়ে উঠেছে ছুঁচের মতন তীক্ষ্ণ। এই কল্পিত শাসনে মন উঠল রুখে : ঢক্ ক'রে ওর দেওয়া সরবতের সবটাই খেয়ে ফেললাম। মনে হ'ল যেন এতে ক'রে দিয়েছি ম্যাক্‌কে খুব সাজা, চাষা—য়ুমার কথা যে ঠেলে !—য়ুমার মনে যে ব্যথা দেয় !···"

—"তার পর ?"

"অতটা ফের এক ঢোঁকে খেয়ে ফেলতেই মাথা ও বুকের মধ্যে কি রকম যেন ক'রে উঠল হঠাৎ। কিন্তু অব্যবহিত পরেই সে অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র সুগন্ধ চারিয়ে গেল রক্তে। সঙ্গে

সঙ্গে কুণ্ঠার কুয়াশা গেল মিলিয়ে—মুখও ফুটল যেন হঠাৎ। বললাম: 'ম্যাক্‌টা দুর্ভাগা।' ও বলল: 'কেন?' আমি ঠাট্টার সুরে বললাম: 'নইলে শ্রীহস্তের ঢালা অমৃত অধরে রোচে না?' ও হেসে বলল: 'হয়ত আপত্তি থাকবে কোনো বিশেষ কারণে।' আমার মনে দপ ক'রে জ্বলে উঠল সেই জ্বালা। ও ক্রমাগত ঐ ম্যাক্‌টারই বা ওকালতি করে কেন? সব চেয়ে রাগ হয় ভাবতে যে ম্যাকের কথা ওকে এত বাজে, ভুলতে পারেনা। বললাম: 'আপত্তি না হাতি!—ওর ধারণা মেয়েদের অনুরোধ না-রাখার মধ্যে আছে অদ্ভুত পৌরুষ।' ও বলল: 'পৌরুষ না থাক্‌ বাহাদুরিও একটু নেই কি?' ফের সেই ওকালতি! আমি জ্ব'লে উঠলাম আরও। বললাম: 'মরি কী বাহাদুরি রে! এক গ্লাস তরল পদার্থ প্রত্যাখ্যান ক'রে কেউ ক্রুসেডার হয়নি।' ও বলল: 'কিন্তু ওর চেয়েও তরল পদার্থের জন্যে মানুষ ক্রুসেড ক'রেছে।' আমি হেসে বললাম: 'সেটা এত তরল যে বিদ্যুৎ হ'য়ে গেছে…তরঙ্গের দোলনা—যার জন্যে সবই সার্থক।' ও বলল: 'সত্যি? না, ঠাট্টা?' চোখের চাউনিও ওর বদলে গেছে যেন, রোজকার সে-দূরত্ব গেছে স'রে। আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে রক্ত যেন উঠে গিয়ে টলমল টলমল করছে বিদ্যুৎপ্রবাহে। উত্তর দিতেও ভুল হ'য়ে গেল। ও বলল: 'তোমার হাতটা সরিয়ে নিলে কেন?' আমি লজ্জিত অথচ খুসি হয়ে ওর দুটো হাতই টেনে নিলাম আমার দুই হাতের মধ্যে। অমনি ও আমার কাঁধে মাথা রেখে আর্দ্রকণ্ঠে বলল: 'আমার আজকের উচ্ছ্বাসকে কাল ক্ষমা করতে পারবে তো?' আমি বললাম: 'ক্ষমা? এ-প্রশ্ন কেন?' ও বলল: 'ম্যাকের কাছে শুনেছি যে এক মস্ত গ্রীক দার্শনিক নাকি বলেছেন—এক নদীতে মানুষ দুবার স্নান করেনা। কালকের য়ুমা আজকের য়ুমা নয়—তাই ভয় হয় আগামী কালকের মলয় যদি আজকের য়ুমার গভীরতার কথা ভেবে হাসে!' আমি স্পষ্ট কণ্ঠে আমার দুটি হাতের মধ্যে ওর মুখখানি টেনে নিয়ে ওর চোখের পানে চেয়ে বললাম: 'য়ুমা, একটা গাঢ় বেদনাকে খুব যত্ন ক'রেই পুষছ, না?'

"ওর চোখে জল ভরে এল, বলল: 'ঘা শুকোয় কিন্তু দাগ শুকোয় কি?' আমি বললাম: 'এমন কী আঘাত যা এত গভীর সন্দেহের দাগ রেখে গেল?' ও হঠাৎ ওর হাত দুটো মুক্ত করে নিয়ে মুখ ঢাকল।" ব'লে মলয় কুণ্ঠিত সুরে বলল: "আমি ওকে নিলাম বাহুবন্ধনে টেনে।"

—"না, মলয়। এখানে ফুটকি ফুটকি ফুটকি না···সবটুকু বলতে হবে।"

—"কী বলব হেলেনা?" বলে মলয় ঈষৎ লাল হ'য়ে, "বুঝতে তো পারো—বাঁধ যখন ভাঙে তখন আদরের বন্যা তো নামেই।"

—"তার পর?"

—"ওর চোখেও প্লাবন নামল ধারাসারে—" ব'লে একটু ইতস্তত ক'রে আমার কণ্ঠবেষ্টন করল ওর দুটি হাত। সূর্য তখন উঠেছে আরও রাঙা হ'য়ে। সেই রাঙা রাগ উপছে পড়েছে ওর মুখে বুকে কণ্ঠে। আমরা প্রায় আত্মহারা। এমন সময়ে ঘরের দোরে আঘাত।

আমরা চমকে উঠে সামলে বসলাম। ও ওর অসম্বৃত বেশ গুছিয়ে আলুথালু চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে বসতে না বসতে ঢুকল কে বলো তো?"

—"ম্যাক?"

—"হ্যাঁ। আর সেই মুহূর্তেই আমার মনে হ'ল বুঝি আমার 'পরে এমনতরো আক্রোশ, বিদ্বেষ, ঘৃণা আর কারুর নেই এ-জগতে—যেমন ম্যাকের।"

—"নিজের মনের ছবি আরোপ?"

—"পুরো না। যদিও এ-ধরনের আক্রোশের ছোঁয়াচ আছে, তাই আমিও তপ্ত হ'য়ে উঠলাম দেখতে দেখতে। বিশেষ ক'রে ওর এই অসময়ে প্রবেশ এমন অনধিকারপ্রবেশ মনে হ'ল যে—কিন্তু সে-ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারব না হেলেনা।"

—"দরকার নেই। এটুকু আমি কল্পনা ক'রে নিতে পারব যদি তুমি যা পারবে তাই করো।"

—"কী?"

—"বলো—তার পর কী হ'ল।"

—"য়ুমা তৎক্ষণাৎ হেসে জানু পেতে জাপানি অভিবাদন ক'রে ওকে স্বাগত জানালো। কিন্তু ও য়ুমার দিকে ফিরেও তাকালো না, মেঘলা মুখে আমাকে ইংরিজিতে বলল: 'আ—আমি এসেছিলাম তো—তোমারই কাছে একটু দ—দ—দরকারে।' আমি ওর দিকে চাইলাম। বোধ করি আমার চোখে আমার মনের জ্বালা উঠেছিল ফুটে। ও আমার দিকে

চেয়ে বলল: 'আমাদের ফ্রাঙ্কফোর্ট যাওয়া হ'লনা—অত শ্যাম্পেন খেয়ে হঠাৎ গৃৎমানের মাথা ঘুরছে। আমি তাই তোমার কাছে আমার সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা চাইতে এলাম।' আমি ওকে আমার ডেস্কের চাবি দিয়ে বললাম: 'বাঁ দিক্‌কার।' য়ুমা বলল: 'বসবে না একটু?' ও কোনো উত্তর না দিয়েই হন্ হন্ ক'রে চলে গেল—এমন কি দরজাটাও ভেজিয়ে না দিয়ে।

"য়ুমার রাঙা মুখ মুহূর্তে হ'য়ে গেল ছাইয়ের মতন শাদা। ওর বুকে জেগে উঠ্‌ল যেন সিন্ধুচ্ছ্বাস। এ-রকম অপমান বোধ করি ওকে কেউ করে নি। আমার মনে হ'ল: ম্যাক্ ওর মুখচোখের অবস্থা দেখে কিছু একটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছিল—বিশেষ ক'রে ওর বিস্রস্ত চুল দেখে। আমি ওর কাছ ঘেঁষে ব'সে ওর হাত দুটো টেনে নিলাম ফের। কিন্তু ঐ গরম ঘরেও দেখি ওর হাত ঠাণ্ডা। ও আমার হাতের 'পরে একটু চাপ দিয়েই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ নিচু ক'রে রইল। শুধু ওর বুক দ্রুত তালে ওঠে নামে।..."

—"তার পর?"

"আমি বললাম: 'আমি বলি নি তোমাকে যে, ম্যাক্‌টা চাষা!' মুহূর্তে ওর দুচোখে জল চিক চিক ক'রে উঠল। আমি ওর চিবুকে হাত দিতেই ও ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। আমি আর্দ্রকণ্ঠে বললাম: 'এটুকুও ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে না?' ও দুহাতে মুখ লুকিয়ে কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

"ওকে এতটা বাজল দেখে আমার যেমন দুঃখও হ'ল তেমনি বুকের মধ্যে একটা জ্বালাও জ্ব'লে উঠল! আমি ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম: 'অত কাঁদে না ওর কথা ভেবে।' ও বলল হঠাৎ: 'ওর কথা ভেবে কাঁদছি না মলয়!' আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: 'তবে?' ও বলল: 'আমার নিজের।' বলতে বলতে আবার ওর চোখে জল ভ'রে এল। এবার আমার ধাঁধা লাগল, বললাম: 'ব্যাপার কি য়ুমা? বলবে না আমাকে?' ও জোর ক'রে কান্না থামিয়ে বলল: 'বলবার মতন কথা যে নয় বন্ধু—তুমি এত ভালো।'

"আমি ঠাট্টার সুরে বললাম: 'আর তুমি?' ও হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: 'আমি মন্দ মলয়—খু—ব মন্দ, তাই তো কাঁদছিলাম।' আমি

হতবুদ্ধি মতন হ'য়ে বললাম: 'সে কি?' ও খানিক দাঁতে ঠোঁট চেপে রইল, পরে বলল নিষ্ঠুর কণ্ঠে: 'ম্যাক আমাকে যে-ঘৃণা দেখিয়ে গেল আমি তার যোগ্য মলয়—আমার সঙ্গে তুমি আর মিশো না।' আমি দিশাহারা মতন হ'য়ে বললাম: 'মিশব না?' ও বলল পরুষ কণ্ঠে: 'না। কারণ—কারণ বললে বিশ্বাস করবে কি—এতদিন আমি তোমাকে—মানে—তোমাকে নিয়ে একটু খেলাচ্ছিলাম—এবার বুঝেছ কি আমাকে ওর ঘৃণা কেন এত বেজেছে?"

—"তার পর?"

—"তার পরের কথা আমার ভালো মনে নেই হেলেনা। অন্তত তার পরে কয়েক মুহূর্তের কথা। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন আমার হৃৎপিণ্ডে, না মস্তিষ্কে হাতুড়ি মারল। চোখের সামনে কালো কালো তারার ফুল নাচতে লাগল। কানে কি একটা কাঁসর বেজে উঠল ঝাঁ ঝাঁ ক'রে। আমি উঠে দাঁড়ালাম—উদ্‌ভ্রান্ত মতন হয়ে।"

—"তার পর?"

—"লক্ষ্যহীন ভাবে এসে দাঁড়ালাম জানালার কাছে। একটা দমকা বাতাস লাগল মাথায়:···ধীরে ধীরে সম্বিৎ এল ফিরে। পিছনে ওর চাপা কান্না শুনতে পেলাম—কিন্তু মনে হ'ল যেন কত দূরে।···

"আবেগ···জ্বালা···অপমান···সেই সূক্ষ্ম অথচ তীব্র গন্ধনিবিড় লিপ্সা··· নিরাশা··· বেদনা···আরও কত কী ক্রমশ আমার বুকের মধ্যে উদ্দাম হ'য়ে উঠল দেখতে দেখতে। সমস্ত আলোর নেশা কালো হ'য়ে এল।

"মনে হ'তে লাগল—একটু একটু ক'রে—যুমা ও আমার সম্বন্ধ দুদিন আগেও কী সুন্দর—নির্মলাই না ছিল! কী সুন্দরী সখীই না ও ছিল আমার জীবনে!" ব'লে একটু থেমে "একেই বলছিলাম স্পর্শোন্মুখ প্রেম হেলেনা—এ ভরসা দেয়, তৃষ্ণা মেটায় না—ঘূর্ণীই আনে, বন্দর দেখায় না।"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে বাইরের পানে। সেখানে আকাশে ঘোরালো প্রদোষ স্ফটিকাভ হ'য়ে উঠছে···সমুদ্রের অকূল চারধারেই।···

মলয় ওর হাতের 'পরে হাত রেখে বলল: "কী ভাবছ হেলেনা?—মনে কি কোনো—"

হেলেনা ওর দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল: "না মলয়, দুঃখ নেই খেদও না। তবে প্রশ্ন আমারও মনে জাগে তোমার মত। অথচ আমার মন সায় দেয় তোমার এ অনুভূতিতে।" ব'লে একটু থেমে মুখ নিচু ক'রে বলল: "আর...এখন বুঝতে পারছি—দেহাতীত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা তোমার মনে কেন...এত প্রবল।...আর সেই জন্যে—" ওর থেমে-থেমে-বলা কথার মধ্যে ফুটে ওঠে একটা শান্ত উদাসী সুর—"প্রেমে দেহের স্পর্শোন্মুখতা সম্বন্ধে আমার মনের সাড়া যা-ই হোক না কেন—তোমাকে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি আর বদলাতে বলব না কোনোদিন এ নিশ্চয় জেনো।"

হেলেনার দুই বাহু মলয়ের কণ্ঠ লতিয়ে ধরে...কেন যে চোখে জল আসে... কেউ কি জানে?

* * * *

—"না মলয়, সত্যি বলছি—এ চোখের জল মায়া। দুঃখের উদ্ভব ক্ষোভ থেকে। তা নেই আমার। তবে আমি যা আমি তো তা-ই—মানে যতক্ষণ আমি আর কিছু হ'য়ে উঠতে না পারছি ততক্ষণ ব্যথা পেতেই হবে, উপায় কি বলো?"

মলয় ওকে আদর করে কোমল কণ্ঠে বলে: "কিন্তু বুঝলেও ব্যথা কি কমে না?—একটুও?"

হেলেনা নতমুখে একটু চুপ ক'রে থেকে কি বলতে গিয়েই থেমে শুধু বলল: "থাক্, এখন নাই বা বললাম।"

—"কেন

—"আগে শুনি যুমা তোমাকে কী চোখে ঠিক দেখেছিল। কেবল..." ওর চোখে চোখ রেখে মিনতির সুরে: "কেবল...একটা অনুরোধ।"

—"বলো।"

—"কিছু মনে করবে না কথা দাও আগে।"

মলয় ওর হাত দুটি পর পর চুম্বন ক'রে বলল: "মনে করব? ছি।"

—"যেটুকু ঢাকতে চাইছ কথাকে বেশি ফেনিয়ে তুলে—সেটুকুকেও প্রকাশ করতে হবে।"

—"আমি কি—"

—"কিছু মনে কোরো না মলয়, ওসব বিবৃতি-বাহুল্যের কি একটা ছন্ম অভিসন্ধি নয় কথা দিয়ে কথা ঢাকা—পাছে ব্যথা পাই ভেবে?"

মলয় চুপ ক'রে থাকে।

—"ব্যথা বাজে মলয়," বলে হেলেনা ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, "এতে লজ্জাও আছে মানি—কিন্তু তবু—"

—"তবু?"

—"নোরার কথাই সত্য নয় কি?"

—"কী?"

—"যে সত্যের ভিতে দাঁড়ানোই ভালো যদি সে ধ্বংসে পাতালেও নিয়ে যায়, কিন্তু অসত্যের পুষ্পকে চ'ড়ে আকাশকে দখলে আনতে যেন না যাই। না না না ভীরুতার দুর্গে আশ্রয় আমি নেব না কিছুতেই। তুমি—" কণ্ঠস্বর ওর গাঢ় হ'য়ে আসে—বলে হঠাৎ ওর হাত দুটো চেপে—"সে-গ্লানি থেকে আমাদের ভালোবাসাকে তুমি রক্ষা কোরো—দেহবাসনা একে যতই কেন না অশুচি করুক।" ওর চোখ চিক চিক ক'রে ওঠে।

—"ছি হেলেনা—আমি কি অশুচিতার কোনো ইঙ্গিত করেছি?"

হেলেনা চোখের জল চকিতে ব্লাউজের হাতায় মুছে বলল: "নো প্রবোধ থাক্—কথা দাও আগে।"

মলয় নিষ্পলক নেত্রে ওর পানে খানিক তাকিয়ে: "দিচ্ছি হেলেনা। কিছুই লুকোবো না। তুমি ঠিকই বলেছ—প্রেমকে দাঁড়াতে হ'লে সত্যের ভিৎ-এর 'পরেই দাঁড়াতে হবে।" হেলেনা ওর বুকে মুখ লুকোলো।

৩৭

হেলেনা ওর বুক থেকে মাথা তুলে শান্ত কণ্ঠে বলল: "তার পর?"

মলয়ের চমক ভাঙল: "কী?—ও—গল্প?—বলি।"

* *

"কতক্ষণ এভাবে আনমনা ছিলাম জানি না। তার পর কী সব চিন্তার আঁধি যে আমার মনের স্বচ্ছ আকাশকে আবিল ক'রে তুলেছিল তা-ও পারব না গুছিয়ে বলতে। কেবল মনে আছে কী এক বৈরাগী বিবেক আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে—কেন এ-বিড়ম্বনা! প্রাণের এই সব ফেনিলতায় ঢেউ মাতামাতির নেশা নিয়ে কেনই বা এ কাঙালপনা? ধিক্। ক্ষোভের তাপ একটু একটু ক'রে নিভে এল এই উদাস সুরে।…"

—"তার পর ?"

—"হঠাৎ কাঁধে ওর হাত ঠেকল। চমকে তাকালাম। ওর চোখের পাতা অশ্রুস্ফীত। বলল : 'আমাকে ক্ষমা করো মলয়। আমি খেলা করছিলাম তোমাকে নিয়ে সত্যি, কিন্তু প্রণয়ী হিসেবে—বন্ধু হিসেবে নয়। সেখানে আমার ফাঁকি ছিল না।'

"আমি কোনো কথা বললাম না। অভিমানে বুক আমার কালো হ'য়ে এসেছে : বন্ধু হিসেবে নয় ? ব—ন্—ধু—"

"ও যেন টের পেল, বলল গাঢ় কণ্ঠে : 'থাকবে না আমার বন্ধু আর মলয় ? একটা তরল সম্বন্ধ যদি মিথ্যাই হয় তবে গভীর সম্বন্ধটাকে দেবে বিসর্জন ?'

"গভীর ? গ—ভী—র ! হাসি এল। ধিক্। ও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে উৎসুক নেত্রে আমার মুখের পানে তাকিয়ে—আমি তেমনিই বাইরের দিকে চেয়ে। এমন সময় এই আশ্চর্য নীরবতার মাঝখানে একটা নতুন অনুভূতি এল—অভিমানের অন্ধকারে।"

—"কী অভিমান ?" হেলেনার কণ্ঠস্বরে কৌতূহলের নিবিড় স্পন্দন ওঠে বেজে।

—"যে, সংসারে ছোটকে পেলে বড়কে আমরা চাই না চাই না চাই না অথচ মুখে বলি চাই চাই চাই। কথাটা বলি একটু বিশদ ক'রে।"

"কি জানি কেন," মলয় বলে, "আমার মনে হয় বরাবরই হেলেনা যে, সত্য বন্ধুত্ব যৌনপ্রণয়ের চেয়ে অনেক বড় উপলব্ধি। যুমার সঙ্গে এই বন্ধুত্বের স্বাদও সত্যিই পেয়েছিলাম একথাও অকপটে বলতে পারি। কিন্তু ধীরে ধীরে যতই সে-বন্ধুত্ব দেহাসক্তির দিকে এগুতে থাকে ততই ওর নির্মল বন্ধুত্ব যায় পিছিয়ে—মনে হয় স্বাদহীন, আলুনি ! এর কারণ কী—কে বলবে ?"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "হয়ত এই যে, নিছক দেহ-বাসনা তীব্র বটে কিন্তু গভীর নয়। রসের স্বাদ স্থায়ী বটে কিন্তু তার চেকনাই নেই—তাই প্রথমটায় মন টানে না।"

—"একথা আমারও মনে হয়েছিল হেলেনা, কিন্তু ওর প্রতি আমার টানটা ছিল কি শুধুই দেহতৃষ্ণা ? তা তো নয়। তাই যদি হবে, তবে ওর বন্ধুত্বের স্বাদ এত নিবিড় ভাবে পেয়েছিলাম কী ক'রে দেহাসক্তি জাগবার পূর্বে ?"

হেলেনা কী বলতে গিয়ে থেমে যায়।

—"য়ুমা যখন দেহের আগুনকে অকারণে জাগিয়ে তুলে অকারণেই নিভিয়ে দিল তখন এই কথাটা এত প্রত্যক্ষ ক'রে উপলব্ধি ক'রেছিলাম হেলেনা যে, বলবার নয়।"

—"কোন্!"

—"ঐ যে বললাম—পুঁথি বা শাস্ত্রে যাই বলুক না কেন, জীবনে মানুষ ছোটকে পেলে বড়কে আর চায় না—অন্তত দেহাসক্তির মায়াবনে নয়।"

হেলেনা একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কোনো কথা না।

মলয় ওর হাত দুটো চুম্বন করে ফের: "দুঃখ দিলাম না কি হেলেনা—অতর্কিতে?"

—"দিয়েও যদি থাকো" বলে ও ম্লানকণ্ঠে, "তবে দেনাওয়ালা তো তুমি নও মলয়, তাই যাক ও-সব আক্ষেপ। জীবনে অনেক গভীর কথায়ই তো মন আমাদের ঘা খায়। তবু—ব্যথা পেলেও—অস্বীকার করব না যে গভীর কথাটাই সত্যের বেশি কাছ দিয়ে যায়—হৃদয়কে গড়বার জন্যেই হৃদয় ভাঙতে হয়—কিন্তু যাক এ আক্ষেপ, বলো—তারপর?"

মলয় ওর হাত ছেড়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল: "কতক্ষণ পরে জানি না—হঠাৎ ওর একটা দীর্ঘনিশ্বাস কানে গেল। মুখ তুলে দেখলাম ও পশ্চিমাকাশের ম্লান আলোর দিকে চেয়ে। আমি ওকে ডাকলাম: 'য়ুমা!"

"ও তাকালো বিষণ্ণ দৃষ্টিতে।"

"আমি বললাম: কিছু মনে কোরো না য়ুমা, আমি এখন যাই।' ও বলল: 'এমনি ক'রেই কি বিদায়ের পালা শুরু করে?'

"আমি বললাম: 'কেমন ক'রে?' ও বলল: 'ছোট দানের বদলে যে বড় উপহার দিতে চাইছি—তাকে ফিরিয়ে দিয়ে?' আমি সব্যঙ্গে বললাম: 'য়ুমা, আমরা ছোটরই পসারী, বড় দান সইতে পারব কেন বলো?' 'বিদ্রূপ কোরো না মলয়' বলল ও ক্লিষ্ট কণ্ঠে, 'প্রণয়ী হিসেবে না হোক বন্ধু হিসেবে তুমি যে আমার কত বাঞ্ছিত—' আমি উঠে দাঁড়ালাম: 'থাক এ-প্রসঙ্গ য়ুমা' ও-ও উঠল, কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে শুধু আমার পানে তাকিয়ে রইল। আমি চোখ নিচু করলাম—বিষাদের কালো মেঘে আমার মনের আকাশে আলোর প্রতি রন্ধ্র গেছে বুজে। ও আমার হাত চেপে ধরে বলল: 'ক্ষমা করবে

না তাহ'লে ?' আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বললাম: 'ক্ষমা? বাঃ, কিসের?'

"ও বলল: 'তোমাকে আমি বলি নি যে, আমার পণ বিবাহ কখনো করব না, প্রণয়ে কখনো গা ভাসিয়ে দেব না?"

"আমি বললাম: 'প্রথমটায় যদি এত বিমুখতা তবে দ্বিতীয়টা—' ও বাধা দিয়ে বলল: 'আমিও তো মানুষ মলয়, সব কথা আমার তুমি তো জানো না।' আমি বললাম: 'জানতে আমি চাই এটা ধরে নিলে কেন?' ও বলল: 'এতটা?' আমি একটু নরম সুরে বললাম: 'ও-কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।' ও বলল: 'আগে হলে কি এ-সাজা আমাকে দিতে পারতে?'

"আমি বললাম: 'য়ুমা, বিপ্লব ঘটতে লাগে বটে এক মুহূর্ত, কিন্তু তার পরে আসে যুগান্তর'।'

"ও ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল: 'এ-সব উপমা ছাড়ো মলয়, সহজ সরল ভাবে আমাকে ক্ষমা করো শুধু—আর কখনো এমন অপরাধ করব না—কথা দিচ্ছি।'

"আমি বললাম: 'কেন বৃথা আত্মগ্লানিকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? তোমার তো বিশেষ কোনো অপরাধই ঘটে নি—দেহ যখন দেহের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে ফুল কাটতে যায় তখন দু-একটা ফোস্কা পড়লে দোষ দেবে কে কাকে?' ও বলল: 'শুধুই কি একটু ফোস্কা?' ইচ্ছা করেই তাচ্ছিল্যের সুরে আমি বললাম: 'তোমার কি ধারণা অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে?' ওর মুখ ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল কিন্তু ও সহজ সুরেই বলল: 'না—কিন্তু হঠাৎ ম্যাক এসে না পড়লে ঘটতেও তো পারত।' আমি বললাম: 'কী করে? তুমি তো নিজ মুখে বললে—আমাকে নিয়ে খেলাচ্ছিলে?' ও বলল: 'মলয়, তুমি কি জানো না আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে খেলা অনেক সময়েই খেলার নিয়মকানুন ডিঙিয়ে যায়?' আমার মনের ধিকৃত পৌরুষ এবার জ্ব'লে উঠল, বললাম: 'তবে বললে কেন এইমাত্র যে, এ-খেলার সময়ে মনে প্রাণে তুমি ছিলে একেবারে সতী?'

"বলেই আমার এত অনুতাপ হ'ল! এ-ধরনের কথা যে আমি কোনো মেয়েকে বলতে পারি বোধ হয় কল্পনাও করতে পারতাম না দুদিন আগে।"

—"দুঃখ কোরো না মলয়, সব সময়ে সব কথা আমরা বলি না তো, ঘটনাচক্র আমাদেরকে দিয়ে বলিয়ে নেয়—পুতুল খেলায়। বলো ও কী বলল এ কথায়?

—"ও চম্‌কে উঠল প্রথমটায়—মুখ গেল ওর ছাইয়ের মতন শাদা হ'য়ে, ব্যথিত কণ্ঠে বলল: 'তুমি রূঢ় ভৎ'সনা করো যত ইচ্ছে—কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি!' আমি বললাম: 'ভুল মানে?' ও বলল: 'তুমি কি জানো না যে, কোনো ভূমিকা অভিনয় করতে করতে অভিনেত্রীদের মনে হয় ভূমিকাটাই তাদের সাক্ষাৎ জীবনলীলা?' আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম: 'নটীলীলায় আমি তো তালিম কখনো নিইনি য়ুমা, জানব কোত্থেকে?'

"কথাটা এবার আমি বলতে চেয়েছিলাম সাবধান হ'য়ে, সংযত ব্যঙ্গের সুরে, কিন্তু আমার গুপ্ত ক্ষোভ আমাকে দিল ধরিয়ে—আমার নিজের জ্বলুনির আঁচ আমাকেই লাগল বেশি, কিন্তু কখন যে কোন্‌ ঢেউ কি ভাবে কথা হয়ে লাফিয়ে ওঠে…"

মলয়ের সুর আসে স্তিমিত হ'য়ে।

—"তার পর?"

—"একটু আগেই আমার একটা কাঁধের 'পরে ও হাত রেখেছিল সাদরে—নামিয়ে নিল ধীরে ধীরে…খানিকক্ষণ চুপ করে বাইরের অস্ত-গগনের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ধাক্কা-খাওয়া পাষাণ-প্রতিমার মত ভেঙে পড়ল।…সে কী কান্না হেলেনা! ওর তন্বী দেহলতা—কিন্তু তার বর্ণনা হয় না—সে একটা দৃশ্য—ঘটনা।"

—"বেচারি!" বলে হেলেনা আর্দ্রকণ্ঠে।

—"আমারও মনে ঠিক এই কথাটাই বেজে উঠেছিল মনে আছে—বেচারি!"

—"তারপর?"

"মন থেকে মুছে গেল স—ব; য়ুমার হাতে আমার অপমান, আমার প্রতি ম্যাকের ঘৃণা, তার সম্বন্ধে আমার গোপন জ্বালা স—ব ওর কান্নার তুফানে গেল ডুবে—মুহূর্তে।"

* * * * *

মলয়ই ভাঙল ঘরের উচ্ছল নৈঃশব্দ্য:

"সংসারে যত করুণ দৃশ্য আছে হেলেনা, তার মধ্যে সব চেয়ে শোকাবহ দৃশ্য কী জানো?"

হেলেনা প্রশ্নগাঢ় নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকে।

"কাউকে ব্যথা দিয়ে তার ফল চাক্ষুষ করা। আত্মধিকারে আমি যেন নিজের চোখে ছোট হ'য়ে গেলাম। ওর পাশে বসে ওর মাথাটি বুকে টেনে নিয়ে ওর ঢেউ-খেলানো এলোচুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম! মনে হল নিমেষে যেন আমার ভিতরকার কোনো একটা মূল উপাদানের হয়ে গেছে অদলবদল: কোথায় বা সে দেহের উন্মাদনা, কোথায় বা সে নেশার রঙ, কোথায় সে বাসনার অধীরতা। তার জায়গায় এমন এক নরম স্নেহ শুভ্র অনুকম্পার আলোয় উঠেছে নিষিক্ত হয়ে—সব ক্ষোভের কালো সে-আলোয় ধুয়ে মুছে গেছে···শুধু কোমলতা কোমলতা—কোমলতা—ও কী হেলেনা? তুমিই তো বলেছিলে 'কিছুই না ঢাকতে কথায় ফেনায়!" হেলেনার চিবুক ধ'রে মলয় ওর অশ্রুনিষিক্ত চোখে চুম্বন করে।

চোখের জল মুছে জোর করে হেসে হেলেনা বলে: "ছাড়ো ছাড়ো দয়াল, ঢের হয়েছে বলো এখন। দুর্বলতার ছোঁয়াচে দুর্বলতা জাগবে না তো জাগবে কি পাষাণের অটলতা?"

ওরা হাসে—ব্যথায় করুণ তৃপ্তির হাসি···

হেলেনা ওকে বোঝে···তৃপ্তি আসবে না? মলয় ক্ষমা করতে না পারলেও ও তো ক্ষমা করতে কসুর করে না। আসবে না কৃতজ্ঞতা?···

৩৮

—"তারপর।"

মলয়ের চমক ভাঙল, একটু ম্লান হাসল: "কী বলছিলাম। হ্যাঁ, ওর মুখ আমার কোলে—আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি এমন সময়ে হঠাৎ ও উঠে বসে বলল: 'আমাকে ক্ষমা কোরো মলয়। জাপানি নামের, জাতের আমি কলঙ্ক। তবে—তবে বিশ্বাস কোরো আচম্কা এতটা ভেঙে পড়তে যে আমি পারি তা আমার নিজেরই জানা ছিল না। থাকলে সতর্ক হতাম নিশ্চয়ই।' আমি একথার কি উত্তর দেব ভাবছি এমন সময়ে ও-ই ফের বলল,

'তবে আমি শিক্ষাদীক্ষায় ঠিক জাপানি তো নই। একে গাইশা, তার ওপর মা-র আদরিণী মেয়ে যে, বলিনি?' আমি হাসলাম: 'আমি কি তোমাকে তিরস্কার করেছি যে এ-সাফাই?' ও হেসে বলল: 'মেয়েদের স্বভাব জানোই তো বন্ধু, পরে পাছে তিরস্কার করো সেই ভেবে এখন থেকে তার পথ মেরে রাখছি।' আমি বললাম: 'বেশ কথা। কেবল তাহলে আরো একটু গোড়া বেঁধে কাজ ক'রে সাফাইটা নিখুঁত ক'রে গেয়ে রাখো।' ও হাসল, বলল: 'তবু কৌতূহলী এ-অপবাদ কেবল মেয়েদেরই কপালজোড়া হ'য়ে রইল!' আমি বললাম: 'অপরের মনের অন্দরের তত্ত্ব নিতে উৎসাহ যদি মেয়েলি অগুণ হয় তবে আমাকে তোমাদের দলে ভর্তি করতে পারো—যত অপবাদ রটুক সইব, যদি কেবল মনের দুয়ার খোলো ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ।' ও মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে সাগ্রহে বলল: 'শুনবে আমার কাহিনী মলয়? তোমায় আমি সব বলতে পারি। শুধু তোমায়।' ওর একটি হাত মুঠোর মধ্যে নরম করে চেপে ধরে বললাম: 'সত্যি পারো, যুমা?' ও বলল, বিশ্বাস হয় না?' একটু চুপ করে থেকে বললাম: 'সত্যি বলব?' ও বলল: 'ভয়টা কিসের?' বললাম: 'ভুল-বোঝার।' ও বলল: 'অত সাবধান সংযমী নাই বা হলে।' আমি হেসে বললাম: 'সংযমী হওয়াও যে খারাপ এ কে জানত?' ও বলল, 'আমরা অনেক কিছুই জানি না, পথচলায় ঠেকে শিখি যেমন শিখেছে ম্যাক। জানো তো বাইরে ও কী নারী বিমুখ অথচ অন্তরে—টের পাওনি কি আজ?'

আমি কী উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর পাণ্ডুর গালে রং জেগে উঠল। ও হেসে আমাকে বলল: 'যেতে দাও—আমি বলব তোমাকে আজ আমার কাহিনী।'

এমন সময়ে দোরে মৃদু টোকা।

হেলেনা সরে বসল:

"কে?"

"আমি—নোরা।"

"এসো।"

—"সুপ্রভাত মলয়", নোরা বলে হেসে।

—"সুপ্রভাত নোরা!"

—"সারারাত গল্প, না অতঃপরও আছে?"

হেলেনার গাল দুটি রঙিয়ে ওঠে: "শুরু থাকলেই তার কিছু না কিছু পরিণতি যে থাকে সেটা অবশ্য বুঝতেই পারো। তবে তাই ব'লে রক্ষক যে সব সময়েই ভক্ষক হ'ন এ-ভয় অমূলক।"

—"এর মূলে সত্যের ভিৎ লুকিয়ে থাকলেই বা ভয় ডর কিসের দিদি? আংটি দেখতে ছোট, কিন্তু বড় বনেদ সে-ই গাঁথে।" মলয়ের দিকে চেয়ে: "অত লজ্জা কেন ভাই? দিদি তোমাকে বলেনি কি আমাদের সেই সুইড ছড়াটির কথা—

রাতে যুগল আংটিবদল করে
প্রাতে দেখে আংটি হ'ল মালা:
এম্‌নি ক'রেই প্রেমের জাদুঘরে
এক হয় আর, তাই তো ভুবন আলা।"

—"এত প্রফুল্ল যে—হঠাৎ?" মলয় বলে হেসে।

—"মনটা আজ এত ভালো আছে ভাই—বাবা উঠেছেন।"

হেলেনা সশব্যস্তে উঠে বলল: "উঠেছেন? কেমন আছেন এখন?"

—"বেশ ভালো—একটু দুর্বল এই যা।"

মলয় বলে: "দুর্বলতা দুদিনেই কেটে যাবে, কেবল—"

—"না সে ভয় নেই। একেবারে সহজ মানুষ। তাই তো আমার এত আনন্দ হ'ল যে তোমাদের—" ব'লে মলয় ও হেলেনার পানে পর পর চেয়ে: "প্রেমের সুরেলা আলাপিনীতে বিস্বর পর্দার মতন ঝুপ্ ক'রে এসে পড়লাম না কি ভাই?"

হেলেনার চোখ দুটিতে হাসি উঠল ফুটে। নোরার গলা জড়িয়ে ধ'রে তাকে চুম্বন ক'রে বলল: "মিছেই ছলতে এসেছ নোরা! তোমার

আবির্ভাব যে কারুর কাছেই বিষম হ'তে পারে না এ তুমি বেশ জানো মনে মনে।"

নোরা ওকে প্রতিচুম্বন দিয়ে হাসিমুখে বলল: "দেখা যাবে দিদি, দেখা যাবে, মনে আছে তো আমাদের সেই ঘরোয়া ছড়াটা:

'শুব যারে আজ করি: 'ধীরাজ!'—কাল বলি তায়: 'তুই কে রে?'
বিরহী কয়: 'এম্‌নিই হয় ভাই, মিলনের প্রেমফেরে।'

দোরে টোকা ফের।

*　　　　*　　　　*　　　　*

কফি রুটি মাখন ডিম...

মলয় বলে: "এ কী? কে আনতে বলল?"

নোরা হেসে বলল: "আমি ভাই আমি। সারারাত প্রেম্ম করেছ, একটু চাঙ্গা হয়ে নেও শেষরাতে। আবার ভোর বেলায় শুরু কোরো, ব'লে হেসে মলয়ের দিকে চেয়ে বলল: "আমাদের আরও একটা ছড়া আছে:

'যতই কেন বলিস ওলো সজনী,
ভরা পেটেই স্বপন দেখে স্বপনী
ভুখা হ'য়েও চায় যে মিলন-রজনী
নয় সে পুরুষ। কী নাম তার? রমণী।'

—এসো দিদি, বাবা ডাকছেন।"

হাসতে হাসতে ওদের প্রস্থান।

৭০

মলয় ডেকে উঠে এসে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

চারটে। শেষ রাত। তবু এখানে আকাশে আলোর হোলিখেলা উঠেছে জেগে।…কোথাও ছায়ার লেশও নেই। সামনে নীলকল্লোল সিন্ধুর 'দক্ষিণ' মূর্তি। এ-ও যে কখনো রুদ্ররূপ ধরতে পারে কে বলবে আজ? অগুন্তি ফেনার মুকুট প'রে উর্মিবালারা চলেছে কার নাচদুয়ারে—ঐ দিগন্তের পারে? দৃষ্টির প্রদীপে জ্বলেছে যেন তাদেরই আলো—মনেও ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতির দিগন্তহারা আনন্দের ঝঙ্কার!…

অথচ এ আনন্দের মধ্যে আছে একটা নব সুর—বৈরাগ্যের। একথা ওর মনে হচ্ছিল এতক্ষণ চাপা সুরে—হঠাৎ উচ্ছল হ'য়ে ওঠে কিসে?—একটা সামান্য জাহাজের বাঁশির সুর বরাবরই ওর কাছে এত মধুর লাগে—বিশেষ ক'রে সমুদ্রবক্ষে!…এত উদাস…মধুর!…মনে হয়—এই একই বাঁশি ও কতবারই তো শুনেছে—কত সময়েই! কিন্তু প্রতিবারই যেন কোন্ এক অপার সুরের অনুরণনে, নয়?

মনে সেই চেনা বিবাগী শুভ্রতা যায় বিছিয়ে। জীবনে বৈরাগী সুরটা নঙর্থক বলে কে? বৈরাগী সুরের মধ্যে এই যে একটা নব-আগমনীর সদর্থক সুর ওর রোমে রোমে হিল্লোল জাগালো তাকে অস্বীকার করবে ও কী ক'রে?

অথচ তবু কি-একটা বিসর্জনীর সুরও রণিয়ে ওঠে না কি প্রতি বৈরাগী আলাপিনীতে? যা পেয়েছি, যা ধ্রুব, যা করায়ত্ত তাকে বিদায় দেওয়ার একটা আবছায়া ডাক নেই কি এ-সুরে?

মনে পড়ে য়ুমার কথা। কী করছে সে আজ ওয়ার্সয়? খানিক আগের ধ্যানদর্শনটা মনে প'ড়ে যায়। সত্যি কি অস্কার ও ম্যাকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে?…সেই আবছা শঙ্কা ফের ঘনিয়ে আসে যেন…

শুধুই কি শঙ্কা?…মনটার মধ্যে কোথায় যেন ব্যথিয়ে ওঠে!…জোর ক'রে এ-চিন্তাকে চায় প্রত্যাখান করতে, কিন্তু পারে কই? য়ুমা…য়ুমা…য়ুমা

বেশি দূরে সে তো নয় আজ। বেতার বার্তাবহে দু' ঘণ্টায় জবাব আসতে পারে আজকের দিনে।···মানুষ আকাশের দূরত্বাকে কত সংক্ষেপই না করেছে ···কিন্তু···কিন্তু···মনের প্রাণের?···যুমার প্রাণে এ-প্রসারের ছোঁয়াচ লাগল না কেন? সে কেন ভাবে না ওর কথা? ভাবে না? হয়ত ভাবে। না না —সে হ'ল স্বভাব-প্রজাপতি—যে-ই তাকে কিছু মধুর রেণু দেবে তাকেই সে করবে বরণ—কিন্তু দুদিনের জন্যে। তার শেষ চিঠিটার কথা মনে পড়ে ফের। এ কি! বুকের মধ্যে এখনো এমন করে কেন সে-কথা ভাবতে?

মনে পড়ে খানিক আগে হেলেনার আত্মগ্লানি সে মলয়ের কাছে আত্ম-গোপন করেছিল ব'লে। এ-কথায় ওর অনুশোচনা জেগে ওঠে হঠাৎ। সত্যিই কি ও-ও লুকোয় নি কিছু? সত্যিই কি ও যে-ভাবে যুমার কথা হেলেনাকে বলেছে তাতে এই ইঙ্গিত নেই যে অন্তত এখন যুমা মলয়ের আর কেউ নয়? না, হেলেনাকে ও বলবে—বলবে—বলবেই। মিথ্যাচারী হবে কেমন ক'রে এমন সত্যসাধিকার কাছে?

—"সুপ্রভাত, হের মলয়।"

—"সুপ্রভাত কাউণ্টেস্," মলয় চম্‌কে ওঠে, "এত ভোরে? চারটেও যে বাজে নি।"

—"জাহাজে আমার ঘুম কোথায়?" কাউণ্টেস হাসেন "তাছাড়া সূর্যোদয়ের সময় আমি কেবিনে থাকতে পারি কই? ঐ—ঐ—দেখুন—"

টুপ্ ক'রে একটি সোনার চাউনি···বিন্দুর চাউনি। চাইতেই—সামনে জলের ঠিক উপরেই—এক ঝাঁক মেঘ রাঙা হাসি দেয় ছড়িয়ে মুঠো মুঠো। এত সুন্দর—যেন বিশ্বাস হয় না!

—"ঐ দেখুন, কী অপূর্ব! বিন্দুটা দেখতে দেখতে হ'য়ে দাঁড়ায় বাঁকা রেখা···ঐ···বড় তাড়াতাড়ি···সোনার নকিবের যেন আর তর সয় না নিজের তহবিলের নাম হাঁকতে—বলত যুমা প্রায়ই।"

মলয় চম্‌কে তাকায় তাঁর দিকে: "যুমা?" মেরুদণ্ডের মধ্যে কোথায় শির্ শির্ ক'রে ওঠে!··

—"হ্যাঁ। সে বড় ভালোবাসত সমুদ্রে সূর্যের উদয় অস্ত দেখতে। ভালো কথা জানেন হের মলয়, এইমাত্র জাহাজের বেতারের কৃপায় তার একটা তার পেলাম।"

মলয়ের বুকের রক্ত দুলে ওঠে: "যুমার?"

—"হ্যাঁ। সে এক জবর তার—প্রকাণ্ড—চিঠিকেও টেক্কা দেয়—জানেনই তো লম্বা তার করতে ওর কী আনন্দ!"

—"কী লিখেছে?"

কাউন্টেস হাসলেন: "আপনার কথাও আছে তাতে।"

—"আমার! কী ক'রে—?"

—"আমি খানিক আগে ওকে তার করেছিলাম—এমনিই—ও খুসি হয় বড় তার পেলে—চিঠি পেলে—জানেনই তো।"

—"কী লিখেছিলেন আপনি ঠিক? হেলেনার কথাও কি?"

—"হ্যাঁ। আপনাদের শুভবিবাহের খবর পেয়ে ভাবলাম সে খুসি হবেই ভেবেই—কী—অন্যায় করেছি না কি?"

—"না না—তা কেন—" মলয় হাসে মনমরা হাসি—"কী—লিখেছে ও?—মানে, বলতে যদি বাধা না থাকে অবশ্য—"

—"না না বাধা থাকবে কেন? লিখেছে কত কথা। সব মনে নেই। তবে লিখেছে কাল রাতে ওর অস্কারের সঙ্গে আর সেই কী নাম যেন—আইরিশ বন্ধুটির?"

—"ম্যাকার্থি!"

—"হ্যাঁ—তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।"

—"হয়েছে?" মলয়ের বক্ষস্পন্দন দ্রুত বয়।

—"হ্যাঁ।"

—"তার পর?"

—"সে না কি এক ড্রামা। টেলিগ্রামে আছে—সব কথা চিঠিতে—লিখেছে। তবে লিখেছে—খুব নাচ হ'য়ে গেল হোটেল ডি ভিলে—লোকে সবাই উৎসাহে উন্মত্তপ্রায়—ওর এ বন্ধু দুটিও।"

মলয়ের মুখ শাদা হ'য়ে গেল: "ওরাও ছিল?"

—"হ্যাঁ। লিখেছে আপনাকে ওর কী দরকারি কথা জানাবার আছে—জরুরি।"

—"জরুরি?" মলয় নিজের হৃৎপিণ্ডের হাতুড়ি যেন শুনতে পায় স্পষ্ট।

—"হ্যাঁ—ঐ ড্রামা সম্পর্কেই—সম্ভবত।"

—"কী দরকার, কোনো আভাস দিয়েছে?"

—"না—"

হঠাৎ ইয়ুর্যার্ডের অভ্যুদয়: "কাউণ্ট আপনাকে ডাকছেন কাউণ্টেস—কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

—"হ্যাঁ, যাচ্ছি এক্ষুণি—"

—"তিনি বললেন— দেরি না করতে।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি—Auf Wiedersehen হের মলয়—আপনার ঠিকানাটা য়ুমাকে তার করব কি?"

—"আমি করেছি কাউণ্টেস।"

কাউণ্টেস বিস্মিত সুরে বললেন: "সে কি? কখন?"

—"কাল রাত একটার সময়ে।"

—"ও, অর্ডিনারি তার বুঝি? তাই সে তার পেতে তার দেরি হল একটু—হোটেল ডি ভিলে আজ যখন পাবে তখন ও কী খুসিই যে হবে—"

—"আর কী লিখেছে?"

—"কত কী—যে লম্বা তার, সব কথা কি মনে থাকে—জানেনই তো টাকার তো ওর অভাব নেই—যাক ভালোই হ'ল—হয়ত আপনিও শীঘ্রই তার পাবেন"—ফিরতেই—"এ কি! সুপ্রভাত ফ্রয়লাইন হাইবার্গ—এত ভোরে?"

হেলেনা হাসিমুখে বলে: "সুপ্রভাত কাউণ্টেস—আমিও তো ঐ প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।"

—"হের মলয়ের মতন—" কাউণ্টেসের ওষ্ঠপ্রান্তে দুষ্টুমির হাসি বাঁকা হয়ে ওঠে, "তা হবে না? দুটো হৃদয়তন্ত্রী যখন এক সুরে বাঁধা—য়ুমা বলত আরো জুতসই উপমা দিয়ে।"

হেলেনার মুখের হাসি নিষ্প্রভ হয়ে আসে: "তারই কথা হচ্ছিল বুঝি?"

—"হ্যাঁ। সে বেতার টেলিগ্রাম করেছে কি না ওয়ার্স থেকে—"

—"কখন?"

—"এইমাত্র। আপনাদের বাগ্দানে শুভ ইচ্ছা জানিয়েছে।"

—"কে জানালো তাকে?"

—"আমিই কাল বেতারে খবর পাঠিয়েছিলাম—লম্বা লম্বা তার করার রোগও আমার হয়েছে ওরই ছোঁয়াচে—"

হেলেনা বাধা দিয়ে বলল: "আর কী লিখেছে—জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

—"বিলক্ষণ!—লিখেছে—হের মলয়কে এই মাত্র বলছিলাম—ওঁর

ঠিকানা যেন তাকে তারে পাঠাই—তার কি যেন জরুরি কথা জানাবার আছে ওঁকে।"

হেলেনা মলয়ের দিকে তাকায়: "তোমাকে? জরুরি কথা? কী ব্যাপার?"

মলয় কুণ্ঠিত ভাবে বলে, "জানি না তো!"

—"হুঁ।" হেলেনা ওদিকে একটা পাহাড়ের এক ঝাঁকড়া মেঘলা চুলের পানে তাকিয়ে থাকে—আন্‌মনা।

কাউণ্টেস বললেন: "হয়ত এখুনি পাবেন তার টেলিগ্রাম—বেতার হওয়ায় কী সুবিধেই হয়েছে, না?"

—"হুঁ।"

ষ্টুয়ার্ডের পুনরাবির্ভাব: "কাউণ্টেস, কাউণ্ট আপনার জন্যে কফি ঢেলে ঠায় বসে আছেন—"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি—আউফ ভীদর জেহ্‌ন—"

"আউফ ভীদর জেহ্‌ন" বলে মলয়, হেলেনাও অস্ফুট স্বরে বিদায়োক্তিতে সায় দিল।

৭১

—"এসো হেলেনা ডেকেই বসি—বড় সুন্দর হাওয়া—"

ওরা বসল পাশাপাশি দুটো আরাম কেদারায়। এখনো কেউ ওঠে নি। হাওয়ায় একটু শৈত্য আছে কিন্তু কী যে মিষ্ট—।...পূর্ব দিগন্তে মেঘের কিনারায় পীতাভ একটা ফালি চিক চিক করে। নিচের দিকটা এখনো ধূসরাভ কিন্তু এখানে ওখানে রাঙা আলোর ঝিকিমিকি। যেন আলোর অনুচররা মেঘের আড়াল থেকে সোনার দূরবীণ দিয়ে দেখছে বিধ্বস্ত ছায়াবাহিনীকে...

কেউ কথা কয় না। সামনের গাঢ় মৌনের ছোঁয়াচ লেগেছে দুজনেরই মনে।

মলয়ের মনে কী এক ধরনের অস্বস্তি জাগে...কোন্ দমকা হাওয়ায় যে কোন্ অচিন মেঘের পর্দা টেনে আনে...অমনি আলো আসে ঝাপসা হয়ে।...কেন যে...!

মলয় ভাবে। এমনিই···কত কথা।···হেলেনার পানে চায় একবার আড় চোখে···ওর মুখে কিসের যেন ছায়া।···

—"তোমার বাবা এখন কেমন হেলেনা?"

—"বেশ ভালো। কফি খেয়ে সোফায় বসে পড়ছেন।"

* * * *

মলয় আর কথা খুঁজে পায় কই?···হেলেনা কী ভাবছে? সত্যি কেন ওর চারদিকে দূরত্বের এই ঘেরাটোপ?···ও কি ভাবছে মলয়ই কাউণ্টেসের সঙ্গে বার বার য়ুমার প্রসঙ্গ তোলে?···কত বড় ভুল!···

হেলেনার পানে চকিতে একবার তাকায়: ও পূর্বদিগন্তের পানে তেমনি একদৃষ্টে চেয়ে।···

—"হেলেনা!"

হেলেনা ওর পানে তাকায়।

—"আমার সে-দর্শনটা মিথ্যা নয়—"

—"কোন্!"

—"যে, অস্কার ও ম্যাকার্থির সঙ্গে য়ুমার দেখা হয়েছে।"

—"হয়েছে!"

—"হ্যা—য়ুমা টেলিগ্রামে জানিয়েছে কাউণ্টেসকে।"

—"ও।"

* * * *

আবার সেই নীরবতার আড়াল।···কেন এমন হয়? কোথেকে কী উড়ো মেঘের ছন্দ এল ভেসে—এ অবাঞ্ছিত অন্তরাল প্রশ্রয় পায় কোথায়? কার মনে?···

বুকের মধ্যে এমন করে কেন? অস্কার বা ম্যাকার্থিকে তো য়ুমা ভালোবাসে না। তবু কেন মনে শঙ্কা জাগে?

দূর হোক্ এ ছায়াবিষণ্ণ চিন্তা। কেন সেই হারানো স্মৃতির গন্ধ নিবিড় হয়ে ওঠে ওর অনামা তৃষ্ণার নিকুঞ্জে? সেই বিশ্বের প্রেয়সী নূপুরিকাকে কেনই বা দেখতে ইচ্ছা হয় গৃহলক্ষ্মীরূপে? হয় কি? না না। কেন হবে? আগে তো হত না···অথচ তবু আজ হয়···না হয় না—না না না...এ-সব কী শ্রীহীন জল্পনা কল্পনা!···তবু তৃষ্ণা নিবিড় হয়ে ওঠে। য়ুমা ওকে জরুরি কথা কী জানাবে? ভাবতেও বুকের পঞ্জরতটে রক্তের ঢেউ পড়ে আছড়ে। প্রাণে

ভেসে আসে তার কবরীবদ্ধ ফুলের গন্ধ···চোখে ফুটে ওঠে তার কিমোনোর 'পরে সেই অপরূপ রঙে-ভরা ময়ূরটির ছবি···আর ওঠে জেগে ওঠে তার দ্রাক্ষাসরস অধরের···না না না—ঠেলে দেবে ও এসব চিন্তাকে··· কিন্তু তবু য়ুমার ছায়া-প্রতিমা ধীরে ধীরে ধীরে···না না—

—"হেলেনা!"

হেলেনা তাকায় ওর পানে, এক ছিটে হাসির কণা ওষ্ঠ-উপান্তে···

মলয় হাত বাড়ায় হেলেনা হাত দেয়···কিন্তু এত ঠাণ্ডা কেন?

—"আমি—ও হেলেনা!"

হেলেনা মৃদু হাসে এবার: "কী?"

—"কী ভাবছ?"

—"জানো না কি?" হেলেনার হাসিটুকু যায় উবে।

—"জানি, কিন্তু—"

—"কী?—ভুল ভাবছি?"

—"অন্তত ঠিক ছন্দে ভাবছ না।"

—"ভাবনার কোন্ ছন্দটা ঠিক মলয়?"

মলয় উত্তর খুঁজে পায় না, বলে কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে: "য়ুমা অন্বার সম্বন্ধে কিছু জানাতে চায়—মনে হয় না তোমার?"

হেলেনা ওর চোখে চোখ রেখে বলে: "না মলয়।"

মলয়ের হৃৎস্পন্দন আরো দ্রুততালে বেজে ওঠে···

হেলেনা বলে তেমনি স্থিরদৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে: "সত্য বলব ও কী চায়?—যদিও তুমি নিজেও জানো সেটা।"

মলয় ওর চোখের পানে কাষ্ঠহাসি হাসে: "অন্তরযামী?"

—"ঠাট্টা করে কী হবে মলয় যখন তুমি নিশ্চয় জানো যে তোমাকে ও দেখা করতে অনুরোধ করবেই ওর সঙ্গে।"

মলয়ের কান বেয়ে রক্ত উঠতে থাকে রগে···কপালে···ব্রহ্মতালুতে। জোর ক'রে হেসে বলে: "পাগল!"

হেলেনা সাগ্রহে বলে: "সত্যি বলো, আমার এ-ধারণা ভুল ব'লে মনে হয় তোমার?"

মলয় জোর ক'রে ফের হাসে—সেই শুষ্ক হাসি: "ভুল বৈ কি!"

—"কেন ভুল বলবে?"

—"ও···নিজেকে বলত উল্কা—একবার জ্ব'লেই নিভে যায়—তারপর আর জ্বলে না।"

—"উপমাটা ঠিক হয় নি মলয়। বরং ধূমকেতু বললে বেশি কাছাকাছি যেত।"

মলয় চুপ ক'রে থাকে।

হেলেনা বলে: "কিন্তু ধূমকেতুও এক কক্ষাতেই ঘোরে···তাই ফিরে ফিরে আসে।"

মলয় ওর পানে চায় চকিত চাহনি: "মানে?"

হেলেনা দু-হাতে মুখ ঢাকে হঠাৎ।

—"ও কী হেলেনা?" মলয় ওর দু-হাত জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেয় মুখ থেকে। ও ঝুঁকে মলয়ের কোলে লুটিয়ে পড়ে।

তারপর সে কী কান্না···কান্না···

—"তুমি কি পাগল হয়েছ হেলেনা? শোনো লক্ষ্মীটি। সব শোনো। সব বলব আজ।"

—"ছাড়ো ছাড়ো—এটা ডেক্—" সাম্‌লে ওঠে প্রাণপণে।

—"চলো আমার কেবিনে তবে।"

মলয় হেলেনার কটিবেষ্টন ক'রে নিয়ে গেল নিজের কেবিনে।

৭২

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।

—"ক'টা?" হেলেনা চম্‌কে ওঠে।

—"পাঁচটা।"

হেলেনা মলয়ের সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে।···হঠাৎ চোখ ঢাকে ফের।

মলয় ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে: "আবার—?"

হেলেনা মুখ ঢেকেই বলল: "না ভয় নেই, আর অমনধারা করব না। একটু—লক্ষ্মীটি মলয়—"

* * * *

হেলেনা উঠে বসে সোফায়। মলয় স'রে বসে—একটু দূরে।

—"ও কি? কাছে এসে বসবে না?"

মলয়ের বুকে অভিমান জেগে ওঠে অকস্মাৎ : "ভাগ্যে মনে হ'ল !"

হেলেনাও অভিমানে বলল : "তোমারই যেন হয়েছিল।"

—"হবে কোন্ সাহসে শুনি ?"

—"নির্ভরসার কী কারণ ঘটালাম শুনতে পাই ?"

—"তোমাদের মনখানি যে মুঠোর মধ্যেকার জল—যত আঁট ক'রে ধরি ততই হারাই।"

হেলেনার হাসিতে বিষণ্ণ একটা আভা ফুটে ওঠে : "সংসারে সব মনই তাই, একই উপাদানে গড়া, স—ব।"

—"ভুল করলে হেলেনা। কথাটা উপাদান নিয়ে নয়, ছন্দ নিয়ে। একই বিদ্যুৎকণা সব ধাতুরই মূলে, কেবল গতি ও পরিক্রমা ভেদেই বস্তুভেদ।"

হেলেনা একটু চুপ করে থাকে, পরে বলে : "কেবল কথার প্রবোধে কি সত্যিকার দূরত্বের ক্ষতিপূরণ হয় মলয় ?"

মলয় কাছে এসে বসল সোফায়।

—"আরও কাছে। এ—সো।"

মলয় হাসে : "বা রে। স'রে বুঝি তুমি আসতে পারো না ?"

—"দূরে সরালো একজন, কাছে টানবার দায়িত্ব আর একজনের ?"

—"দূরে সরিয়েছি ? আমি ?"

হেলেনার মুখে তরল হাসির ঢেউ হঠাৎ যেন জমাট হয়ে গেছে : "সরাও নি ? সত্যি বলো তো।"

মলয়ের হৃৎস্পন্দন আরো জলদ বাজে। মেয়েরা কেমন ক'রে টের পায় ? সত্যি, কতবারই তো দেখেছে ও। দেখেছে যুমার ক্ষেত্রেও যা ঢাকতে চেয়েছে তাই সব আগে টের পেয়েছে সে। একটা ছোট্ট স্পন্দন, একটা ছোট্ট অস্বস্তি অমনি ধরতে পারে ওরা। পুরুষরা করে বুদ্ধির জাঁক···কিন্তু মনের এ-শক্তি কি উচ্চতর চেতনার ছন্দ নয়—এই সহজবোধ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রত্যক্ষ অনুভবের অণুবীক্ষণ ?

*　　　*　　　*　　　*

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—"আমাকে ক্ষমা কোরো হেলেনা। কিন্তু—"

—"না মলয়, ক্ষমার কিছু নেই। সব কিছু তো আমাদের হাতে নয়—অনেক কিছু ঘটেও আমাদের অগোচরে। তাছাড়া—"

—"কি ?"

—"তাছাড়া মানুষ যা দিতে পারে তার চেয়ে বেশি সে দিতে পারে না, এ কথাটা শুনতে সহজ হলেও বুঝতে অনেক সময়েই বেগ পেতে হয়, নয় কি ?"

মলয় শঙ্কিত হয়ে ওঠে : "এতটা গভীরের দিকে না-ই ঝুঁকলে হেলেনা ! মানি অক্ষমতাও অপরাধ হয় অনেক সময়ে—কিন্তু তারও লঘুপাপে গুরুদণ্ড হ'তে পারে না কি ?"

হেলেনা ওর হাতের 'পরে হাত বুলোয় : "ছি মলয়, আমি দুর্বল—কিন্তু দণ্ড দিতে পারে মানুষ কাকে ?"

—"তুমিই বলো না।"

—"শুধু যে পর, তাকে। আপনার জনকে দণ্ড দেওয়া তো নিজেকেই দণ্ডিত করা।"

ওর ঠোঁট দুখানি থর থর করে কেঁপে ওঠে। মলয় ওকে কাছে টেনে নেয়। হেলেনা ওর বুকে মুখ ডুবিয়ে চুপ করে থাকে। মলয় ওর চুলের মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বুলোয়, মনটায় ওর স্নিগ্ধতা ফিরে আসে ধীরে ধীরে। ঘন অস্বস্তি আসে ফিকে হয়ে।...

কেন এত ভয় করে মানুষ? যেখানে মন মনকে মালা দিল সেখানেও মালার ফুলগন্ধে আস্থা হারায় সে কী ক'রে ? ফুলের পাপড়ি ঝ'রে যায় ব'লে ? কিন্তু যায় কি ? সত্যি যেতে পারে ? কোনো আলো একবার জ্বললে পারে নিভতে ? যে-আঁধারে আলো জ্বলেছে সে-আঁধারে আলোর শিখা নিভলেও দিশা হারিয়ে যায় কি ? কে বলবে আলোর স্মৃতি আলোরই এক নবরূপ নয়—যেমন মেঘ জলের এক নবরূপ ? সত্য লাভ কি কখনো মিথ্যা ক্ষতিতে পর্যবসিত হতে পারে ? তবে ? কেমন ক'রে একটা টান আর একটা টানকে নামঞ্জুর করবে ?

* * * *

হেলেনা মুখ তুলে চায়—মলয়ের বুকে মাথা রেখেই।

মলয় চমকে ওঠে : "কী ?"

—"এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?" হেলেনা হাসে স্নিগ্ধ হাসি।

মলয় হাসে—ওর চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে নিঃশব্দে।

—"বলো না মলয়। আর আমি এমন করব না—কথা দিচ্ছি।"

—"কেমন ?" শুধাতে যাওয়ার মুখে ও থেমে যায়।

—"ভাবছ এ-ভরসার মূল্য কতটুকু ?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "না হেলেনা।"

হেলেনা ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলে : "সত্যি বলছি মলয়, খুব ভালো হয়েছে আমার এ-বেদনা পেয়ে। এতে ক'রে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হই আমরা বাধ্য হ'য়ে—জেগে উঠি। তাই তো বেদনা বহাল থাকবেই যতক্ষণ তার চেতনাকে জাগানোর কাজ না ফুরুবে।"

মলয় চম্‌কে বলল : "আশ্চর্য, হেলেনা !"

—"কী ?"

—"ঠিক এই কথাই বলেছিল যুমা একদিন।"

—"বেদনা পেয়ে যে একেবারে পাষাণ হ'য়ে গেছে সে ছাড়া আর সবাই বলবে মলয়", হেলেনা ম্লান হাসে। একটু পরে : "জানো ? একথা আজ কেন বললাম ?"

—"কেন ?"

—"বাবা বললেন।"

—"কখন ?"

—"এই একটু আগে।"

—"এমনি গুছিয়ে ?"

—"হ্যাঁ মলয়, ঠিক সহজ মানুষ এখন তিনি ফের। বলছিলেন কী—জানো ?"

—"কী ?"

—"বলছিলেন বুদ্ধি তাঁর এভাবে কিছুদিনের জন্যে বিকল হওয়ারও দরকার ছিল।"

—"দরকার ?"

—"হ্যাঁ। বাবা বলছিলেন : নইলে তিনি এ-সত্যকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করতেন না যে বুদ্ধিকেও চালায় বুদ্ধি না—বুদ্ধির অতীত কোনো শক্তি। তারই নাম করুণা—বলছিলেন।"

মলয় চুপ ক'রে রইল। হৃদয়ের কোন একটা তার ওর বেজে ওঠে। হেলেনাই ব'লে চলে :

—"যুমার সম্বন্ধে আমার বিবেক বিকল হওয়ার মধ্যে দিয়েও আমি এই ধরনেরই একটা সত্য প্রত্যক্ষ করেছি—নিজের মধ্যে।"

—"কী ?"

—"যে, আমরা মুখে যতই বলি না কেন প্রেম শিকল নয়—মুক্তি, কিন্তু ওর মতন ব্যথার বন্ধন দুটি নেই। আর এ-ব্যথা সূক্ষ্ম ব'লেই বাজে বেশি।"

—"সূক্ষ্ম ?"

—"নয় ? লোহার চেন দিয়ে বাঁধলে ব্যথা বাজে, কিন্তু সরু তার দিয়ে বাঁধলে সে মাংস কেটে হাড়ে পৌঁছয়। কর্তব্যের বাঁধন দুঃখ দেয় কিন্তু স্থূল সে-দুঃখ—অন্তত প্রেমের সূক্ষ্ম বন্ধনদুঃখের সঙ্গে তার দুঃখের তুলনাই হয় না। হয় ?"

মলয় একথার উত্তর দেয় না, আর্দ্রকণ্ঠে বলে: "কত যে ভালো লাগল তোমার এ-স্বীকারোক্তি হেলেনা! কত শ্রদ্ধা যে হয়—"

—"শ্রদ্ধার কথা ফের যদি তোলো মলয়," হেলেনা ওর মুখ চেপে ধরে, "তাহলে মনের কথা আর কোনোদিনো যদি খুলে বলেছি—"

—"সর্বনাশ! অপরাধ ?

—"শ্রদ্ধাই যে সব চেয়ে বড় অন্তরায় অকপট হবার পথে। গভীর সুরে গভীর কথা বলা এত কঠিন কেন জানো না কি ?"

—"আমি হয়ত এক রকম জানি, তুমি কি রকম জানো শুনলামই বা।"

হেলেনার মুখে বাঁকা হাসি: "আমি তোমাকে কত সময়েই বলি নি কি যে প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে ছোট করতে বাধে না ?"

—"ভুল বলেছ কি ?"

—"বলেছি। কারণ বাধে না কেন সবাই জানে।"

—"কেন ?"

—"আমরা জানি বলে যে, সত্যি যে ভালোবেসেছে তার কাছে নিজেকে ছোট করেই লাভ বেশি—তাতেই তার চোখে বড় হওয়া যায় কম খরচায়।"

—"হেলেনা," মলয় বলে ওর হাত দুটি চুম্বন ক'রে, এ তো বড়-ছোটর কথা নয়—এ হ'ল তীর্থপথের দিশা খোঁজা। এ অন্বেষণের সুর যেখানেই বেজে ওঠে মানুষ নাস্তিক বিপথে পায় আলোর দেবতাকে।"

হেলেনা উঠে বসে, বলে প্রসন্ন মুখে: "এবার হারানো খেই ফিরে ধরার সময় এল।"

৭৩

—"একটা কথা তোমার কাছে একটু আড়ালে রেখেছিলাম—যে, আমাদের প্রাণের রঙ্গমঞ্চে ম্যাকের আবির্ভাবের আগেই য়ুমা আকারে ইঙ্গিতে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে আমার কাছে ওর নিজের জীবনের নানা কথা বলবার ও যেমন আগ্রহ বোধ করে তেমন আগ্রহ ও আর কারুর কাছে করে নি।"

হেলেনা বলল: "কিন্তু এ-হেন আগ্রহের কারণটা কী—বলেছিল কি খুলে?"

—"না। তবে একথা বলেছিল যে ওদের জাপানে একটা প্রবচন আছে:

একটু চিনেই যারে মনে হয় চিনি চিনি
তারি সাথে প্রাণ চায় যে প্রাণের বিকিকিনি,
হাওয়ায় পাতায় কেন এত সুর-কানাকানি?
যুগ যুগ ধরি তাদের যে মন-জানাজানি।"

—"বেশ ছড়াটি তো।"

—"এরকম প্রবচন যে ও কত বলত মিষ্টি হাসি কটাক্ষ ঠাট্টা তামাসার সুরে! এক অপূর্ব মিতালির স্বাদ ফুটে উঠত সে-রেশে। সত্যিই মনে হ'ত আমারও যে ওর সঙ্গে আমার অফুরন্ত চেনা—যুগান্তরের বিকিকিনি। এ পরিচয়ের ভূমিকা না থাকলে সেদিন ওভাবে কাঁদতে ও পারত না আমার কোলে।"

—"কোলে?"

—"সে কী কান্না যে কাঁদল হেলেনা—মনে পড়ছিল জানো—যখন তুমি কাঁদছিলে। আশ্চর্য, ঠিক কি একই ভাবে মানুষ কাঁদে যখন চায় সে প্রিয়জনের সান্ত্বনাস্পর্শ? চাপা কান্নায় তার দেহলতাও ঠিক কি তোমার মতনই কেঁপে উঠেছিল! কিছু মনে কোরো না হেলেনা তবে সব বলতে বলেছ ব'লেই এত খুঁটিয়ে বলছি—তুমি যখন কাঁদছিলে তখন হৃদয় আমার

এত ব্যথিয়ে ওঠা সত্ত্বেও তার কান্নার সঙ্গে তোমার কান্নার এ আশ্চর্য সাদৃশ্য মনে পড়ছিল কেবল কেবলই।"

—"মনে করব কেন মলয়? আমি কি জানি না যে বেদনার স্মৃতিপটের রেখারঙই জীবনে সবচেয়ে স্থায়ী হয়? তবে একটা কথা। এ-সময়ে ম্যাকের সঙ্গে ওর আলাপ তো ছিল না?"

—"সে সময়ে ও তা-ই বলেছিল।"

—"কিন্তু তাহ'লে ম্যাক তোমাদের অন্তরঙ্গতা দেখে এতটা জ্ব'লে উঠল কেন?"

—"বলছি—শোনো মন দিয়ে।"

"প্রথম দিকে ম্যাক সত্যিই য়ুমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। ওর চমক ভাঙল প্রথম আমাদের অন্তরঙ্গতা দেখে। আর সঙ্গে সঙ্গে ও ঝুঁকল যেন হঠাৎ য়ুমার দিকে। সময়ে সময়ে আসা শুরু করল টেনিস খেলতে, অনাহুত ভাবে চা খেতে, নাচতে, দাঁড় টানতে শেষটায় নাচ শেখবারও সে কী চাড়!"

—"এই সময়েই বুঝি ও তোমার কাছে য়ুমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলত?"

—"হ্যাঁ। সে আর এক অভিনব অধ্যায় যেন হঠাৎ খুলে গেল আমাদের জীবনের। কল্পনা করতে গেলে সহজেই বলা যায়—প্রতিযোগিতা। কিন্তু এক বিচিত্র প্রতিযোগিতা।"

—"কেন?"

—"কারণ য়ুমা যে বিবাহ করবে না আমাদের কাউকেই জানতাম আমরা দুজনেই। তবু দুজনেই জানতাম, য়ুমাকে জিতে নেব। মনে মনে দুজনেই বেশ জানতাম এ হবার নয়। তবু আশা ছাড়তাম না কেউই।"

—"এ তো মামুলি কাণ্ড মলয়, বৈচিত্র্য এতে কোথায়?"

—"এ কেমনধারা বৈচিত্র্য জানো?" মলয় চিন্তাবিষ্ট সুরে বলে, "কী ক'রে বোঝাই?—এ যেন—কী বলব—এ যেন—অভিমানের ব্যথা—তার মানকে যে হৃদয়ের মর্যাদা দেয় সে-ই বুঝল, এ-প্রত্যাশার আলোছায়া যার মনে খেলে সেই চিনল, নইলে চোখে আঙুল দিয়ে এসব দেখানো ভার। আমাদের নিত্য নতুন হাজারো অমুক্ত দাবিদাওয়া, গোপনিকতা, ঠোঁট-ফোলানোর বেলাও ঐ কথা। বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যিই। কারণ প্রথম: ম্যাক ও আমার মধ্যে বন্ধুত্বরন্ধন শিথিল হয়নি। বিদ্বেষ তো দূরের কথা—দুজনেই যেন জানতাম দুজনেই হারব—তাই পরস্পরের প্রতি কেমন যেন একটা দরদও

অনুভব করতাম। অথচ জ্বালা ঈর্ষ্যা তলে তলে এরাও যে ছিল না এমন কথাও জোর ক'রে বলা চলে না। একেও বৈচিত্র্য বলবে না,—না, এখনো ঝাপসা লাগছে ?"

হেলেনা চুপ ক'রে একটু ভাবে : "মন্তব্য পরে দেব। এখন ব'লে চলো তো।"

*　　*　　*　　*

মলয় বলল : "য়ুমার সঙ্গে ম্যাকের একটা জায়গায় ছিল মস্ত মিল : য়ুমার মধ্যেও স্বতোবিরোধ ছিল খুব বেশি। প্রতি পদে ও-ও হ'ত আত্মজর্জর। সেই জন্যে কোনো তকরার হ'লে—কারণ এসব তো হ'তই, বুঝতেই পারছ—ও ম্যাককেই সমর্থন করত বেশি।"

হেলেনা হাসল : "তাতে নিশ্চয় তোমাতে-ওতে বাধত তুমুল অবিশ্যি ভদ্র রেষারেষি ?"

—"রেষারেষি ছিল তো বটেই—কিন্তু বাধত কথাটা বললে একটু ভুল-বোঝানো হবে হয়ত। কারণ প্রকাশ্য কোনো প্রতিযোগিতা তো ছিল না। তবে ভদ্র রেষারেষি—এমন কি ভদ্র ঠোকাঠুকি পর্যন্ত হ'ত বৈ কি সময়ে সময়ে।"

—"হ'লে য়ুমা কী করত ? ম্যাকের ওকালতি ?"

—"হ্যাঁ। না, ঠিক ওকালতি নয়। তবে বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিত বৈ কি—অমুক অমুক জায়গায় ম্যাক কেন ভুলচুক করল, কেনই বা নিজেকে সামলাতে পারল না ইত্যাদি। আর এমন অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে অথচ মিষ্ট হেসে আঘাত না দিয়ে ও আমাদের চরিত্রের বিশ্লেষণ করত যে সময়ে সময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়তাম আমারা দুজনেই।"

—"খুব অন্তর্দৃষ্টি ছিল বুঝি ওর ?"

—"সহজাত বললেই হয়। তার ওপরে ও মানুষ-চেনার সাধনায় তালিম নিয়েছিল ওর মা-র কাছে।"

—"ওর মা-র ?"

—"হ্যাঁ। বলেছি তিনি বিবাহের আগে গাইশা নর্তকী ছিলেন। তাই মানুষের দুর্বলতার অন্ধি-সন্ধি ছিল তাঁর জানা। অথচ য়ুমা অতটা নিষ্করুণ ছিল না। নিষ্ঠুরতার মধ্যেও তার দরদ ছিল। ভালোবাসত ব্যথা দিতে, কিন্তু সে শুধু ব্যথা পেতে।"

—"ওর মা-র কথা একটু বলো না, মলয়।"

—"বেশি বলবার নেই যে হেলেনা। ওঁর সম্বন্ধে ওর কোথায় একটা ভারি ব্যথার স্থান ছিল—তাঁর প্রসঙ্গ এলে প্রায়ই এড়িয়ে যেত।"

—"তবু?"

মলয় ভাবল একটু, পরে বলল: "তবু? কী-ই বা? হ্যাঁ, মনে আছে একদিন এইটুকু ব'লেছিল ওর শামুরাই বীর পিতা ওর মাকে কী চোখে দেখত। ওর বাবার নাম ছিল বুঝি মিৎসু, না য়ুয়ুৎসু, না হক্কুৎসু মনে নেই।"

হেলেনা হেসে বলল: "না থাকলে একটুও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কেননা ওসব নামাবলী নিয়ে আমার মাথা-ব্যথাও নেই। কিন্তু শামুরাই বস্তুটি কী? পেতে শোয়, না, গায়ে দেয়?"

মলয় হাসল: "এ-ও জানো না? লো সুইডিনী, সাধে কি তোমরা এমন আদর্শ গৃহলক্ষ্মী। য়ুরোপের বাইরেও যে মানুষ আছে তা জানো?"

কুপিত সুরে ও বলল: "আ—হা—"

—"না না রাগ কোরো না মানময়ী। বলছি।" একটু থেমে: "শামুরাই হচ্ছে জাপানের chevalier—ক্ষত্রবীর—যাদের কীর্তিকলাপে আজও ওরা সাড়া দেয় মনে প্রাণে।"

—"আমরাই কি দিই না বন্ধু? দ্যুমা অতি বাজে ঔপন্যাসিক হ'য়েও এত নামডাক করলেন কী ক'রে? তাঁর মেলোড্রামার হাঁকডাককে পৌরুষের চরম ব'লে গণ্য করে এখনও কত প্রবীণ নাবালকের দল—অস্কারের সঙ্গে ক্রিস্‌টিয়ানিয়াতে দেখলে তো স্বচক্ষে বয়স্কদের হাততালির ঘটা? কিন্তু যাক এসব অবান্তর কথা। গল্পই চলুক।"

মলয় বলে: "শামুরাই প্রসঙ্গ যখন তুললে তখন একটা কথা বলি। য়ুমা শামুরাইদের পছন্দ করত না। কিন্তু চীনের সঙ্গে কি একটা যুদ্ধে ওর বাবা যখন প্রাণ দিলেন তখন ওর বুক ফুলে উঠেছিল—গৌরবে। শুধু তাই নয়, ওর মাকে যে ওর বাবা পোষা কুকুরের মতন মনে করতেন তাতেও ওর মনে হ'ত যে ওর বাবা কী আশ্চর্য রাশভারি তেজস্বী পুরুষ! এতে ও ব্যথাও পেত অবশ্য। অথচ কোনো মেয়ের পায়েই যে ওর বাবা নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দিতে পারতেন না এতেও আয়ত ওর পিতৃগর্ব। বলছিলাম না, ও ছিল স্বতোবিরোধে ভরা?"

—"এটা কিন্তু আমরা ঠিক পরিপাক করতে পারি না মলয়, ক্ষমা কোরো।

আমার মা-র দোষ ত্রুটি ছিল অগুন্তি মানি, কিন্তু তা সত্বেও তাঁকে যদি বাবা ও-চোখে দেখতেন—"

—"তা তো বটেই হেলেনা। আর আমিও তো ঐ কথাই বলছিলাম যে, য়ুরোপের যত দোষত্রুটিই থাকুক না কেন, নারীর প্রতি নির্ভেজাল শ্রদ্ধা যদি আধুনিক জগতে কোনো জাত প্রবর্তন ক'রে থাকে তবে সে য়ুরোপ—আর মধ্যযুগের য়ুরোপ নয়, আধুনিক য়ুরোপ—বৈশ্য সভ্যতার পুরোহিত য়ুরোপ, যান্ত্রিকতার য়ুরোপ, বৈজ্ঞানিক য়ুরোপ। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে বৈশ্য য়ুরোপ জগতের অশেষ অকল্যাণ ক'রেও যে টি'কে আছে সে হয় ত তার এই পুণ্যফলে।"

—"কিন্তু জাপানে মেয়েদের লাঞ্ছনা দেখে য়ুমার মনে কোনো গ্লানিই আসত না?"

—"না। তবে হয়ত এ-লাঞ্ছনা ওর খানিকটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল ব'লেই ও ব্যথা পেত না ভাবতে যে, ওর মা যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিলেন—নর্তকী হ'য়ে। ভদ্র পরিবেশের বিবেকে ওর মন সায়ই দিত না এসব নৈতিকতা সম্বন্ধে।"

—"উচ্ছৃঙ্খল বলতে এখানে কী বুঝছ মলয়? একেবারে পণ্যা স্ত্রী নয় আশা করি?"

—"না—অতটা নয়। অন্তত য়ুমার মার বেলায় নয়। তাঁর ছিল—কি বলব?—খানিকটা আমাদের দেশের বাইজীদের মত বলা যায়—রক্ষিতার জীবন। তবে পুরো না। কারণ আমাদের দেশে রক্ষিতারা প্রায়ই সুরক্ষিতা থাকেন ব'লে শুনেছি। য়ুমার মা-র প্রিয়পাত্রদের জেলখানায় কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। তবে এ সম্বন্ধে য়ুমা বেশি কিছু বলেনি—পরে নানা সময়ে বিশেষ ক'রে ম্যাকের সামনে—বলেছিল দু-একদিন মাত্র—কিন্তু সংক্ষেপে—এমনি কথায় কথায়। এইটুকু আমার ভালো লেগেছিল শুনে যে ওদের দেশে গাইশারা ঠিক 'পতিতা' ব'লে গণ্য হয় না। মুসলমানদের মধ্যে যেমন, ওদেরও অনেকটা তাই: পতিতারা বিয়ে করলেই জাতে উঠল। ওদের কাছ থেকে পুলিসে বুঝি ট্যাক্স নেয়—কিন্তু বিয়ে করলেই আর না। সেই মুহূর্তেই ওরা সুভদ্রা।"

—"একথা শুনে কিন্তু মনটা খুশি না হ'য়ে পারে না। পড়ে সবাই, কম আর বেশি—তবে যারা বেশি পড়ে সুযোগ পেলে তারাই আবার বেশি

উঠতে পারে এও জীবনের একটা গভীর সত্য। কিন্তু—য়োসো—একটা প্রশ্ন—গাইশারা কী করে? শুধুই নাচে?"

—"নানা জায়গায় বোধ হয় নানা রকম। কোথাও বা শুধু নাচে—তাদের কী বলে ওরা মাইক—না কী যেন? মনে থাকে না না ওদের সব উদ্ভট নাম ছাই।—এরা নাকি একটু কাঁচা বয়সের। এদের মধ্যে যারা একটু ডাঁশা—তারা নাচের সঙ্গে আবার গায়ও—তোমাদের ঐ গিটারের মতন কি একটা যন্ত্র বাজিয়ে—তারও নাম—শামিসেন না কি—ভুলে গেছি। কোথাও বা অতিথি অভ্যাগতেরা আহারে বসলে গৃহকর্তা পাশে এক একটি আস্ত গাইশাকে বসিয়ে দেন: এদের কাজ নিমন্ত্রিতদের চিত্তরঞ্জন করা খাওয়ার সময়ে। তোমাদের যেমন পুরুষের পাশে টেবিলে বসেন ভদ্রমহিলা—ওদের দেশেও তেমনি বসে এ-সব গাইশা। তাদের মজুরি দেওয়া হয় প্রিয়ংবদা হওয়ার জন্যে, মনতোষিণী হওয়ার জন্যে। অপরূপ প্রথা বটে, নয়?"

—"কিন্তু একদিক দিয়ে সুপ্রথা বৈকি।"

—"অর্থাৎ?"

—"দিনমজুরদের মধ্যে যারা খনিতে নামে তারা সবচেয়ে বেশি মজুরি পায় কেন বলো তো?"

—"সব চেয়ে একঘেয়ে ও বিপজ্জনক কাজ তাদের করতে হয় যে।"

—"মেয়েদের বেলায়ও মিলিয়ে নাওনা এ দর-কষা: বেরসিক পুরুষদের কাঠের মত মনে রস-জোগানোর চেয়ে একঘেয়ে কাজ আর আছে? এখানে তাই জাপানিরাই জিতল।"

—"জিতল?"

—"নয় তো কি? য়ুরোপের ভদ্রসভায়ও সুভদ্রাদের 'পরেই ভার দেওয়া হ'ল অভদ্রদের সভ্য করার—অথচ দক্ষিণার বেলায় ফাঁকি।"

—"ধিক্ হেলেনা, সুভদ্রারাও চাইবেন অভদ্র দক্ষিণা?"

—"কারো মিয়ো! বড় বড় কথা শুনতে খাসা—কিন্তু তহবিল ভরে শুধু প্রতিদানে। তবে দিনকাল বদলাচ্ছে বৈকি আমাদের দেশেও। মানে আজকালকার এদেশের সুভদ্রারাও গাইশা না হ'লে চিত্তরঞ্জিণী হয়ে কিছু উপায় করেন।"

ওরা হেসে ওঠে উভয়েই।

মলয় বলল : "এই সব বিচিত্র পরিবেশে য়ুমার জীবনটা বিচিত্র হয়ে উঠবে এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। এক তো গাইশা মার মেয়ে। দুই : শামুরাই বাপের রক্ত। তিন : জাপানি দীক্ষা। চার : জাভানি শিক্ষা। পাঁচ : ওর কৈশোর প্রণয়—কিন্তু সে যথাস্থানে। এখন তো আগে হারানো খেই-য়ে ফিরে আসি।"

"য়ুমা আমাকে বসাল ওর পাশে," মলয় বলে, "মাটিতে। সেদিন সবে ও একটা চমৎকার কুশনে বুনেছে একটি ছবি—ময়ূরের। ওদের গাক্কু না কে এক জাপানি শিল্পীর আঁকা এক বিখ্যাত ছবির নকল। আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।" ও খুব খুসি হল, বলল : 'আর জানো কি মলয়—আমার সবচেয়ে প্রিয় পাখি হ'ল ময়ূর?'

আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম : 'ও পোষ মানে না ব'লে?' ও বলল : তাও বটে, আবার এ-ও বটে যে ছেলেবেলা থেকেই আমার মনটা ওরি মতন নাচ-পাগল। জাভায় আমার জন্ম—নাচের দেশে। আমার বাবা সেখানে বেড়াতে গিয়ে মা-র নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েই তাঁকে বিয়ে করেন। আমার দশ বছর বয়স অবধি আমি সেখানে ছিলাম। মাঝে মাঝে জাপানে আসতাম অবশ্য—কিয়োতোতে। কিন্তু কিয়োতোকে চোখে ভালো লাগা সত্ত্বেও—কি জানি কেন—তার সঙ্গে আমার মনের মালাবদল হল না কোনোদিনো। বলতে কি, জাপান ছিল যেন বয়স্কা দ্বিচারিণীর দ্বিতীয় প্রেম। কিশোরীর প্রথম কুমারী-প্রেম পড়েছিল জাভার 'পরে—তাই সে আজও আমার কাছে চির কিশোর—স্বপ্ন সুন্দর—যদিও জাগরণে আর সে তেমন মাদকতা জাগাতে পারেনা এখন।

"'কিন্তু হলে হবে কি, বলি নি আমি ছিলাম চিরচঞ্চলা—দোটানাই ছিল যার প্রাণের তন্ত্র। তাই জাভায় মনে হ'ত জাপানের কথা, জাভায়—জাপানের। জাপানে মনে হ'ত জাভার ব্যুটেনজর্গের কুরঙ্গ-নন্দিত বাগানের কথা, উজিন্-কুপার বে-র ছবির মতন দৃশ্য—তাসিকমালাইয়ার বীথিমর্মর, আবার জাভায়

ফিরে গেলে কেবলই মনে হ'ত কিয়োতোর কিয়োস্ক মন্দিরের কথা, কামোগাওয়া নদীর কথা, সুন্দর সুন্দর রাস্তার কথা, কিয়োতো থেকে ওসাকা নদীপথের কথা—কত মন্দিরে জাপানি পুজারতির সেই স্বপ্নবিধুর গন্ধদীপের কথা। কিয়োতোর মধ্যে ছিল কি যেন একটা—ফুলের সুরভি চন্দনের গন্ধ : জাভার মধ্যে—মৃগনাভির। জাপানের প্রকৃতি সুন্দরী—তার বাড়ি তার বাগান, তার চেরি গাছের রঙিন সমারোহে—এসব স্বপ্নের মতন লাগে আজও। কিন্তু জাভার ঘন অরণ্য অজস্র লতাবিতান—উষ্ণ আবহাওয়া এসবেও যেন কী একটা ভয়ের আনন্দ ছিল। এত ঘন গাছ এত উদ্ভিদ এত জীব জন্তু কীট পতঙ্গ, প্রাণসমারোহ জগতের আর কোথাও মেলে কিনা সন্দেহ।—এসব তোমায় বলছি আমার চরিত্রের মধ্যে দুটো দিকের দোটানার খানিকটা নিদান পাবে ব'লে। অর্থাৎ আমার মধ্যে যেমন রেখার প্রতি, রঙের প্রতি, সুষমার প্রতি প্রীতি এসেছে জাপানের দৃশ্য-সৌন্দর্য থেকে—তার পরিপাটি সভ্যতা থেকে, তার নাগরিকদের নিখুঁত সৌজন্য থেকে—তেমনি বন্যতার প্রতি উদ্দামতার প্রতি—মহানের প্রতি ভক্তি এসেছে জাভার ভয়াবহ বন জঙ্গল পাহাড় বৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি থেকে। কিন্তু জাপান ও জাভার সঙ্গে নিকট পরিচয় যার নেই তাকে হয়ত এসব ঠিকমত বোঝানো অসম্ভব।' আমি বললাম : 'একেবারেই অসম্ভব নয় হয়ত, কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই ধরনের দুটো—বা আরও বেশি—পরস্পর-বিরুদ্ধ দিক্ আছে—' ও বলল : 'কিন্তু তীব্রতার ভেদ, ছন্দের ভেদ নিয়ে তফাত দাঁড়ায় আসমান জমীন। এ-ধরনের রকমারি স্বতোবিরোধকে নিয়ে কোনোমতে একটা আপোষ ক'রে সংসারে প্রায় সবাই ঘরকরে কিন্তু আমি পারি নি। না-পারার একটা কারণ আমার বাল্যকালে ডিসিপ্লিনের অভাব, আজ এখানে কাল সেখানে ক'রে বেড়ানো—যেজন্যে খাঁচার পাখি হওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি নে। যত দুঃখই পাই না কেন, জীবনের দিশা বা লক্ষ্য ব'লে কিছু হয়ত আমার থাকবে না কোনোদিনও। তাই তো নিয়েছি আমি গাইশার জীবন বেছে। বিবাহ সন্তান গৃহ এসব আর যার জন্যেই হোক আমার জন্যে নয়। সুখ নয় শান্তি নয়—ঘটনার ঘনঘটা, ওঠাপড়া, বৈচিত্র্য—এই সবই আমার জীবনের পাথেয় থাকবে চিরদিনই।'

"ও বলতে লাগল,: 'আবাল্য গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি টান আমার যে গ'ড়ে উঠতে পারে নি তার আর একটা কারণ হয়ত এই যে আমার মার সঙ্গে

বাবার সত্যিকার মিলন হওয়া তো দূরের কথা, কোনো চলনসৈ গোছের বোঝাপড়াও হয় নি। মা বাবাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু বাবা তাঁর প্রতি উদাসীন না হলেও ভালোবাসা যাকে বলে তাঁর ছিল না। মা যখনই আমাকে বুকে চেপে ধরে চোখের জলের উচ্ছ্বাসে চুমোয় চুমোয় আমার মুখ ভাসিয়ে দিতেন—আমার মনের তার বেজে উঠত দু-ভাবে: এক, স্নেহের উদ্দামতার প্রতি সম্ভ্রম—আমার 'পরে মা-র স্নেহ ছিল ঝড়ের মতই উদ্দাম—দুই, দাম্পত্য জীবনের প্রতি প্রবল অশ্রদ্ধা ও বিরাগ। আমি বাবাকে তেমন ভালোবাসতে পারি নি—পারবার কথাও নয়। আমরা ছিলাম তাঁর কাছে সৌখিন খেলনা: মা ও আমি। তাঁর রক্ষিতাও ছিল একাধিক। কিন্তু সে যাক। মা-ই ছিলেন আমার বন্ধু বলতে বন্ধু, মন্ত্রী বলতে মন্ত্রী, সাথী বলতে সাথী, গুরু বলতে গুরু'।"

একটু থেমে ধরা গলায় বলে চলল: 'আমার এ.অ-জাপানি উচ্ছ্বাসও হয়ত এবার একটু বুঝতে পারবে মলয়। আমি একদিকে যেমন জাপানি মেয়ের খাঁটি নমুনাও নই, তেমনি অন্যদিকে জাভানি মেয়েও তো নই। আমার নাম আছে—ধাম নেই, গতি আছে—বিধি নেই, বিচার আছে—আচার নেই। পশুর মধ্যে জেব্রা, পাখির মধ্যে ময়ূর আমাকে টানে কি সাধে? আর টানে পাহাড়, অরণ্য, বেদুইনদের ধূ ধূ মরুভূমি। আমার একটা প্রবল ইচ্ছে ছিল কী শুনবে? কোথায় পড়েছিলাম কে একজন ভিসুভিয়সের না কোন্ পাহাড়ের ক্রেটার দিয়ে নেমেছিল তার মধ্যে। আমার তৃষ্ণা জাগত জাভার প্রতি পাহাড়ই হয়ে দাঁড়াক ভিসুভিয়স, আর আমি অমনি নামি প্রতি ক্রেটার দিয়ে'।"

হেলেনা বলে: "কথা বলত কিন্তু সুন্দর—আচরেণ যা-ই হোক।"

—"মানে? স্বভাবটা?"

—"বললে কি খুব অবিচার হবে?" ওর স্বরে ব্যঙ্গের আমেজ।

মলয় চুপ ক'রে থাকে খানিক পরে ঈষৎ হাসে।

—"ও দ্ব্যর্থক হাসির মানে?"

—"হেলেনা, খানিক আগে তুমি বলছিলে না যে উচ্চবিকশিত মানুষ চায়ই চায় যে অপরে তাকে বুঝুক।"

—"চায় না?"

—"চায়—কিন্তু কেন চায়?"

—"তুমিই বলো।"

—"আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা মানুষ আছে যে হ'ল স্বভাব-নট—যাকে ফরাসিতে বলে জানো তো—un être qui est toujours mal-compris—যাকে সবাই সব সময়ে ভুল বোঝে?"

—"জানি—যেমন ছিলেন তোমার প্রিয় কবি দ্য মুসে—যাঁকে ওরা বলে 'l'enfant gâte de la grande boutique romantique'—*"

—"ঠাট্টা করলে বটে, কিন্তু মনে রেখো—এই আব্‌দেরে ছেলে যাকে সবাই ভুল বুঝত ব'লে সে কেঁদে সারা—যার মধ্যে নটভঙ্গিমা ছিল যথেষ্ট—তাকেও লোকে সত্যিই ভুল বুঝত।"

—"কার নজিরে?"

—"তাঁর প্রণয়িনী বিখ্যাত জর্জ স্যাণ্ডের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।"

—"শুনি নি? তিনি কি কম দুঃখ দিয়েছিলেন তাঁকে।"

—"জানি—কিন্তু এসব সময়ে মানুষ বড় সহজেই ভোলে যে বড় দুঃখ দেয় সে-ই যে সুখ দেবারও শক্তি ধরে।"

—"তবু ছাড়াছাড়ি তো হ'ল।"

—"হেলেনা," মলয় হাসে একটু, "এখনো তুমি এত ছেলেমানুষ?"

—"মানে?"

—"রাগ কোরো না—মানুষ কি সব সময়ে যা করে তা সত্যি করতে চায়—মনে করো তুমি? জর্জ স্যাণ্ডকে মুসে যতই দুঃখ দিন তাকে ভালবেসে-ছিলেন এ-কথা যদি সত্য না হ'ত তাহ'লে জর্জ স্যাণ্ড প্রেমের সম্বন্ধে এ-গভীর উক্তিও করতে পারতেন কি যে Et moi, qui dēteste le commandement, j'ai eu du plaisir á entendre le sien?"†

—"কল্পনায় এ-কথা ভাবা কি কঠিন?"

—"কল্পনা এত সুন্দর হয় না হেলেনা, যদি তার পিছনে অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য না থাকে। জর্জ স্যাণ্ডের রোমাণ্টিক প্রেম বহু প্রণয়িনীকে প্রেমের অভিসারে উদ্বুদ্ধ করেছে একথা ভুলো না। প্রেমের সম্বন্ধে এ-গভীর অন্তর্দৃষ্টির

---

* মস্ত রোমাণ্টিক বাজারের আবদেরে ছেলে।

† যে-আমি অপরের আদেশ-পালনের কথা ভাবতেও পারি না সেই আমিই তাঁর আদেশ মাথা পেতে নিতাম সানন্দে।

জন্যে বেদনার জন্যে তিনি স্ত মুসের কাছে কম ঋণী ছিলেন না—মুসের ভালোবাসার মধ্যে কিছু সত্য না থাকলে তিনি কখনই বলতে পারতেন না এ সুরে যে, If me serait impossible pour ma part, de me rèjour ou de m'attrister d'une chose qni n'aurait pas rapport á lui ?"+

হেলেনা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

মলয় ওর পানে তাকিয়ে বলতে লাগল: "আর একথাও ভুলো না যে মুসে ও স্যাণ্ডের পরে ছাড়াছাড়ি হ'লেও এক সময়ে ওঁরা ছিলেন পরস্পরের জন্যে আত্মহারা।—একথা আমি মানি যে মুসে স্যাণ্ডকে দুঃখ দিয়েছিলেন কিন্তু তোমাকেও একথা মানতে হবে যে সে দুঃখ মুসেকেও কম বাজে নি।"

—"সত্যি বেশি বেজেছিল মনে করো তুমি ?"

—"হেলেনা, মুসের মধ্যে অনেক অভিনয় ছিল একথা সবাই জানে। দুঃখ পেলে বাইরণের মতন ফোঁশ ফোঁশ করায়ও তাঁর জুড়ি ছিল না। কিন্তু তবু বেদনাবোধের গভীরতা তাঁর ছিল। নইলে এমন অপূর্ব শ্লোক তাঁর হাত দিয়ে বেরুতেই পারত না যে,

L'homme est un apprenti, la douleur est son maître
Et nul ne se connaît, tant qu'il n'a pas souffert."—*

—"সুন্দর বলেছেন কিন্তু কথাটি।"

—"কিন্তু কী ক'রে বললেন বলো ? বাইরের চোখে অনেক সময়ে আমাদের নটভঙ্গিমাটিই বড় হয়ে ওঠে একথা সত্য—তবু বাইরের চোখ যেখানে পড়ে না সেখানেই তো আমাদের পরম স্বরূপ ?"

—"কিন্তু—" কথা ওর্ শেষ হল না।

—"আমি বুঝেছি হেলেনা কোথায় তোমার বাধছে—কারণ আমাদের গভীর কথার মধ্যেও প্রায়ই থাকে একটু না একটু দেখানে-পনা—

+ কোনো কিছুতে আমার আনন্দ বা বেদনা কিছুই বোধ করা অসম্ভব ছিল যদি তাঁর সঙ্গে এ আনন্দ-বেদনার সম্বন্ধ না থাকত।

* ব্যথার শিষ্য মোরা চিরদিন হায় এ বিশ্বময়
বেদনা দীক্ষা বিনা কে পেয়েছে আপনার পরিচয় ?

জাহিরিপনা। সবই আমি জানি—মানিও। কিন্তু তবু মানুষের হৃদয়ে কালো মেঘ আছে ব'লেই কি বলবে আলোর আকাশ নেই—যেকথা জর্জ স্যাণ্ড বলেছিলেন একদিন অনেক ব্যথা পাওয়ার পরে : J'ai tort de m'occuper tant de petits nuages, quand j'ai un si bean ciel ā contempler."*

"এ-প্রসঙ্গ উঠতে মনে পড়ল" মলয় বলে "একদিনের কথা শোনো বলি—এই অভিনয় নিয়েই—তাহলে হয়ত বুঝতে পারবে আমি কী বলতে চাইছি।"

—"কিছু মনে কোরো না মলয়," হেলেনার কণ্ঠে অনুতাপের সুর ফুটে ওঠে, "একথা আমি বলতে চাই নি যে যুমার সবটাই ছিল অভিনয়। কারণ আমি একথা জানি ও মানি যে, মানুষ যেমন হাজার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি শাদাশিদে হ'তে পারে না, তেমনি হাজার চেষ্টা করলেও সব সময়ে সেজে থাকতে পারে না।—কিন্তু সে যাক—একদিনের কী কথা বলতে যাচ্ছিলে?"

—"হ্যাঁ শোনো—তাহ'লে হয়ত আরো প্রাঞ্জল হবে আমার দার্শনিক বক্তব্যটি"—মলয়ের মুখে হাসি না ফুটতেই ঝ'রে যায় : "সেদিন কি একটা ব্যপারে ম্যাক্ ওকে দুঃখ দিয়েছে—ঠিক্ কী ঘটেছিল আমাকেও বলে নি—কিন্তু সেটা অবান্তর। বৃষ্টি নেমেছে—তবু আমাকে ও ডেকে পাঠালো—রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

"আমি বুঝলাম ঘোরালো কিছু একটা হয়েছে, নইলে এত তলব করবে কেন? আমি হাজির হ'তেই ও সাদরে বলল : 'বোসো মলয়।'

"বসলাম। চমৎকার কফি এল। ও নিজে হাতে অতি যত্ন ক'রে ঢেলে দিল।

"তার পরে অনেকক্ষণ একথা সেকথা—কিন্তু আসল প্রসঙ্গটা এসেও আসে না। ও কি একটা বলবে, পারে না। কাছাকাছি এসেও—কই মুখ ফুটতে চায় না কিছুতেই। অবশেষে সময় এল বিদায় নেবার। বিষণ্ণ মনে উঠলাম—কী করি?

---

* যখন এমন সুন্দর ধ্যানের আকাশ রয়েছে তখন কেন আমি এত বেশি ভাবি ছিন্ন মেঘের কথা?

"ও হাত ধ'রে বলল : 'বোসো মলয়।' বলতেই ও হঠাৎ বলল : 'আমি জীবনে অনেক অভিনয় করেছি তুমি জানো—কিন্তু আজ করব না যদি বলি?' আমি একটু বিস্মিত নেত্রে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম শুধু। ও বলল : 'বিশ্বাস করবে না তুমি?' আমি ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম : 'আমাকে কি এতটাই বেদরদী মনে হয় সুমা?' ওর চোখ দুটি চিক চিক ক'রে উঠল, কিন্তু ও সামলে নিল তক্ষুণি, বলল : 'তোমাকে ভাবব বেদরদী? তুমি জানো না তোমার সঙ্গে আলাপ আমার কত বড় লাভ—কিন্তু না, এধরনের উচ্ছ্বাস বড় পিছল।' ব'লে মুখ নিচু ক'রে আমার হাতটা নিয়ে যেন খেলা করতে থাকে। তার পরে এমনিই বাইরে তারা-ঝিলমিল আকাশের পানে চেয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে বলল : 'কি জানো মলয়? মুখোষ যে দিনে পরে সে-ও কি চায় না রাতের তারাভরা আকাশের কাছে নিজেকে খুলে ধরতে?'

"কি জানি কেন হেলেনা, বুকের কোথায় একটা তার উঠল কেঁপে। আমাদের রাগসঙ্গীতে বলে ঠিক জায়গায় ঠিক বাদী সুরটি না এলে রাগের রূপ খোলে না। ওর একথাটিও যেন এল ঠিক সেই বাদী সুরের মতন হ'য়ে। একটি ছোট্ট মিড় —কিন্তু হৃদয়ের ঢাকনি যেন খুলে গেল। আমি শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম একটু। ও-ই ফের বলল : 'তুমি হবে আমার কাছে এই আকাশ—অন্তত আজকের রাতে?' আমি বললাম : 'মানে কাল থেকে ফের তোমার মুখের মুখোষই হবে আমার পুরস্কার—এই তো?' ও বলল : 'না—দিনেও আর মুখোষ রাখব না—আজ তোমাকে ডেকেছি আমার কথা বলতে—কোনো সর্ত না ক'রেই বলব—শোনো।' ব'লে একটু থেমে শুরু করল : 'তোমাকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম মনে আছে যে, বালিকা বয়সেই আমার প্রেমের 'পরে জন্মে গিয়েছিল যেন একটা—কী বলব?—বিতৃষ্ণা—না, আরো বেশি : আক্রোশ। মা-র প্রতি বাবার ব্যবহার দেখে দেখে আমার নারীর আত্মসম্মান শুধু যে জেগে উঠেছিল তাই নয়—জ্ব'লে উঠেছিল। কৈশোরের কোঠায় এ-জলুনি স্থায়ী অন্তর্দাহে পরিণত হ'ল, কেন না তখন আরো বুঝতে পারি মা-র তীব্র গোপন বেদনা ও নিরাশা। ক্রমে সে-দাহ রূপ নিল পুরুষ-বিদ্বেষে। আমি স্থির করলাম—নিরীহ হ'য়ে আমার স্নেহময়ী, লক্ষ্মী মা যখন এত কষ্ট পেয়েছেন তখন আমি হব অলক্ষ্মী—আর

পুরুষের হাতে মা যা স'য়েছেন তার চতুর্গুণ দেব ফিরিয়ে পুরুষকে—সুদে-আসলে।"

"ও একটু চুপ ক'রে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে, তারপর বলল: "কী? শুনবে আরো—না এই যথেষ্ট?"

"আমি বললাম: 'শুনব বৈ কি। কেবল একটা কথা—তোমার মার প্রতি বাবার ব্যবহারের জন্যে সমস্ত পুরুষ জাত দায়িক করলে কোন লজিক মেনে?'

"ও হেসে বলল: 'ক্রোধের—ক্ষোভের—এ ছাড়া আর কি? কিন্তু এ-মনস্তত্ত্ব তুমি বুঝবে না হয় ত। তবু শোনো।'

"ও ব'লে চলল: 'জাপানে একটা ঘরোয়া প্রবচনের খুব চল:

ভালো হব বলা সহজ—হওয়া সে এক দায়।
মন্দ হব—যেই বলি হায় সুযোগ জুটে যায়!

আমার বেলায় এ-কথা খাটল দেখতে দেখতে। কারণ হঠাৎ বাবা মারা গেলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর জমানো বিস্তর টাকা পড়ল আমার হাতে।

"আর ভাবনা কী? বিলাসিনীর জুটে গেল স্বৈরিণী হবার সুযোগ। আমি মা-র কাছে নাচ গান শিখতে লাগলাম গাইশা নর্তকীর পেশা বরণ ক'রে।

"এর পরে নিয়তি আরো সুযোগ দিলেন—মা-ও মারা গেলেন। ব্যস্ স্বেচ্ছাচারের পথ একেবারে নিষ্কণ্টক—আমি শিখতাম জাপানি ও জাভানি নাচ—একেবারে স্বাধীন।"

হেলেনা বলে: "একলা থাকত কোথায়?"

—"কখনো জাপানের কিয়োতোয়, য়োকোহামায়, ওসাকায়—কখনো জাভায়: বালিতে, বুটেনজর্গ, বাটাভিয়ায়। তবে বেশির ভাগ সময় ওর কাটত জাভার টাসিকমালাইয়ায় ওদের ছবির মতন বাগানবাড়িতে। না—ওর ভাষায়ই বলি, শোনো।"

"য়ুমা বলল: 'এমনিধারা নিঃসঙ্গ বিলাসে ক্রমে আমি হ'য়ে পড়তে লাগলাম যেন কেমনধারা। এক এক সময় বড় একলা মনে হত, কিন্তু সামাজিকী প্রভৃতিতেও তেমন ক'রে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম না। একটা অন্তঃশীলা সিনিসিস্‌মের আগুনে হৃদয় আমার পুড়ে আংরা

হ'য়ে উঠতে লাগল যেন।'...ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: 'কি-একটা অব্যক্ত আশা থেকে থেকে বুকের তলে উঠত গুমরে গুমরে। কিন্তু পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবার, ঘরকে সুন্দর ক'রে মায়াবিতান রচবার ইচ্ছাও মনে উদয় হ'তে না হ'তে করতাম বিদ্রোহ। মনে মনে জপতাম—প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ।'

"যুমা বলতে লাগল: 'মানুষ মনেপ্রাণে পুণ্যের স্বর্গ চাইলেও যে পায় না এ জগতই তার জলন্ত প্রমাণ। কিন্তু মজা এই পাপের রসাতল চাইতে না চাইতে পায় পুরোপুরি। তার প্রমাণ—' ব'লে নিজের বুকে তর্জনী ঠেকিয়ে হাসল। কিন্তু বড় করুণ হাসি সে!

"আমি বিরস কণ্ঠে বললাম: 'যুমা, নিজেকে ও পরকে আঘাত ক'রে যন্ত্রণা দিয়ে একজাতের মানুষ আনন্দ পায় এ কথা ফ্রয়েডের বইয়েই পড়েছিলাম—এতদিনে চাক্ষুষ করলাম।'"

—"কী বলল ও?"

—"হঠাৎ ওর মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাল। তবু ও যথাসাধ্য সহজ সুরেই বলল: 'নিজেকে আঘাত ক'রে সবাই-ই কি কম বেশি আনন্দ পায় না—বলতে চাও?' বললাম: 'পায়—কিন্তু—না থাক্।'

"ও বলল: 'না বলো।'"

"অগত্যা বললাম: 'এইমাত্র যেই তুমি বললে না যে নিজেকে আঘাত ক'রে সবাই তো কম বেশি আনন্দ পায়—তখন আমার মুখে এসেছিল—কিন্তু এরকম উৎকট আনন্দ নয়—কেননা এরই তো নাম অমানুষিক।'

—"সাবাস্। কী বলল ও?"

—"কিচ্ছু না। মুখ ওর ছাইয়ের মতন রক্তশূন্য দেখালো। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল—জলভরা চোখে।"

—"তার পর?"

—"আমি গিয়ে ওর কাঁধে সন্তর্পণে হাত রাখতেই ও ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।"

* * * *

হেলেনা ব্লাউসে চোখের একবিন্দু জল তাড়াতাড়ি গোপন করে, কিন্তু মলয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি।

ওরা খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। এমনিই। একটা শান্ত

বিষাদের সুর যেন ঘনিয়ে এসেছে···সূর্য ঢেকে গেছে খেয়ালি আকাশের মেঘলা মেজাজের প্রসাদে। কেবল একটা রন্ধ্র দিয়ে পিরামিডের মত কিরণের ঝর্ণা ঝরছে নিঃশব্দে। সেখানে কয়েকটা মাছ-রাঙা পাখি জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাছ শিকার করতে করতে চলেছে মহানন্দে।

হেলেনা বলে : "কি ?"

মলয় একটু চুপ করে থেকে বলে : "এমন কিছু না তবে মনে প'ড়ে গেল সেদিনও এমনিই এক ঝলক আলো পিরামিডের ঝর্ণা হ'য়ে ঝরছিল—এমনিই ম্লান সোনালি রঙের। কেমন যেন মনে হল···জানিনা কেন···ঠিক তার বিষাদের একটু-খানি ছায়া যেন তোমার মুখে দেখলাম।"

হেলেনা উত্তর দিলনা।

মলয় আদর করে ওর এক গুচ্ছ চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল : "কী ভাবছ বলবে ?"

হেলেনা ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলল : "ভাবছি এমন কেন হয় ? আমাদের একজন কবি বলেছেন করতলে যার স্বর্গ রয়েছে বাঁধা সে রসাতলের দিকে ছোটে কোন্ বিড়ম্বনায় ! একবার মুঠোটা খুলে দেখতেও কি নেই ?"

—"ও যখন কাঁদছিল তখন ওকে এই কথাটাই আমি বলেছিলাম একটু অন্যভাবে। বলেছিলাম : যুমা তোমার জীবনের স্রোতকে এ-রকম মরু-পথের দিকে ঠেলতে গেলে কী দুঃখে ? যার হাসিতে নৃত্যে গানে গল্পে মেলামেশায় আতিথ্যে গমকে ঠমকে প্রাণের লহর উছ্‌লে ওঠে সে কেন ঝর্ণাকেই বরণ করে নিল না ?"

—"ও কী বলল তাতে ?"

—"আরও একটু কাঁদল, তার পর উঠে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে খানিক চেয়ে থেকে বলল : 'কেউ কি জানে মলয় ?' আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম 'আমি জানি যে। সহজ পথে চললে দুঃখের বিলাসের ওঠা-পড়ার উত্তেজনার —এককথায় জীবনে নাট্যরঙ্গের স্বাদ মেলেনা—তাই।'

—"এ কথার উত্তর না দিয়ে ও খানিক চুপ করে চেয়ে রইল বাইরের সেই পিরামিডাকৃতি আলোর ঝর্ণার পানে। সামনে একটা বার্চগাছের একরাশ ঝরা পাতা প'ড়েছিল ! একটা দম্‌কা ঘূর্ণি হাওয়ায় সেগুলো ঘুরতে লাগল। ও বলল : 'মলয় আমাদের জীবন কত সময়েই যে দুঃখের হাজারো পাকে অমনি ক'রে ঘুরতে থাকে—! তবে একথা তোমার মতন সুখলালিত

আনন্দময় মানুষ বুঝবে এ আশা করিই বা কোন মুখে ?' আমার মনে একটু দুঃখ হ'ল কিন্তু শান্ত সুরেই বললাম : 'য়ুমা, দুঃখ সুখের আসাযাওয়ার কোনো বাঁধা ধরা চিহ্নিত পথই তো নেই। তাই সুখলালিত হ'লেই যে মানুষ দুঃখে কম ঘা খায় এমন কথা বলা চলেনা—বরং উল্টো।' ও বলল : 'উল্টো ?' বললাম : 'হ্যাঁ য়ুমা, এমনও অনেক সময় হয় যে দুঃখের মধ্যেই যাদের বাসা দুঃখ তাদের অনেকটা গা-সওয়া হয়ে আসে—যেখানে আনন্দময় মানুষকে অল্প দুঃখেই বাজে বেশি। বাইরে থেকে যে-দুঃখ দেখতে একজনের কাছে সৌখিন মনে হয় সে-দুঃখ আর একজনের জীবনে সত্যিই যে মরুভূমির মতন বোধ হয় এ আমার কথার কথা নয়—বহুদিনের বহু বারের একটু-একটু-ক'রে পাওয়া অভিজ্ঞতা। তাছাড়া সুখলোকের মানুষদের কল্পনাও তো আছে।' ও বলল : 'দুঃখ যে তুমি পাওনি এমন কথা আমি ইঙ্গিত করতে চাইনি। তবে কল্পনার কথা আর বোলোনা আমায়। ও শুধু কবিকেই সাজে—মিথ্যার চোরাবালির 'পরে যে তাসের খেলাঘর বাঁধতে ছোটে'।"

—"তার পর ?"

—"এ-কথার উত্তর জোগালো না। কেমন যেন অপ্রতিভ মতন হ'য়ে গেলাম—একটু ঘা-ও খেলাম। কারণ মনে হ'ল এ-তিরস্কার করার ওর যেন একটা অধিকার আছে—যেহেতু জীবনের অনেক অসামান্য ঘূর্ণীপাকে ও যে পড়েছে এ-আভাষ ওর মুখে চোখে উঠল ফুটে। ও বুঝল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল : 'রাগ কোরো না মলয়, কিন্তু সত্যিই একজন মানুষ কি কোনো দিনও অপরকে সত্যি বুঝেছে জীবনে ? বোঝা কি যায় ?' আমি বললাম : 'সর্বদা নিজেকে কেন্দ্র ক'রে এ-পরিক্রমায় ফল কী য়ুমা ? অপরকে পুরো বোঝাবার কাঙাল-পনাই বা কী জন্যে ? অন্তরযামী কেউ যদি নাই-ই থাকে তবে তা নিয়ে হাহাকার না ক'রে বরং তোমার যা দেবার তা বিলিয়ে যাওয়াই ভাল নয় কি ?' ও একটু চুপ ক'রে থেকে ব্যঙ্গ হেসে বলল : 'তুমি যে শিশুশিক্ষার উপদেশের ভাষায় কথা কইতে পারো তা জানতাম না।' আমি একটু বেদনা পেলাম এবার, বললাম : 'রাগ কোরো না য়ুমা, উপদেশ দিতে আমি যাই নি—' ও বাধা দিয়ে বলল : 'রাগ আমি করি নি, কিন্তু দিতে বলো তুমি কাকে ?—দেওয়ারও কি ছুটো দিক নেই ? নেবে কে—শুনি?' আমাকে বাজল···তবু বললাম যথাসাধ্য নরম সুরে : 'য়ুমা, যে সত্যি দিতে পারে—সে দিয়েই সার্থক হয় বললেও উপদেশ ভাববে ?' ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : 'থাক —তুমি বুঝবে না।' বললাম :

'কেন এত দুঃখ পাও য়ুমা এ-সব ভেবে! তোমার জীবন যে সত্যিই দেবার জন্যে হয়েছে। এ আলো-আতুর জীবনে এত সম্পদ দিয়ে বিধাতা ক'জনকে গড়েন?' ও বলল: 'যদি মেনেই নিই যে কিছু দেবার আমার আছে তাহ'লেই বা কী? চায় কে?' আমি বললাম: 'চাইতে শেখাবার ভারও তো দাতারই।' ও চুপ ক'রে রইল, আমি বললাম: 'আঁধার স্ফুলিঙ্গেও আপত্তি করে—তবু তারই বুকে সুপ্ত থাকে আলোর ক্ষুধা। এ কথা শিখা যদি না বোঝে তাহ'লে কি দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে এই জগৎ-জোড়া নিরালোকে?'

"ও খানিক চুপ ক'রে রইল। পরে হঠাৎ বলল: 'কিন্তু শিখার কথা ভাববার দায়িত্ব কি কারুরই নেই? সে কি ইন্ধন সংগ্রহ করবে শূন্য থেকে?'

"আমার মনটার তারে কোথায় একটা চেনা সুরের রেশ বেজে উঠল। আমি ওর পানে স্থির নেত্রে চেয়ে কোমল কণ্ঠে বললাম: 'ক্ষমা কোরো আমাকে—আমি তোমার খানিক আগের কথাটাকে ঠিক মতন নিতে পারি নি।' ও বলল: 'কী ভাবে নিয়েছিলে শুনি?' আমি ওর দৃষ্টি এড়িয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম: 'যে ভাবেই নিই না কেন এ-ভাবে নিই নি যে কাউকে তুমি সত্যি ভালোবেসেছিলে। আমি তাই ম্যাককে বলে-ছিলাম সেদিন যে তুমি হ'লে নারী হ'য়েও অনারী: মা নও, কন্যা নও, বধূ নও, বোন নও কারুরই।' ও একটু হাসল হঠাৎ, পরে মৃদু স্বরে মুখ নিচু ক'রে বলল: 'বেসেছিলাম মলয়। আর এত ভালো—' ব'লেই থেমে গিয়ে বলল: 'কিন্তু যাক্ সেকথা। কী হবে? অতীত তো ফেরে না শত আক্ষেপেও।' আমি বললাম: 'কিন্তু ভালো যদি বেসেই থাকো য়ুমা তবে আক্ষেপের কথা তোলো কেন?' ওর মুখে ফুটে উঠল ওর অত্যন্ত মধুর অথচ বাঁকা হাসি, বলল: 'হয়ত ভালো যে মানুষটা বাসে সে আক্ষেপ করে না ব'লে। যে করে সে অন্য মানুষ।"

মলয় বলল: "ওর এ-কথা কয়টির মধ্যে এমন একটা নতুন রেশ ফুটে উঠেছিল যে আমি থাকতে পারলাম না, সাদরে বললাম: 'তুমি ঠিকই বলেছ য়ুমা, মানুষ মানুষকে বোঝে কতটুকুই বা? তবে—তবে জেনো যে এখন থেকে আমি তোমার বন্ধুই হবো—আমার মধ্যে বিচারক-যে, উপদেষ্টা-যে তার দেখা আর পাবে না।'

"শুনে ও একটু তাকিয়ে রইল আমার পানে, পরে হঠাৎ বলল: 'যখন

বিচারক মলয় বন্ধু হ'য়ে নবজন্ম নিল তখন সে হয়ত শুনলে বুঝবে এবার।' আমি ওর দুটি হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম: 'বোঝাবুঝির কথা অবশ্য নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না মুমা। তবে যদি বলোই তাহ'লে আমি যে তাকে তোমার সখিত্বের বরদান ব'লে গ্রহণ করব—এ-কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো।' শুনেই আবার ওর চোখে জল উপচে পড়ল, ও বলল: 'তোমায় কেবল বঞ্চনাই ক'রে এসেছি এতদিন মলয়। আমি বধূ নই মাতা নই এ-কথা সত্য নয়।"

হেলেনা অস্ফুট স্বরে বিস্ময়ের একটা শব্দ করল শুধু।

* * * *

হঠাৎ ও-ই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল: "মলয়!"

—"কী?"

—"এ-কথা সে হঠাৎ তোমাকে প্রকাশ করল যে?"

মলয় একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল: "বললাম না—?"

হেলেনা সাভিমানে বলল: "তুমি কিছু গোপন করছ মলয়।"

—"গোপন?"

—"হ্যাঁ। আমার চোখের দিকে চাও তো।"

মলয় চাইতেই হেলেনা কেঁদে ফেলল ঝর ঝর ক'রে।

—"ও কী হেলেনা—"

হেলেনা ওর বুকে হাত দিয়ে ঠেলে দিল: "যাও মলয় যাও—এত শত কথা দিয়েও—"

—"শোনো হেলেনা লক্ষ্মীটি—"

হেলেনা সোফার 'পরে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মলয় ওকে টেনে নিল কাছে।

* * * *

দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই হেলেনা হেসে ফেলে: "ঐ বিদ্যেটিতেই তো জখম করেছ কি না—জানো কি না জোর করলে কঠোরতমাও এখনো তেমনি অবলা—"

—"এর নাম বুঝি জোর? আবেদন মিনতির এত মধু—"

হেলেনা হেসে বলে: "পুষ্পরাজ! মধু-র আবেদন দেখতেই আবেদন, শুনতেই মিনতি—জানেন সেটা এক ভুক্তভোগিনী—মৌরাণি।"

মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে বলে: "সত্যি ঘটনাটা যে তোমার কাছে গোপন রেখেছিলাম সে কোনো দুষ্ট মতলবে নয়—শোনো এবার হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট সত্য।"

৭৫

মলয় বলল: "ঘটনাটা ঘটেছিল এ-কথাবার্তার চার পাঁচ দিন আগে। আমরা দুজনে নেকার নদীতে একটা নৌকা ক'রে বেরিয়েছিলাম গোধূলি-লগ্নে—টেনিস খেলার পর। খানিক দূর যাওয়ার পর য়ুমা বলল: 'চলো যাই ওপারে।' বললাম: 'তাহ'লে একজন দাঁড়ী নেওয়া ভালো। কারণ তুমি এমন কি হাবুডুবু খেতেও জানো না—আজ একটু হাওয়াও আছে।' ও হেসে বলল: 'জানো না কি অবলারা হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে ডুবু ডুবু হ'তেই বেশি ভালোবাসে?' আমি পিঠ পিঠ জবাব দিলাম: 'হাবু-ডুবু খেতে, না খাওয়াতে?'

"এই রকম কথা কাটাকাটির পর উঠলাম এক নৌকায়। য়ুমা ধরল হাল, আমি—দাঁড়।

"কতক্ষণ দাঁড় টেনেছি মনে নেই কারণ একটু আন্‌মনা ভাবেই দাঁড় টানছিলাম—এমনি সময়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম: দু'তিনটি মেয়ে পুরুষের কণ্ঠে—'সামাল—সামাল'! য়ুমাও চিৎকার ক'রে উঠল: 'Passen Sie auf' (সাবধান!) দেখি—একটা মস্ত মোটর বোট। ওরা পিকনিকে ব্যস্ত ছিল খেয়াল করে নি—একটা ষ্টোভের শিখা চোখে পড়ল। কিন্তু তার পরে দ—ম্—শব্দ—ধাক্কা।"

—"মা গো! তারপর?"

—"নৌকোটা উলটে গেল চক্ষের নিমিষে।"

হেলেনার মুখ ফ্যাকাশে দেখায়, ওর বাহুমূল চেপে ধ'রে বলে: "একেবারে উল্টে!"

মলয় হেসে বলল: "ভয় নেই হেলেনা—আমরা যেটাতে চ'ড়ে আছি সেটা জাহাজ—উল্টোবে না।"

হেলেনা ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে ওর বাহুমূল ছেড়ে দিয়ে বলে: "জানি। কিন্তু তারপর? বলো শীগ্‌গির।"

"—নৌকো উল্‌টে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের মোটর বোটের কি একটা শক্ত লোহায় আমার মাথা গেল ঠুকে।"

হেলেনা শিউরে ওঠে: কী সর্বনাশ!"

মলয় হেসে ওর গালে টোকা মেরে বলে: "সর্বনাশ নয়—এতেই আমরা বেঁচে গেলাম—আমি আমার উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে পেলাম। নইলে আমি না ডুবলেও যুমা যেত একেবারে তলিয়ে।"

—"ও কি সাঁতার একটুও জানত না?"

—"একটুও না। মার আদুরে মেয়ে, যে মা জলকে যেমন ডরাতেন তেমন আর কিছুকে না। কারণও ছিল: তাঁর দুই ভাই না কি জলে ডুবেই মারা যায়। সেই থেকে মেয়েকে দিয়ে তিনি শপথ করিয়ে নিয়ে ছিলেন যে সে কোনোদিন নদী হ্রদ পুষ্করিণী সমুদ্র কোথাও স্নান করতে নামবে না।"

—"তার পর?"

—"জলের মধ্যে প'ড়েই জুতোটা খুলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছি—এমন সময় দেখি: পায়ের কাছেই মোটর বোটটার চাকা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে।

"বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে উঠল। মোটর বোটটার 'বুগ'-টাতে * পা দিয়ে দিলাম প্রাণপণে ধাক্কা—নইলে পাছে ঐ চাকার জাঁতাকলে ইহলীলা সাঙ্গ হয়।"

—"মাগো—!"

—"বুগে লাথি মারতেই চাকার এলাকা থেকে পড়লাম ছিটকে!"

—"তার পর?"

—"এত বিদ্যুদ্বেগে ঘ'টে গেল এসব যে যুমার কথা একবারও মনে হয় নি—এ কয় সেকেণ্ডের ভিতর। কিন্তু যেই মোটর বোটটার চাকার দাঁত থেকে অব্যাহতি পেলাম—সেই বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল: যুমা! —মনে আছে: ঐ সঙ্কট সময়েও মনের মধ্যে কে যেন হেসে উঠল: 'বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব করো উচ্ছ্বাসী! কিন্তু বিপদে শুধু নিজেকে নিয়েই সারা'!"

হেলেনা রুদ্ধশ্বাসে বলে: "তারপর?"

—"সম্বিৎ যখন পুরো জাগল তখন—কোটটা খুলে ফেলে এদিক-ওদিক তাকে খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ ওর জাপানি ওড়নাটা দেখতে পেলাম চার

* Bug—সম্মুখভাগ।

পাঁচ হাত দূরে। একটা অস্ফুট আর্তনাদও যেন শুনতে পেলাম—বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল : মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগে একদিন নদীতে এক বৃদ্ধাকে ডুবতে দেখে ঝাঁপ দিতেই সে আমাকে এমনি চেপে ধরেছিল যে দুজনেই ডুবি আর কি। শেষে গলা টিপে ধ'রে তাকে অজ্ঞান ক'রে তবে তাকে টেনে আনি তীরে। ভয় হ'ল যদি য়ুমা সে-বৃদ্ধার মতন আমাকে জাপটে ধরে—কাজ কি ?"

—"ছি ছি মলয় !"

—"ঠিক তাই, আমার সমস্ত মন যেন আমাকে ছি ছি ক'রে উঠল। এসবই ঘটল যেন বিদ্যুদ্বেগে—চমক, ভয়, ধিক্কার—সবশেষে বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে উদ্দাম উল্লাস—ওকে বাঁচাতেই হবে।

"স্রোতটা ছিল ভাগ্যক্রমে আমারই দিকে। কাজেই দুহাত এগুতে না এগুতে ওর পা ঠেকে গেল আমার কোমরে—সঙ্গে সঙ্গে সেইরকম একটা গোঙানি—জলের মধ্যে যেমন শোনা যায়।

"ঠিক এমনি সময়ে ওর ওড়নাটা কেমন ক'রে জড়িয়ে গেল আমার পায়ে। ভয়ে বুকের মধ্যে ধ্বক্ ক'রে উঠল কী একটা শিহরণ। এসময় পা ছাড়া না থাকলে ডুবব দুজনেই—চুম্‌কি ঘটির মত।—ভাগ্যে য়ুমার মাথাটা ঠিক এই সময়ে জলের উপর ভেসে উঠল। সেই মুহূর্তে ওকে বললাম : 'য়ুমা, ভয় নেই, কেবল একহাতে তোমার ওড়না সামলাও।'

"আশ্চর্য দেখলাম সেই সময়ে—ওর ধীরতা ও ঠাণ্ডা মাথা! জাপানি রক্ত মিথ্যে বয়নি দেহে। যে-ই ও বুঝল যে ওর ওড়নায় পা জড়িয়ে গেলে আর নিস্তার নেই—সে-ই ও একহাতে আমার কোমর জড়িয়ে অন্য হাতে প্রাণপণ টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল সেটাকে।"

—"তার পর ?"

—"ওড়নাটা ছিঁড়ে যেতেই আমার মনে বেজে উঠল যেন ঘণ্টার মতন : যাক্, ফাঁড়া কেটে গেল। ওকে বললাম : 'আর কোনো ভয় নেই য়ুমা —ঠিক অমনি ক'রে জড়িয়ে থাকো আমার কোমর—কেবল দেখো আমার হাত কিম্বা পা চেপে ধোরোনা—তাহ'লে দুজনেই ডুবব।' ও কথা বলতে পারলনা কেবল একটু ঘাড় হেলিয়ে জানিয়ে দিল : 'আচ্ছা'।"

—"তার পর ?"

—"বলেছি এ সবই ঘ'টে গেল নক্ষত্রবেগে। বোধ হয় দশ পনের সেকেণ্ডও না— বড় জোর আধমিনিট। আমরা যে-ই মাথা তুলেছি শুনতে পেলাম একটা চিৎকার।"

—"কার?'

—"মোটর বোটের লোকগুলোর। তারা কী বলছিল সব বুঝতে পারার মতন অবস্থা ছিলনা তবু দুটো কথা কানে গেল: 'Warten Sie'* ও Ein Moment'† বলতেই বুকে এল বল—আর সে কী আনন্দ! ওদের হাত নেড়ে ডাক দিয়ে বললাম: 'Bitte werfen Sie eine Strickleiter।'‡"

—"তার পর?"

—"তার পর আর কি। দেখতে দেখতে এসে প'ড়েই ওরা দড়ির সিঁড়ি দিল ছুড়ে। দড়ির সিঁড়ি না নিয়ে জর্মনরা নৌবিহারে বেরোয়না, জানোই তো।"

—"জানি, কিন্তু যুমা? ধরতে পারল সিঁড়িটা?"

—"পারল ব'লে পারল। দেখলাম ওর আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধি সেদিন! সত্যিই সে কল্পনাতীত। মনে করো সাঁতার জানেনা—বিদেশ—জলে নামেইনি কোনোদিন—তার ওপর জল খেয়েছিলও প্রচুর। কিন্তু এতটুকু উদ্বেগ নেই ওর মুখে। সিঁড়িটা ওর হাতের কাছে আসতেই ও ধরল হাত বাড়িয়ে। তার পরই টক টক ক'রে উঠে গেল মোটর বোটটাতে আমার আগে। কিন্তু আমি উঠে মোটর বোটের কেবিনে ওর পাশে দাঁড়াতেই ওর দেহ পড়ল এলিয়ে মূর্ছায়।"

* * * *

হেলেনাই প্রথম কথা কইল: "এতক্ষণে বোঝা গেল। নইলে কি আর এ-হেন বিদেশিনী বন্ধুকে এত সহজে বরণ করে!"

—"ফের দুষ্টুমি?"

—"কিন্তু বলো—ধরেছিলাম কিনা?"

* অপেক্ষা করুন।

† এক মুহূর্ত—এই এলাম ব'লে।

‡ একটা দড়ির সিঁড়ি ছুড়ে দিন।

মলয় হেসে বলল: "ধরেছিলে—যদিও আমি ভেবেছিলাম যে, পাশ কাটিয়ে যাব চ'লে।"

—"উঁ—শ্‌। —কিন্তু মরুক গে—গল্পটাই বলো। না রোসো—একটা কথা। য়ুমার সঙ্গে কি তুমি একলাই নৌকাবিহারে যেতে?"

—"না, কখনো ম্যাক থাকত, কখনো বা গুৎমান্‌।"

—"তবে সেদিন ও তোমাকে নিয়ে একলা বেরুল যে?"

—"ম্যাকের সঙ্গে ওর থেকে থেকে এ ও তা নিয়ে তরকার হ'ত, আর তারপরেই ম্যাক কয়েকদিন নানা ওজরে ওর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত। ঠিক এই সময়ে এমনি একটা মন কষাকষি চলছিল ওদের মধ্যে—তাই ম্যাক সন্ধ্যা হ'লেই গুৎমানের ওখানে যেত ওকে পড়াতে। এমনি সময়ে একটা ঘটনা ঘটল—যাতে আমার প্রথম সন্দেহ হয় যে ম্যাক মুখে যাই বলুক না কেন য়ুমার প্রতি উদাসীন নয়। বলি ঘটনাটা—বলবার মত।

—"হয়েছিল কি, সেদিন ম্যাক গেছে গুৎমানের সঙ্গে নৌকাবিহারে। আমার ভারি একলা লাগছে। খানিকক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে পথে বেড়িয়ে ভাবলাম—দূর্‌ হোক গে—যাই না কেন ওর কাছে।

"ঢুকলাম ওর ঘরে।"

"অন্যমনস্ক ছিলাম কি না—ভুল হয়ে গেছে দোরে টোকা দিতে। দেখি কি, য়ুমা একলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে। কারুর প্রতীক্ষা করছে না কি?

"বোধ করি পায়ের শব্দ হয়ে থাকবে। ও চম্‌কে তাকাল ফিরে। আমাকে দেখে মুহূর্তের জন্যে যেন কিরকম হয়ে গেল। কিন্তু বুঝছই তো—জাপানি মেয়ে—পলকে আত্মস্থ হয়ে হাসিতে মধু ঝরিয়ে বলল: 'এসো এসো মলয়।'

"ওর টোন শুনেই আত্মগ্লানি হ'ল। নিজেকে মনে মনে ধম্‌কালাম—'যেমন ঘন-ঘন আসা—বেশ হয়েছে।' য়ুমাকে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললাম: 'প্লুটার্কের জীবনীটা যদি—' ও তৎক্ষণাৎ ওর পাশের ঘরে থেকে বইটা এনে দিল। ওর তৎপরতা দেখে অগত্যা বলতেই হ'ল—'উঠি আজ।' ও বলল: 'আর একটু বসবে না?' আমি ইচ্ছা ক'রেই বললাম জোর ক'রে হেসে: 'মনে হচ্ছে অন্য কারুর আসার কথা আছে।' ও বলল:

'না না—একটু মাথা ধ'রেছে শুয়ে পড়ব ভাবছিলাম।' আমি বললাম: 'তাহ'লে বেশি ভাবাভাবি রেখে সত্যিই শুয়ে পড়া ভালো।'

"পথে বেরিয়ে কেবলই মনে হ'তে থাকে কেন ও মিথ্যা বলল। কার পথ চেয়েই বা ছিল? গৃৎমানের? তাহ'লে লুকোলো কেন? ম্যাক? —কিন্তু সে যে অসম্ভব।"

—"কেন?"

—"কারণ যুমা যে কাউকে সত্যি সত্যি কামনা করতে পারে একথা আমার মন নেয় নি। এই প্রথম মনে হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। পথে বেরিয়ে সোজা গেলাম নেকার নদীতে—হাইডেলবার্গের ডাকসাহিটে গ্রীষ্ম—জলে নেমে পড়লাম।

"গলাজলে অনেকক্ষণ ব'সে থেকে দেহটা একটু স্নিগ্ধ হ'ল। কোট বর্জন ক'রে শুধু একটা ফিনফিনে পিরান চড়িয়ে ভাবতে ভাবতে চললাম তো হাইডেলবার্গের প্রাসাদের দিকে। অস্তাকাশের পটভূমিকায় তার কঠোর রেখাগুলিতে ফুটে উঠেছে যেন এক সন্ন্যাসীর ধ্যানমূর্তি—যেমন উদাস তেমনি সুন্দর, যেমন কঠিন তেমনি কোমল।

"হঠাৎ সামনে দিয়ে একটি বিদ্যুৎবরণা অবগুণ্ঠিতা পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল। মনটার মধ্যে ছাঁৎ ক'রে উঠল। কিন্তু দূর—কখনই নয়। এখানে এসময়ে এবেশে যুমা দেখা দেবে কী ক'রে?—বিশেষ veil প'রে?

"প্রাসাদের সেই যে বিরাট পিঁপেটার কথা ব'লেছি—তার উপরে একটা ছাদ মতন আছে—একটা সিঁড়িও। উঠতেই দেখি—ম্যাক্। মনের মধ্যে খানিক আগের সন্দেহ উঠল ফের ধ্বক ক'রে জ্ব'লে। কিন্তু এখানে ওরা দেখা করবে কেন? কিসের ভয়ে! যুমা তো বেপরোয়া—স্বেচ্ছাবিহারিণী। তাছাড়া মোটা ঘোমটা টেনে—দূর—নিজের মনকে করলাম ভৎর্সনা।"

—"ম্যাক কী করল?"

—"সে প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি: চেয়ে ছিল একদৃষ্টে দূর দিগন্তে। সে-উজ্জ্বল পটভূমিকায় ওর মুখের রেখা ফুটে উঠেছিল এমন স্পষ্ট হ'য়ে। মনে হ'ল যেন জগতের সমস্ত বিষাদ সেখানে জমাট হ'য়ে থম্‌কে। আমাকে দেখেই চম্‌কে ও আমার দিকে চেয়ে হাসল। সেই অতি পরিচিত উজ্জ্বল হাসি। ধরবার জো কি যে খানিক আগের ম্যাক ও এই ম্যাক একই মানুষ?"

—"তারপর?"

—"অনেক দিন বাদে আমরা উভয়ে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়ালাম খানিক। ম্যাক আমাকে বলল ফের ওর নতুন নানা রচনার কথা, গুৎমানের কাছে ওর জর্মন-ভাষা-শিক্ষার দ্রুত উন্নতির কথা, ওদের ভাষায় কত নতুন নতুন ওজস্ ও দেখতে পাচ্ছে—ওদের গানের পৌরুষ—কত কী। গেটের নামে তো হ'য়ে উঠল ও মাতোয়ারা। সে কী উচ্ছ্বাস ওর হঠাৎ: 'মডার্ন মানুষের অগ্রদূত ছিলেন য়ুরোপে তিনিই—একাধারে কত বড় দার্শনিক, কবি, ধ্যানী, মনীষী—এ-শিল্পসর্বস্ব যুগে ওঁকে নতুন ক'রে না চিনলে আমাদের নিস্তার নেই—'এমনিধারা কত কথা যে—! বলল: 'দেখ না কেন একটা বাজে থিওরি খাড়া করেছে হাল আমলের একদল শিল্পী যে কাব্যে কোনো শিক্ষা থাকবে না, নীতি না স্বপ্ন না—শুধু রস। যেন নীতিতে শিক্ষায় রস নেই। সব মনগড়া থিওরির ঐ গোড়ায় গলদ—সৃষ্টিলীলায় বৈচিত্র্যকে তারা নাকচ করতে চায় এক একটা একপেশো উপলব্ধিকে সম্পূর্ণতার সম্মান দিয়ে—হায় রে গোঁড়ামি!' আমি বললাম: 'কিন্তু গেটের ফাউস্টে—' ও বলল: 'নীতি নেই? বাঃ। গোড়াতেই কী বলছেন তিনি—কী চেয়েছেন ফোটাতে? বলেন নি কি তাঁর বিধাতাকে—

'শুভঙ্করী মতি যার ধায় যদি সে আঁধার
আবেগ-দিশায়
হবে না সে পথহারা: চিত্তাকাশে ধ্রুবতারা
লভিবে নিশায়।'*

বলল: 'গেটের মনে এ ধরনের সব অনুভূতি ও চিন্তার খরদীপ্তি ঝিকমিকিয়ে উঠত যেমন সমুদ্রে ঝিকমিকিয়ে ওঠে ফস্ফরেসেন্স—না মলয় না আমি তোমায় বলছি যে স্পেংলার তাঁর Untergang des Abendlandes নামক দুঃখবাদের মহাভারতে গেটেকে অতিমানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে ধ'রে একটুও বাড়াবাড়ি করেন নি—' আরো এমনি ধারা কত কথা। কিন্তু কি জানি কেন—সেদিন সন্ধ্যায় ওর কণ্ঠে সে-সুরটা কিছুতেই

* Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten weges wohl bewuszt
—Prolog im Himmel. Faust

উঠল না বেজে—ওর সেই আইরিশ উদ্দীপনার সুর যা আমাকে এত মুগ্ধ করত।"

—"কিম্বা হয়ত তোমারই মন ছিল বিরূপ ?"

—"তা বোধ হয় নয়," বলে মলয় চিন্তিত সুরে, "যদিও জোর ক'রে অস্বীকার করতে পারি না অবশ্য। তবে সে সময়ে ওর এধরনের সুরেলা কথাও যে আমার মনে বেসুরো বেজেছিল তার একটা কারণ হয়ত এই যে, সে সময়ে প্রায় দুসপ্তাহ ধ'রে ও এধরনের উচ্ছ্বাসী কথার ধার দিয়েও যায় নি। যাবে কেমন ক'রেই বা ? তখন আমাকে ও অনেকটা এড়িয়ে চলত—আরো য়ুমার প্রতি ওর বিরাগ জাহির করতে। যাক গে গল্পটাই বলি।

একটু থেমে মলয় ফের শুরু করল : "ও খুব উদ্দীপ্তকণ্ঠে গেটের গুণগান করছে এমন সময়ে আমি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ একটা হাই তুলে ফেললাম। ও মাঝপথে থেমে বলল : 'কী ? আজকাল বুঝি এসবই নীরস লাগে রসময়ীর প্রসঙ্গ পেয়ে ?' আমি উত্তরে ধরলাম পাল্টা ব্যঙ্গের সুর, বললাম : 'তীরন্দাজিটা ফস্কে গেল—কারণ কারুর কারুর কাছে তিনি রসময়ী হলেও আমার কাছে তিনি শুধু রহস্যময়ী।' ওর মুখ হঠাৎ পাণ্ডুর হয়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে শ্লেষের সুরে বলল : 'ভাষ্য ?' আমি বললাম : 'সেটা তোমারই করার কথা। এ সময়ে অনামিকা এখানে উদয় হলেন কার জন্যে ?' ও সবিস্ময়ে বলল, 'য়ুমা ?' আমি প্যাঁচ খেললাম, বললাম : 'মনে তো হ'ল, তবে জোর ক'রে বলি কী ক'রে। মুখের ওপর ঘোমটা ছিল তাই হয়ত আমার ভুল হয়েও থাকতে পারে।' ও একটু চুপ করে কি ভাবল। তারপর 'তোমার ভুলই হয়েছে', ব'লেই হন হন ক'রে চ'লে গেল।"

মলয় হঠাৎ থেমে বলল : "কী হয়েছে হেলেনা ! মুখ অন্ধকার ?"

—"কী আবার হবে ?" হেলেনা বাইরের দিকে তাকায়। মলয় ওর হাত ধরে ফের। ও ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ একটু আড় ক'রে বসে বাইরের আলো থেকে।

—"কী হ'ল বলবে না ?" মলয় বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে।

হেলেনা—ওর দিকে সোজা তাকিয়ে বলে : "মলয়, একটা প্রশ্নের সোজা উত্তর দেবে ?"

মলয় নিজের বক্ষস্পন্দন শুনতে পায় : "বলো।"

—"য়ুমা তোমাকে এখনো ভালোবাসে ?"

—"এ বাঁকা প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতে পারেন এক অন্তর্যামী।"

—"আচ্ছা, আর একটার ?"

—"বলো।"

—"তুমি য়ুমাকে ভালোবাসো—এখনো ? না, এ-ও বাঁকা প্রশ্ন—তোমার মতে ?" হেলেনার মুখ এত পাণ্ডুর দেখায়…

—"না।" বলে মলয় একটু ইতস্তত ক'রে।

হেলেনা দুহাতে মুখ ঢাকল।

মলয় ওর চিবুক ধ'রে মুখ তুলবার চেষ্টা করতেই হেলেনা বলল: "থাক্ মলয়।"

—"কী থাকবে ?"

—"য়ুমার কাহিনী।"

—"কেন হেলেনা ?"

হঠাৎ ও মুখ তুলল, সোজা মলয়ের চোখের পানে তাকায়: "আচ্ছা মলয়, তোমাকে যদি সে তার করে এ-জাহাজে ? যদি ডাকে ? তুমি যাও ?"

—"কী যে সব উদ্ভট প্রশ্ন তোমার মাথায় গজায় হেলেনা!"

—"উদ্ভট ? মলয়!"

—"কী ?"

—"চাও তো আমার চোখের পানে।"

মলয় তাকায়।

—"এইবার বলোতো।"

—"জবাবদিহি ?"

হেলেনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: "জবাবদিহি ? ছি মলয়!"

ওর চোখ ছলছল ক'রে ওঠে।

মলয় ওকে কাছে টেনে নেয়: "কী পাগলামি করছ বলো তো হেলেনা! বলিনি—য়ুমা কারুর ঘরণী হবার ধাতু দিয়ে গড়া নয় ?"

হেলেনার মুখের ম্লানিমা কাটে—ঈষৎ: "নয় ?"

—"শেষ অবধি না শুনলে…"

—"আচ্ছা বলো।"

মলয় হঠাৎ বলল: "না থাক হেলেনা। এসব বলতে গেলে হয়ত ফের ভুল বুঝবে।"

—"না মলয়, বুঝব না।"

—"না। অন্তত আজ থাকুক।"

হেলেনা অধীর স্বরে বলল: "না, বলো মলয়, লক্ষীটি!"

মলয় চুপ ক'রে ভাবে···

হেলেনা সানুনয়ে বলে: "কথা দিচ্ছি আর জেরা করব না। সত্যি আমারই অন্যায়—আমি বার বার—জবাবদিহি—" চোখে ওর জল ভ'রে আসে ফের—"আঃ, কী হয়েছে যে আজকাল এই পোড়া চোখে" ব'লেই ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে।

মলয় টেনে নেয় ওকে বাহুবন্ধনে: "ছি হেলেনা, মিথ্যে কল্পনাকে বীরবালা বিভীষিকা দাঁড় করায় কি?"

মলয়ের বুকে ও মুখ ডুবিয়ে থাকে যে কতক্ষণ!···

তাকায় মুখ তুলে।

ঠোঁটে হাসির রেখা, গালদুটিতে লাজুক গোলাপী আভা।

আঁধারও কাটে—আলোর লগ্ন এলে।

ঊষার অরুণ রঙিয়ে ওঠে ওর চোখের শিশিরে···ধীরে ধীরে।

৭৬

মলয় খেই ধরে ফের: "সেদিন আমার প্রথম সন্দেহ হয় যে য়ুমা আমাদের দুজনকে খেলাচ্ছে। কিন্তু এ-বিমুখভাব রাখতে পারলাম না যেই য়ুমা ওর আত্মকাহিনী শুরু করল। এক একবার মনে হচ্ছিল অবশ্য যে ও বাড়িয়ে বলছে কিন্তু তক্ষুণি ওর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে নিজের সন্দেহকে ধিক্কার না দিয়েও পারি না। যাক্ শোনো এবার।"

"য়ুমা বলল: 'আমি কনান ডয়েলের একটা গল্পে প'ড়েছিলাম যে একজন নিগ্রো ছিল সে শ্বেতজাতির হাতে নিগ্রোদের নিগ্রহে ক্ষিপ্ত হ'য়ে সমগ্র শ্বেতজাতির বিরুদ্ধে ক'রেছিল গুপ্তহত্যার অঙ্গীকার। আমার শামুরাই রক্তে এ গল্পটি যেন আগুন ধরিয়ে দিল আরও। সে-লোকটি নানা ছলে নানা য়ুরোপীয়কে এমন ভাবে হত্যা ক'রে আসতো কেউ

সন্দেহও করত না যেহেতু এ-সব হত্যার কোনো উদ্দেশ্যই পুলিসে খুঁজে পেত না। আমিও ঝোঁকের মাথায় পণ নিলাম—ঐভাবেই নানা পুরুষকে দেব দুঃখ। জগৎজোড়া নিগৃহীত নারী জাতির প্রতিনিধি হিসেবে আমি নিজেকে করলাম কল্পনা। ঠিক করলাম আমার জীবনের ভূমিকা হবে মোহিনীর। তাই তো মার মৃত্যুর পরে হাতে অগাধ টাকা সত্ত্বেও গাইশা জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আরও ডুবলাম বেশি ক'রে। প্রথমে দু'জন যুবক আমার নৃত্যে মুগ্ধ হ'য়ে হাত পাতে আমার যৌবনের কাছে। তাদের দুজনেই অশেষ দুঃখ পেয়ে দেশত্যাগী হয়, তৃতীয় যুবকটি করে আত্মহত্যা। চতুর্থটি হ'য়ে যায় পাগল'।"

—"মাগো!"

—"আমারও বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠেছিল একথা শুনে। ওর মুখের বিষণ্ণ নৈরাশ্যে দুঃখও পেয়েছিলাম বটে—কিন্তু সে নিবিড় সমবেদনা সত্ত্বেও মনে আছে আমি প্রথমে বেশ একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। ও বুঝল, বলল: 'ভয় পেয়ো না মলয়। ভগবান্ আছেন কি না জানি না—তবে এ-পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি—তাঁর বিধানেই হোক বা অন্য কোনো শোধবোধের অলক্ষ্য বিধানেই হোক। এর পরের ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবে সেকথা।'

"ব'লে মুখ নিচু করে বলতে লাগল: 'আমার বয়স তখন একুশ। হাতে টাকার অভাব নেই—বলেছি। তার ওপর জাপানে আমার নৃত্যের খ্যাতিও হয়েছিল। কাজেই উপার্জনও মন্দ করতাম না। তাছাড়া সাধারণ গাইশা তো আমি ছিলাম্ না। সবাই জানত আমি হলাম সৌখিন গাইশা দেশভক্ত সেনানীর মেয়ে। আমার আর যারই অভাব থাকুক না কেন খাতিরের অভাব ছিল না।

"এই সময়ে টোকিয়োতে একটি পার্টিতে আমার দেখা হয় তার সঙ্গে। তার নাম বলব না। ধরো জন।"

"আমি বললাম: 'কী জাত?'

"ও বলল: 'তা-ও নাই বললাম। ধরো অস্ট্রেলিয়ান।' একটু ক্ষুণ্ণ হলাম। ও বলল: 'রাগ কোরো না মলয় আমি তার কাছে শপথ করেছি—যে কাউকে বলব না তার নাম। আমি অকারণ সে-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব তুমি নিশ্চয়ই চাও না?' আমি ক্ষোভ গোপন ক'রে সহজসুরে

বললাম: 'বাঃ, আমার অধিকার?' ও বলল: 'অধিকার আছে, মলয়। জাপানিদের দেশভক্তির একটা বড় দিকও আছে জেনো: কৃতজ্ঞতা। তারা স্বভাবতই কৃতজ্ঞ ও সংযমী। আমি সংযমী নই কিন্তু যে আমাকে ডুবে মরা থেকে বাঁচালো—' আমি বাধা দিয়ে বললাম: 'আঃ কী যে বলো য়ুমা। তোমাকে আমি না বাঁচালেও ওরা তো বাঁচাতই।' ও হেসে আমার হাত দুটি চুম্বন ক'রে বলল: 'হয়ত। কিন্তু সে কি এ য়ুমাকে?' আমি বললাম: 'মানে?' ও বলল: 'এ য়ুমার নবজন্ম হয়েছে সেদিন। সে অনুতাপ কাকে বলে জেনেছে'। বললাম: 'হেঁয়ালি?' ও বলল: 'না, সবই বলব আজ—কিন্তু যথাস্থানে, কেবল কথা দাও ওভাবে তুমি আমার সঙ্গে আর কথা কইবে না।' বললাম: 'কী ভাবে?' 'অধিকারের এলাকা মেনে।' একটু থেমে যেন কুণ্ঠিত সুরে বলল: 'জেনো যে, তুমি না মানলেও য়ুমা জানে যে তার প্রাণদাতার অধিকার আছেই তাকে—অর্থাৎ পর-না-ভাববার।'

"মনটার মধ্যে কি যে এক আবেশ ছেয়ে এল হেলেনা। এধরনের কথা ওর কাছে শুনব কখনো তো আশা করি নি।"

—"তার পর?"

"ও বলল: 'জন ছিল কবি ও উচ্ছ্বাসী। বাপ-মার এক ছেলে। অবস্থা স্বচ্ছল। দেখতে সুশ্রী। গুণও বহু—কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ ছিল অপরিচিতকে আপন ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা। যদি আধঘণ্টাও সে তোমার সঙ্গে কথা কয় তোমার মনে হবে সে তোমার জীবনের গতিস্রোতকে দেখতে পায়, লক্ষ্য করে—প্রত্যক্ষ: শুধু তাই নয়—তোমাকে সে পরদেশী মনেই করে না—তোমার সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন নয়।'

"হঠাৎ দোরটা খুলে গেল, ঢুকল ম্যাক্। তার মুখ চোখে কে যেন সিঁদুর লেপে দিয়েছে। আমরা চম্‌কে উঠলাম।"

৭৭

মলয় বলল: "ম্যাকের অমনধারা মুখচোখ কখনো দেখিনি। রাগ, অনুরাগ, বিতৃষ্ণা, আসক্তি, ঈর্ষ্যা প্রতিহিংসার আরো কতরকম অনুভাব যে ওর মুখের নাটমঞ্চে অভিনেতার মতন শরীরী হ'য়ে প্রতীক হ'য়ে

নিজেদেরকে জানান দিয়ে যাচ্ছে একের পর আর।...বলল: 'আর কেন য়ুমা? যে-বল্লভের সঙ্গে এতই মিতালি তাকে এ-হুর্ভাগার শুধু নামটা ব'লে দিতেই বা বাধে কেন?' ব'লে আমার দিকে ফিরে তীব্রকণ্ঠে বলল: 'আমি 'কী-হোল্' দিয়ে তোমাদের আদর অভিমান উচ্ছ্বাস ফিলসফির পালাগান খুবই উপভোগ করেছি মলয়! তাই তোমাকে সাবধান ক'রে দেওয়াও বৃথা যে ওর ফাঁদে পা দিলে তোমার ঐ জন্-এর মতনই দশা হবে।' আমি বিহ্বলভাবে বললাম: 'জ—ন্?' ও বলল ব্যঙ্গভরে: 'জন্ যে কে তা-ও কি তোমাকে ব'লে দিতে হবে?"

—"তার পর?" বলে হেলেনা রুদ্ধ নিশ্বাসে।

"ম্যাক বলল: 'শোনো মলয়। ঐ নাগিনীকে আমি বিয়ে ক'রেছিলাম চার বৎসর আগে। বোধ করি বিষধরীও প্রলুব্ধ করে ব'লে।'

"য়ুমার চোখ দুটো উঠল জ্ব'লে, দাঁতে ঠোঁট চেপে ধ'রে একবার কেঁপে উঠল, পরে শুধু চাপা স্বরে বলল: 'ম্যাক!'

"ম্যাক বলল: 'নাগিনীকেও কি জাপানি কবিত্ব ক'রে দিতে হবে পাপিয়ার পদবি?'

"য়ুমার সেই সময়ে দেখলাম সংযম: ওদের খাস জাপানি সংযম। ওর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে কিন্তু একটি কথাও বলল না, শান্ত চরণে ঘরের ওপ্রান্তে গিয়ে টিপল ঘণ্টা। ম্যাক পরুষকণ্ঠে বলল: 'ভেবেছ আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিয়ে নিরালায় ব'সে প্রেম করবে ওর সঙ্গে? তা করতে দেব না জেনো।'

"য়ুমা অত্যন্ত প্রশান্ত কণ্ঠে বলল: 'এ তোমাদের অরাজক আয়ার্লণ্ড নয় ম্যাক যেখানে মেয়েদের উপর গুণ্ডামির প্রতিকার অসম্ভব। এটা সভ্য দেশ' —ব'লে থেমে বাঁকা হেসে ধারালো স্বরে বলল: 'আর এখানে এমন মানুষও আছে যারা মনে করে না যে গির্জায় গিয়ে দুটো মন্ত্র পড়লেই কোনো মেয়েকে আ লা ক্যাথলিক ঘরের তৈজস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।' ম্যাক বরাবরই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত ওদের দেশের নিন্দায়, বলল: 'আর এখানে এমন মানুষও আছে যারা গণিকাকে গণিকা বলার শক্তি—' আমি উঠে গিয়ে ম্যাকের দুই কাঁধে হাত দিয়ে বললাম: 'ম্যাক্, কী বলছ সব তুমি?' ও বলল: 'কোদালকে কোদাল।' য়ুমা শ্লেষের স্বরে বলল: 'সাবাশ হিরোসের আইরিশ সংস্করণ? কেবল, তুমি দেশের জন্যে তার মতন

দেহত্যাগ কোরো, বুঝলে? তাহ'লে আইরিশরা নিশ্চয়ই তাদের ঐ দুর্ধর্ষ ভাষায় তোমার নামের নিচে লিখে দেবে শিকি-শো-হককু।"

—"হিরোসের নাম শুনেছি বাবার কাছে," বলে হেলেনা, "পোর্ট আর্থার দখল করতে যাবার সময় একটি সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি প্রাণ দেন, না?"

—"হ্যাঁ, আর সেই থেকে তাঁর নাম জাপানে মহাত্মার সম্মান পায়। য়ুমা ব'লেছিল রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় ঘরে ঘরে তাঁর ছবি ওরা টাঙিয়ে রাখত যেমন আমরা রাখি দেবতার বা অবতারের। আর সে ছবির নিচে লেখা ঐ কথা কয়টি মন্ত্রের মতন—শিকি-শো-হককু।"

—"কথাটার মানে কী?"

—"'সাত সাতটা জন্ম আমরা প্রত্যেকে এমনিই জীবন উৎসর্গ করব দেশভক্তির বেদিকায়।' স্কুলের ছেলেরা মন্ত্রের মতন আওড়ায় শিকি-শো-হককু। তাঁর উপাধি ওরা দিয়েছিল গুন্‌শিন—মানে রণবীর।"

—"তারপর? থেমোনা লক্ষীটি?"

—"ম্যাক্ উন্মাদের মতন ছোটে আর কি ওর দিকে। ওকে চেপে ধরলাম: 'করো কী ম্যাক্—দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে বসলে?' একথায় ওর সম্বিৎ একটু ফিরে এল, য়ুমার দিকে চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল: 'আর তোমার নামের নিচে লিখে রাখবে 'ফুরু-ত্‌সুবাকি'।"

—"মানে?"

—"জাপানি কামেলিয়ার নাম নাকি ত্‌সুবাকি। ফুরু মানে প্রাচীন। ফুরু ত্‌সুবাকি হ'ল বুড়ি কামেলিয়া। জাপানিদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে: এ গাছটা নাকি ভারি অলক্ষুণে। কিন্তু ঐ কামেলিয়া গাছ বুড়ো না হ'লে রাক্ষুসি হয় না।"

—"শুনেছিলাম বটে বাবার কাছেও যে ওদের মধ্যে এ-ধরনের নানারকম কুসংস্কার আছে। একবার যেন বলেছিলেন মনে পড়ছে বিড়াল সম্বন্ধে জাপানিদের কি একটা অদ্ভুত ধারণা আছে যে বাচ্চা অবস্থায় সে নির্দোষ থাকলেও বুড়ো হ'লেই হয়—শয়তান, না কি?"

—"শয়তান নয় ঠিক—পিশাচ।"

—"আমাদের কাছে ও দুই-ই সমান," হেলেনা হাসে একটু, "যেহেতু

আমরা না দেখেছি খাঁটি পিশাচ না খাঁটি দেবতা। তাই শুনি ম্যাকের অসংযমের কী উত্তর য়ুমা দিল।"

—"খানিকক্ষণ কোনো কথাই বলল না—সংযমের বাঁধে রাখল যেন নিজেকে বেঁধে, ওর চোখদুটি জ্বলছিল যক্ষ্মারুগীর মতন। চোখের মধ্যে অত রকমের চকিত আলো আমি কখনো দেখিনি হেলেনা। হঠাৎ কি মনে ক'রে হেসে উঠল একটু, কিন্তু তার পরেই মৃদু চাপা গলায় বলল: 'তোমার মতন নবীন ধর্মধ্বজ হওয়ার চেয়ে জরাজীর্ণ ফুরুত্‌ সুবাকি হওয়াও ভালো যে ম্যাক—ভুলছ কেন?' ম্যাকের জ্ঞান গেল লুপ্ত হ'য়ে। সে মাটির থেকে একটা কাচের জাপানি ফুলদানি চক্ষের নিমেষে তুলে নিয়ে ছুড়ল ওর মাথা টিপ ক'রে—আমি বাধা দেবার আগেই।"

—"মাগো! তারপর?"

—"ফুলদানিটা ওর রগ ঘেঁষে দেওয়ালে লেগে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে মাটিতে প'ড়ে ছত্রকার হ'য়ে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডান ভুরুর কিনারা থেকে ঠিক যেন পিচকারির মতন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল—তোড়ে।"

—"উঃ—পুরুষ কী দানবই হতে পারে ঈর্ষ্যায়!"

—"যেন মেয়েরাই পারে না!" মলয়ের মুখে ম্লান হাসির পরিহাস, "য়ুমার কাছেই শুনেছিলাম একটি জাপানি উপকথা মেয়েদের ঈর্ষ্যা সম্বন্ধে।"

—"সে এখন যাক্‌, বলো কী হ'ল তারপর?"

—"উঃ, ভুলতে পারব না সে-রক্তগঙ্গা। বিশ্বাস করবে না হেলেনা, দেখতে দেখতে মাটির সাদা পার্শি কার্পেটটা লালে লাল হ'য়ে গেল।"

—"আর ম্যাক্‌?"

—"রক্ত দেখেই ওর চৈতন্য হ'ল। যেমন কোনো আকস্মিক আঘাতে নেশা ছুটে যায় না? তেমনি। ও নিজের রুমাল নিয়ে ছুটে ওর কাছে যায় আর কি। কিন্তু য়ুমা ওকে পাশ কাটিয়ে আমার কাছে স'রে এসে বলল: 'মলয়, রুমালটা?' দিলাম বাদুড়ের মতন। কেমন যেন বিহ্বল লাগে। ও রুমাল দিয়ে নিজের রগটা চেপে ধ'রে বলল: 'দরোয়ান এত দেরি করছে কেন? তুমি আর একবার ঘণ্টাটা বাজাবে?'

"ব'লতেই ম্যাকের চোখে জল পড়ল উপছে। বলল: 'য়ুমা—আমাকে কি—' ঠিক এই সময়ে দোর খুলল ছফুট লম্বা দরোয়ান, ঢুকেই দাঁড়াল থমকে। য়ুমা ম্যাকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল: 'এই লোকটাকে

বের করে দাও—আর কখনো যেন আমার ফ্ল্যাটের ছায়াও না মাড়াতে পারে। তোমার ভাইকেও আমি আমার ফ্ল্যাটের দ্বারী বাহাল করলাম—সর্বদা পাহারা থেকো।'

অপমানে রাগে লজ্জায় ম্যাকের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। আর একটিও কথা না ব'লে মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে গেল।

—"তারপর? এখন থামতে আছে?"

—"বলা একটু কঠিন তাই থামতে হ'ল হেলেনা। মনের মধ্যে এতরকম তোলপাড় হচ্ছিল—এসব সময়ে নভেলি মনের যেরকম ভাবা দস্তুর সেরকম ভাবনা তো আসে নি।"

—"অর্থাৎ?"

—"কী ক'রে বলি বলো। ধরো, কেন জানি না, সে সময়ে য়ুমার জন্যে কষ্ট না হয়ে—আশ্চর্য নয় কি—আমার সমস্ত সমবেদনাটা পড়ল অপমানিত ম্যাকেরই উপর?"

হেলেনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: "আমাদের হ'লে পড়ত না। তবে পুরুষদের ঔদার্য বোঝা ভার—মানি।"

—"এ ঔদার্যের অভিমান নয় হেলেনা, বিশ্বাস কোরো। তবে কি জানো? যাকে ভালোবেসেছ তার অপরাধকে দেখার ছন্দ এক, আর স্নেহহীন সুবিচারের ছন্দ আর।"

—"রাখো রাখো। আর যারই ব্যাখ্যা থাকুক না কেন, মেয়েদের গায়ে হাত তোলার ওকালতি হয় না।"

—"আহা, তখন কি আর ও মানুষ ছিল হেলেনা? ওর সে-চেহারা তো দেখনি তাই বলছ। দেখলে তোমার দয়া হত। চুল উস্কোখুস্কো, চোখের দৃষ্টিতে জ্বালা, গলার পেশী ফুলে ফুলে উঠছে—ক্রোধের কবলে যে মানুষ কী অমানুষ হ'য়ে পড়ে—"

—"আমার ভালো লাগে না মলয় এধরনের করুণা-গদগদ ফিলসফি, ক্ষমা কোরো। বলো য়ুমারই কথা। আর ম্যাকের সম্বন্ধে দয়া ক'রে কথা না বললেই জানব মেয়েদের তুমি শ্রদ্ধা করো।"

মলয় ঈষৎ আহত স্বরে বলল: "এ দাবি কি তোমার সঙ্গত হেলেনা? আমার দরদকেও চলতে হবে নাকি তোমার রুচি ও ফরমাস অনুসারে?"

হেলেনা আহত কণ্ঠে বলল: "ফিরিয়ে নিচ্ছি কথাটা। কিন্তু যুমার কথাই আমি শুনতে চাই—এ-অনুরোধকেও আশা করি ফরমাস ভাববে না?"

মলয় উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল। ধরতে গেলে সত্যিকারের উষ্মা ওদের মধ্যে এই প্রথম।

ঘরের মধ্যে নৈঃশব্দ্য আসে নেমে। বাইরের আকাশে গুমট ক'রে এসেছে। দিগন্তের কাছে এক ঝাঁক বক উড়ছে। ডাঙা দূরে নয় তাহ'লে। সমুদ্রের জল বিমনা। মেঘলা আলোয়ই হয়ত। কাছ দিয়ে একটা ষ্টীমার যায়—তার বাঁশি বেজে ওঠে—হঠাৎ। কী করুণ বাঁশি!···ষ্টীমারের বাঁশি শুনলে কেন নিজেকে এত একলা লাগে!···

—"ও কি মলয়!"

—"কই?"

—"মুখ ফেরাও তো।" হেলেনা ওর চিবুকে হাত দিয়ে টানে।

—"থাক এখন"—মলয় হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। হেলেনা দুহাতে মুখ ঢাকে।

মলয় দোমনা হয়ে ভাবে। একবার তাকায় বাইরের পানে একবার হেলেনার পানে। সত্যিই তো এযাত্রা মলয় কোনো অন্যায়ই করেনি। তবে হেলেনা কেন এ টোনে কথা বলল? ও যে রূঢ় টোন সইতে পারে না হেলেনার চেয়ে বেশি জানে কে?

মলয় ভাবে। গার্হস্থ্য জীবনে দাম্পত্য কলহ সে দেখেছে কত আত্মীয় বন্ধুরই তো। কটুকাটব্যের তুবড়ি বাজি! কখনো দুঃখ পেয়েছে, কখনো আমোদ। কিন্তু এ শ্রেণীর ভাষা যে ওর বিরুদ্ধেও কোনো মেয়ে প্রয়োগ করতে পারে ভাবতে বাজত। কেন বাজত? কটু কথা কার ভালো লাগে? বিশেষত প্রেমাস্পদের রূঢ়তা। কিন্তু সব দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই ঠোকাঠুকির একটা সঙ্গত স্থান নেই কি? আমাদের মনগড়া অভিমানের ফাঁকা আড়ম্বরের 'পরে আঘাত পড়া ভালো নয় কি? তবে কেন ও সইতে পারে না এসব আঘাত! হেলেনা ওকে যে ভালোবাসে তার চেয়েও বড় হ'ল তার কাছে আঘাত পাওয়া? ধিক্!

—"ও কী হেলেনা?" মলয় ওর কাছে গিয়ে ব'সে ওর মুখ তুলে ধরে।

হেলেনা ওর কোলে মুখ লুকোয়।

—"আমাকে ক্ষমা করো হেলেনা!"

—"ক্ষমা চাওয়ার কথা আমারই মলয়," হেলেনা বলে অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে।

—"না না। শোনো। ওঠো লক্ষ্মীটি।"

ও শুধু মাথা নাড়ে।

—"না তাকাও আমার পানে—তাকাবে না?—হেলেনা। তাকাবে না তো?"

জলভরা চোখে ওদের নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হয়।

* * * *

আঘাত কেন মন্দ হবে? দূরে সরায় যে সে-ই না আনে আরো কাছে টেনে! ভালোবাসা যদি ঐন্দ্রজালিক না হয় তবে সংসারে অঘটন ঘটায় কে?

৭৮

—"তার পর?"

কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মলয় শুরু করে ফের:

"ম্যাক চ'লে যেতেই আমার চৈতন্য হ'ল। এত লজ্জা করতে থাকে! কী মূঢ়ের মতন ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি—এতক্ষণ!...দ্বারীকে বললাম চার নম্বর হাউপ্টশ্‌ট্রাসে ডাক্তার নয়মান্‌কে তলব করো ব্যাণ্ডেজ আণ্টিসেপ্টিক সব নিয়ে আসতে—এক্ষুণি।

"দরোয়ান বেরিয়ে যেতেই ও রুমাল দিয়ে রগটা চেপে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আমি ওর পাশে ব'সে ওর জাপানি হাত-পাখাটা নিয়ে ওর মাথায় হাওয়া করতে লাগলাম।"—ব'লে থেমে হেলেনার পানে চেয়ে বলল: "বেশ মনে আছে হেলেনা, যে সে সময় কেবল কেবলই মনে হচ্ছিল সবই যেন ছায়াবাজি—পুতুল নাচ—সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনার মধ্যে একটা অবর্ণনীয় অনুকম্পার কোমলতা আসছিল ছেয়ে—আর এমন অপরূপ ঢঙে!—সব চেয়ে আশ্চর্য—ঘৃণার কথা মনেও হচ্ছিল না বললেই হয়।"

—"একেবারেই না?"

—"অতটা বললে একটু সত্যের অপলাপ হবে: থেকে থেকে চোখ পড়ছিল ওর রক্তপ্লাবিত চুলের 'পরে, ওর সুন্দর দেহের 'পরে, ওর অনাবৃত

বাহুর 'পরে—আর রক্তে একটু দোলা লাগছিল বৈ কি। কিন্তু কি জানি কেন আমার চেতনা তবুও ক্রমাগতই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল…সরে যাচ্ছিল বাস্তবের—বর্তমানের কবল থেকে। মনে হচ্ছিল—যা দেখছি সবই যেন অবান্তর—পরাধীন—আকস্মিক—যারা আসল তারাই যেন র'য়ে গেল প্রচ্ছন্ন। বেশ মনে আছে ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল ঐ ফরাসী কথাটা 'মারিয়নেৎ' —পুতুল নাচ। থেকে থেকে একটা নতুন ধরনের আভাস মতন পাচ্ছিলাম যে, যারা আমাদের পুতুল ক'রে ব্যঙ্গের সুতো টানছে তারা বুঝি আড়াল থেকে হাসছে মুখ টিপে। তাই য়ুমার বেদনা উত্তেজনা মনোবিপ্লব—এমন কি রক্তপাতের সঙ্গেও পাচ্ছিলাম না আমার চেতনাকে জুড়ে রাখতে।"

—"পারছিলে না?"

—"না হেলেনা। আশ্চর্য লাগবে হয়ত একথা শুনতে—তবু একথা অতিরঞ্জিত নয় যে শায়িত য়ুমার পাশে ব'সে তার প্রতি খানিক আগের কোমলতাকেও ছাপিয়ে বেজে উঠছিল একটা—কি বলব—নির্বিশেষ অনুকম্পা—মানে কোনো বিশেষ মানুষের প্রতি নয়—সবাইকারই প্রতি। যেন…চেতনার একটা দুয়ার—বা দৃষ্টি—খুলে গেল যার আলোয় দেখতে পেলাম যে মানুষ দেখতে যতই সবল হোক—আসলে কত অসহায়! কোত্থেকে ম্যাক এল য়ুমার জীবনে—ঘটল অঘটন—যারা চলছিল ছায়া-স্নিগ্ধ কুঞ্জবীথির মাঝ দিয়ে হঠাৎ কোন মায়ার খেলায় পড়ল এসেই তপ্ত মরুর বুকে—যেখানে ব্যথা আছে—নেই সান্ত্বনা, তৃষ্ণা আছে—নেই নির্ঝর, জাগরণ আছে—নেই স্বপ্ন।"

* * * *

—"এত কী ভাবো?"

—"না," মলয় চমকে ওঠে, "য়ুমা একটা গল্প বলেছিল সেদিন শুয়ে শুয়ে—শোনো বলি।

"য়ুমা বলল: জাপানে এক দাইমিয়ো—কি না রাজবংশীয় অভিজাতের—"

—"রোসো রোসো কখন বলল?"

—"ওর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সমাধা হ'য়ে গেলে।"

—"অত কাণ্ডর পরেও গল্প চলল সমানেই?"

—"সমানেই না—তবে ঈর্ষ্যার প্রসঙ্গে এ-গল্পটি উঠেছিল ব'লেই বলল। গল্পটা শেষ হতেই ও আশ্রয় নিল ওর শয়নকক্ষে।"

"আর সারারাত ব্যথার ব্যথীই বোধ করি হলেন শয়ন-সাথী ?"

—"তুমি ভারী দুষ্টু হেলেনা।"

—"আচ্ছা বুকে হাত দিয়ে বলো তো—সত্যি বলি নি ?—না না রাগ কোরো না। একটু ঠাট্টাও করতে পাব না ? বলো এবার।"

মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে শান্ত কণ্ঠে শুরু করল: "দাইমিয়োর স্ত্রীর মৃত্যু আসন্ন। একসময়ে ওদের মধ্যে কী ভালোবাসাই যে ছিল!···কিন্তু মরণ কোনো প্রেমেরই অপেক্ষা রাখে না। সে আসে।

"দাইমিয়ো স্ত্রীকে বলে: 'কী করব ?'

"শ্রীমতী বলেন: 'সত্যিই তো যথেষ্ট করেছ তুমি। তিন তিনটে বৎসর আমি পঙ্গু। চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি। এলো বিদায়ের পালা। হাসিমুখেই নেওয়া ভালো। কেবল ডেকে দাও একবার পরিচারিকা ও য়ুকি-সানকে'।

"দাইমিয়োর মুখে ফুটে ওঠে উৎকণ্ঠা। য়ুকি উনিশ বছরের যুবতী—সুন্দরী। সকলেই জানত স্ত্রীর অসুখের সময়ে···

"শ্রীমতী বললেন: 'ভয় নেই, য়ুকিকে আমি বোনের মতনই ভালোবাসি। কিছু বলবার আছে আমার।'

"য়ুকি এলো। দাইমিয়ো রইল পাশে দাঁড়িয়ে।

"শ্রীমতী বললেন: 'য়ুকি, কাছে এসো। বোসো। আরও কাছে।··· শোনো। যখন আমি আর থাকব না তখন তুমি নিয়ো আমার স্থান। ভালোবেসো ওকে—যেমন ভালো আমি বেসেছিলাম। কামনা আমার শুধু এই যে ও যেন তোমায় ভালোবাসে শতগুণ। না, কথা কোয়ো না। শোনো। কেবল এই অনুরোধ, দেখো—সতর্ক থেকো আর কোনো মেয়ে যেন ওর ত্রিসীমানায় আসতে না পায়। বড় বেদনায়ই এ-উপদেশ দিচ্ছি জেনো—শুধু তুমি সুখী হ'বে এই জন্যে।'

"য়ুকি কেঁদে বলে: 'মা, কী বলছেন আপনি ? আমি ওঁর দাসী। আপনার স্থান নেব আমি ?'

"মুমূর্ষুর চোখে আগুন জ্ব'লে ওঠে ধ্বক ক'রে—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে, তক্ষুণি নিভে যায়। শ্রীমতী স্নিগ্ধ হেসে বলেন: 'য়ুকি, আমি সবই জানি। মৃত্যু আমার শিয়রে। এখন আর মিথ্যা কেন ? আমি জানি ও অপেক্ষা করছে শুধু কখে আমি—' ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো, কিন্তু চিরদিন সংযমে অভ্যস্ত যে তার মুখে আবার তৎক্ষণাৎ ফুটে ওঠে

স্বচ্ছ হাসি। বলল: 'না, আমি জানি যা হবে। তার জন্যে আমার দুঃখও নেই। কারণ তুমি ওকে দিতে পারবে যা আমার আর নেই—তোমার উষ্ণ কটাক্ষ, উচ্ছল রক্ত, আরক্ত অধর ও—পীবর বক্ষ।' য়ুকির গাল দুটি আপেলের মতন রাঙা হয়ে ওঠে। মুমূর্ষু বলে: 'লজ্জা কি, য়ুকি? পুরুষ নারীর কাছে হাত পাতে আর কিসের জন্যে বলো?—কিন্তু যাক্—শোনো। আমি কোনো দুঃখ নিয়ে একথা বলছি না। আমি চাই ওকে তুমি যেন নিত্য নতুন-আদরের জোয়ারে ভাসিয়ে রাখতে পারো। মরণের পরে আমি বুদ্ধ হব এ-কামনার চেয়েও নিবিড় কামনা আমার এই যে তুমি যেন আমার স্থান নিয়ে ওকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারো—তোমার দেহের ভূরিভোজনে। আর কোনো সাধ আমার নেই। না—আর একটা সাধ আছে—ভুলে গিয়েছিলাম, বড় সময়ে মনে প'ড়েছে—তুমি জানো যে আমাদের বাগানে বছর দুই আগে য়োশিনো পাহাড় থেকে একটি য়াইজাকুরা গাছ * পুঁতেছিলাম। সেটিতে ফুল ধরেছে। আমি শেষযাত্রার আগে তাকে একবার দেখতে চাই। তুমি আমাকে তুলে নিয়ে সে গাছটির নিচে শুইয়ে দাও। আমি এখন শিশুর ওজন—তোমার কষ্ট হবে না।'

"য়ুকি ফুঁপিয়ে কাঁদে। শ্রীমতী বলেন: 'কাঁদে না। বললাম না—এ আমার সুখমৃত্যু? শুধু তুমি নিয়ে চলো আমায়—দেরি কোরো না। কাছে এসো। আরো—আ—রো। ধরো। তোলো আমাকে। লক্ষ্মীটি!'

"য়ুকি ওকে ধ'রে যেই তুলতে যাবে ও য়ুকির কাঁধ ধরে চেপে। ধ'রেই দুহাতে ওর দুই বুক আঁকড়ে ধরে—যেমন শিশু ধরে মায়ের বুক তার কচি হাতে।

"মুখে ওর ফুটে ওঠে দানবীয় হাসি, বলে: 'পেয়েছি—আমি যা চাই—পেয়েছি আমি যা চাই।' বলতে বলতে ওর হাত দুটো হ'য়ে উঠল বল্লমের মতন তীক্ষ্ণ। ওর আঙুলগুলো গেল বিঁধে য়ুকির বুকে। য়ুকি চিৎকার ক'রে মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেল। সেই মুহূর্তে মুমূর্ষুর প্রাণ গেল বেরিয়ে।

"ডাক্তার এলো। কিন্তু ওর হাত দুটো ছাড়ানো গেল না। ডাক্তার ভয় পেয়ে গেল দেখে।"

—"কী দেখে?" শুধায় হেলেনা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে।

---

* চেরি গাছ।

—"য়ুকির বুকের সঙ্গে মৃতার হাত গেছে জুড়ে—এক হ'য়ে যেন জন্মাবধিই এমনি ছিল।"

হেলেনার দেহ বেয়ে একটা জুগুপ্সার শিহরণ গেল ব'য়ে: "তার পর?"

—"তার পর আর কি? কোনোমতেই ছাড়ান গেল না সে হাত"—য়ুমা বলল—"যদিও হাত দুটোর কব্জি থেকে কেটে ফেলা হ'ল।"

—"মাগো!"

—"য়ুকি আরো সতেরো বৎসর বেঁচে ছিল—কিন্তু হাত দুটো কব্জি অবধি আটকে রইল ওর বুকে। ও থেকে আঙুলগুলো বিঁধত কাঁটার মতন তীক্ষ্ণ হ'য়ে।"

—"উঃ!"

—"য়ুকি তীর্থে ঘুরে বেড়াত। রোজ জানু পেতে ক্ষমা চাইত ভগবানের কাছে—তার মৃতা প্রভুপত্নীর কাছে। নানা বৌদ্ধ হোম করত পিণ্ড দিত। কিন্তু—বৃথা। ওর বুকে সে হাত দুটো রইল জীবন্ত।"

* * * *

মলয় প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল: "নারীর ঈর্ষ্যা সম্বন্ধে এর চেয়ে বিকট গল্প শুনেছ কখনো?"

হেলেনা দুহাতে মুখ ঢেকে শুষ্ক স্বরে বলল: "মলয়, এ কদর্য গল্পটা তুমি আমায় না শোনালেই পারতে।"

ওর দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে বন্দী ক'রে বলে: "প্রথমে ভেবেছিলাম বলব না। কিন্তু বলার একটা কারণ এই যে, এ গল্পের মধ্যে দিয়ে জাপানি মনপ্রাণের একটা খবর পাওয়া যায় যার রসগত মূল্য হয়ত কিছু আছে।"

—"রসগত?"

—"ভয় ও ঘৃণাও তো একটা রস। মানে, সবল মন এ দুটো রস থেকেও বলিষ্ঠতার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে।"

—"বীভৎসতা কি বলিষ্ঠ করে মানুষকে?"

—"তা নয়। তবে কি জানো? কী ক'রে বোঝাই? সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যে, বীভৎসতা অতি কুৎসিত হ'লেও তাকে চাক্ষুষ করতে না পারলে হয়ত জীবনকে দেখা সম্পূর্ণ হয় না।"

—"না-ই হ'ল।"

—"না হ'লে ক্ষতি ছিল না যদি বরাবর কুৎসিতকে বর্জন ক'রে চলা যেত। কিন্তু যখন তা অসম্ভব—তখন বীভৎস দৃশ্যে ভরিয়ে না ওঠাই ভালো নয় কি? অন্তত হাড়ে হাড়ে জানা গেলো যে আমরা যতই সেজে গুজে থাকি ভিতরে ভিতরে আমরা এখনো বর্বরই আছি—আর এ-বর্বরতার যতদিন না সমূলে উচ্ছেদ হচ্ছে ততদিন মানুষ পশুর পর্যায়েই থাকবে—দেবতার পদবী পাবে না।"

—"একথা থিওরিতে মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই মলয়, কিন্তু—থাক্ এ প্রসঙ্গ আজ। আমার বুকের ভিতরটা যেন মুচ্‌ড়ে উঠছে—কেবল রোসো একটা কথা: য়ুমা এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে বোধ হয় ভালোই বাসত?"

—"ভালোবাসত বললে একটু বেশি বলা হবে। তবে এসব বর্ণনায় ও বিচলিত হ'ত না একটুও। কত সময়ে কত ভয়ের গল্পই যে বলত আর এমন অপরূপ ঢঙে! বিশেষ ক'রে ভয়ের গল্প। কারণ ভয়কে ও এডগার আলেন পো-র মত জীবন্ত ক'রে তুলতে পারত।" ব'লে মলয় থেমে বলল: "কেবল একটা কথা বলব হেলেনা, যদি রাগ না করো?"

—"কী?"

—"ভয়ের গল্প যে আশ্চর্য সুন্দরও হ'তে পারে—কোনোদিন মনে হয় নি তোমার? মনে হয় নি এর আর্টের কথা?"

—"ওসব সৌখিন মাদকতার খবর আমি কিছু কিছু রাখি মলয়! বাল্‌জাকেরও ঐরকম একটা গল্প আছে—মরা মানুষের চোখ রইল চেয়ে। উঃ—ভয়ানক। গায়ে কাঁটা দেয় আজও। তাঁর বর্ণনার শক্তিও স্বীকার করি। কিন্তু যা আমাদের মাত্র স্নায়ুকে তোলপাড় ক'রে অভিভূতি আনে তাকে শ্রেষ্ঠ আর্টের এলাকায় আনতে পারি না। মানি এ-অভিভূতির মূল্য থাকতে পারে জীবনের দিক দিয়ে—আকর্ষণও থাকতে পারে হয়ত রসের দিক দিয়ে—এক হিসেবে, দেখতে জানলে, প্রতি জিনিষই হয়ত কোনো না কোনো রস দেয়। বার্ণার্ড শ-র কথা মনে করো—'জ্ঞান কিসে না লাভ হয়—নিজের মা-কে হাজার ডিগ্রি উত্তাপে সিদ্ধ করলেও বিগলিত মাতৃতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তথ্য লাভ হয়'।"

মলয় হাসল: "ওটা তো হ'ল ঠাট্টা—"

হেলেনা প্রতিবাদের সুর ধরে: "এর বেলাই বা ঠাট্টা বলো কেন তাহ'লে? না—আমি শ-র কথায় সায় দিই। রস রস বললেই হ'ল না—রস সর্বশুদ্ধি পাবকও নয়। দেখতে হবে কোনো রস পেতে হ'লে যা ছাড়ছি তার চেয়ে বেশি পাচ্ছি কি না। ডাক্তারেরা জানেন sadist-রা কত কুৎসিত নিষ্ঠুরতায়ও আনন্দ পায়। আনন্দ পেলেই সব কিছু মঞ্জুর, এ হ'তেই পারে না। ফাউস্টের কথাও তো জানো। দানবের কাছে আত্মা বিক্রয় করা যায়—এ শুধু কল্পনা নয়—জীবনে রোজই ঘটে কমবেশি—বাবাও বলেন।"

—"কী?"

—"যে, মানুষের চারধারে নানান্ হিংসুক শক্তি দৈত্য দানা আছে—দার্শনিকের এ-দর্শন অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হয়েছে কি, এরা মানুষকে চালায় ব'লেই বীভৎসতায়ও সে রস পায়—তাকে এস্থেটিক নাম দিয়ে লোকের কাছে ধরে—অস্বাস্থ্যকর আমোদের জন্যে।"

মলয় খুশি হ'য়ে বলে: "একথা আমারও মনে হয়েছে হেলেনা—কেবল—"

—"কী?"

—"না থাক্।"

—"না বলো, বলতেই হবে।"

—"কিছু মনে করবে না কথা দাও তাহ'লে?"

—"দিচ্ছি—তোমার গা ছুঁয়ে।"

৭৯

মলয় বলে: "এসব বলতে বাধে আরো সেইজন্যে যে, বলতে গেলে লোকে প্রায়ই ভুল বোঝে—হয় ভাবে—বাড়িয়ে বলছি, নয় কমিয়ে। তাই ভয় হয় কেবলই যে যদি বলি কৈশোর থেকেই নারীর দেহ আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছে অথচ প্রতিহতও করেছে তাহ'লে লোকে হয়ত হাসবে—বাইরে না হোক মনে মনে বলবে—পাগল!"

—"কিন্তু আমি কি সেই জাতের ক্রিটিক, মলয়? তুমি কি জানো না যে তোমার কথায় আমি হাসবার কথা ভাবতেই পারি না?"

—"জানি হেলেনা," বলে মলয় গাঢ় কণ্ঠে, "তাই তো তোমাকে সব বলার এমন নিবিড় তৃষ্ণা আমার। বলিনি তোমাকে বারবার যে আমার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ক্ষুধা আছে যে, যাদের খুব ভালোবাসি তারা আমাকে বুঝুক ?"

—"এ-ক্ষুধা কার নেই মলয় ? আর একে ছেলেমানুষিই বা বলছ কেন ? প্রতি প্রবল ক্ষুধাই কোনো না কোনো পরিণতির ইঙ্গিত দেয় না কি ? যখন আমরা ভালোবাসি—মানে সত্যি নিজেকে দিতে চাই—তখন কি না চেয়ে পারি যে প্রেমাস্পদ আমাদের সবটাই নিক ? আর সবটা নেওয়া মানে সবটার প্রতি দরদ ছাড়া আর কী বলো ? ফরাসীতে বলে না 'Tout comprendre, c'est tout pardonner' ? আর, কার কাছে ক্ষমা চাইতে এত মিষ্টি লাগে বলো ঐ প্রেমাস্পদের কাছে ছাড়া ? কেমন এবার বলতে পারবে তো অকুণ্ঠে ?"

—"কী ?"

—"য়ুমাকে হারানোর ইতিহাস। স—বটুকু কিন্তু, মনে রেখো।"

মলয় ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল : "হেলেনা, কেন জানিনা ভয় হয়।"

—"কেন মলয় ?" হেলেনার কণ্ঠস্বর এত কোমল শোনায়…

—"হারাবার ভয় আমার একটু বেশি।"

হেলেনা ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলে : "কিন্তু হারাবার ভয় করলেই কি সব আগে ফ'স্কে যায়না মলয় ?"

—"কেউ কি জানে ?"

—"আমি জানি। সত্যের ভার যে-প্রেম সইতে পারেনা—সে হ'ল চোরাবালির ভিৎ…তার ওপর সুখের শান্তির সৌধ গ'ড়ে তোলা ? ঘাসের বনে তাসের প্রাসাদ ?"

—"সারা জীবনটাই কি তাসের প্রাসাদ নয় হেলেনা ? কিসে যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় আমাদের—ছুটিয়ে মারে ! মনে করো তোমার মা-র কথা, বাবার কথা, মনে করো অস্কারের কথা, রুমার কথা, নোরার কথা…নাম-না-জানা ঢেউয়ে ধাম-না-চেনা পারের পানে উধাও তো সবাই-ই। বন্দরের দিশা পেয়েছে কে—কবে ?"

হেলেনা ওর চোখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে…মলয় ফের চোখ ফিরিয়ে নেয়।

—"কী ?"

—"কিছু না।"

—"তবু ?"

—"সত্যভাষিণী হব—না প্রিয়ম্বদা ?"

মলয় হাসে : "যা তোমার ইচ্ছা।"

হেলেনা হাসে : "ঐ দেখ, ভয় পেয়েছ।"

—"ভয় ?"

—"নয় ? কিন্তু না—সত্যই বলব, প্রিয়ম্বদা হবার দুরাশা ছেড়ে।"

—"দুরাশা ?"

—"নয় ? যদি খতিয়ে অসত্যই প্রেমের ভিত্তি হয় তবে প্রিয়ম্বদা দাঁড়ায় কাকে আশ্রয় ক'রে ? আমার মনে হচ্ছিল কি শুনবে ? নিজেকে আমি প্রশ্ন করছিলাম—তোমাকে বেশি ভালোবাসি না ভয় করি ?"

—"ভয় ?" মলয়ের মুখ মেঘলা হ'য়ে আসে।

—"দুঃখ পেয়োনা মলয়। বুঝতে চেষ্টা করো আমাকে : বলো তো এ-বৈরাগ্যের মূলধন নিয়ে কোন প্রণয়ী যদি তার দয়িতার কাছে আসে তবে দয়িতা কি ভরসা পায় এ-হেন বণিকের প্রেমের লেন-দেনে ? আর—"

—"কী ! না হেলেনা, যখন শুরু করেছ সারা করতেই হবে।"

—"দুঃখ পাও যদি ?"

—"দুঃখ পায় কি মানুষ শুধু শুধুই ? আমাদের মধ্যে যেখানটা দুর্বল সে যে ডাকে আঘাতকে শক্ত হবার জন্যে !"

—"আর মনে হচ্ছিল ঠিক যে-কারণে যুমা তোমায় পেয়েও হারালো সেই কারণ কি আমার সামনেও নেই ? বলো তো এতেও নির্ভরসা না এসে পারে ? কিন্তু আমাকে বুঝবার একটু চেষ্টা কোরো, লক্ষ্মীটি !"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "তোমাকে হয়ত ভুল বুঝিনি হেলেনা ! কেবল—"

—"কী ?"

—"যুমা ঠিক আমাকে ঐ জন্যে হারায় নি।"

—"ভরসা দিতে বলছ না ?"

—"শোনো শেষ অবধি, তাহ'লেই বুঝবে। আর বেশি নেইও।"

—"না শুনলেও—"

—"না হেলেনা—বোঝা যাবে না শেষ পর্যন্ত না শুনে। কারণ য়ুমা ছিল এসব বিষয়ে একটু অদ্ভুত—বলি নি?"

—"আচ্ছা বলো।"

—"কতদূর বলেছি!"

—"য়ুমা বলল দাইমিয়োর ঐ গল্প।"

—"ও—হ্যাঁ।"

৮০

মলয় বলতে লাগল: "ডাক্তার এলো তারপরই। বলল: বিশেষ কিছু নয়—তবে অনেকটা রক্ত গেছে বেরিয়ে তাই একটু বিশ্রাম চাই দুএকদিন।

"ওকে বললাম সকাল সকাল শুতে যেতে।

"ওর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল—এমনিই—বলল: 'তবে আজ বিদায় বন্ধু! শুভরাত্রি!' আমি যথাসাধ্য প্রফুল্ল স্বরেই বললাম: 'শুভরাত্রি য়ুমা, বেশ শান্ত হয়ে ঘুমোও আজ, আমি কাল সকালেই আসব।' ও আমার দুটো হাত ওর উষ্ণ কোমল মুঠোর মধ্যে বন্দী ক'রে অতি কোমল কণ্ঠে বলল: 'এসো মলয়—সকালেই—না ভোর হ'তেই—কেমন? আমি যে কত একলা—' বললাম: 'আসব—কেবল একটা সর্ত আছে।' ও বলল: 'কী, বলো।' বললাম: 'সংসারের সব মেয়েরা যে দাইমিয়োর স্ত্রীর মত নয় এটা মনে রাখতে হবে।' ও বলল: 'তার মানে?' আমি বললাম: 'মানে, এসব কথা স্মরণ ক'রে নিজেকে অনবরত হীন মনে ক'রে দুঃখকে লালন করতে পাবে না।' ও ম্লান হেসে বলল: 'সত্যিই কি নিজেকে হীন মনে করতে পারে মেয়েরা? মেয়েদের উদ্দেশে মেয়েদের কটূক্তিও যে একটা ঢং মলয়।' আমি ওর হাতদুটি চেপে ধ'রে বললাম: 'অন্তত এই কথাটি যে, ক্রমাগত নিজের নানা গুণকেও ঢং মনে ক'রে তোমার চরিত্রের সব সরল প্রবণতাকেই অস্বীকার করবে না?' ওর হাসি আরও ম্লান দেখাল, বলল: 'করতাম—যদি জানতাম আমার কোনো কিছুকেও কারুর চোখে সরল ঠেকে।' বললাম: 'য়ুমা, জগৎকে দেখতে শিখেছ শুধুই বাঁকা ক'রে। জেনো, তুমি নিজেকে যদি একটু সরল চোখে দেখতে শেখো তবে জগৎ তোমাকে কেবলই বক্র কটাক্ষে দেখবে না।' ও একটু চুপ ক'রে থেকে

বলল : 'বড় বেশি দেরি হ'য়ে গেছে যে কারো মিয়ো!' আমি বললাম : 'য়ুমা, জাপানি মেয়েরা না কি সেন্টিমেন্টালিটিকে দেখে ছোট ক'রে?' ও বলল : 'আমি জাপানি তো শুধুই বংশে মলয়, প্রকৃতিতে—শোনো আর একটা পুরনো উপকথা বলি জাপানের—যেটা আমার মনের উপর অদ্ভুত রকম ছাপ ফেলেছে।' বললাম : 'না য়ুমা, তুমি শুতে যাও। ডাক্তার—' ও বলল : 'ডাক্তারের মুণ্ডু—আমার দেহে হিংসার মত রক্তও যে অফুরন্ত—এইটুকু অপচয়ে কী হবে? কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না—তুমি এসো বরং আমি শুই কম্বল মুড়ি দিয়ে তুমি বসবে পাশে।' আমি অগত্যা গেলাম ওর শোবার ঘরে।

"বিছানায় শুয়ে আমার দুটো হাত চুম্বন ক'রে বলল : 'শোনো মন দিয়ে —আর···আর শুনো আমাকে একটু বুঝতে চেয়ে—বিচার রেখে'।"

মলয় একটু থেমে শুরু করল :

"য়ুমা বলল :

'উপকথাটিকে এখনো কিন্তু অনেকে সত্য মনে করেন আমাদের দেশে।'

"আমি বললাম : 'হয়ত সত্য ঘটনার কিছু সায় ছিল প্রথমে—কে বলতে পারে?'

"ও একটু ভাবে, পরে বলে : 'হবে। কুসংস্কারকে আজকাল ঠাট্টা করতেও বাধে। কারণ সত্যের যে কতরকম ছদ্মবেশ আছে কেউ কি জানে?—যাক শোনো উপকথাটি!' বলতে বলতে আমার হাতটি ওর দুহাতের মধ্যে টেনে নিল।

"'ছশো বছর আগে'—য়ুমা বলল—'য়ামাশিরো প্রদেশে উজি ব'লে একটি শহরে থাকত এক সামুরাই বীর যুবক। নাম—ইতো নোরিস্কে। দরিদ্র—সামান্য পিতামাতার সন্তান। কোনমতে দিন চ'লে যায়। পড়াশুনো করে।

'একদিন চলেছে পথ দিয়ে আপন মনে এমন সময় দেখে পার্শ্বচারিণী—একটি সুন্দরী মেয়ে। কি খেয়াল হ'ল—দিল গল্প জুড়ে।

'মেয়েটির বাড়ি পাশেরই একটি গ্রামে। যুবক বলল : চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

'চলল। মেয়েটির বাড়ি দেখে ইতোর আর বাক্‌স্ফূর্তি হ'ল না। এ কী, এ যে রাজপ্রাসাদ! আর ছোট্ট গ্রামে এমন জাঁকালো প্রাসাদ!

'মেয়েটি বলল : এসো না। আমার কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবে?'

'গেল ও কম্পিত বক্ষে কী এক ছায়া-প্রত্যাশা নিয়ে যে!...রক্তে বেজে ওঠে মেঘের ডমরু। কে ওরা! এ নিরালা গ্রামে এমন চুপচাপ থাকে কেন এমন বিশাল প্রাসাদে।...মেয়েটি ওকে নিয়ে যায় হাত ধ'রে প্রাসাদের গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে...এক একটা মহল পেরোয় আর বিস্ময় ওঠে ওর আরও ঘন হয়ে...এত বড় বাড়ি...এমন সাজানো...অফুরন্ত আলো অসংখ্য ঘর...অথচ না আছে লোকজন না প্রাণের স্পন্দন।...নিঃঝুম নিঃশব্দ —যেন নিশুত রাতের ঘুমন্ত বন। ও মেয়েটিকে শুধায় : তোমার কর্ত্রীর নাম কি? সে বলে : হিমেগিমি সামা। বুক ওর আরো ওঠে কেঁপে... কী সুন্দর নাম।...সামা...সামা...জপল নামটি বার বার...যার নাম এত সুন্দর সে নিজে না জানি কী! ওর রক্তে বেজে ওঠে মাদল...ফুটে ওঠে সেই আফোটা অনামা প্রত্যাশা!...এর আগে প্রেমে ও কখনো পড়ে নি কি না।'

"ব'লে য়ুমা থেমে দীর্ঘ নিশ্বাস নিল টেনে বুক পুরে, তার পরে বলতে লাগল : 'এর পরে অনেক কিছু ঘটল—সেসব বাদ দিয়ে যাই।'

"আমি বললাম : 'সামার সঙ্গে প্রথম দর্শনে প্রেম এই তো তার মোট কথা?—সে তো জানাই।'

য়ুমা হেসে বলল : 'হ্যাঁ, এ অবধি জানা বটে কিন্তু পরে যা ঘটল কখনই কল্পনা করতে পারবে না, শোনো।

'সামার সঙ্গে ইতোর তো বিয়ে হয়ে গেল। সামা বলল ইতোকে ও যেদিন প্রথম দেখেছে সেদিনই মনপ্রাণ সঁপেছে। সামা! অপ্সরী সামা মালা দিল কি না ইতোকে? স্বপ্নাতীতাও তাহলে মূর্তি ধরে এ ম্লান মর্ত্যে? তিলোত্তমাকে ইতো বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : সব তো বললে সামা—কেবল তুমি কে বলবে কবে? রহস্যময়ী বলল ম্লান হেসে : সে সেনাপতি শিগেহিরা কিয়োর কন্যা।

'শিগেহিরা কিয়ো! ইতোর গায়ে কাঁটা দেয়! সে তো এ যুগের মানুষ নয়। কত হাজার বৎসর আগে যে তার দেহ ধরণীর পিঠে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে!...তারই মেয়ে এই সামা। তবে ও কি এক মৃতা অমানবীকে মালা দিয়েছে? কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে। এই তো সামার বুকের ঢেউ ইতোর বুকের তটে। এই তো ওর সরস অধর—

বিলোল নয়ন—সুগোল বাহু—পীবর বক্ষ—রেশমী কোমল সুগন্ধী কেশদাম। বার বারই ইতো ওকে চুম্বন করে, স্পর্শ ক'রে ওঠে অধীর···কিন্তু ভয় আসে কই? বরং আনন্দ উচ্ছ্বাসেই তো দেহ ওঠে কেঁপে···আর সে কী অসহ আনন্দ! মৃত্যুলীনা ছায়া-অতীতার সংস্পর্শে এ-হেন উদ্বেল আনন্দ-কল্লোল জাগতে পারে কখনো?

'সামা বলে করুণ হেসে: আমি যে যুগ যুগ ধ'রে তোমার প্রতীক্ষা ক'রে আছি প্রিয়। আমার নেই জরা, ক্লান্তি, জন্ম মরণ। আছে কেবল প্রেমের আগুন—অনির্বাণ, অক্ষয় শিখা। আর আছে তোমার অতীত প্রেমের স্মৃতি। তাই প্রতিবার তুমি নব তনু নিলে অতৃপ্ত তৃষ্ণায় আমি তোমার পিছু নিই প্রিয়তম, কিন্তু তোমাকে ছুঁতে না ছুঁতেই যে সব যায় ফুরিয়ে, তৃষা মেটে কই?

'সামাকে ইতো বুকে টেনে নেয় আবার। বলে: আর ফুরুবে না সামা। সামার অধরে সেই ছায়া হাসি···বলে: নিয়তি যে ইতো। প্রেমের সাধ্য কতটুকু বলো? আজ রাত ফুরুলেই আমি যাব মিলিয়ে। দশবছর বাদে ফের দেখা হবে—তোমার জন্যে আমি আসব ফের। কিন্তু এ দশবৎসরের বিরহ শুধু একরাত্রের মিলনসমাপ্তির জন্যে। ব'লে ওর অনামিকায় পরিয়ে দেয় একটি আংটি—মণির আংটি।

* * * *

"সুমা বলে: 'রাত পোহাতে সত্যিই সব গেল মিলিয়ে, স—ব।··· জলধারার মতন ব'য়ে যায় বৎসরের পর বৎসর। ইতোর এক একবার মনে হয় বুঝি স্বপ্নছায়া। গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করে প্রাসাদের কথা। সকলে ওর দিকে চেয়ে থাকে অবাক হ'য়ে! প্রাসাদ! হাসাহাসি করে। ঐটুকু ছোট্ট গ্রামে। পাগল না কি? ও ফিরে আসে। বোঝে সবই মরীচিকা···কিন্তু ঐ মণির আংটির দিকে চাইলেই মনে হয়: না তো। সব ছায়া হ'লে মণির কায়া রইল কী ক'রে? যতই কাঁদে ওর অন্তরাত্মা সামার জন্যে—মণিটিকে ধরে ততই বুকে চেপে—চুমো খায়। কুহকের আবেশ আসে ফিরে··মনে হয় সামার বুকের উচ্ছল রক্তস্পন্দন বুঝি বন্দী হ'য়ে আছে ঐ মণিটির মধ্যে।

'ক্রমে মণিটি হ'য়ে উঠল ওর ধ্যান জ্ঞান। ও যতই শুকিয়ে যেতে থাকে ততই মণির কুহক ওঠে রঙিন হ'য়ে, জীবনের স্পন্দন বাজে মন্থর ছন্দে।···

'দশবৎসর বাদে এল ফুলশয্যার রাত। ওর তখন আর উত্থান শক্তি নেই। বোঝে···যে জীবন প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে···শুধু তার তলানিটুকু পুড়তে বাকি···তবু কে যেন বলে ওর কানে: এখনো আশা আছে, কাটাও সামার মায়া···ঝেড়ে ফেল এ-কুহক—এখনো বাঁচতে পারবে। ও হাসে···আশ্চর্য সেই সামার মতন ছায়াহাসি···বাঁচবে?···কিসের জন্যে? ঐ ঐ দেখ, আংটির মণি যে হেসে ওঠে, বলে—সব বেদনা সার্থক হবে আজ নিশীথ রাতে। জীবন ডাকে—আলোর কূলে। মরণ টানে—মণির অকূলে। মন বলে: কুহক। মণি বলে: বিনা কুহক বেঁচে হবে কী? ও বলে: হ্যাঁ, মালা দিলাম কুহককেই। ঠিক এই সময়ে সেই পরিচারিকা এসে ডাকে: এসো, সামা তোমার জন্যে পাঠিয়েছেন চতুর্দোল। আনন্দে অধীর হ'য়ে ও টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। চতুর্দোল আসে, এগিয়ে। স্বপ্নিতা এসেছে আজ···অ-ধরা দিয়েছে ধরা।···ঐ ঐ চতুর্দোলের মধ্যে সে-ই তো···ও উঠে বসে দুহাত বাড়িয়ে···প্রতিমাও হাত বাড়ায়··· জীবনের দীপাধারে আলোর পুঁজি গেল ফুরিয়ে। ওর নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে লুটিয়ে—চতুর্দোলের শেষ পৈঠায়।'···"

৮১

মলয় বলল: "সেদিন সারারাত ঘুমতে পারি নি হেলেনা! কেবলই মনে হয় যেন আমাদের চারদিকে থাকে একটা···কি বলব? ছায়ার ঘেরাটোপে না, একটা পাতলা কুজ্ঝটিকার পর্দা··· মায়ার ছবি···সামারই মত ভোর হলেই যাবে মিলিয়ে কিম্বা যখন ধরা দেবে তখন প্রাণের যে -তৃষ্ণা তাকে চাইত সে-ই হবে অদৃশ্য—ইতোরই মত। মনে রণিয়ে উঠতে থাকে য়ুমারই প্রশ্ন নানা রেশে: 'কোন্‌টা সত্য কেউ কি জানে মলয়? নিরাশার তন্তু দিয়েই যে তার আশার জাল বোনা—সাধ্য কি তার প্রাণ-পতঙ্গ সে-জাল কেটে বেরিয়ে আসবে'?"

হেলেনা মৃদু স্বরে বলল: "তারপর?"

মলয় বলল: "রাতে মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল কত রঙের যে আলো ছায়া হাওয়া ধুলো···সে বড় বিচিত্র হেলেনা। এক একটা মুহূর্ত আসে না যখন আমাদের বাঁচার ছন্দ যায় বদলে? এ-রাতটা কেটে ছিল সেই ছন্দে।

তোমাকে বলেছি না আমাদের গানে দূন চৌদূন দুরকম লয় আছে? একই স্বর একই চরণ দ্বিগুণ চতুর্গুণ গতিবেগে ছোটে। ভাবটা এই যে শ্রোতার প্রাণমনও তাতে সাড়া দিক দ্বিগুণ চতুর্গুণ তীব্র শিহরণে···এক একটা কথায় এক একটা চমকে আমাদের ধমনীতে বিদ্যুৎ জেগে ওঠে ঠিক যেন এই দূন চৌদূন ছন্দে। তখন সে-বিদ্যুদ্দামে দেখতে পাই আমরা কত ছায়ামূর্তি! শিউরে উঠি দেখে হাজারো আবছা স্পন্দনকে যারা গা-ঢাকা হয়ে থাকে আমাদের চেতনার কোন্ পাতাল পুরীতে! তীব্র নিবিড় অভিজ্ঞতা কেমন? যেন অচীন আলোর ঝলকানি—যার প্রসাদে আঁধারের প্রতি কালো-কণায় যেন জ্ব'লে ওঠে দৃষ্টিপ্রদীপ—যার আলোয়···নিজের সঙ্গে হয় মুখোমুখি।···

"হ'ল আমারও মুখোমুখি নিজের এই অস্বীকৃত গতিবিধি মতি গতির সঙ্গে। এদের স্বরূপ বড় বিচিত্র হেলেনা: প্রতি বিভাবই দুটো উল্টো স্পন্দনে রচিত: আলোয় ছায়ায়, সত্যে মিথ্যায়, স্বপ্নে জাগরণে। একটা চায় আকাশ, অন্যটা—মাটি। একটা বরণ করে কামনাকে, অন্যটা—বৈরাগ্যকে। একটা চায় যুমাকে ঈপ্সিতা রূপে...অন্যটা তাকে প্রত্যাখ্যান করে মায়াবিনী ব'লে··· কুহকিনী জেনে। একটা অংশ অসহ পুলকে কেঁপে ওঠে ভাবতে যুমার দেহ-সুষমার কথা—চায় সে আবর্তে মজতে: অন্যটা চায় নীলের ডাকে উধাও হ'তে। ছাড়তে ব্যথা বাজে...অথচ হাত বাড়াতেও মন সরে না"। একটু থেমে: "যুমারই একটা কবিতা মনে পড়ে ও লিখেছিল আগের দিনই প্রদোষ আঁধারে:

'বিদায় দিতে বেদনা বাজে হায়!
অতিথি কোথা?—সে যে গো মরীচিকা!
আদর-ডোরে পরাণ যারে চায়
নহে সে আলো—শুধু—দাহনশিখা।
স্বপ্নপাখি কাঁদিয়া ওঠে নিতি:
নীলিমা কোথা?—সোনার খাঁচা এ যে!
তবু গগন ছাড়ি' বাঁধন-প্রীতি
আশ্বানুপুরে কেমনে ওঠে বেজে!'"

—"সুন্দর—কেবল—"

মলয় সপ্রশ্ন নেত্রে হেলেনার দিকে তাকায়।

হেলেনা চোখ নিচু করে বলে: "না—থাক্।"

—"এখনই বলো, লক্ষ্মীটি!"

হেলেনা ম্লান কণ্ঠে বলে: "কি বলব মলয়? এ দোটানা কার মনের অতলে নেই বলো?—অথচ আলেয়া জেনেও তবু মানুষ হাত না বাড়িয়েও তো পারে না—যুগ যুগ ধ'রে ধুলোবালিতেই তো সে খোঁজে পরশ-পাথর—কামনার ঢেউয়েই চায় আনন্দের দোল্‌না।"

*   *   *   *

নিস্তব্ধতা ভাঙে প্রথম হেলেনাই: "অবেলায় অমন নিশুতি রাত কেন মলয়?" হাসতে চেষ্টা করে।

মলয় চম্‌কে ওঠে।

—"চম্‌কালে যে!"

—"নিশুত রাত শুনে মনে পড়ল সেদিন নিশুত রাতে একটা ছবির কথা—তাই।"

—"ছবি?"

—"আমার মাঝে মাঝে দর্শন মতন হয় না? যাকে ইংরাজিতে বলে vision."

—"কী দেখলে?"

—"য়ুমা এক সাগর তীরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে—ময়ূর-আঁকা সেই কিমোনো প'রে। আকাশে রঙের আগুন লেগেছে। ওর দেহের চারপাশে তাদের ঝালর চক্রাকারে ঘুরছে।"

—"আগুনের ঝালর?"

—"ঝর্ণাও বলতে পারো। সে বর্ণনা হয় না। কারণ ঝর্ণার ফিনকির চেয়ে তারা অনেক বেশি স্থূল প্রত্যক্ষ। মনে হ'ল যেন তারা ওকে বাঁচাতে আগুনের দুর্গ রচনা করছে ওর চারধারে।"

—"তার পর?"

—"হঠাৎ দেখলাম ম্যাককে। হাতে তার ইস্পাতের তলোয়ার—তলোয়ার নয়—আমাদের বাংলা খাঁড়া। এলো সে ওর কাছে···ওকে কাটতে তলোয়ার উঠোতেই আগুনের ঝালরগুলো মূর্তি নিল যেন...হ'ল নানারঙা ফুল। ম্যাক খাঁড়া নামালো। ফুল যে—কাটবে কোন প্রাণে! এমন সময় য়ুমা ডাকল—তেমনি ভাবে মুখ ঢেকেই 'মলয়!' বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। এত স্পষ্ট স্বর সে—হেলেনা!···"

—"তার পর ?"

—"সে ডাক শুনতে না শুনতে ম্যাকের হ'ল রূপান্তর। দেখলাম সভয়ে: ওর চোখ মানুষের নেই আর···জিঘাংসা তলোয়ার সে-চোখে ঐ তলোয়ারের মতনই লক লক করছে। আবার তুলল। আমার স্পষ্ট মনে হ'ল যেন আমিই য়ুমার চারদিকের আগুনের ঝালর বা নানারঙা ফুলের ফোয়ারা। বিচিত্র সে-অনুভূতি। বুকের মধ্যে ভয় জেগে উঠল। কিন্তু আমি স্থান ছাড়লাম না। আমার ফুলের ফোয়ারায় জাগল যেন পাষাণ-প্রতিজ্ঞার প্রতিরোধ-শক্তি। য়ুমাকে রক্ষা করতেই হবে এ আঘাত থেকে। অনুভব করলাম ফুলও প্রেমে বর্ম হ'তে পারে। ওর তলোয়ার পড়ল আমার লক্ষ-কুসুম বুকে কিন্তু অমনি ভেঙে গেল শতখান হ'য়ে··ঝন্ ঝন্ ঝন্...অমনি ঘোর গেল ভেঙে···ছবি গেল মিলিয়ে।"

—"তার পর ?"

—"ঘড়িতে দেখলাম রাত পৌনে চারটে।—বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল: য়ুমার কোনো বিপদ হয়েছে নিশ্চয়! এমন একটা বিষাদ এল ছেয়ে—পেয়ে-হারানোর আক্ষেপ···যদি তাকে ছেড়ে না আসতাম তবে হয়ত হারাতাম না।···মনে হ'ল ও য়ুমাকে হত্যা করবেই আমি না বাঁচালে··· এমনিই মানুষের অহমিকা হেলেনা···প্রেমের আত্মম্ভরিতা। অক্ষমের জাঁক পৌরুষ বিলাস!"

—"তার পর ?" বলে হেলেনা অস্ফুটে।

—"রাস্তায় বেরিয়ে ছুটলাম সত্যিই। সত্যিই। হোটেলে পৌছতেই সেই ছ'ফুট লম্বা দারোয়ান বলল: ফ্রয়লাইন ফুজিসাওয়ার একটি জরুরি চিঠি আছে।—'জরুরি চিঠি!' সে বলল: 'তিনি শেষ রাতের ট্রেনে হাম্বুর্গ চ'লে গেছেন। ব'লে গেছেন এ চিঠিটা নিজে আপনার হাতে দিতে।' ব'লে তার চিঠির বাক্স খুলে একটা মোটা লেফাপা দিল আমার হাতে। আমি বিহ্বলের মতন সুগন্ধি ধূসর খামটির পানে খানিক চেয়ে রইলাম। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'ডাক্তার কি রাত্রে ফের এসেছিলেন?' ও বলল: 'না, তবে আপনার বন্ধু হের্ ম্যাকার্থি এসেছিলেন রাত এগারটার সময়।' —'ম্যাকার্থি? সে কি!' ও বলল: 'তাঁকে ঢুকতে দিই নি অবশ্য, তবে তিনি একটি চিঠি দিলেন, ফ্রয়লাইন ফুজিসাওয়াকে দিয়েছিলাম।' বললাম: 'কত রাত্রে?' ও বলল: 'ঐ সময়েই রাত স' এগারটা হবে। হের্

ম্যাকার্থি লাইব্রেরিতে ব'সে খস্‌ খস্‌ ক'রে তক্ষুণি তক্ষুণি কী লিখে বললেন ক্রমলাইন ফুজিসাওয়াকে দিতে।"

*　　　*　　　*　　　*

—"তার পর?"

—"চিঠিটা পড়লাম সেখানেই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

—"কী লিখেছিল?"

—"শুনবে?"

—"আছে কাছে?" বলে হেলেনা সাগ্রহে।

—"আছে—আমার কেবিনে। এক্ষুণি নিয়ে আসছি।"

৮২

ঘরে ঢুকেই মলয় থম্‌কে দাঁড়ায়।

হেলেনা মূর্ছা গেছে।

—"নোরা। নোরা।"

*　　　*　　　*　　　*

অডিকোলন ঠাণ্ডা জল মাথার কাছে বসে নোরা ছোট্ট একটা জাপানি হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করে।

*　　　*　　　*　　　*

নোরা মুখ তুলে তাকায় মলয়ের পানে: "তুমি এখানে বন্ধ হ'য়ে রয়েছ কেন ভাই—যাও না ডেক-এ একটু বেড়িয়ে এস।"

—"মূর্ছা ভেঙেছে?"

—"একটু আগে ভেঙেছে—এখন ঘুমুচ্ছে।"

হেলেনা চোখ মেলে হাসে···ম্লান হাসি: "না ঘুমই নি।"

—"কিন্তু ঘুমতে হবে যে দিদি।"

—"তেমন দুর্বল তো কই বোধ হচ্ছে না। একটু মাথা ঘুরে উঠেছিল মাত্র।"

—"কথা কোয়ো না এখন হেলেনা।"

—"চিঠিটা?"

—"সে পরে হবে—এখন ঘুমও তো।"

—"তুমি ঘর থেকে না বেরুলে দিদি ঘুমবে ভেবেছ? নোরা বলে হেসে।"

—"সত্যি হেলেনা, আমি যাই বাইরে—তুমি অন্তত কিছুক্ষণ তো ঘুমিয়ে নাও।"

—"দেরি করবে না ফিরতে!" হেলেনা বলে, "ঘুম আমার হবে না।"

—"নিশ্চয় হবে," নোরা ধমক দেয়, "না, আর কথাটি নয়, লক্ষ্মীটি, কথা-কাটাকাটি রেখে তুমি একটু যাও না ভাই বাইরে—ঘুম যদি ওর না হয় তোমাকে ডেকে আনলেই তো হবে।"

—"সেই ভালো" ব'লে হেলেনার কপালে আদর ক'রে একটু হাত বুলিয়ে মলয় বেরিয়ে যায়।

৮৩

ভাবনার কি অন্ত আছে? কিসে কী যে হয়···একটা ঢেউয়ের রেশ পৌঁছয় যে কোন্ দূরের তটে···কেউ কি জানে?

ডেক-এ বেড়ায় মলয় মন্থরভঙ্গে···

* * * *

সন্ধ্যা। সূর্য পাটে নামে নি তবু সন্ধ্যা বই কি।

সকাল থেকে এতক্ষণ মলয় খেয়েছে ঘুমিয়েছে ভেবেছে···সময়ও কেটে গেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হেলেনাকে মাঝে মাঝে দেখে এসেছে। সে বেশি জাগে নি। কালকের সারারাত জাগার ফল না ফ'লে পারে? দেহ ধার দেয় দরকার হ'লে, কিন্তু সুদ আদায় ক'রে নেয় যথাকালে। কয়দিনের দুশ্চিন্তা উদ্বেগ অনিদ্রার পরে হেলেনা ঘুমোলো শিশুর মতন—সকাল থেকে সন্ধ্যা। ওদিকে প্রফেসরেরও ঘুমের যতি নেই। নোরা হাজিরি দেয় দুজনারই কাছে—কখন কার কী যে দরকার হয় একা ও-ই জানে।

মলয়কে নোরা জোর ক'রে কেবলই ডেক-এ পাঠায়, বলে: "ভাবনার পালা তো ভাই তোমার সবে আরম্ভ, একটু জিরিয়ে নিলেই বা সেবার ভারটা আমার কাঁধে চাপিয়ে।"

* * * *

মনের তরঙ্গকল্লোল থামে না তো। সামনের ঐ অশ্রান্ত বীচিমালার

মতনই চিন্তারাও গতিদীক্ষিত লক্ষ্যহীন। কে যে কার গায়ে ভেঙে পড়ে···কোন্ আঘাত কাকে প্রতিহত করে···কে যে কাকে দেয় ঠেলে······

কথা···কথা···কথা! মানুষ এত কথা বলে—কিন্তু সে কি বলে? না, তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয় আর কেউ? অন্তত কথক যে কথার নিয়ন্তা নয় এ কে না লক্ষ্য করেছে। অথচ তবু কে না মনে করে যে সে যা যা বলছে সবই তার নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তির ফল? কে না বিশ্বাস করে যে কর্মজগতে সে নিত্যই বাঁধা পড়লেও চিন্তাজগতে নিত্যই পায় ছাড়া?

কিন্তু পায় কি? সত্যিই কি কথার ঢেউ ওঠে চিন্তার বাতাসে? যদি বলি এ চিন্তার বাতাসও বয় নানান্ অলক্ষ্য চাপে—তাগিদে?

এ-ও কি সৌখিয়ানা—ভাববিলাস? না তো। তা যদি হ'ত তাহ'লে এক একটা ছোট কথার দম্‌কা হাওয়ায় যুগান্তরের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসত কি?

আজ ওর মনে হয় কেবলই যে বাক্যতরঙ্গও ঘটায় অঘটন। নইলে মনের পটে এক একটা ছোট কথার আঘাতে যে ছাপ পড়ে সে ছাপ আর কোনদিনও মোছে না কেন? যুমার কত কথার ইঙ্গিতে, অঙ্গীকারে, আশ্বাসে, বেদনায় ওর ভেতরটা কি বদ্‌লে যায় নি অনেকখানি? হেলেনার কথায় কত কী ছবি ওঠে নি জেগে ওর নিজের মধ্যে? আর শুধু চিন্তাই তো নয়—কতরঙা আত্মপরিচয়। কত কথায় ওকে সে কাছে টেনেছে। কিন্তু—ওর খটকা লাগে ফের—আবার কত কথায় কি দূরে সরায় নি? কথা কি শুধু কূলই দেয়—অকূলেও টেনে আনে না কি? শুধু যে কর্মফলেই মানুষ দিশাহারা হয় তা তো নয়—কথার মায়াও তো আড়াল আনে, ভুল বোঝায়, নয় কি? কথার আলোয় মানুষ পরস্পরকে যা দেখে সে-ই কি ঠিক দেখা?

বিষাদ আসে ছেয়ে। কে বলবে যে কথা দিয়ে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে? কত সময়েই তো ভাষা থই পায় না—নিজের নিবেদন জানাবে কে? প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে নিজেকে বোঝাতে কিন্তু কথার রেখায় নিজের যে-ছবি ফোটাই সে-কি আমরা নিজেরাই কি নিজের ব'লে চিনতে পারি সব সময়ে? হেলেনার কত কথা কি ওকে ভুল বোঝায় নি, হেলেনার

সুখের 'পরে আলো ফেলে দুঃখের পরে ছায়া আনে নি? মানুষ বলতে যায় এক—লোকে বোঝে আর। এর প্রতিকার কোথায়?

ওর বুকের ভিতরটা এমন ক'রে ওঠে কেন? এবার এত যে কথা হ'ল হেলেনার সঙ্গে—খতিয়ে তার ফল হ'ল কী? কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে উভয়ের মন কোথায় ভেসে গেল কে দেবে তার দিশা?

এ কী সব চিন্তা?

কেন এমন সব ভাবনা ভিড় ক'রে আসে? মনের অতলে কার সুর বাজে:

যে আলোরে চাও—তার পিছে ধাও কথার তরণী বেয়ে
সে কি কাছে আনে? তবু তারি টানে কার পানে যাও ধেয়ে?
আপনারে চাই দিতে—নাহি পাই অবকাশ...হায় মায়া!
তবু কথা বলি...কার আশে চলি...কায়া কি ছায়ারো ছায়া?—

—"কে?—নোরা?"

—"হ্যাঁ মলয়। হেলেনা ডাকছে তোমাকে।"

—"সুস্থ হয়েছে?"

—"হ্যাঁ ভাই—তবে—"

—"কী?"

—"কিছু যদি মনে না করো—"

—"সে কি কথা নোরা—তুমি কি জানো না—"

—"জানি জানি," নোরার গাল দুটি লাল হ'য়ে ওঠে, "বলছিলাম আর কিছুই না—দিদি বেশ ভালো আছে—তবে জানোই তো ওকে—একটু বেশি অভিমানী..."

—"এ জানতেও কি খুব বিচক্ষণ হ'তে হয় নোরা?"

—"তাই—আর কিছু নয়—একটু সাবধানে কথা বোলো আর কি—যদিও জানি যে একথা বলা আমার পক্ষে অশোভন—"

মলয় ওকে কাছে টেনে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলে: "ছি নোরা!"

নোরার চোখে জল উপ্‌ছে পড়ে: "আমার বড় ভয় করে ভাই"। বুকে মাথা রাখে।

* * * *

"আর কাঁদে না বোন।"

নোরা মাথা তোলে···চোখের জলে হাসির আলো···এমন সুন্দর দেখায় ওকে এদেশের প্রদোষালোকে।···

—"না। কাঁদব না আর। তাছাড়া কেঁদে কী হবে বলো? যা ঘটে তার পিছনে থাকে অনেক কিছুর ধাক্কা—কথার মিনতি অশ্রুর অনুরোধ তারা কি মানে ভাই? না আর দেরি কোরো না দিদি তোমার পথ চেয়ে আছে। সেও—" বলতে বলতে ওর স্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে ফের—"কত একলা জানো তো!"

* * * *

হেলেনার কেবিনে টোকা দেয়···

মনে ঘোরা-ফেরা করে কেবল নোরার শেষ কথাটি: হেলেনা বড় একা। হায়, আপন মনে হাসে ও, যেন আর সবাইয়েরই দোসর আছে এজগতে! মনে গুনগুনিয়ে ওঠে কবেকার শোনা একটি গানের কয়েকটি চরণ:

তরুশাখে ফুল একা
কারে চায় দুলে দুলে?
নীড়ে পাখি চায় দেখা
কোন্ ঘুমে আঁখিকূলে?

নদী ওই এঁকে বেঁকে
কারে বা ঘেরিতে চায়?
জানে কি কারে সে দেখে
নিসঙ্গ নীলিমায়?

নিরালার ছায়াবুকে
প্রাণ চায় কারে সাথী?
উষাকল্লোলসুখে
ডাকে···ডাকে কোন্ রাতি?

৮৪

—"এসো মলয় !"

কী সুন্দর যে দেখায় ওর ঈষৎ ক্লান্ত শুভ্র মুখখানি ঘরের স্নিগ্ধ পীতাভ আলোয় !

চুম্বনে চুম্বনে ওকে মলয় ছেয়ে দেয়। আবেশে স্তিমিত হ'য়ে আসে তনুমন !...

* * * *

—"ফের চোখে জল !"

—"কি জানি কেন। পোড়া চোখ দুটো আজ কেবলই বাদ সাধছে ! কেবলই মনে হচ্ছে—"

—"কী ?"

হেলেনা উত্তর দেয় না—শুধু ওকে আঁকড়ে ধরে—বুকে মুখ ডুবিয়ে।

—"অত কাঁদে না লক্ষ্মী।"

হেলেনা হঠাৎ মুখ তোলে : "মলয় !"

—"কী হেলেনা।"

—"আচ্ছা, ইংরাজিতে যাকে প্রিমনিশন বলে সে কি সত্য ?"

—"জানি না হেলেনা। ওসব হ'ল অতল ছায়ার রাজ্য, বুদ্ধি ওখানে ঠিক থই পায় না।"

—"কিন্তু একথা কেন হঠাৎ ?" মলয় শুধায়—একটু থেমে।

—"আমার কত কী যে মনে আসছে আজ ভিড় ক'রে।"

—"অচিন অতিথিদেরকে সব সময়ে আবদার না-ই দিলে—"

হেলেনার দেহ হঠাৎ কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে।

—"ও কি ?"

—"যদি—"

—"তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো !"

হেলেনা কান দেয় না : "যদি ম্যাক আসে ?"

—"কোথায় ?"

—"এখানে, কিম্বা কোপেনহেগেনে ! কালই ভোরে সেখানে পৌঁছব তো ?"

—"পাগল তুমি ?"

—"পাগল না মলয় ! আমি একটু আগে স্বপ্ন দেখেছি ম্যাক কাকে যেন চড়োয়া হ'য়ে—"

—"ফের ?"

—"আমাকে ক্ষমা কোরো মলয়," হেলেনা বলে, "আমার বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে আজ।"

—"ঘুমবে একটু ?"

—"না মলয়। আমার মনে হচ্ছে ম্যাক আবার বিপদ ডেকে আনবে। —আর—একা সেই নয়।"

—"আর কে ?" শুধায় মলয় অনিচ্ছুক স্বরে।

—"আর কে হতে পারে বলো ?"

মলয় মুখ নিচু করে।

—"মলয় একটা সত্য কথা বলবে আমাকে ?"

—"কী ?"

—"তোমাকে—স্পষ্ট ভাষায়ই কথা কই—তোমাকে ম্যাক যদি আক্রমণ করে ?"

—"ছি হেলেনা ! ম্যাককে তাই ব'লে ঘাতক মনে কোরো না।"

—"ঘাতক মনে করছি না—কিন্তু মানুষ অসুস্থও তো হয় প্রতিহিংসার ঝোঁকে।"

—"ম্যাক এমন কিছু অসুস্থ নয় যে—"

—"কেমন ক'রে জানলে ?"

—"শুনবে ? য়ুমার চলে যাওয়ার পরেই আমার টাইফয়েড হয়। ম্যাকই শুশ্রূষা করে আমাকে বাঁচিয়ে তোলে।"

—"ম্যাক !!"

—"হ্যাঁ হেলেনা। আর শুধু তাই নয়—আমি সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁয়াচে সে-ও পড়ে ঐ জ্বরেই। কিন্তু আমাকে কাছে ঘেঁষতেও দেয় নি —চলে যায় একলাই আরোগ্যালয়ে—আমাকে না ব'লে।"

—"ঠিক ধরতে পারছি না মলয় !"

—"সে তোমার বুদ্ধির দোষ নয় হেলেনা—আমাদের সভ্যতার দোষ।"

—"মানে?"

—"আমরা যে সভ্যতার এত জাঁক করি তার দূরবীণ বলো অনুবীণ বলো কম্পাস বলো হাল বলো সবই তো ঐ বুদ্ধিকাণ্ডারীর হাতে।"

—"কী বলতে চাইছ?"

—"বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি বড় জোর ত্বক্ পেরিয়ে শিরা অবধি পৌঁছয় মজ্জা অবধি না।"

—"সবই বুঝলাম, কিন্তু বুদ্ধি ছাড়া আর কোনো কাণ্ডারী আছে কি জীবনের অকূল-পাথারে? দৃষ্টিবর কি আর কেউ দিতে পারে?"

—"দৃষ্টি হেলেনা?" বলে মলয় মৃদু স্বরে, "বুদ্ধির যদি তেমন ধ্যানদৃষ্টিই থাকবে তাহলে মানুষ এখনো হাতড়ে বেড়ায় কেন—প্রতি পদে এত স্খলন হয় কেন—বলবে আমাকে?"

—"বুদ্ধি যদি দিশারি না-ই হয় তাহ'লে মানুষ এত কথাই বা বলে কেন তুমি বলবে আমাকে?" বলে হেলেনা—হঠাৎ 'তুমি'-র পরে জোর দিয়ে।

—"কেউ কি জানে হেলেনা?" মলয়ের মুখে বিষাদের ছায়া আরো ঘনিয়ে আসে—"কার টানে যে আমরা চলি কোন্ ঝাপ্সা মোহানায়!...ইতোর তবু তো ছিল মণির কুহক—আমাদের আছে শুধু কথার দিশা।"

মলয়ের মুখে ফুটে ওঠে নাম-না-জানা হাসি।

হেলেনা একটু ভাবে: "তাহ'লে এই-ই কি তুমি বলতে চাও যে আত্মপ্রকাশের, শিল্পের এত শত আকুতি সব মিথ্যা?"

—"হেলেনা, বলতে কেমন যেন ব্যথা বাজে কিন্তু একটু শান্তভাবে ভেবে দেখ দেখি নিজেকে মানুষ আগে জানবে তবে তো প্রকাশ করবে? যে নিজেকে জানেই না সে প্রকাশ করবে কোন্ মায়া-আমিকে?"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "তাহ'লে এই-ই কি তোমার মত যে মানুষ যুগ যুগ ধ'রে তার আমি-কে ভুল চিনে শুধু ঘুরেই মরছে এই মায়া-আমির চারদিকে?"

—"হঠাৎ মনে পড়ল শেষদিনে যুমার একটা কথা—যে, আমাদের এই অজ্ঞতার কুহকেই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে—যেমন ইতোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল মণির কুহক।"

হেলেনা উত্তর দেয় না।

*　　　　*　　　　*　　　　*

—"কী ভাবছ ?"

—"এমন কিছু না—" মলয় চম্‌কে ওঠে।

—"পড়ো তার চিঠিটা।"

মলয় তাকায় ওর পানে : "থাক্ না এখন হেলেনা।"

—"না, থাকবে না। চিঠিটা আনতে গেলে, অথচ হ'ল না পড়া।"

—"নোরা বলছিল," মলয় বলে সকুণ্ঠে, "তোমার মনে লাগতে পারে এমন কোনো আলোচনা—"

—"আমাকে তোমরা সবাই কেন এত তুর্বল ভাববে মলয়!" হেলেনার ঠোঁটছুটি অভিমানে কেঁপে ওঠে।

—"না না—"

—"না আবার কী? তোমরা প্রতিপদে চাও আমাকে বাঁচিয়ে চলতে! এটুকুও কি তোমরা বোঝো না যে জীবনে যার সঙ্গে পদে পদে সন্তর্পণে ব্যবহার করতে হয় তার সঙ্গে আর যাই হোক না কেন অন্তরঙ্গতা হয় না?— তোমার কেবলই—"

মলয় ওর মুখ চেপে ধরে : "ব্যস্ হেলেনা ব্যস্, আমার দিব্যদৃষ্টি খুলেছে —আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার সঙ্গে কী রকম বেপরোয়া ব্যবহার করা কর্তব্য।"

ওরা হেসে ওঠে···স্বচ্ছ হাসি।

গুমট কাটে এতক্ষণে।

৮৩

আরো কাছ ঘেঁষে বসে ওরা। মলয় মৃতুস্বরে পড়ে য়ুমার চিঠিটা—

"বন্ধু

রাত বারোটা। তুমি চ'লে গেলে বোধ করি ঘণ্টা তুই ঘুমতে পেরেছিলাম। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর—ম্যাকের। পাশের করিডোরে। বিছানা থেকে উঠলাম। এল ওর চিঠি— তাতে লেখা :

'য়ু—তুমি এখান থেকে চ'লে যাও—দূরে। আমি ঢের সয়েছি—

আর সইব না—সইতে পারব না। তবু যদি থাকো এখানে, হয়ত আমার আচরণের জন্যে আমি দায়িক থাকব না। মলয় থাকে আমার পাশের ঘরে—আমার কাছে আছে ছ'নলা পিস্তল। আর মিথ্যা ভয় আমি দেখাই না তুমি জানো।"

—"বলি নি ?" হেলেনা মলয়কে আঁকড়ে ধরে—ওর বুকের স্পন্দন সে শুনতে পায়।

—"কিন্তু সে এখন বহুদূরে"

—"যদি আসে—"

—"কী যে সব বাজে দুর্ভাবনা—শোনো—"

* * * *

"ম্যাকের চিঠিটা প'ড়ে আমি প্রথম সত্যি ভয় পেলাম মলয়। যতক্ষণ ও 'আমাকে' ভয় দেখাচ্ছিল—সত্যিই ভয় আসে নি—একটুও নয়। কারণ—কেন জানি না—আমার মনে হয় আমাকে বিধাতা দীর্ঘায়ু দিয়েছেন বহু লোককে ক্ষণায়ু করতে।—কিন্তু যখন ও 'তোমার' প্রাণহানির ভয় দেখাল তখন বিচলিত না হ'য়ে পারি ? বলো তো। বিশেষত যখন তোমাকে আমাদের এ আবর্তে টানার জন্যে একরকম আমিই দায়ী।"

হেলেনা বলল: "আচ্ছা, ম্যাকও ঠিক ঐ সময়ে হাইডেলবর্গে গিয়েছিল কেন ? তুমি যাবে টের পেয়েছিল না কি ?"

—"কী ক'রে পারবে ? কোথায় য়ুমা আর কোথায় আমি—"

—"তা বটে ও তো জানতই না যে য়ুমার সঙ্গে তোমার আলাপ হ'য়েছে কোপেনহেগেনে।"

—"হ্যাঁ। ও য়ুমার খবর পায় গৃৎমানেরই কাছে—কারণ গৃৎমান্‌ই য়ুমাকে হাইডেলবর্গে নাচবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে। তখন ম্যাক ষ্টুটগার্টে। গৃৎমানের কাছে য়ুমার খবর পেয়ে ওর কৌতূহল হঠাৎ প্রবল হ'য়ে ওঠে: ও চ'লে আসে সোজা।"

—"বুঝেছি। পড়ো এবার।"

* * * *

"ম্যাকের কথা—আমার কথাও—তোমায় একটু বলা চাই-ই—আজ চিরবিদায় নেওয়ার আগে। তাই এ পত্র।

"ওকে আমি বিবাহ করি য়োকোহামাতে। আমার উৎসাহেই ও সাহিত্যকে পেশা করে। একসঙ্গে ছিলাম আমরা একবৎসর।

"তারপরেই ছাড়াছাড়ি। আমি সুইডেন, নরওয়ে, স্কাণ্ডিনেভিয়া ঘুরে যাই আমেরিকায়—এক কিশোর সুইড প্রণয়ীকে সঙ্গে ক'রে।"

মলয় ও হেলেনার চোখোচোখি হয়।

হেলেনা বলল : "অস্কার বুঝি ?"

মলয় বলে : "এখন তো তাই মনে হচ্ছে—"

—"বুঝেছি, পড়ো।"

* * * *

"তার সর্বনাশ হয় আমার হাতেই—আমি কত লোকেরই যে সর্বনাশ করেছি—যাকগে—ম্যাকের কথাই বলি।

"ম্যাকের জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ ওর ঈর্ষা। আমার সঙ্গে কেউ একটু মিশলেও ও সইতে পারত না। অনেকটা এই জন্যেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় এত শীঘ্র। কারণ ঈর্ষার জ্বলুনি ধরলে ও দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে বসে—তখন ওকে যেন কে ধ'রে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়—যে সংযমী শিষ্ট রসিক কবি সুন্দর সুন্দর কবিতা প্রবন্ধ ও গল্প লেখে সে যায় কোন্ অতলে তলিয়ে—ভেসে ওঠে যত ফেনা—শপথ—আমাকে ভালোবাসার—আর কখনো অমন করবে না—আর একবার যেন ওকে সুযোগ দিই শোধরাবার ইত্যাদি—সে কী অগুন্তি হা-হুতাশ—!...

"এসব ঠেলা তবু সম্ভব—অন্তত প্রত্যাখ্যানে ও ক্ষেপে ওঠে না—কিন্তু ওর কী যে হ'য়েছে তোমার নামও ও একেবারেই সইতে পারে না। আত্মহারা হ'য়ে পড়ে কল্পনা ক'রে যে, তোমায় আমি ভালোবাসি।... এ-জ্বালা ওর মনে ধোঁয়াচ্ছে সেই মুহূর্ত থেকে যখন রাস্তায় ওর কাছে তুমি আমার রূপের সুখ্যাতি ক'রেছিলে। ও একদিক দিয়ে ভারি খোলা। আমি তো ম'রে গেলেও কখনোই স্বীকার করতে পারতাম না যে আমি দুঃখ পাচ্ছি ঈর্ষায়। কিন্তু ওর কী হয়—ও সব ব'লে ফেলে। ঈর্ষায় লজ্জা পাওয়ার কথা ওর যেন মনেই হয় না। দেখে দুঃখও হয় আমার। কিন্তু সইতেও পারি না ওকে। বিশেষ ক'রে এই জন্য যে তোমার প্রতি ও সাংঘাতিক ক্ষোভ আক্রোশ ও জ্বালা পুষে রাখে।

"কিন্তু মুস্কিল এই যে ওর ওপর রাগ করতেও পারি না। কেন না মুখে স্বীকার না করলেও ঈর্ষার যে কী জ্বালা সে আমি জানি। কেবল আশ্চর্য লাগে—আমাকে, যাকে ও একদিন পায়ে ঠেলেছে তাকে, ও ফের পায়ে ধ'রে সাধতে রাজি হয় কী ক'রে! হায় রে পুরুষের পৌরুষ!

"কিন্তু এ-পৌরুষ সাজান—মেকি ব'লেই আরো ভয়। এই জন্যে যে এ ভয় ভিত্তিহীন নয়। তা ছাড়া তোমাকে বিপন্ন করবার অধিকার তো আমার নেই। আর মুক্তিই যদি দিতে হয় তবে যত শীঘ্র দেওয়া যায় ততই ভালো নয় কি? তাই তো আমি শেষ রাতের গাড়িতেই রওনা হলাম—রাতারাতি। হাম্বুর্গ থেকে জাপানি জাহাজ নেব কালই। কিন্তু তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ—আমার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা কোরো না। কী হবে বলো দেখা ক'রে? বিশেষ যখন তোমার নিজের প্রাণ হারানোর আশঙ্কা আছে। ম্যাককে আমি জানি—মিথ্যে ভয় যে ও দেখায় না একথা ওর অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

"কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে তোমাকে আমার আত্মকাহিনীটা বলা হ'ল না এই রইল দুঃখ। যাক্ তা না জানলে তোমার কোনো ক্ষতি বৃদ্ধিই নেই—বরং লাভের সম্ভাবনা। কারণ য়ুমার মধ্যে এমন কোনো বড় আলো নামে নি যার স্পর্শে তোমার মতন আদর্শবাদী লাভবান্ হ'তে পারে। তাই ভালোই হ'ল যে সে স'রে গেল। তবু যদি আমার খবর জানতে চাও কখনো য়ুমা ফুজিসাওয়া তাসিকমালায়া জাভা এই ঠিকানায় চিঠি লিখো আমি উত্তর দেব। কারণ বিশ্বাস কোরো তোমাকে চিঠি লিখতে—ও তার চেয়েও বেশি: তোমার চিঠি পেতে আমি সত্যিই চাই।

তোমার আলোর-পথে-ছায়ার মতন

যে এসেছিল

য়ুমা।

"পুনশ্চ। প্যাক করা সব হ'য়ে গেছে। হাতে দেড় ঘণ্টা সময় আছে। সংক্ষেপে তাই শুধু ম্যাক-য়ুমা সংবাদটুকু জানিয়ে যাই। মনে হ'ল, না জানিয়ে গেলে আমার প্রাণদাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখানো হবে। য়ুমা যাই হোক্ অকৃতজ্ঞ নয় মলয় অন্তত এটুকু তুমি বিশ্বাস কোরো। দুঃখ রইল যে জগতে আমার একমাত্র শুভার্থীকে মুখে বলতে পেলাম না এসব—কিন্তু মানুষ যা বেশি চায় তা-ই তো হারায়!"

৮৬

মলয় মৃদুকণ্ঠে প'ড়ে চলল :

"ম্যাক্ জাপানে এসেছিল প্রথমে বেড়াতে। কিন্তু জাপান ওর ভালো লেগে যায়—ও প্রায় দশবৎসর ছিল। জাপানে আরও দু'একটি মেয়ের সঙ্গে ও কিছুদূর অবধি এগিয়েছিল কিন্তু তাদের অভিভাবকরা বেশি দূর অগ্রসর হ'তে দেন নি। .আমার অভিভাবক ছিল না—তার উপর গাইশা নর্তকীর জীবন : ঘনিষ্ঠতার পথ অন্তত নিষ্কণ্টক।

"ও আমাকে দেখে কিন্তু ভারি প্রতিহত হয় প্রথমটায়। বোধ হয় গাইশাদের 'পরে ওর একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল ব'লে। এখানে সেখানে কত পার্টিতে দেখা হ'ত—দেখা হ'লে ও হেসে কথাও কইত, কিন্তু বুঝতাম : আমাকে ও এড়িয়ে চলতেই চায়।

"আমার জাপানি রোখ উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বললাম : যদি বা ওকে ছেড়ে দিতাম—এখন ওকে পুড়িয়ে মারতেই হবে য়ুমার সর্বজয়া যৌবন-বহ্নিশিখায়। আত্মাদরেও আঘাত লাগল কিনা : এযাবৎ য়ুমার পিছনেই পুরুষ-পতঙ্গরা ছুটেছে—য়ুমা ভুলেও কোনো পুরুষের পিছু নেয় নি।

"কিন্তু কী করব? মতলব আঁটলাম। সে সব লিখবার সময় নেই—শুধু জেনে রাখো যে ঠিক হ'ল—কয়েক শো য়েন্ খরচ ক'রে এক জাপানি তাঁবু খাটিয়ে তাতে হঠাৎ আগুন লাগানো হবে। হাতের কাছে একটি ব্যবস্থা ছিল অবশ্য—বাইরে থেকে দেখতে কম্বল—ভিতরে আঁচ-প্রুফ asbestos—কী হেলেনা?"

—"কিছু না—তবে দেখেশুনে একটু চম্‌কে যেতে হয় না? পড়ো পড়ো।"

* * * * *

"বন্দোবস্ত মতন কাজ হ'ল ঠিকঠাকই। যথাসময়ে আমার এক আত্মীয়া চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল : 'আমার মেয়ে!' তাঁবুর ভেতর থেকে শিশুর কান্না শোনা গেল—বাইরে থেকে বিজ্‌লি বোতামের কারসাজি অবশ্যই।

আমি নক্ষত্রবেগে ছুট দিলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে। সেনাপতি টোগোর কোনো বহুশ্রমে-গড়া সামরিক প্ল্যানও এর চেয়ে সুনির্বাহিত হয় নি।

"তারপর সহজ হ'য়ে এল সবই। হ'তেই হবে। ম্যাক মুগ্ধ হ'ল। সে দীর্ঘ কাহিনী—নারীর ছলনাতূণের নানান্ শরজালের সুপ্রয়োগ: তোমাদের প্রেম-দেবতার তূণে মাত্র পাঁচটি শর—গাইশা দেবীর তূণে সহস্র। ফল কল্পনীয়—ও মজল একটু একটু ক'রে: শেষটায় অবজ্ঞাতা য়ুমাই হ'ল ওর ধ্যানজ্ঞান আরাধ্যা প্রতিমা।

"এইবার আমি ধীরে ধীরে আমার কৈশোরের মতলব অনুসারে ফন্দি আঁটতে লাগলাম। সে-ও অনেক কাহিনী। এক জাপানি যুবককে দাঁড় করালাম আমার প্রণয়ী—ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। কিন্তু হঠাৎ সব ভেস্তে দিল ম্যাক: তাকে গিয়ে সোজা গুলি করল।"

হেলেনা ঈষৎ শিউরে ওঠে।

"ভাগ্যক্রমে গুলি তার কাঁধে লেগেছিল। বেঁচে গেল। ম্যাক কোন সাফাই-ই গাইল না, শুধু বলল ওর জ্ঞান ছিল না।

"কোর্টে ওর মুখচোখ দেখে আমার দয়া হ'ল। আমি বিচারককে ডাক্তারকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে দণ্ড কমালাম। কিন্তু ঠাট বজায় রাখতে ম্যাককে ছ'মাসের জন্যে জেলে যেতেই হ'ল।

"সখানে ওর অবস্থা দুদিনে এমন শোচনীয় হ'ল যে ডাক্তারও ভয় পেল। ও মুক্তি পেল তিন মাসের মধ্যেই। খবর পেয়ে আমি বাড়ি নিয়ে এলাম।

"কি জানি কেন অনুকম্পা এল—বিশেষ ক'রে ওর চোখের দৃষ্টি দেখে। বিষাদের আলো যে দৃষ্টিদীপে এমন আশ্চর্য হ'য়ে সুন্দর হ'য়ে জ্বলে কে জানত? মন টানল। অনুকম্পার পরের পৈঠে করুণা, তার পরের পরিণতিই তো ভালোবাসা। ওকে আমি ভালোবাসলাম। আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা।

"কিন্তু আমাকে দেখে ও ডরায়। আর যতই ডরায় ততই আমার মন ওর দিকে ঝোঁকে। ও চায় আমাকে এড়িয়ে চলতে—মুখ ফেরায় আমার ছায়াপাতে—এমন কি কটূক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তবু আমি পারি না ওকে ছাড়তে।

"আরো অনেক কথা—সব বলার সময় কই? সংক্ষেপে, ওর খুব অসুখ করল। যমে মানুষে টানাটানি। রোগীর শিয়রে রাতদিন কাটিয়ে

ভালোবাসা আমার মোড় নিল প্রবল আসক্তির দিকে: এল প্রকৃতির শোধবোধের পালা।

"ওর বাবা মা কেউ ছিল না, ও উপার্জন করত সামান্তই—একটা জাপানি মেয়ে-ইস্কুল ইংরাজি পড়িয়ে। সেরে উঠে বলল: ফের সেই কাজই করবে। কিন্তু তখন ফের ওকে চাকরি দেবে কে? বিশেষত সাদা ছামড়া হ'য়ে যে জাপানির গায়ে হাত তোলে!

"ভদ্রসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হ'য়ে ও আরও অস্থির হ'য়ে উঠল, বলল, আত্মহত্যা করবেই। আমি ওর পা জড়িয়ে ধরলাম। ও বলল: আমাকে বিবাহ করা অসম্ভব, কারণ অমি তো ভালোবাসি সেই জাপানিকে। বহু প্রমাণ দেখিয়ে বহু সেবায় বহু আরাধনায় তবে ওর মন গলে। সে-ও এক ইতিহাস। তোমার কাছে শুনেছিলাম তোমাদের কে এক দেবী পাহাড়ে দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন সর্পকুন্তল দুর্ধর্ষ দেবতার জন্তে। আমার আরাধনা রোমান্সের দিক দিয়ে সে তপস্থার চেয়ে কম দুঃসাধ্য ছিল না একথা গুমর ক'রে বলতে পারি। অন্তত এ-যুগে যে কোনো মেয়ে বল্লভকে পেতে এত অপমান এত লাঞ্ছনা স'য়ে শুধু শূন্য আশায় বুক বেঁধে চলতে পারে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এ আমি বিশ্বাস করি না! গুণে দেখেছিলাম ঠিক আঠার মাসের সাধনার পরে ওর মন নরম হয় সবপ্রথম।

"কিন্তু প্রকৃতি চক্রান্তে বড় চতুর। ঠিক যখন ওর মন সবে আমার দিকে ফের ঝুঁকতে আরম্ভ করেছে সেই সময়ে আর এক ছোটখাট ড্রামা ঘটল আমাদের গৃহস্থালিতে। আমার সেই আত্মীয়া—যে তাঁবুতে আগুন দিয়েছিল না?—সে ম্যাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ম্যাকও তার সেকাশুশ্রূষায় মুগ্ধ। সে আস্কারা পেয়ে অগ্নিকাণ্ডের অভিনয়ের কথা দিল ফাঁশ ক'রে। ম্যাক ক্ষোভে রাগে তাকে নিয়ে পরদিনই উধাও য়োকোহামাতে। কিন্তু গিয়েই ভুল বোঝে: তাকে তো আর ও ভালোবাসে নি। সেখানে ওর টাইফয়েড হয়। সে ওর সেবা করতে গিয়ে তারও ঐ জ্বরের ছোঁয়াচ লগে, মাসখানেক ভুগে সে মরে—কিন্তু আমাকে তার ক'রে সব জানিয়ে তবে।

"ছুটলাম য়োকোহামায়। আমার মিনতিতে, সেবায় ফের ওর মন আর্দ্র হ'ল একটু। কিন্তু হায় রে যার বুক শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আছে, এক পশলা বৃষ্টিতে তার কী হবে, বলো? তবু মাঝে মাঝে ওর আদরে সাড়ায় মনে হ'ত: সত্যিই বুঝি আমাকে ভালোবাসে।

"কিন্তু হায় রে! সচরাচর যাকে আমরা ভালোবাসা নাম দিই মলয়, সে কি সত্যি এ-পদবির যোগ্য? আমি সুন্দরী যুবতী—তনু আমার লতার মত নরম, অধর আঙুরের মত সরস—চোখ ভ্রমরের মত কালো। দৈহিক সুরা দেহের স্পর্শচেতনায় জাগায় ক্ষণিক রঙিন আবেশ। এ হ'ল দ্রব্যগুণ। এ-আবেশে নেশার রং আছে বটে—কিন্তু অন্তরের মধু কই? তাপ আছে বটে—কিন্তু আলো কই? শুধু স্নায়ুর ক্ষণিক দোলা—উত্তেজনার ব্যর্থ চাঞ্চল্য। আরো যন্ত্রণা এই যে এই অতৃপ্তিভরা ক্ষণিক উষ্ণ নেশার জন্যেও দাম দিতে হ'ত দীর্ঘ কঙ্কালসার অবসাদ দিয়ে। রোমান্স নেই—দরদ নেই—পণ্যা নারীর মতন আমার দেহের মাধ্যমে দেহবল্লভের ইন্দ্রিয়ের একান্ত গ্লানিকর মলিন ক্ষুধা মেটানো—দণ্ডদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষা—ত্বকের তীক্ষ্ণ উদগ্র পিপাসা!

"অথচ আমি তখন কী না দিতে পারতাম! মনে রেখো মলয় সে-আমার প্রথম যৌবনের প্রেম—যখন প্রতি পাপড়ির শিশিরকে মনে হয় স্বপ্নের মুক্তা, ধূলোবালির ঝিকিমিকিকে মনে হয় আকাশের তারা, নদীর কুলুধ্বনিকে মনে হয় শিশুর প্রার্থনা, সমুদ্রের তরঙ্গকে মনে হয় অনন্ত পথের সহযাত্রী। যখন মনে হয় হাতের মুঠোর মধ্যে বাঁধা বোধিসত্ত্বের সম্পদ, মণীশ্বরের পরশমণি।

"অথচ চাইবে কে? দেওয়ার দায়িত্ব কি একা দাতারই?

"ভাবতে পারো এ দুঃখ? বলবে কি এখনো: 'তোমার যা-দেওয়ার যাও বিলিয়ে?' এখনো উপমা দেবে কি মেঘের—যে পাষাণের কানেও গায় তার বুকের ফুল-জাগানিয়া গান—মরুতেও ঢালে মধু? উপমা দেবে অরুণের—যে কালো নিশীথের তৃষ্ণাধরে ঢালে আকাশের উজাড়-করা সোনার সুধা?

"মলয়, উপমা সুন্দর মানি, কিন্তু সে শুধু কাব্যে। মানুষের হৃদয় যখন তৃষ্ণায় শাহারা হ'য়ে ওঠে তখন সে কি হাত পাতে স্বপ্নবিলাসের কাছে, না, বাস্তবের বদান্যতার কাছে? বিশেষ, যখন শুধু হাত পাতাই সার? যখন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একটানা মরুভূমি তার লক্ষ জ্বালাময় বালুনেত্রে মেঘের পথ চেয়ে থাকে—মেঘ দেখাও দেয় অথচ করুণার একটি ফোঁটাও ঝরায় না—না মলয়, এ প্রাণান্তিক বেদনা যেন আমার পরমতম শত্রুরও না সইতে হয়। দেহ দেহ দেহ···সুঠাম সুডৌল দেহ আমার···জানো কি বন্ধু, কত ঘৃণা আমার নিজের দেহের 'পরে—যে-দেহকে ম্যাক চাইত শুধু দেহেরই লালসায়—প্রেমের মন্ত্রে নয়? প্রাণ যেখানে বাতি না ধরে, মন যেখানে ধ্রুবতারা হ'য়ে না ডাকে সেখানে দেহের তরঙ্গদোলা! ছি! দেহের

এত বড় অপমান যে-মেয়েকে একটিবারও সইতে হয়েছে, আত্মধিক্কারে যে তাকে—কিন্তু থাক এ প্রসঙ্গ। জর্জরতার ব্যথায় হৃদয় টন টন ক'রে ওঠে আমার···মনে হয়, কেন জন্মেছিলাম ?···

"কিন্তু কবি বলছেন দুঃখ যখন আসে দল বেঁধেই আসে। আমার মতন মেয়ের ক্ষেত্রে নিয়তিলিপির অন্যথা হবে কেন বলো ? এলো তারা: ম্যাক ভালোবাসল আর একজনকে। ছমাস পরে আর একজনকে। এক বৎসর পরে আর একজনকে।

"সে অসহ যন্ত্রণা। সময়ে সময়ে মনে হত—পাগল হয়ে যাব। কিন্তু হলাম না। অফুরন্ত করুণা—নিয়তির: মানুষকে যখন তিনি দুঃখ দিতে চান তখন বোধ হয় এটুকু দূরদৃষ্টি তাঁর থাকে—খরদৃষ্টি—যেন সে ভেঙে না পড়ে। তাই বোধ হয় মানুষ সইতে পারে। সহিষ্ণুতাই যে দুঃখের প্রধান আশ্রয়—আধার। তাই না যুগে যুগে রটল সর্বসহিষ্ণু মনোবৃত্তির জয়জয়কার। এ-ও ঐ প্রকৃতিরই কারসাজি।

"যদি বলো: সইলে কেন ?—উত্তর: না সয়ে উপায় ?—ও যতই মুখ ফেরাত ততই আমার টান যে হয়ে উঠত দুর্বার, দুর্দম! দেহের প্রতি অণুর মধ্যে জাগত কামনা—যদি পারতাম ওর মনকে প্রাণকে রাখতে আমার ইচ্ছার শিকলে বেঁধে ? হায় রে, শৈলতুষারের দুরাশা—আকাশের মন ভোলাবে তার ঝিকিমিকিতে—ধরণীর দুরাশা—তার শিশিরপুটে ধরবে ছায়াপথের জ্যোতির্মায়াকে ! তবু এমনিই মানুষের হৃদয় মলয়, যে যত সে বোঝে অসম্ভব—তত অপরাজেয় হয়ে ওঠে তার দুরাশা: বলে—অসম্ভব ? আমার সব-উজাড় করা হৃদয়ের অর্ঘ হবে অকৃতার্থ—হতে পারে কখনো ? হায় রে, আমরা আমাদের বাসনার দর্পণে চাই নিয়তির আশিস্-দাক্ষিণ্যের স্থায়ী প্রতিবিম্ব! আশার কুহকে রচি ধুলোর ইন্দ্রধনু! ধুলোর ইন্দ্রধনুই বটে—যার চিক্কণতায় না ভোলে মন, না চোখ।

"কিন্তু এ-উচ্ছ্বাস কেনই বা আজ ? তোমাকে প্রণয়ী ব'লে বরণ করি নি, কিন্তু এক তোমার কাছেই একটুখানি সত্যিকার সমবেদনা পেয়েছিলাম। হয়ত তাই—কে জানে কেন একটা মন অপরের কাছে বে-আব্রু হয়ে তৃপ্তি পায়।—কিম্বা হয়ত বহুদিনের নিরুদ্ধ সংযমী গৈরিক যখন ফাটে এম্‌নি অসংযমের অশ্রুধারেই ফাটে—জ্বলার উৎক্ষেপেই আপনাকে চায় নিবেদন করতে ঊর্ধ্বমুখে! কে বলবে ?

"জ্বালা কেন? বলি। সেই যে ম্যাক—যে ছিল আমার উপাস্য—তাকে আজ আমি ঘৃণা করি। তীব্র ঘৃণা। ভাবতে পারো? বলতে পারো কেমন ক'রে এমন হয়? আমি তো পারি না। যৌবন-তরঙ্গলোকে সবই বুঝি এমনি অভাবনীয়। ও যখন আমাকে চাইল না: আমি চাইলাম বশে আনতে। ও যখন বশে এলো আমি ফেরালাম মুখ। ও হ'ল উন্মাদ—যন্ত্রণায়: আমি—আসক্তিতে। এইবার শেষ বিস্ময়: ও যখন ফের আমার প্রেমে পড়ল নতুন ক'রে—তখন আমি দেখলাম আমার প্রেমের এক ফোঁটাও নেই পুঁজি! আশ্চর্য নয়?

"কিন্তু আশ্চর্যই বা বলি কেন? ভেবে দেখলে এ যে না হয়েই পারত না। মানুষ যখন আত্মরূপান্তর চায় না তখনই আসে পরীক্ষা। বাসনা তাকে টানে একমুখে, জীবনদেবতা টানেন অন্যমুখে। ফলে বাজে ব্যথা। কিন্তু ব্যথা আসে যে জাদুকরী হয়ে—রূপান্তর ঘটাতে। তাই সময়ের পেয়ালায় দুঃখ আসে থিতিয়ে···তখন দেখি আবেগের আবিলতা নিয়েছে নিরঙ অপ্রত্যাশার রূপ। ম্যাকের অধঃপতন চোখের সামনে দেখতাম নিত্য···চলত নিচু স্তরে···আরও নিচু স্তরে···মাখত কালো পাঁক···আরো কালো···বাজত বুকে ব্যথা···কিন্তু সে মন্থনে বিষবাষ্প যেত বেরিয়ে...ধীরে ধীরে আসত রিক্ত নিরাবেগের নির্মলতা। হাঁ, একে নির্মলতা ছাড়া কী নাম দেব? সংসারে যৌবনের জলতরঙ্গ, আবেগের ফেনিলতার চেয়ে মলিন কোন প্রবাহ?—যে-তরঙ্গ চেতনাকে ডাকে রসাতলে—মনকে করে প্রাণের ইন্ধন, প্রাণকে দেহের দাস, দেহকে পঙ্ককুণ্ডের সাথী! পঙ্ককুণ্ড নয়?—যখন মানুষ ভুলে যায় সে মানুষ, সে স্বপনী, সে রচয়িতা।—যখন সে উধাও চলে শুধু নিজের প্রবৃত্তির নিচু টানে? মনে করলে আজও ঘৃণায় শরীর আমার কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে যে ম্যাক হারাল তার সব শুভ্রতা সব গগনতৃষ্ণা—শুধু মেয়েদের ক্লিন্ন রূপের রসাতলে লুটোতে।—প্রতি দেহের মোহ উবে যেতে না যেতে ছোবড়ার মতন একের পর এক দিত তাদের দূরে ফেলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তবু তো মেয়েরা ভুলত। তবু তো আসত ওর কাছে। তবু তো করত বিশ্বাস!

"শেষটায় ঘটল একটা মস্ত ট্রাজিডি। সেইখানেই আমার প্রেমের মোড় ফিরল। ও একটি ষোলো বছরের ইস্কুলের মেয়েকে—না সে-কাহিনী বলব না। মৃতবৎসা মেয়েটি মারা গেল। আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

নিজের 'পরে এল ঘৃণা: এরই পিছনে ছুটেছি আমি? ধিক্। একছত্র লিখে ওর সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে কিছু টাকা ওকে দিয়ে উধাও হ'লাম আমেরিকায়।

"মলয়, নিয়তির বিধানে করুণা যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে যে, প্রেমও সর্বংসহ নয়। একসময়ে কাঁদতাম প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতায়—আমেরিকায় গিয়ে বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে যে, প্রেমও মরে। মৃত্যু সর্বসখা। তাকে শত্রু বলে কোন্ মূঢ়? সুধাশিহরণও অসাঙ্গ হ'লে হ'ত না কি নরকযন্ত্রণা?—তাই কি সুধারও হয় অবসান?

"কিন্তু ঐ দেখ, ফের সেই ছেলেমানুষি প্রশ্ন: ভুল হ'য়ে যায় মলয়, ক্ষমা কোরো। ভুলে যাই যে তোমার চরিত্রের একটা মেরুদণ্ড রয়েছে। ভুলে যাই যে তুমি ভালো ছেলে, আর জগৎজোড়া বিষাম্বুধির তলেও অমৃত প্রচ্ছন্ন আছে একথায় ভালো ছেলেরা আস্থা রাখে—এই টলমলে জীবনতরীরও একজন অচঞ্চল কর্ণধার আছেন অঙ্গীকার করে—ছাই-হ'য়ে-যাওয়া উল্কাপিণ্ডেরও অন্তিম সার্থকতার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ব্যঙ্গই বা কেন? হয়ত সোনার হরিণের ছবি আঁকা ভালোই—হয়ত সুখ আছে কেবল কল্পনাতেই। তুমি সুখী হও মলয়! জানো—আমি শূন্যের কাছেও মাঝে মাঝে হাতজোড় করি—এ কি বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য নয়? কিন্তু তবু করি। তখন সময়ে সময়ে কী প্রার্থনা আসে জানো?—যে, 'অন্তত একজন মানুষকেও যেন সুখী দেখে মরতে পারি।' আজও দেখি নি সুখী মানুষ, তবে দেখবার ক্ষুধা বড় তীব্র। তাই ঐ শূন্যের কাছে আজ রাতে বিদায়লগ্নে কেবলই প্রার্থনা করেছি যেন তুমিই হও সেই মানুষ—পূর্ণ সুখী।

"কেন করেছি শুনবে? ভেবেছিলাম বলব না এটুকু। কিন্তু আমার এ-প্রাণের মূল্য না থাকলেও তুমি তাকে বাঁচিয়ে এইটুকু মূল্য দিয়েছ যে তার মধ্যে জেগেছে কৃতজ্ঞতা। জীবনে কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞতা আমার প্রথম হয়েছে তোমার প্রসাদে। তাই তোমাকে বলি—কেন।"

কণ্ঠস্বর ঈষৎ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মলয় পড়তে লাগল:

"বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে খুবই। ও-কথাটার 'পরে বিতৃষ্ণার আমার অবধি নেই: তবু সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি আমার একটু বদল হয়েছে। কথাটার 'পরে শ্রদ্ধা না হোক একটু যেন সমীহের ভাব এসেছে—তাই মনে হয় যে হয়ত ওর ধ্বনিটা অসার হ'লেও অনুভবটা মিথ্যা না হ'তেও

পারে। কথাটা—ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমার মনে হয় যেন তোমাকে প্রায় এইভাবে ভালোবাসবার কিনারায় এসেছিলাম আমি। কিন্তু ঝাঁপ দিতে পারি নি। কেন জানো?

"ভয় পেলাম। সত্যি বলছি। আমি জন্মনটী—স্বভাবনটী একথা সত্য—তবু আমার আজকের কথা তুমি অবিশ্বাস কোরো না মলয়, এই আমার শেষ মিনতি। আর ভয় পেলাম ব'লেই নিজের 'পরে প্রথম একটু শ্রদ্ধা জাগল। জীবনে এই প্রথম প্রেমের নামে নিজের কথা না ভেবে অপরের কথা ভাববার কাছাকাছি এসেছি। তাই ভয় হ'ল—পাছে তোমার প্রাণের আলো-কুঞ্জে কীট হ'য়ে আমার কালো প্রাণ বাসা বাঁধে। তাছাড়া আমাকে জীবনসঙ্গিনী করবার কথা হয়ত তুমি ভাবতেও পারতে না। এক পথ ছিল—তোমাকে জালে ফেলে পরখ ক'রে দেখা। সে-ইচ্ছাও হয়েছিল—তুমি জানো। কিন্তু পারলাম না শেষ পর্যন্ত। কেন জানো?—ঐ কৃতজ্ঞতা। আমার প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ। তোমাকে বহুবার বলেছি এ-প্রাণের মূল্য কিছু আছে ব'লে আমি মানি না। তবু যে প্রাণ তোমার কাছে পাওয়া, নতুন ক'রে-পাওয়া—সে যেন তোমার চলার পথে এতটুকু ছায়া হ'য়েও না দাঁড়ায়। ম্যাক! ধিক্। তার জন্যে য়ুমা পালায় না। ওকে জেলে দেওয়া আমার পক্ষে খুবই সহজ: ওর বিরুদ্ধে আমার হাতে একাধিক অভিযোগের প্রমাণ আছে—তাছাড়া মোহিনীর ছলাকলার কাছে পুরুষের সাবধানতা কতক্ষণ টিঁকতে পারে? ওর এখন এমন অবস্থা যে ওকে দিয়ে আমি আমার যা ইচ্ছা করিয়ে নিতে পারি—কিন্তু এ-সব আর না। আমি আজ ক্লান্ত। আর কেনই বা এ-সব বিড়ম্বনা? নিজের ভবিষ্যতের জন্যে? কিন্তু সে-ভবিষ্যতের দাম কতটুকু? প্রেমহীন জীবনের সার্থকতাই বা কোথায়?

"তাছাড়া যার অতীত ছেয়ে আছে চঞ্চলতার মেঘে তার ভবিষ্যতের আকাশে কি প্রেমের তারা ফুটতে পারে আর? কোনো নব-প্রতীতির সূর্য? হায়, আমার নিজের 'পরেই যে আমার বিশ্বাস নেই আর ভাই! কোথায় কি একটা গোড়াকার কল বিগড়ে গেছে···তাই রূপ যৌবন অর্থ সব থেকেও কিছুই আমার রইল না।

"শেষে একটি উপকথা শোনো—জাপানি।

"আকাশের ছিল মেয়ে, নাম—তানাবাতা। সে বয়ন করত কত কী তার বাবার জন্যে। অকস্মাৎ বেচারি ভালবেসে ফেলল কেঙ্গিয়ু নামে এক কৃষক-

যুবককে। প্রেম যে পাপ একথা সে জানবে কোত্থেকে বলো? নিয়তির অভিশাপে তাদের হ'তে হ'ল ছায়াপথের যে নদী আছে না? তারই দুই পারে দুটি তারা। কিন্তু এটুকু হ'লেও তো হবে না।—বেদনার তরঙ্গকে প্রবহমান রাখা চাই তো: নিয়তি হেসে বললেন দশ বছরের একটি দিন ওদের হবে দেখা—যখন কেন্দ্রিয়ু ও তানাবাতার মধ্যেকার ছায়া-নদীটির উপর দিয়ে সেতু বেঁধে দেবে পাখিরা। ওরা সেই থেকে প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে নয় বৎসর এগার মাস উনত্রিশ দিন—ঐ একটি দিনের জন্যে।

"কিন্তু এরা নক্ষত্র। তাই বুকজোড়া শূন্য পথচাওয়া নিয়েও রচে কাব্য: আমরা মানুষ—ফেলি অশ্রু। দেবতা প্রতি দশ কল্প অন্তর একটি দিনে আসেন। বলেন: 'মানুষ, দেবতা হবি?' মানুষ কাঁদে, বলে: 'দেবতা, মানুষের বুকের আবিল সরোবরে তোমার পদ্ম ফোটে কখনো?' দেবতা রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যান। এখনও মানুষের সময় হয় নি যে। তাই সে আজো ঐ প্রতীক্ষমান দম্পতির মতনই দেবতার পথ চেয়ে। নদীর বিষাদ-তরঙ্গ আবার আসে গ'র্জে। নিদিশায় কূল দেখতে পায় না কেউই। তরঙ্গ-কল্লোল ধীরে ধীরে উদ্দাম হয়ে ওঠে। তাকে রোধ করে সাধ্য কার? বাঁধ করবে প্রতিযোগিতা অনন্ত উত্থানের সঙ্গে? হায় রে।...শেষটায় আসে প্লাবনের যুগান্ত। সব যায় একাকার হ'য়ে...কিন্তু না তো...ঐ যে দুটো তট ফের মাথা তোলে। আর ঐ...ঐ কে ওরা? সেই বিধুর তারা-দুটি না? নির্নিমেষে চেয়ে আছে ফের দশ বৎসর পরে কবে আবার আসবেন দেবতা। আশ্চর্য নয়? জানে ওরা দেবতা ওদের ঐ একই প্রশ্ন করবেন, আর ওরা সেই একই উত্তর দেবে। তবু পথ চেয়ে থাকে। জানে দেবতার নিমন্ত্রণে 'না' বলার ফল কি। জানে পরস্পরের মুখ চেয়ে হাজার মাথা খুঁড়লেও তরঙ্গ আবার সঙ্কুল হয়ে উঠবেই উঠবে—কোনো বাঁধই পারবে না রুখতে, আসবে ফের প্রলয়। তবু দেবতার নিস্তরঙ্গ শান্তির বুকে ওরা চায় কই নির্বাণ? চাইতে পারে না কেন? কিসের আশায়? তুমি কি জানো মলয়? আমি তো ভেবে পাই নি।"

* * * *

মলয়ের হাতের 'পরে হঠাৎ টপ ক'রে একবিন্দু অশ্রু পড়ল। মলয় চমকে তাকায় সঙ্গিনীর মুখের পানে।...

৮৭

—"মলয় !"

*　　　　*　　　　*　　　　*

—"তাকাবে না আমার পানে ?"

মলয় তাকায়।

—"কেন তবে বলো নি ?"

—"কী ?"

—"তাঁ-ও বলতে হবে ?"

—"এ-থেকে কি—"

—"নয় ? এর ছত্রে ছত্রে যে ওর রক্তের স্বাক্ষর।"

—"কই ?"

—"মলয়, মলয়। বলে হেলেনা অধীর কণ্ঠে "এর পরেও কি সন্দেহ থাকতে পারে এতটুকুও ?"

মলয় মুখ নিচু করে : "হয়ত তুমি—যা ভাবছ ঠিক তা নয়—"

—"ঠিক তা-ই মলয়, এক তিলও কম নয়।" ওর ঠোঁট ছু'খানি থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে : "ভালো না বাসলে পারে কেউ এমন চিঠি লিখতে ?"

—"হয়ত"—মলয় ঠিক কথাটার নাগাল পায় না—" এ-ও তো হ'তে পারে—"

—"না পারে না। তোমরা পুরুষ তা-ই ভাবো যে পারে।"

—"পুরুষ !"

—"হ্যাঁ মলয় ! তাই চিনতে পারো না মেয়েদের।"

—"চিনতে—?"

—"পারলে জানতে যে মেয়েরা প্রাণ থাকতে নিজের লজ্জার কথা বলতে পারে না যদি না সে ভালোবাসে।"

—"যদি না—" মলয় পুনরুক্তি করে যেন বুঝতে চেয়ে···

—"হ্যাঁ মলয়। কেবল মেয়েরাই মানে যে ভালোবাসলে মানুষ ছোট

হ'য়েও বড় হয়। পুরুষ জানে না যে হার মেনে কেউ সত্যি জিততে পারে।"

কী উত্তর দেবে ও?—বুকের রক্তে ডমরু বেজে ওঠে যেন! যে-কথা সে বিশ্বাস করতে যেয়েও মনে ঠাঁই দিতে ভরসা পায় নি…

—"শোনো মলয়," বলে হেলেনা শান্ত কণ্ঠে, "বলতে আমাকে যতই বাজুক—ভালোবাসা পাওয়ায় গৌরব থাকতেই পারে না: কাজেই তোমাকে প্রাণ ধ'রে অভিনন্দন করতে না পারলেও হৃদয়ের কাঠগড়ায় আসামী ক'রে দাঁড় করাব না কোনোদিনই জেনো। কেবল—"

মলয় ওর পানে তাকায় ফের স্থিরনেত্রে।

—"একটা কথা—" হেলেনা থামে—"প্রশ্ন করার অধিকার হয়ত নেই ব'লেই বাধে—"

—"ছি হেলেনা।" হৃদয় ব্যথিয়ে ওঠে—

—"ক্ষমা কোরো মলয়।" স্বর কেঁপে যায়, ঠোঁট চেপে ধরে দাঁত দিয়ে—

* * * *

—"প্রশ্নটা খুব সোজাসুজিই সাজাতে চাই। সোজা উত্তর দেবে?"

মলয় চুপ ক'রে থাকে খানিক। পরে শুধু ঘাড় নাড়ে।

—"ওকে তুমি এখনো ভালোবাসো?"

—"এখনকার কথা বলতে পারি নে নিশ্চিত ক'রে।"

—"সে-সময়ে?"

—"মনে হয় বাসতাম।"

—"এখন বাসো কি না নিশ্চিত নও কেন?"

—"আমি পুরুষ ব'লে বোধ হয়। নিজের মন হয়ত জানি না।"

—"ব্যঙ্গ কোরো না মলয়," বলে হেলেনা কম্প্রকণ্ঠে, "আমি তোমাকে কোনো অভিযোগ করতে এ-প্রশ্ন করি নি। কারণ মনে আমি যতই দুঃখ পাই না কেন—অন্তর আমার জানে যে, যুমাকে ভালোবাসায় তোমার এতটুকুও অপরাধ হয়নি—হ'তে পারে না। কেবল ওকে তুমি এখনো ভালোবাসো একথা যদি আমাকে আগে বলতে!"…

মলয় চুপ করে থাকে।

হেলেনা বলে শান্তকণ্ঠে: "শোনো। যা হয়ে গেছে তার উপায় নেই।

এখন কী কর্তব্য তুমিই বলো। কিন্তু লক্ষীটি, মন রাখা কথার সময় এ নয় এটুকু মনে রেখো।"

* * * *

নিস্তব্ধতা ভাঙল মলয়ই: "তোমার কি মনে হয় বলো আগে।"

হেলেনা মাটির দিকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ, পরে গাঢ় কণ্ঠে বলে: "আমার মনপ্রাণ চায় তোমাকে বাঁধতে…কিন্তু—"

—"কিন্তু?"

হেলেনা মুখ তোলে: "মনে হয় যুমা হয়ত মিথ্যা বলে নি—ভালোবাসা হয়ত শান্তি দেয় না অন্তত ভালোবাসার যে-রূপকে আমরা চিনি তার হাতে হয়ত নেই পথের পাথেয়।"

—"কার হাতে আছে—তোমার মনে হয়?"

—"কিছুই কি সত্যি বুঝি মলয় যে বলব?"—কণ্ঠে ওর বিষাদ ওঠে রণিয়ে—"অথচ…তবু…"

—"তবু—?"

—"একটা কথা হয়ত ঐ যুমারই মতন হঠাৎ বুঝবার 'কিনারায়' এসেছি—"

—"কী?"

—"যে, তোমাকে বাঁধতে যাওয়া আমার অন্যায় হবে—আমার বাঁধনে। —না, শুধু আমার বাঁধন ব'লেই কথা নয়—আমার মনে হয়—কোন মেয়ের ভালোবাসায়ই তুমি সুখী হবে না যদি সে বাঁধন হয়। খানিক আগে প্রেমে দেহ সম্বন্ধে তোমার বিষণ্ণ কল্পনার কথা শুনতে শুনতে একথা আরো বেশি ক'রে মনে হচ্ছিল—ভয় হচ্ছিল।"

—"ভয়?"

—"তুমি যে আসলে স্বভাববৈরাগী মলয়—স্বভাবপ্রেমিক হলে প্রেমের কল্পনায়ও তোমার মনে পড়ত না এমনতর বিষাদের ছায়া—হোক না সুন্দর ছায়া, তবু সে ছায়াই, আলো নয়—তাই তো ভয় আসে।"

—"এ ভয় তোমার প্রথম আসে কখন?"

—"প্রথম থেকেই এ উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে আমার মনে তবে যুমার কাহিনী শুনতে শুনতে এ বাসা বাঁধল আমার মনে।"

—"কেন—বলবে?"

—"বললে দুঃখ পাবে না কথা দাও আগে ?

—"সে-কথা দেব কী ক'রে হেলেনা ? তবে সে-দুঃখকে লালন করব না একথা দিতে পারি।"

—"যুমা তোমাকে ছেড়ে গেল কেন—কী মনে হয় তোমার ?"

মলয় শুধু চেয়ে থাকে।

হেলেনা বলে : "যদি বলি—প্রেম তোমার একনিষ্ঠ হ'তেই পারে না ওটুকু সে-ও বুঝেছিল তার নারী-হৃদয়ের সহজবোধ দিয়ে ?"

—"একথা সে কোথায় বলেছে ?"

হেলেনার মুখে পাণ্ডুর হাসি ফুটে ওঠে : "মলয় ! তোমরা বুদ্ধিতে বড় হ'লে হবে কি—প্রেমের লেনদেনে যে মেয়েদের চেয়ে ছোট—তাই এমনতর প্রশ্ন করো।—যেন এসব কথা প্রকাশ ক'রে বলতে হয়। কিন্তু রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি ! আমি বলি না ভালো তোমরা বাসো না—কিন্তু মেয়েরা যে-ভাবে বাসে সে-ভাবে ভালোবাসার কথা ভাবতেও তোমাদের আতঙ্ক হয়।"

মলয় মুখ নিচু করে—বুকের রক্তে বেজে ওঠে এ কিসের তাল ? বিষাদের ? অভিমানের ? ভয়ের ?

হেলেনা বলল : "এজন্যেও তোমাকে দোষ দিচ্ছি ভেবো না সত্যি। কারণ এ যে তোমাদের প্রকৃতি। কিন্তু তবু..." একটু থেমে কুণ্ঠিতস্বরে বলে : "যাদের স্বভাবে এ-মুক্তিকামনা বেশি গভীর—ভালোবাসাকে যারা...কি বলব...নিবিড়তার মুখে চায় না—চায় উদারতার মুখে—তাদের কি ঘরকন্নার জীবন সাজে মলয় ?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "তাহ'লে বলতে চাও কি—প্রেমের লেনদেনে রফা নেই, সন্ধি নেই ?"

হেলেনা ওর পানে একটু চেয়ে থাকে, পরে বলে : "কিন্তু ঝগড়ার মতন রাজিনামাও একতরফা নয় মলয় ! দু-পক্ষেরই সায় চাই যে।"

—"তাই কী ?"

—"স্বভাব-নীলপক্ষ যে সে কেন সই করবে খাঁচার সম্মতিসর্তে ? জ্ঞানীরা বলেন 'স্বেচ্ছায় ত্যাগ' কথাটা অসত্য—ছাড়তে কেউ কখনো সম্মতি দিতেই পারে না—যদি না উল্টোপিঠে কোথাও না কোথাও সে-ছাড়ার কোনো সত্যিকার ক্ষতিপূরণ থাকে।"

—"জ্ঞানীদের কথা জানি—কিন্তু তুমি কী বলো ?"

—"আমার বলাবলিতে কী যায় আসে বলো? তুমি মর্মে মর্মে জানো আমরা—মেয়েরা—চলি হৃদয়ের হাত ধ'রে। কাজেই আমি যখন নারী তখন আমার অন্তর কী চাইবে তা-ও তুমি জানো অন্তরে অন্তরে।"

—"যদি বলি ঠিক জানি না?"

—"জানো। প্রমাণ—আমার মুখে আমার আকাঙ্ক্ষার কথা শুনলেই চিনতে পারবে যে তোমার অন্তর সে-কথা উচ্চারণ করেছে বার বার।"

—"শুনি কী ছিল তোমার আকাঙ্ক্ষা?"

—"তোমাকে বাঁধতে, তোমাকে অধিকার করতে, আমার দেহ মন প্রাণ সব উৎসর্গ ক'রে বটে—কিন্তু নিজে বিলুপ্ত হ'তে নয় তোমাকে আঁকড়ে ধরতে—যেমন চেয়েছিল য়ুমা—না, চেয়েছিল-ই বা বলি কেন? যেমন সে চায় আজও।"

—"আজও? কেমন ক'রে জানলে?" মলয়ের রক্ত এত দ্রুত বয়!...

—"নিজের তনুমনপ্রাণের যাচাইয়ে। তাই আজ আমার আর এতটুকুও সন্দেহ নেই যে আমরা আমাদের নারীলাবণ্যকে টোপ হিসেবে ব্যবহার না ক'রেই পারি না—যদি মাছের মতন মাছ হাজিরি দেয়।"

—"ছি হেলেনা! এ ভাষা—"

—"কিন্তু এ-ই যে নির্জলা সত্য মলয়!—তবে এতখানি উগ্র সত্যগন্ধ আমাদের না কি সয় না তাই আমরা কাব্যকুয়াশা দিয়ে একে একটু তরল ও রঙিন ক'রে নিই—একাধিপত্যের লৌহমুঠিকে চাই অভিসারের মনভোলানো রঙে গিলটি ক'রে ধরতে। নইলে কবিত্বের এত আদর কেন—প্রেমের মায়ালোকে?"

—"কবিত্বের আদর কি—"

—"অবশ্য। সব বড় শিল্পীরাই একথা জানেন ও মানেন।"

—"কী কথা?"

—"যে জীবনে যা পাই না শিল্পে তারই তর্পণ ক'রে চাই আত্ম-সম্রমের খোরাক। বাবাও বলছিলেন।"

—"কবে?"

—"আজই—সকালে।"

—"হঠাৎ একথা উঠল কেন?"

—"বললে রাগ করবে না?"

—"রাগ করব? কেন?"

—"তাঁকে আমি যুমার কথা বলেছিলাম ব'লে।"

—"বলেছিলে!" মলয় বলে ক্ষুব্ধ স্বরে।

—"অভিমান কোরো না মলয়—" ওর সুরে এমন মিনতির সুর ওঠে ফুঠে—"না ব'লে পারি নি—অশান্তিতে।"

—"কী বলেছিলে শুনতে পারি?"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে খুব ধীরকণ্ঠে বলে: "যে, যুমাকে তুমি—" কথাটা সে অসমাপ্তই রেখে দেয়।

* * * *

মলয় কেবিনের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তখনও। হেলেনা ওর পিঠে হাত দিতেই চমকে ওঠে।

হেলেনা হাসে···নামে-মাত্র হাসি, বলে: "কী ভাবছ?"

—"ভাবছিলাম—একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে সোজা উত্তর দেবে কি না?"

—"দেব।"

মলয় ওর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল: "কী বললেন তিনি? কিন্তু লুকিও না একটুও—লক্ষ্মীটি!"

হেলেনা মাটির দিকে চেয়ে থাকে।

—"বলবে না?"

—"বললেন—" হেলেনা তাকায় ওর পানে—"মুখে আসছে না মলয়!" ওর চোখে জল ভ'রে ওঠে।

মলয় ওর কাঁধে হাত রেখে বলে: "ছি হেলেনা! এইমাত্র তুমিই বললে না যে সোজা উত্তর দেবে?"

—"জানি মলয় সবই জানি—" ও ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে—"কিন্তু··· যা বলি তা-ই কি সব সময়ে করতে পারি আমরা—মেয়েরা?"

মলয় চুপ ক'রে থাকে মুখ নিচু ক'রে। একটু পরে বলে: "কী বললেন বলো এবার।"

হেলেনা সোফার 'পরে উপুড় হ'য়ে পড়ে···মলয় ওর পিঠে হাত রাখে সন্তর্পণে।

অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে হেলেনা বলে: "বললেন—"

—"কী ?"

—"তোমাকে মুক্তি দিতে—কারণ…কারণ…বিবাহের বন্ধনের জন্যে তুমি তৈরি নও।"

চাপা কান্নায় ওর দেহ থর থর ক'রে কেঁপে কেঁপে ওঠে থেকে থেকে।

টক্ টক্ টক্।

ওরা চমকে ওঠে। হেলেনা সাম্‌লে উঠে চোখ মুছে বলে: "আসতে পারো।"

মলয় ও হেলেনা উঠে দাঁড়ায়: প্রফেসর!…

—"তোমার নামে একটা চিঠি আছে মলয়, কাউণ্টেস দিয়ে গেলেন।"

পড়তে পড়তে মলয়ের মুখ ছাইয়ের মত শাদা হ'য়ে যায়।

* * * *

হেলেনা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলল: "তারই ?"

মলয় "হ্যাঁ" ব'লে ওর হাতে দিল।

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন: "য়ুমা ?"

পাংশু মুখে হেলেনা ঘাড় নাড়ে—পড়তে পড়তে।

—"কী লিখেছে ?"

—"পড়ো না হেলেনা।" মলয় বলে মৃদু স্বরে।

হেলেনা কম্পিত কণ্ঠে পড়ল: "মলয়, কাউণ্টেস তোমার কথা টেলিগ্রামে সবই জানিয়েছেন। তোমার পথের কাঁটা হ'য়ে এসেছিলাম: স'রে যেতে চাই—সত্যিই, বিশ্বাস কোরো। কেবল একবার তোমাকে দেখতে চাই বিদায় নেওয়ার আগে। তোমায় মিথ্যা লিখেছিলাম শেষ চিঠিতে যে তোমাকে ভালোবাসবার কিনারায় আমি এসেছিলাম; আমি তোমাকে আজও তেমনি ভালোবাসি। হয়ত বাঁচবো না—জানি না—যদিও ডাক্তার আশা এখনও ছাড়ে নি। তাই তোমাকে একবার দেখতে চাই।

"হয়েছিল কি, কাল রাতে নাচের পর হোটেল ডি ভিলে আমার শয়নকক্ষে ম্যাক সটাং ঢোকে কিছু না ব'লে ক'য়ে: কার কাছে শুনেছে অস্কারের সঙ্গে না কি আমার বিয়ে। আধা-উন্মাদ অবস্থা। অস্কারের কথা তোমাকে বলি নি—কিন্তু তাকে বলেছিলাম। কাউণ্টেস লিখেছেন এই অস্কারের বোনকেই তুমি ভালোবাসো আজ। সেই ভালো মলয়। কিন্তু যা বলছিলাম—আমি

অসুস্থ, তাই এ অসংবদ্ধ টেলিগ্রাম, ত্রুটি নিয়ো না—ম্যাক আমাকে মিনতি করে আমাকে নইলে ও বাঁচবে না। এমন সময় হঠাৎ ঘরে কে ঢুকল মনে করো? অস্কার। চম্‌কে উঠলাম।

"সে ম্যাককে দেখেই ভ্রূকুটি করল। বলল সে শুনেছে ম্যাক না কি আমাকে উত্যক্ত করছে। ম্যাকের চোখ দুটো উঠল জ্ব'লে। বলল: 'তোমাকে আমি চিনি অস্কার—এই মুহূর্তে যাও বেরিয়ে।' তৎক্ষণাৎ অস্কার পকেট থেকে রিভলভার বের করল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর একটা ছুরি ছিল সেটা নিয়ে ম্যাক লাফিয়ে পড়ল…অস্কারের কাঁধে ছুরি বিঁধে গেল। পিস্তল আওয়াজ হয়ে গেল—কিন্তু যন্ত্রণায়ই হোক বা যে জন্যেই হোক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি এসে আমার পাঁজরা ভেদ করল। পুলিশ ম্যাককে ধ'রে নিয়ে গেছে। অস্কার হাসপাতালে। আমি হোটেলেই। এখনো কি বলতে হবে কেন দেখতে চাই তোমাকে? যদি আসো হয়ত এখনো বাঁচতে পারি—নইলে কী হবে বলো বেঁচে? তুমি ছাড়া এমন কে আছে যার জন্যে এ-পৃথিবী আমার কাছে কাম্য হ'তে পারে? উচ্ছ্বাস ক্ষমা কোরো। মুমূর্ষু যে সে কি ভেবে লিখতে পারে? যদি আসো তবে কোপেনহেগেন থেকে এয়ারোপ্লেন নিও—সোজা ওয়ার্সতে পৌঁছে যাবে আজই সন্ধ্যায়। নইলে হয়ত দেখা হল না আর। কোনো দাবিই নেই বন্ধু, কেবল এইটুকু ছাড়া যে দুর্বল আর্জি জানায় বলীয়ানকেই—আর কাকে জানাবে বলো?"

৮৮

—"ভয় কি বাবা! অস্কার বাঁচবে না—য়ুমা এমন কথা তো লেখে নি।"

প্রফেসর ম্লান হাসলেন: "তার কথা আমি ভাবছি না মা। সে ভাবনার বাইরে।"

হেলেনা মুখ নিচু করল।

প্রফেসর মলয়কে বললেন: "কী স্থির করলে?"

মলয় স্তিমিতকণ্ঠে বলল: "বুঝতে পারছি না।"

প্রফেসর বললেন: "এ জাহাজ কোপেনহেগেন পৌঁছবে বিকেলেই ও সেখানে এয়ারোপ্লেন পাবে তৎক্ষণাৎ। ওয়ার্সয় দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবে—সে ভাবনা নেই!"

—"কিন্তু—" হেলেনার স্বর কেঁপে ওঠে—"এ সময়ে ওর পক্ষে···ওয়াস নিরাপদ হবে তো বাবা ?"

—"না হলেও ওকে যেতে তো হবেই মা।"

হেলেনা অন্যমনস্ক ভাবে প্রতিধ্বনি করে যেন : "যেতে হবে !"

প্রফেসর ওর কটিবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে নিলেন···ওর মাথাটি নিজের বুকে রেখে বললেন : "লক্ষ্মী মা আমার, অবুঝ হোয়ো না। দাও ওকে ছেড়ে।"

হেলেনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

কোমল কণ্ঠে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রফেসর বললেন : "কাঁদে না মা অমন ক'রে। জীবনের কোন্ তট থেকে ওঠে যে কোন্ তরঙ্গ···শেষ চক্র শেষ অবধি না পৌঁছলে তো তার অবসান নেই।"

হেলেনা শঙ্কিতকণ্ঠে বলে : "কী হয়েছে বাবা ?"

বৃদ্ধের স্বর শান্ত : "অস্কারের হাসপাতাল থেকেও টেলিগ্রাম এসেছে মা।"

—"কী বাবা ?"

—"আর নেই সে।"

হেলেনা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। সবাই তাকায় সামনের দিকে। হঠাৎ একদল মেঘলা বেদনা উপুড় হ'য়ে পড়েছে সমুদ্রের সঙ্গে ফিয়োর্ডের সঙ্গমে। একটা বাতাস উঠছে···হু···হু···হু···

মলয় বলল : "আমি যাব না প্রফেসর।"

প্রফেসর বললেন : "মলয় ঢেউ প্রাণেরই ধর্ম—প্রাণের রাজ্যে বাস ক'রে কে কবে তাকে এড়াতে পেরেছে বলো ? তাছাড়া—" কণ্ঠে তাঁর এক উদাসী রেশ জেগে ওঠে—"কে জানে, তুমি না গেলে হয়ত য়ুমাও বাঁচবে না।"

হেলেনা আশ্চর্য হ'য়ে চেয়ে থাকে।

প্রফেসর ম্লান হাসলেন : "ভাবছ মা, এত দরদ কেন ?—কোথাকার কে য়ুমা ?—"

হেলেনা মুখ নিচু করে বলল : "না বাবা, অতটা স্বার্থপর আমি নই—যখন—" একটু থেমে "যখন ওর এই অবস্থা।" ব'লে দুহাতে মুখ ঢাকে।

প্রফেসর আর্দ্র কণ্ঠে বললেন : "এই তো মা-র মতন কথা—লক্ষ্মী মা-র।" ব'লে নিজের কাঁধে হেলেনার মাথাটি রেখে ওর চুলের 'পরে গভীর স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : "তাছাড়া মা···"

—"কী বাবা?"

—"অম্বার আমাকে একটা মস্ত শিক্ষা দিয়ে গেছে।"

হেলেনা তাকায় জিজ্ঞাসু-নেত্রে।

—"প্রাণ-জগতের বাসিন্দা যারা তারা নিজের ইচ্ছায় চলে না তো···চালায় তাদের কত শক্তি যে···তাই···" স্বর তাঁর মৃদু হ'য়ে এল: "তাদের বিচার করবার অধিকার তার নেই যে সে-জগতের সে-চেতনার উর্ধ্বে ওঠে নি।"

—"আমারও একথা মনে হয়েছে বাবা! বলে হেলেনা মৃদুকণ্ঠে, যদিও··· যদিও দুঃখ যখন পাই তখন ক্ষোভ বিরাগ সবাই আসে দল বেঁধে।"

প্রফেসর বললেন: "আসে বৈ কি মা। আজই সকালে তোমার কাছে সব শুনতে শুনতে য়ুমার বিরুদ্ধে মনটা আমার পাথরের মতন শক্ত হয়ে যায় নি কি আর?"

মলয় হেলেনাকে বলে: "সব বলেছ ওঁকে?"

হেলেনা বলে: "বাবা ছাড়লেন না যে—"

প্রফেসর বলেন: "উদ্বিগ্ন হোয়ো না মলয়। আমি পেয়েছি শান্তির আভাষ···যদিও বড় দুঃখের ঘূর্ণীতে প'ড়ে তবে। জ্ঞান আর হারাব না ···তাঁর করুণায় পেয়েছি···কী বলব···প্রাণের অতীত লোকের শক্তির সন্ধান।"

—"কী শক্তি সে বাবা?"

—"কী করে বোঝাবো মা?"

—"প্রাণশক্তিকে অস্বীকারের কোনো জোর বলবে কি?"

—"না মা। বরং···বলা যেতে পারে তাকে চালানোর।" একটু থেমে: "মা, এই বেদনার মধ্যে দিয়ে আমি আভাষ পেয়েছি যে প্রাণের শক্তি যদি আমাদের চালায় তবে সে আনে শুধু ঝড় তুফান তরঙ্গ—তাকে রুধতে আর যে-ই পারুক প্রাণ পারে না।"

—"কে পারে তবে বাবা?"

—"নিশ্চিত কোনো দিশা আজো পাই নি মা—তবে আভাস পেয়েছি যে···যে, আছে এমন শক্তি। কেবল···প্রাণের তরঙ্গলোক পেরুলে তবে মেলে তার নক্ষত্রলোকের দিশা।...তার দীক্ষামন্ত্র যেন বলে: প্রাণের শক্তিকে সারথি না ক'রে বাহন করতে হবে। নইলে মুক্তি নেই—কে?"

—"আমি বাবা৷"

নোরার চোখ অশ্রুস্ফীত।

—"এসো মা।"

নোরা প্রফেসরের কোলে গিয়ে ভেঙে পড়ে একেবারে

—"আর কাঁদে না মা। লক্ষী!"

নোরা মুখ তোলে: "বাবা—"

—"কী মা?"

—"মলয়—"

—"হ্যাঁ মা—ও যাবে।"

নোরা বিস্মিত স্বরে বলে: "ওয়ার্সতে?" ব'লেই তাকায় হেলেনার পানে। হেলেনা চোখ নামিয়ে নেয়। কত বোঝায় তবু চোখ মানা মানে কই?

—"দিদি, দিদি!" নোরা হেলেনার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে প্রফেসরের দিকে চেয়ে বলে: "না বাবা না না না। সে হ'তেই পারে না যে। তুমি কি পাগল হয়েছ? ঐ যুমার জন্যে—"

প্রফেসর তার কাঁধে হাত দিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন: "মা!"

—"কী বাবা!"

—"বিচার করে না।"

নোরা মুখ নিচু করে: "অপরাধ হয়েছে বাবা। তবে–" চোখ ওর জলে ভ'রে আসে—"তুফান থেকে এত ক'রে যে তীরে এল…তাকে…" কথাটা শেষ হয় না—দুহাতে ও মুখ ঢাকে।

—"ছি মা! এসময়ে অধীর হওয়া সাজে?" ওর মাথায় হাত রাখেন সস্নেহে: "উপায় কী মা? প্রাণের মনের বাসনার হাওয়ায় যে-ঢেউ উঠল তার দায়িত্ব তো নিতেই হবে—যতক্ষণ…যতক্ষণ প্রাণের রাজত্বে বসবাস করছি।"

—"কিন্তু যদি ফের নৌকাডুবি হয়?"

প্রফেসরের মুখে শান্ত হাসি ওঠে ফুটে: "তবু ঐ ঢেউয়ের বুক চিরেই তো প্রত্যেককে চলতে হবে মা!—নইলে নিস্তরঙ্গের বুক থেকেই উঠত না ঝড়তুফান—কে?"

৮৯

—"আমি, প্রফেসর !"

—"কাউণ্টেস !"

সবাই উঠে দাঁড়ায়।

—"বসুন না কাউণ্টেস।"

—"বসব না প্রফেসর, শুধু—মানে, জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম—"

—"হ্যাঁ কাউণ্টেস," প্রফেসর বলেন শান্তকণ্ঠে, "মলয় যাবে বৈ কি।"

—"যাবে ?" কাউণ্টেসের চোখ আনন্দে জ্ব'লে ওঠে, "তাহ'লে হয়ত য়ুমা বেঁচে যাবে।"

নোরা কাউণ্টেসের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ক'রেই তাকায় দিদির দিকে···সে মুখ একটু আড় ক'রে বসে।

কাউণ্টেসের দৃষ্টি পড়ে সেদিকে : "ক্ষমা করবেন প্রফেসব !"

—"সে কি কথা কাউণ্টেস ? কেবল—" প্রফেসরের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কেঁপে ওঠে।

—"কেবল—?"

—"এই, জিজ্ঞাসা করছিলাম, কোপেনহেগেন থেকে এয়ারোপ্লেন পাওয়া যাবে তো ঠিক ?"

কাউণ্টেসের কণ্ঠে উৎসাহ ওঠে জেগে : "সে ভার আমার, কোপেন-হেগেনে আমার এক ব্যারনেস মাসি আছেন তাঁর দু দুটো এয়ারোপ্লেন আছে, একটা পাবই পাব।"

—"তবে আর ভয় কি ?" প্রফেসর বলেন ধরা-গলায়।

হেলেনা উঠে দাঁড়ায় গিয়ে কেবিনের জানলার কাছে। সবাই তার দিকে একটু চেয়ে থেকেই কাউণ্টেসের দিকে তাকায়।

—"কী একটা কাগজ প'ড়ে গেল আপনার হাত থেকে কাউণ্টেস।" মলয় তুলে দেয়।

—"ও—দেখাতেই এনেছিলাম আপনাদের।"

—"কী ?"

—"আর একটা টেলিগ্রাম—য়ুমার।"

মলয় চমকে ওঠে: "য়ুমার ?"

—"হ্যাঁ—[illegible] ম্যাকার্থি আত্মহত্যা করেছেন—হাজতে।"

*   *   *   *

হেলেনা মলয়ের দিকে চায়—মলয় ওর দৃষ্টি এড়িয়ে তাকায় সামনের কে।

দিগন্তবিতত নীল জল…

ঢেউ…ঢেউ…ঢেউ…

যদিও খানিক আগের যে-বাতাসে ঢেউ উঠেছিল সে প'ড়ে গেছে…

তবু ঢেউ চলেছে…